বাংলাপিডিএফ.নেট

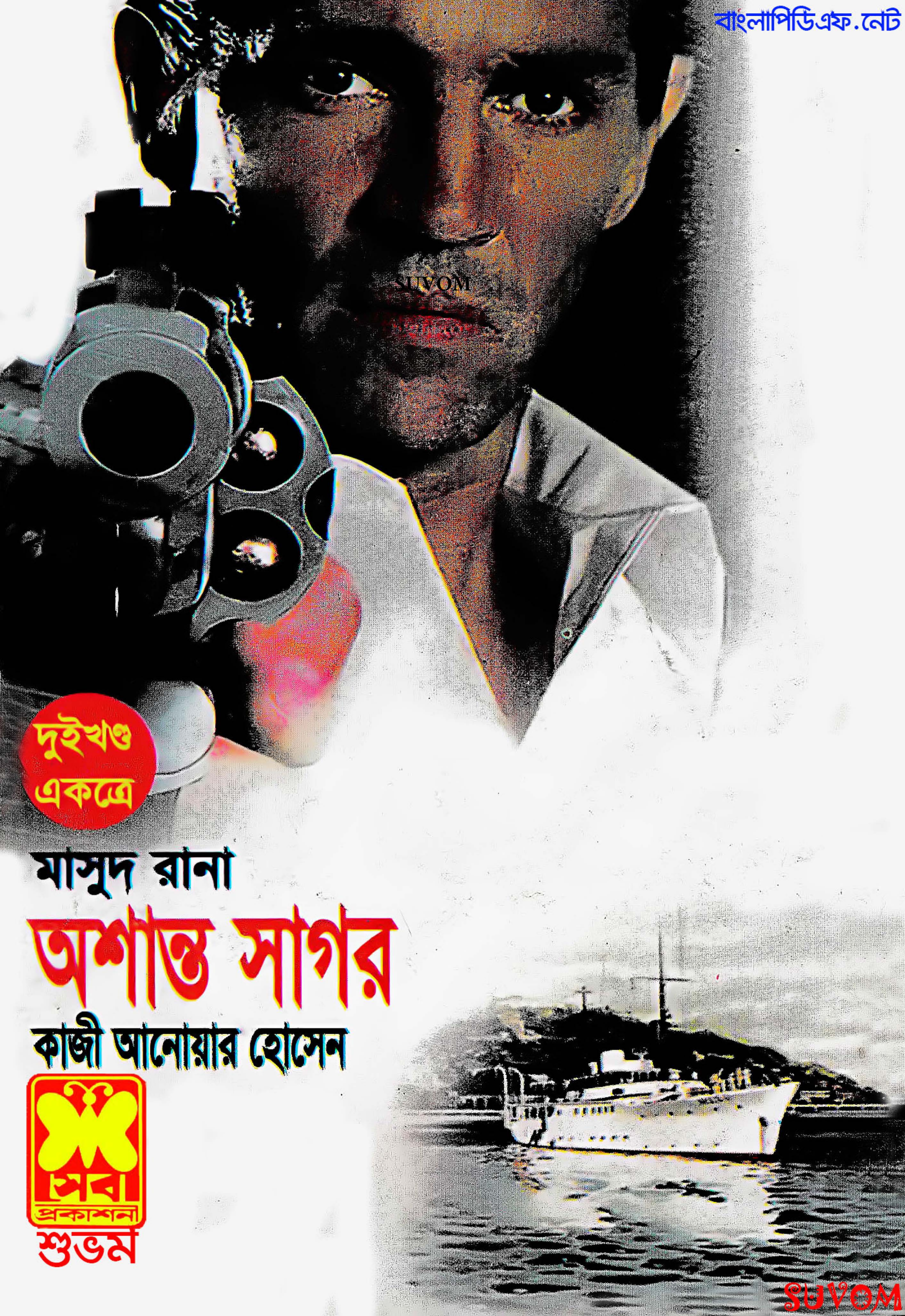

SUVOM

দুইখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

# অশান্ত সাগর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশন

শুভম

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

## মাসুদ রানা

# অশান্ত সাগর

## দুইখণ্ড একত্রে

## কাজী আনোয়ার হোসেন

ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিল মাসুদ রানা—বাড়াল সহযোগিতার হাত।

যেতে হলো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, এক বিশেষ মিশন নিয়ে—উদ্দেশ্য, ওখানকার কয়েকটি দ্বীপের আশপাশের গভীর সমুদ্রে তল্লাশি চালিয়ে খুঁজে বের করবে অত্যন্ত মূল্যবান এক শিলাখণ্ডের অনাবিষ্কৃত মজুদ। রানা কল্পনাই করতে পারেনি এ-কাজ করতে গিয়ে কত দুঃখ ছিল কপালে।

একদিকে শত্রুপক্ষ, অন্যদিকে রুদ্র প্রকৃতি, ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের চারদিকে একের পর এক বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে অসংখ্য ডুবো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে জাকারানডা—দিশে হারিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

SUVOM

---

**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

### মাসুদ রানা

# অশান্ত সাগর

### (দুইখণ্ড একত্রে)

### কাজী আনোয়ার হোসেন

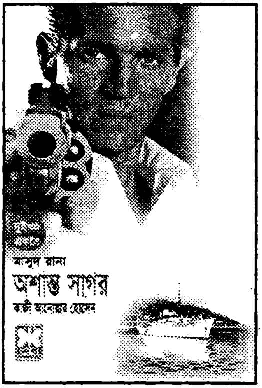
মাসুদ রানা
অশান্ত সাগর
কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7186-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

পুনর্মুদ্রণ:২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিস্টর নীল

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
ASHANTO SHAGOR
Part I& II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

**বাহাত্তর টাকা**

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don’t Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

শু
ভ
ম

স্ক্যানিং
এডিটিং

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

অশান্ত সাগর-১ ৫-৯৯
অশান্ত সগর-২ ১০০-২০০

# মাসুদ রানার ভলিউম

| | | |
|---|---|---|
| ১-২-৩ | ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ | ৬৫/- |
| ৪-৫-৬ | দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ | ৬৭/- |
| ৭-৩৭২ | শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা | |
| ৮-৯ | সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) | |
| ১০-১১ | রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ | |
| ১২-৫৫ | রত্নদ্বীপ+কুউউ | |
| ১৩-১৪ | নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) | |
| ১৫-১৬ | কায়রো+মৃত্যু প্রহর | |
| ১৭-১৮ | গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র | |
| ১৯-২০ | রাত্রি অন্ধকার+জাল | |
| ২১-২২ | অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা | |
| ২৩-২৪ | ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত | ৬৬/- |
| ২৫-২৬ | এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই | ৫১/- |
| ২৭-২৮ | বিপদজনক-১,২ (একত্রে) | |
| ২৯-৩০ | রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) | ৫৯/- |
| ৩১-৩২ | অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) | |
| ৩৩-৩৪ | বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৫-৩৬ | ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৭-৩৮ | গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু | |
| ৩৯-৪০ | অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) | |
| ৪১-৪৬ | সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক | ৮২/- |
| ৪২-৪৩ | নীল ছবি-১,২ (একত্রে) | ৬২/- |
| ৪৪-৪৫ | প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) | ৫৮/- |
| ৪৭-৪৮ | এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) | |
| ৪৯-৫০ | লাল পাহাড়+হৃংকম্পন | |
| ৫১-৫২ | প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) | |
| ৫৩-৫৪ | হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) | |
| ৫৬-৫৭-৫৮ | বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) | ৮২/- |
| ৫৯-৬০ | প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) | |
| ৬১-৬২ | আক্রমণ ১,২ (একত্রে) | |
| ৬৩-৬৪ | গ্রাস-১,২ (একত্রে) | |
| ৬৫-৬৬ | স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) | ৬৫/- |
| ৬৭-১৬১ | পপি+বুমেরাং | |
| ৬৮-৬৯ | জিপসী-১,২ (একত্রে) | |
| ৭০-৭১ | আমিই রানা-১,২ (একত্রে) | |
| ৭২-৭৩ | সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) | |
| ৭৪-৭৫ | হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে) | ৭৮/- |
| ৭৬-৭৭ | হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) | |
| ৭৮-৭৯-৮০ | আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) | ১০৮/- |
| ৮১-৮২ | সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) | |
| ৮৩-৮৪ | পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) | |
| ৮৫-৮৬ | টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) | |
| ৮৭-৮৮ | বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) | |
| ৮৯-৯০ | প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) | |

| | | |
|---|---|---|
| ৯১-৯২ | বন্দী গগল+জিম্মি | |
| ৯৩-৯৪ | তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে) | |
| ৯৫-৯৬ | স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) | ৫৯/- |
| ৯৭-৯৮ | সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা | |
| ৯৯-১০০ | নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) | |
| ১০১-১০২ | স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) | |
| ১০৩-১০৪ | উদ্ধার-১,২ (একত্রে) | ৬৩/- |
| ১০৫-১০৬ | হামলা-১,২ (একত্রে) | ৫৮/- |
| ১০৭-১০৮ | প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) | ৬৮/- |
| ১০৯-১১০ | মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) | |
| ১১১-১১২ | লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) | |
| ১১৩-১১৪ | অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) | ৬৮/- |
| ১১৫-১১৬ | আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) | ৭২/- |
| ১১৭-১১৮ | বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) | |
| ১১৯-১২০ | নকল রানা-১,২ (একত্রে) | |
| ১২১-১২২ | রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) | |
| ১২৩-১২৪ | মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) | |
| ১২৫-১৩১ | বন্ধু+চ্যালেঞ্জ | |
| ১২৬-১২৭-১২৮ | সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ১২৯-১৩০ | স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) | ৭২/- |
| ১৩২-১৫৩ | শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী | ৯০/- |
| ১৩৩-১৩৪ | চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) | ৭২/- |
| ১৩৫-১৩৬ | অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) | ৮০/- |
| ১৩৭-১৩৮ | অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) | |
| ১৩৯-১৪০ | মরণকামড়-১,২ (একত্রে) | |
| ১৪১-১৪২ | মরণখেলা-১,২ (একত্রে) | |
| ১৪৩-১৪৪ | অপহরণ-১,২ (একত্রে) | |
| ১৪৫-১৪৬ | আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) | |
| ১৪৭-১৪৮ | বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) | ৮২/- |
| ১৪৯-১৫০ | শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) | |
| ১৫১-১৫২ | শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) | |
| ১৫৪-১৫৫ | কালপ্রিট-১,২ (একত্রে) | ৭৮/- |
| ১৫৬-১৫৭ | মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) | ৮৬/- |
| ১৫৮-১৬২ | সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া | |
| ১৫৯-১৬০ | আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) | ৬৮/- |
| ১৬২-১৬৫ | কে কেন কিভাবে+কুচক্র | |
| ১৬৩-১৬৪ | মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) | |
| ১৬৬-১৬৭ | চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) | |
| ১৬৮-১৬৯ | অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে) | |
| ১৭০-১৭১ | যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে) | |
| ১৭২-১৭৩ | জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) | ৬৬/- |
| ১৭৪-১৭৫ | কালো টাকা ১,২ (একত্রে) | |
| ১৭৬-১৭৭ | কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে) | |
| ১৭৮-১৭৯ | বিষকন্যা ১,২ (একত্রে) | ৭০/- |
| ১৮০-১৮১ | সত্যবাবা-১,২ (একত্রে) | |
| ১৮২-১৮৩ | যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা | ৮২/- |

Rana- 186,187

# অশান্ত সাগর – ১,২

## কাজী আনোয়ার হোসেন

**Scan & Edited By:**

**SUVOM**

**Website:**

**www.Banglapdf.net**

**FACEBOOK:**

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

| | |
|---|---|
| ১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) | ৭২/- |
| ১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) | ৭২/- |
| ১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) | ৬৭/- |
| ১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে) | |
| ৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) | |
| ১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে) | |
| ১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) | ৭৬/- |
| ২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) | ৮০/- |
| ২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) | |
| ২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) | |
| ২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) | |
| ২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২১৫-২১৬ শত্রু বিভীষণ-১,২ (একত্রে) | ৭৬/- |
| ২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী-১,২ (একত্রে) | ৭০/- |
| ২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) | |
| ২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) | ৬৬/- |
| ২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) | ৭৬/- |
| ২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) | |
| ২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) | |
| ২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) | ৭০/- |
| ২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) | |
| ২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) | |
| ২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) | ৬৪/- |
| ২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) | |
| ২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) | |
| ২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২৫২+২৫৩ অমানিশা-১,২ (একত্রে) | ৬৫/- |
| ২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) | |
| ২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) | |
| ২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) | |
| ২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন | |
| ২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) | |
| ২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) | ৯৮/- |
| ২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র | |
| ২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ | ৭৮/- |
| ২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+বৃদ্ধবাজ | ৮০/- |
| ২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) | |
| ২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাদ+সীমালঙ্ঘন | |
| ২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাটি+আক্রান্ত দূতাবাস | ৮২/- |
| ২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি | |
| ২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ | ৬৫/- |
| ২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস | ৭৪/- |
| ২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট | |
| ২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) | |
| ২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু | ৭২//- |
| ২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ | ৬৪/- |
| ২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত | ৭২/- |
| ২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা | |

| | |
|---|---|
| ২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা | ৭৪/- |
| ২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা | |
| ৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি | |
| ৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস | |
| ৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99 | |
| ৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী | |
| ৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম | |
| ৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা | |
| ৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ | |
| ৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু | |
| ৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা | |
| ৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা | |
| ৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর | ৫৫/- |
| ৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা | |
| ৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা | |
| ৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল | |
| ৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ | |
| ৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) | |
| ৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ | |
| ৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার | |
| ৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) | |
| ৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত | |
| ৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 | |
| ৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন | |
| ৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব | |
| ৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী | |
| ৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন | |
| ৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ | |
| ৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা | |
| ৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা | |
| ৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা | |
| ৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন | |
| ৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ | |
| ৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) | |
| ৩৭৫-৩৭৭ সপ্তলতা+অখণ্ড অবসর | |
| ৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) | |
| ৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস | |
| ৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ | |
| ৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) | ৮৬/- |
| ৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট | |
| ৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) | |
| ৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা | |
| ৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) | |
| ৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর | |
| ৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে | |
| ৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) | |
| ৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে) | ৭১/- |
| ৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট | |
| ৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে) | ৮৭/- |

# অশান্ত সাগর-১

প্রথম প্রকাশ:১৯৯২

## এক

লণ্ডন। হাড় কাঁপানো শীত, সেই সাথে অবিরাম বৃষ্টি। বাইরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। হালকা খয়েরী রঙের পুরু, মোটাসোটা মেঘের কম্বল উড়ে চলেছে অনেক নিচু দিয়ে। এতোই নিচু দিয়ে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। টেমস-এর ওপারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে পার্লামেন্ট ভবনের ঋজু কাঠামোটা। চূড়োয় জ্বলছে টকটকে লাল একটা আলো–অধিবেশন চলছে, আলোটার দায়িত্ব তা জানান দেয়া।

একটু এপাশে লণ্ডনের বিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজ। মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে ভাগ হয়ে গেল ওটা, বাহু দুটো উঠে গেল ওপরদিকে। বিশাল এক মালবাহী জাহাজ দেখা গেল, মন্থরগতিতে ব্রিজের তলা দিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়লো, এগিয়ে চলেছে টেমস এসচ্যুয়ারির দিকে। বাহু দুটো নেমে এলো আবার, সেঁটে গেল পরস্পরের সাথে। দু'তীরে সার দিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়ি ঘোড়া মিছিল করে উঠে এলো ব্রিজে, ছুটলো যে যার গন্তব্যে।

জানালার ভারি কার্টেন টেনে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। এগিয়ে এসে জ্বেলে দিলো ডেস্ক লাইটটা। পাতলা ফাইবার গ্লাসের ঘেরাটোপে ঢাকা হালকা ঘিয়ে রঙের স্নিগ্ধ আলোয় হেসে উঠলো বড়সড় রুমটা। এটা ওর রানা এজেন্সির নিজস্ব অফিস রুম। নকের আওয়াজ উঠলো দরজায়।

ভরাট গলায় বললো রানা, 'এসো।'

উজ্জ্বল চাঁদের মতো ঝলমলে হাসি মুখে ধরে ভেতরে এসে দাঁড়ালো ইকবাল সাইফ, এখানকার ব্রাঞ্চ ইনচার্জ। 'সরি, মাসুদ ভাই। একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। কখন এলেন?'

'ঘণ্টাখানেক,' মৃদু হাসলো ও। প্রায় রানার সমান লম্বা ইকবাল সাইফ। চমৎকার হাসিখুশি ছেলে। খাটতে পারে মেশিনের মতো। ভারি পছন্দ ওকে রানার। 'বোসো।'

'পরশু আসার কথা ছিলো আপনার,' শিরদাঁড়া সোজা করে বসলো ইকবাল।

'হ্যাঁ। প্যারিস ব্রাঞ্চে সামান্য ঝামেলা ছিলো। তোমার এদিকের খবর সব ভালো?'

'জ্বি, ভালো।'

রানা এজেন্সির ইউরোপীয় শাখাগুলোর কাজকর্ম পরিদর্শনে এসেছে মাসুদ রানা। আগে বছরে একবার করে ভিজিট করতো ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংস্থাটির সবগুলো শাখায়। কিন্তু ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় এখন আর পেরে ওঠে না। আসে, তবে অনিয়মিত। তাও একবার ইউরোপ, তো পরেরবার আমেরিকা।

তারপর অস্ট্রেলিয়া, এভাবে সারতে হয় কাজটা।

এবারকার মতো ইউরোপ সফর শেষ। শুধু লণ্ডন বাকি। এটা সেরেই দেশে ফিরে যেতে হবে। বিশ্রাম জুটবে না কপালে। অনেক কাজ জমে থাকায় দুটো দিন অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে ওকে প্যারিসে। ওই দুটো দিনই নিজেকে বরাদ্দ করেছিলো রানা বিশ্রামের জন্যে।

'অনেক কাজ জমে আছে, না?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

ওর করুণ মুখভঙ্গি দেখে হাসলো ইকবাল। মাথা নাড়লো, 'না, মাসুদ ভাই। বড়জোর একটা কি দুটো ফাইলে চোখ বোলাতে হবে। বাকি সব সেরে রেখেছি।'

চোখ বুজে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুললো রানা। গম্ভীর গলায় বললো, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, বৎস!'

আরও মিনিট দুয়েক টুকটাক এটা ওটা আলোচনা শেষে কাজের কথা পাড়লো ইকবাল সাইফ। 'মিস্টার রিচার্ড ওয়াকার আপনাকে খুঁজছিলেন, মাসুদ ভাই। ফোন করেছিলেন দু'বার।'

'কবে?'

'প্রথমবার তিনদিন আগে। পরে আজ সকালে।'

'আচ্ছা!'

'আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, বারবার জানতে চাইছিলেন। গলার স্বরে বেশ বিচলিত মনে হয়েছে আমার ভদ্রলোককে। আপনি প্যারিসে আছেন, এখানে আসছেন, ওনাকে বলেছি আমি।'

গোপনীয়তার স্বার্থে এজেন্সির কে কোথায় আছে, বাইরের কাউকে জানানো হয় না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র এবং ব্যক্তির বেলায় এর ব্যতিক্রম আছে। ওশেনোলজি এবং লিমনোলজির প্রখ্যাত পণ্ডিত রিচার্ড ওয়াকারও সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বদের একজন।

'তারপর, উনি কি বললেন?'

'বললেন, আপনাকে খুব দরকার ওনার। আপনি যখনই আসেন, ওনার অফিসে বা বাসায় যেন ফোন করি আমি। উনি দেখা করতে আসবেন।'

এক সময় রিচার্ড ওয়াকারের ছাত্র ছিলো মাসুদ রানা। থম্পসন আইল্যাণ্ড অভিযানে যাবার আগে ওশেনোলজি এবং লিমনোলজির ওপর এখানকার রয়্যাল সোসাইটিতে দেড় মাসের একটা কোর্স করতে হয় রানাকে। রিচার্ড ওয়াকার সে সময় ওখানকার ওশেনোলজি অ্যাণ্ড লিমনোলজির উপ-প্রধান। বছর খানেক আগে রিটায়ার করেছেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আছেন এখন।

ঘড়ি দেখলো রানা। প্রায় পাঁচটা। বললো, 'তাহলে আমিই বরং ঘুরে আসি তাঁর ওখান থেকে। এই বৃষ্টির মধ্যে বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না।' চেয়ারের পিছনে ঝোলানো কোটটা গায়ে চড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো রানা। 'তোমার গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি।'

'শিওর।'

ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলো রানা। গেট পেরিয়ে এসে থামলো একটু,

ডানে-বাঁয়ে নজর বুলিয়ে উঠে এলো বড় রাস্তায়। মিশে গেল ব্যস্ত ট্রাফিকের ভিড়ে। আনমনে রিচার্ড ওয়াকারের কথা ভাবছে ও। ছোটখাটো, কাজপাগল মানুষ। বিপত্নীক। একমাত্র মেয়ে জেসিকে নিয়ে তাঁর সংসার। এক ভাই আছে, ডেভিড ওয়াকার। তিনিও ওশেনোলজিস্ট।

বয়সের বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও ট্রেনিঙের সময় একে অন্যের অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলো রানা-রিচার্ড। রিচার্ডকে আকর্ষণ করেছিলো রানার আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব। আর রানার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ সাগর সম্পর্কে বৃদ্ধের অগাধ জ্ঞান। রিচার্ডের পরিবারের একজন সদস্যের মতোই হয়ে উঠেছিলো রানা ওই সময়।

লণ্ডন এলেই দেখা করে রানা বৃদ্ধের সাথে। বাপ-মেয়ের সাথে গল্পগুজব করে কাটিয়ে যায় এক-আধ বেলা।

কানিংহ্যাম রোড হয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে সেন্ট জনস উড্ রোডে উঠে এলো রানা। অল্প একটু এগিয়ে হাতের বাঁ দিকে দশতলা এক বিল্ডিং, জোনস টাওয়ার। ওটার ছয় তলায় রিচার্ড ওয়াকারের অফিস। অফিস-আদালত ছুটি হয়ে গেছে। নিচের প্রায় ফাঁকা কার পার্কে ঢুকে পড়লো রানা। গাড়ি লক্ করে লিফটে চড়লো। উঠে এলো ফিফথ্ ফ্লোরে।

দুটো করে অফিস আছে জোনস টাওয়ারের প্রতিটি ফ্লোরে। লিফট থেকে নেমে লম্বা একটা করিডর। বাঁ দিকে রিচার্ড ওয়াকারের অফিস। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। করিডরটা এখানে বাঁক নিয়ে ডানে, সিঁড়িরুমের দিকে চলে গেছে।

সুইং ডোর খুলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়লো মাসুদ রানা। রিসেপশন রুম এটা, কোমর সমান পারটেক্সের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। দু'সারি সোফা, একটা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, এতেই প্রায় ভরে গেছে। তার ওপাশে বেশ খানিকটা খোলামেলা জায়গা। তিনটে ডেস্ক রয়েছে ওখানে। ফাঁকা। বাঁ দিকের একটা দরজার মাথায় লেখা 'ল্যাব'। পরেরটা রিচার্ড ওয়াকারের অফিসরুম। ওটাও ফাঁকা। সামনের কাঁচের পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, চেয়ারে নেই বৃদ্ধ।

এদিক-ওদিক তাকালো রানা। কেউ নেই, পুরো অফিস ফাঁকা। গেল কোথায় সব, ভাবছে, এই সময় রিসেপশন ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সাথে সাথে খুলে গেল রিচার্ড ওয়াকারের অফিস রুমের দরজাটা। জেসি ওয়াকারকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। রানার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল জেসি। ভেতরে খোলা একটা বইয়ের আলমারি দেখা যাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে কিছু করছিলো জেসি, দরজার আড়ালের জন্যে দেখতে পায়নি রানা ওকে।

তৃতীয়বার রিঙ হতে চমক ভাঙলো জেসির। একটু হাসির ভঙ্গি করলো। 'এক্সকিউজ মি, রানা,' বলে দ্রুত ওর পাশ কাটিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললো।

ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে রানা। যথেষ্ট লম্বা মেয়ে জেসি। এবং স্লিম। সোনালী চুল। বটল্ গ্রীন গোল গলা সোয়েটার, তার ওপর হাল্কা সুরকি রঙের

জ্যাকেট এবং মিড ক্রীম স্কার্টে মানিয়েছে দারুণ। অপর প্রান্তের বক্তব্য শুনতে শুনতে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো জেসির চেহারা।

কাঁপা গলায় জানতে চাইলো, 'কি নাম?' আড়চোখে রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। বললো, 'ঠিক আছে, আমরা আছি। এখনই পাঠিয়ে দাও।'

রিসিভার রেখে ঝাঁকি দিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিলো জেসি। 'কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন, বসো!'

'ব্যাপার কি, জেসি?' বসলো না রানা, চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে, 'তোমার বাবা কোথায়?'

ঘুরলো জেসি। দু'হাত বুকে বেঁধে টেবিলের কিনারায় নিতম্বের ভর চাপিয়ে বসলো। 'বসো। উনি হিথ্রো গেছেন,' চট্ করে হাতঘড়ির ওপর নজর বুলিয়ে নিলো, 'ফেরার সময় হয়ে গেছে।'

'হিথ্রো?'

ওপর নিচে মাথা দোলালো জেসি। ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছে কিছু। 'আমার চাচাকে চিনতে তুমি, রানা?'

'হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে?' পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসলো ও।

'মারা গেছেন উনি।'

চুপ করে গেল রানা। বছর তিনেক আগে এই অফিসে বসেই ডেভিড ওয়াকারের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রিচার্ড ওয়াকার। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ ডেভিড। গবেষণার কাজে বছরের দশ মাসই সাগরে কাটাতে হয়। শুনেছে রানা, সাউথ প্যাসিফিকে কি এক মূল্যবান খনিজ পাথরের মজুদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি।

নরম গলায় বললো রানা, 'আমি দুঃখিত। কবে?'

'জানি না।' মাথা নিচু করে নখ খুঁটছে জেসি, 'বাবা বলছেন, চাচার মৃত্যুটা নাকি অস্বাভাবিক। ডেথ সার্টিফিকেটে চাচার মৃত্যুর যে কারণ দেখানো হয়েছে, তা মিথ্যে।'

'কোথায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর?'

'তা-ও জানি না। তবে সাউথ প্যাসিফিকেরই কোথাও হবে। তিন দিন আগে চাচীর নামে ডেথ সার্টিফিকেট এসেছে বাই পোস্ট। তাহিতি থেকে।'

'হুঁম!' কিছু একটা ভাবলো রানা। 'কিন্তু এই বাজে ওয়েদারে হিথ্রো যাবার কি দরকার পড়লো তোমার বাবার?'

'চাচার একটা সুটকেস এসেছে প্লেনে করে। ওটা ছাড়াতে গেছেন। ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখার পর থেকে একদম চুপ করে গেছেন বাবা। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে আমার সাথে পর্যন্ত কথা বলছেন না।' চোখের কোণ মুছলো জেসি ওয়াকার।

পিছনে মৃদু আওয়াজ উঠতে ফিরে চাইলো রানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রিচার্ড ওয়াকার। ছোটখাটো মানুষটি। মাথাজোড়া চকচকে টাক। গালে চাপ দাড়ি, কাশ ফুলের মতো ধপধপে সাদা হয়ে গেছে পেকে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা–বুদ্ধিদীপ্ত, প্রতিভাবানদের মতো চেহারা। পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে হবে বয়স।

অথচ এই মুহূর্তে তাঁর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হয় সত্তুর-আশি ছাড়িয়ে গেছে। হাতে বেশ বড় একটা সুটকেস। বোঝার ভারে ঝুঁকে আছে দেহটা। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

তাড়াতাড়ি উঠে এলো রানা। প্রায় জোর করেই সুটকেসটা তুলে নিলো নিজের হাতে।

'কখন এলে, রানা?' পরম স্বস্তির ভাব ফুটলো বৃদ্ধের চেহারায়। এক পা এগিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'এই তো, মিনিট পাঁচেক। আপনি কেমন আছেন?'

'আছি,' বলে ছোট ছোট পায়ে নিজের অফিস রুমের দিকে এগিয়ে চললেন বিজ্ঞানী। 'এসো, রানা। জেসি, তুমিও।'

ভেতরে এসে বসলো ওরা। সুটকেসটা রাখলো রানা রিচার্ডের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর।

'ডেভিডের খবর তো...'

'শুনেছি, স্যার। আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ।' সুটকেসটা দেখালেন বিজ্ঞানী, 'ডেভিডের। আজই এসেছে তাহিতি থেকে।' কোটের পকেট থেকে একটা মুখ খোলা খাম বের করে রানার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'পড়ো।'

ভেতর থেকে বেশ পুরু, আট বাই ছয় গ্লসি পেপার বেরুলো একটা। ভাঁজ খুলে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলো রানা। খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি:

*প্রিয় মিসেস ওয়াকার,*

*অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনার স্বামী, ডেভিড ওয়াকার, আর বেঁচে নেই। ভদ্রলোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যা হোক, ওঁর ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র আমার কাছে গচ্ছিত ছিলো। ওগুলো তাঁর স্মৃতি হিসেবে রাখতে চাইবেন ভেবে পাঠিয়ে দিলাম।*

*আপনার বিশ্বস্ত*
*ডি. শিলটন*

চোখ তুললো রানা, 'কে এই শিলটন?'

'জানি না।' চশমা খুলে চোখ ডলতে লাগলেন রিচার্ড, 'নামও শুনিনি কোনোদিন।'

চিঠিটা ওর হাত থেকে নিলো জেসি। খামটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো রানা। প্রাপকের নাম: মিসেস ডায়ানা ওয়াকার। ঠিকানা: টু, স্ট্যাটফোর্ড কোর্ট, কার্জন স্ট্রীট, ওয়েস্ট এণ্ড, লণ্ডন। পাশে 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ'-এর ছাপ–নিচে লেখা: তাহিতি, ফ্রেঞ্চ কলোনি, সাউথ প্যাসিফিক।

খামটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসলো রানা। ওর চোখে চোখ রেখে মূর্তির মতো বসে আছেন রিচার্ড ওয়াকার। নিশ্চলক। খেয়াল করলো রানা,

চোখের নিচে কালি জমে গেছে বৃদ্ধের। চোখের সাদা অংশটুকু লাল হয়ে আছে।

'ঘটনাটা খুলে বলুন, স্যার।'

'পরশু দিন দুপুরের দিকে টেলিফোন করে ডায়ানা। আমি ফোন তুলতেই উল্টো-পাল্টা কী সব বলতে লাগলো পাগলের মতো, বুঝলাম না কিছুই। তবে কয়েকবার যে ডেভিডের নাম উচ্চারণ করেছে ও, তা বোঝা গেছে। ফোন রেখে তাড়াতাড়ি ডেভিডের বাসায় গেলাম। দেখি, ড্রইংরুমের মেঝের ওপর মূর্তির মতো বসে আছে ডায়ানা। আমাকে দেখে মনে হলো যেন চিনতেই পারলো না। কয়েকবার ডাকলাম ওর নাম ধরে, উত্তর পর্যন্ত দিলো না। ওর সামনে একটা কাগজ পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিলাম আমি। ফরাসী ভাষায় লেখা একটা ডেথ সার্টিফিকেট ছিলো ওটা–ডেভিডের।' বলতে বলতে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন বিজ্ঞানী, হঠাৎ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন একটা।

'তারপর?'

'ওটা পড়ে প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলাম। মৃত্যু কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। জন্ম হলে একদিন মৃত্যু হবেই, তাতে অবাক হবারও কিছু নেই। তবুও, আফটার অল, নিজের ভাই, প্রথমে বেসামাল হয়ে পড়ি খানিকটা। ডেভিড ছিলো স্বাস্থ্যবান। এমন কোনো অসুখ ছিলো না, যাতে হঠাৎ করে মৃত্যু হতে পারে ওর। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিলাম না। পরে, অফিসে ফিরে আবার যখন ডেথ সার্টিফিকেটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম, কি বলবো, ডেভিডের কজ অভ ডেথ পড়ে চমকেই উঠলাম।'

ড্রয়ার থেকে দু'ভাঁজ করা একটা শীট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন রিচার্ড। 'এই যে, ফ্রেঞ্চ পড়তে পারো?'

'পারি, অল্প অল্প।' বহু কষ্টে ওটার পাঠোদ্ধার করলো মাসুদ রানা। ডেভিড ওয়াকারের মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, "পেরিটনাইটিস ফলোয়িং অ্যান অ্যাপেনডেকটমি"।

নিচে স্বাক্ষর করেছে জনৈক ড. ফ্রেডারিখ কাজম্যান। ঠিকানা: টানাকাবু, ফরাসী উপনিবেশ, টোয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর।

'আপনি বলতে চাইছেন, কজ অভ ডেথ হিসেবে যা লেখা হয়েছে, তা সঠিক নয়?'

'তার আগে বলো, ওই বাক্যটার অর্থ কি? কি বোঝায় ওতে?'

'অ্যাপেণ্ডিক্স বার্স্ট করেছিলো ডেভিড ওয়াকারের।'

'মিথ্যে, রানা। ডাহা মিথ্যে।'

'বুঝলাম না।'

'অ্যাপেণ্ডিক্স থাকলে তো বার্স্ট করবে! ওটা ছিলোই না ডেভিডের।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ। ও যখন খুব ছোট, তখন প্রায়ই পেট ব্যথার কথা বলতো। সাত-আট বছর বয়সে ব্যথাটা মারাত্মক হয়ে দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশন করানো হয় ওর। রিমুভ করা হয় অ্যাপেণ্ডিক্স।'

'তার মানে, ভুল হয়েছে এই ডাক্তারের?' সার্টিফিকেটটা দোলালো ও।

'না।' অদ্ভুত রকম শান্ত শোনালো এবার বৃদ্ধের কণ্ঠ, 'এ ধরনের ভুল কোনো ডাক্তারের হতে পারে না। এ অসম্ভব! যে জিনিসটির অস্তিত্বই নেই দেহে, তা রিমুভ করা হলো কি করে বলে সে?'

'হয়তো কাজটা করার পর বুঝতে পেরেছে সে কি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে,' বললো জেসি। 'এবং ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার জন্যেই ওই বলে পার পাবার চেষ্টা করেছে।'

'তাই যদি হতো, তাহলে বরং অন্য কিছু লিখতো ডাক্তার। এমন কিছু, যা কেউ কখনও ধরতে পারতো না। আসলে,' গলা কেঁপে গেল বিজ্ঞানীর, মনে হলো, নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, রানা, ওর মৃত্যুটা একটা...মনে হয়, স্বাভাবিক নয়।'

'না বোধহয়। ডাক্তারদের ভুল তো হতেই পারে।'

'পারে, স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয়নি, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। অপারেশনের দাগ যতো পুরানোই হোক, কখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। ওই ডাক্তার যখন অপারেশনে হাত দিলো, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই তার দাবিই সত্যি, তাহলে ওই দাগটা কি চোখে পড়া উচিত ছিলো না? তারপরও সে অ্যাপেণ্ডিক্স রিমুভ করার অপারেশনে হাত দিয়েছে? এ কোন্ ধরনের ভুল?'

চুপ করে থাকলো রানা। আনমনে সার্টিফিকেটটা নাড়াচাড়া করছে।

'ডায়ানার দিকে তাকানো যায় না, রানা। বছরের নয়-দশ মাসই সাগরে থাকতো ডেভিড। স্বামীকে খুব কমই কাছে পেয়েছে বেচারী। এতোদিন তো তবু একটা ভরসা ছিলো। আশায় আশায় থাকতো, একদিন না একদিন ফিরে আসবে ডেভিড। বউ-বাচ্চার সাথে...এখন তা-ও শেষ হয়ে গেল। ওর ছেলেমেয়ে দুটো...' প্রচণ্ড আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধের।

'বয়স কতো ওদের?'

জেসি বললো, 'বড়টা সাত বছরের, ছেলে। ছোটটা মেয়ে, চারে পড়বে আগামী মাসে। অনেক দেরিতে বিয়ে করেছে চাচা।'

'আপনি, স্যার,' সার্টিফিকেটটা বারকয়েক ভাঁজ করলো আর খুললো রানা, 'বলতে চাইছেন, আপনার ভাইয়ের মৃত্যুটা অস্বা-ভাবিক। মানে...'

'হ্যাঁ।' চট্ করে মেয়ের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এলো রিচার্ড ওয়াকারের দৃষ্টি। 'আমি বলতে চাইছি, ওকে খুন করা হয়েছে।'

'কেন? একজন নিরীহ সাইন্টিস্টকে কেউ খুন করতে যাবে কেন?'

'লোভ। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'কিসের লোভ?'

'শেষ তোমার সাথে যেবার আমার দেখা হয়, সেবার ডেভিডের নতুন গবেষণার ব্যাপারে বলেছিলাম তোমাকে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ। সাউথ প্যাসিফিকে কিসের মজুদ খুঁজে ফিরছিলেন তিনি।'

'ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের কয়েকটা উৎপত্তিস্থল লোকেট করার কাজে ব্যস্ত ছিলো ডেভিড। ম্যাঙ্গানিজ নডিউল কি, জানো?'

মাথা দোলালো রানা, 'নাহ্। খুব দামী কিছু?'

'ওটা ডিপেণ্ড করে মজুদের পরিমাণ, এবং ওতে কোন্ খনিজ পদার্থ কতোটা আছে তার ওপর। দামী খনিজ...'

কথার মাঝখানে বাধা দিলো জেসি। 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বাবা। একটু আগে ডায়ানা ফোন করেছিলো। ওর কাছে এক লোক গিয়েছিলো মাইক স্যাণ্ডার্স নামে। লোকটা নাকি সেইলর। মৃত্যুর সময় চাচার সঙ্গে ছিলো। তাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছি আমি। যে কোনো সময় এসে পড়বে হয়তো।'

ভুরু কুঁচকে গেল বৃদ্ধের। 'তাই নাকি? ডেভিডের সঙ্গে ছিলো?'

'হ্যাঁ, তাই তো বললো ডায়ানা।'

'গুড। ভালোই হলো। এর মুখ থেকে হয়তো সত্যি কথাটা জানা যাবে।'

কিন্তু রানার সহজাত ইনট্যুইশন বললো অন্য কথা। তাড়াতাড়ি বললো ও, 'লোকটা যদি আসে, কথাবার্তা খুব সাবধানে বলবেন ওর সামনে। ডেথ সার্টিফিকেটের গোলমাল আমরা ধরে ফেলেছি, তাকে কোনোমতেই বুঝতে দেয়া যাবে না। ডায়ানাকে আপনার সন্দেহের কথা বলেননি তো?'

'নাহ্।' মাথা দোলালেন রিচার্ড ওয়াকার, 'কিন্তু, কেন...'

'পরে বলবো,' জেসির দিকে ফিরলো ও, 'তুমি?'

'না, বলিনি।'

'তাহলে চিন্তা নেই। মনে রাখবেন, লোকটা যেন কিছুতেই আঁচ করতে না পারে যে...' দরজায় জোরে জোরে টোকার আওয়াজ উঠলো। 'আমি দেখছি,' চট্ করে চেয়ার ছাড়লো রানা। কামরা ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'সাবধান। ভুল হয় না যেন।'

ঝট্ করে দরজাটা মেলে ধরলো রানা। দেরি দেখে আবার টোকা দেবার জন্যে হাত তুলেছিলো আগন্তুক, থেমে গেল মাঝপথে। মুখে এক টুকরো দোদুল্যমান হাসি ফুটলো তার সামনের নিষ্ঠুর চেহারার যুবকটিকে দেখে, ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলো হাত।

রানার থেকে সামান্য লম্বা হবে লোকটা। বয়স বোঝার উপায় নেই মুখ দেখে। তবে চল্লিশের বেশি ছাড়া কম হবে না, ভাবলো রানা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ঢলঢলে, কোঁচকানো সুট। জুতোর ডগায় কাদার দাগ। বাঁ হাতে বুকের কাছে তোবড়ানো একটা হ্যাট ধরে আছে। রানার পলকহীন চোখের দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করলো আগন্তুক।

'মিস্টার স্যাণ্ডার্স?' প্রশ্ন করলো রানা।

'রাইট, স্যার।' অফিসের ভেতরের জাঁকজমক দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে লোকটা।

একটু সরে দাঁড়ালো রানা। 'গেট ইন।'

আগন্তুককে নিয়ে রিচার্ড ওয়াকারের অফিস রুমে এসে ঢুকলো ও। নিজেই পরিচয় করিয়ে দিলো বাপ-বেটির সঙ্গে। নিজের পরিচয়টাও জানালো রানা, 'আমি এঁদের পারিবারিক বন্ধু, মাসুদ রানা। বুঝতেই পারছেন, এঁরা এ মুহূর্তে খুব আপ-সেট্।'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো। আপ-সেট্ হবারই কথা।' লোকটার কথার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান টান পরিষ্কার। পালা করে রিচার্ড ওয়াকার এবং জেসির দিকে তাকালো। প্রায় বিড়বিড় করে বললো, 'আ'য়্যাম টেরিবলি সরি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার স্যাণ্ডার্স,' বিজ্ঞানী তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে নিলেন। 'শুনলাম ডেভিডের বাসায় গিয়েছিলেন? ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'ও-ই দিয়েছিলো। ওর কাছে আপনাদের অনেক গল্প শুনেছি আমি, বিশেষ করে আপনার।'

'ও। তা কি দেবো আপনাকে, বলুন।' উঠে গিয়ে কোণের ছোট্ট লিকার কেবিনেটের সামনে দাঁড়ালেন রিচার্ড।

'আপনাদের বীয়ার খুব পছন্দ করি আমি।'

'রানা?'

'থ্যাঙ্কস। সফট্ কিছু থাকলে দিতে পারেন।'

জেসি সাহায্য করলো পিতাকে। তিনটে কোক ভরা গ্লাস আর একটা বীয়ারের ক্যান নিয়ে ফিরে এলো ওরা টেবিলে। এক চুমুকেই অর্ধেক বীয়ার শেষ করে ফেললো আগন্তুক। ঠোঁটের দু'কোণ মুছে নিয়ে ক্যানটা তুলে ধরলো।

'খুব ভালো ড্রিঙ্ক। তবে আমাদের সোয়ান ব্র্যাণ্ডের মতো নয়। আপনি খেয়েছেন কখনও, স্যার, সোয়ান ব্র্যাণ্ড?'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'সে সৌভাগ্য হয়নি। তবে শুনেছি, ভালো।'

'শুধু ভালো নয়,' চোখ মটকালো মাইক স্যাণ্ডার্স, 'পৃথিবীর সেরা।'

'ডেভিডের ব্যাপারে কি যেন...।' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল রানা, চুমুক দিলো কোকের গ্লাসে।

'ওর ওয়াইফ...বেচারী, খুব শক্ পেয়েছে। ভেঙে পড়েছে একে-বারে,' কাঁধ ঝাঁকালো স্যাণ্ডার্স, 'অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক।'

'আমার ভাইয়ের সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে?'

'আর একটা বীয়ার...'

'শিওর।' খালি ক্যানটা সরিয়ে নতুন একটা নিয়ে এলেন বিজ্ঞানী।

'ধন্যবাদ,' ওটা চোখের সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো অস্ট্রেলিয়ান। 'ডেভিডের সাথে আমার পরিচয় হয় অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। সাউথ প্যাসিফিকের ছোট্ট একটা দ্বীপ, পম পম গ্যালির কাছাকাছি ছিলাম সেদিন আমরা। মানে, আমি আর আমার পার্টনার, ন্যাট প্যাটেল। নারকেলের শাঁস আর মুক্তোর ব্যবসা করি আমরা দু'জন। ছোট একটা স্কুনার আছে, দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াই, ওগুলো সংগ্রহ করি...এই আর কি! তো, পম পম গ্যালি হচ্ছে টোয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জে। স্থানীয়রা অবশ্য টোয়ামোটু বলে না, বলে পাউমোটাস। সে যাক, জায়গাটা হচ্ছে...'

'আমি জানি,' বাধা দিলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'ও কে। ওই দ্বীপপুঞ্জে ছোট ছোট এমন অনেক দ্বীপ আছে, যেগুলোর কোনো নাম পর্যন্ত নেই, আই মীন ম্যাপে। নেটিভদের মধ্যে ওগুলোর যে নাম চালু আছে, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাবে আপনার।'

থামলো মাইক স্যাণ্ডার্স। ছোট ছোট দুটো চুমুক দিলো ক্যানে। রিচার্ড ওয়াকার, জেসি দুজনেই অপলক চেয়ে আছে লোকটার দিকে।

'দিন তারিখ খেয়াল নেই। ওয়েদার বেশ খারাপ ছিলো সেদিন। তখন দুপুর হবে প্রায়, এমনি এক নামহীন দ্বীপের কাছে ছিলাম আমরা। একটা ছোট্ট ক্যানো এসে ভিড়লো আমাদের জাহাজের গায়ে। এক পলিনেশিয়ান যুবক ছিলো ওতে, জাহাজে উঠে নেটিভ ভাষায় কি সব যেন বললো সে আমার পার্টনারকে। ওই অঞ্চলের প্রত্যেকটা নেটিভ ভাষা জানে আমার পার্ট...মানে, প্যাটেল। যুবক বললো, কাছের একটা দ্বীপে, পম পম গ্যালিতে নাকি এক হোয়াইট ম্যান আছে। খুবই অসুস্থ সে।'

'ডেভিড?' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা ধরে এলো জেসির।

ঘুরে চাইলো স্যাণ্ডার্স। মাথা দোলালো, 'সরি, মাই ওয়ার্ড, ইয়েস। জাহাজ ঘুরিয়ে সাথে সাথে ছুটলাম আমরা। গিয়ে দেখি সত্যি, একটুও বাড়িয়ে বলেনি ছেলেটা।'

আগ্রহের আতিশয্যে টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে এলেন বিজ্ঞানী। 'কি দেখলেন?'

'দেখি পেট চেপে ধরে সমানে চ্যাঁচাচ্ছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে ডেভিড ওয়াকার। তলপেটের ডানদিকটায় ব্যথা। শুনে আমার পার্টনার বললো, ওটা নাকি...'

বলে বসলো রানা, 'অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের পেইন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' মাথা দোলালো স্যাণ্ডার্স দ্রুত, 'ঠিকই বলেছেন। অ্যাপেন...কি?'

'বাদ দিন,' বললো রানা। লক্ষ্য করেছে, মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেছেন রিচার্ড ওয়াকার। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর।

'তাড়াতাড়ি ডাক্তার নিয়ে এলো আমার পার্টনার।'

'পম পম গ্যালিতে ডাক্তার আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না না, ওখানে ডাক্তার আসবে কোত্থেকে? কাছের আরেকটা বড় দ্বীপ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসে প্যাটেল, আমি যাইনি। আমি ছিলাম ডেভিডের পাশেই। কি যেন নাম দ্বীপটার...' চিন্তা করতে লাগলো অস্ট্রেলিয়ান, কিন্তু মনে করতে না পারায় চটে উঠলো নিজের ওপরই। জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বললো, 'যাকগে। ওই ফাঁকে কথায় কথায় জানলাম, আপনার ভাই বিজ্ঞানী। কি এক গবেষণার কাজ করছিলো ওই এলাকায়।'

'হ্যাঁ, ওশেনোলজিস্ট।'

'তাই হবে। ডেভিডকে রেখে ওর পার্টনার কাছেপিঠেই কোথাও গিয়েছিল।'

'পার্টনার?' রিচার্ড ওয়াকারের দিকে ফিরলো মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, আরেক ওশেনোগ্রাফার, র‍্যাঙ্গার। লোকটা সুইডিশ। গত বছর দুয়েক এক সাথে কাজ করছিলো ওরা।'

'আচ্ছা,' আবার আগন্তুকের দিকে ফিরলো ও, 'ডেভিডকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে, ডাক্তার আনতে গেল কেন আপনার পার্টনার?'

'ওর যা অবস্থা ছিলো, তাতে নিয়ে যেতে ভরসা পায়নি সে। আমাদের

স্কুনারটা খুব ছোট। তাছাড়া, সেদিন আবহাওয়াও ভালো ছিলো না। খুব ঢেউ ছিলো সাগরে। ঝাঁকি সহ্য হবে না বলে ওকে সঙ্গে নিতে সাহস পায়নি প্যাটেল। এতে অবশ্য মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে অনেকটা। যা হোক, ডাক্তার নিয়ে প্যাটেল ফিরলো সেদিন গভীর রাতে। এর মধ্যে এটা-ওটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আমার ডেভিডের সঙ্গে। ওই সময়ই ডেভিড আমাকে অনুরোধ করেছিলো, ওর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমি যেন ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলি।'

রানা বললো, 'শুধু এই খবরটা দিতেই ইংল্যাণ্ডে এসেছেন আপনি দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে?'

'না, না। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। আমি নিজেই ডেভিডকে বলেছিলাম যে আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি। আপনাদের দেশটা দেখার শখ আমার অনেকদিনের। গত কয়েক বছর ধরে টাকা জমাচ্ছিলাম এজন্যে। ভাবলাম, দুটো কাজই সারা হবে এই চান্সে। আমার পার্টনার আমাকে পানামায় ড্রপ করে ফিরে গেছে। ওখান থেকে আরেকটা জাহাজে চাকরি নিয়ে তবে এসেছি। মাত্র গতকালই পৌঁছেছে আমার জাহাজ।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসলো স্যাণ্ডার্স, 'তবে বেশিদিন হয়তো থাকা হবে না আর। অনেক টাকা হেরে গেছি আজ জুয়োতে। বাকি যে ক'টা টাকা আছে, তাতে যতোদিন চলে, থাকবো। তারপর...' থেমে শ্রাগ করলো সে।

'ডাক্তার আসার পর কি হলো?'

'ডাক্তার!' যেন অবাক হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে রানার দিকে চাইলো অস্ট্রেলিয়ান। পরমুহূর্তে হঠাৎ করেই যেন মনে পড়লো আলোচনার বিষয়বস্তু। তাড়াতাড়ি বললো, 'ও হ্যাঁ, ডাক্তার। অবশ্য ডাক্তার না বলে লোকটাকে হেতুড়ে বলাই ঠিক হবে। ওই রাতেই ডেভিডের অপারেশন করলো সে।'

'এবং তার পরপরই মারা গেল ও, তাই না?' সামনে ঝুঁকে এলেন রিচার্ড।

'না। বরং মনে হলো যেন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ভালোই ছিলো ও। তারপর, হঠাৎ করেই অবস্থার অবনতি হলো। ডাক্তার ব্যাটা বললো, 'পার...পেরি...না কি...'

'পেরিটনাইটিস,' বললো রানা।

'ঠিক বলেছেন। আমার কাছে শুনতে মনে হয়েছে যেন পেরি পেরি সস। হঠাৎ করে খুব জ্বর হলো ডেভিডের। পুরো দুদিন জ্বরে ভুগে মারা গেল বেচারা।'

জেনে বুঝেই মিথ্যে বলছে কি না সে, ভেবে একটু দ্বিধায় পড়ে গেছেন রিচার্ড ওয়াকার। আড়চোখে রানার দিকে তাকালেন কয়েক-বার স্যাণ্ডার্সের নজর বাঁচিয়ে। কিন্তু এদিকে ওর কোনো খেয়াল নেই। ডেভিডের সুটকেসটার দিকে বারবার ঘুরে ফিরে চাইছে অস্ট্রেলিয়ান, ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে রানা।

'ডেড বডিটা?' জানতে চাইলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'ডেভিডের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী প্যাসিফিকেই সমাহিত করা হয়েছে। ক্যানভাসের বেরিয়াল ব্যাগে পুরে...'

'বুঝেছি।'

'কতোদিন হলো মারা গেছে ও?'

'তারিখ মনে নেই। তবে মে মাসের প্রথম সপ্তায়, খুব সম্ভব।'

'ডাক্তার লোকটা কি নেটিভ ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'না, ডাচ। ফ্রেডারিখ প্রথম নাম, পরেরটুকু মনে করতে পারছি না।'

'কোন্ দ্বীপ থেকে আনা হয় তাকে?'

'সরি, সঠিক জানি না। আসলে, পরিস্থিতি তখন এমন ছিলো, প্যাটেলকে ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে মনেই ছিলো না আমার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন বিজ্ঞানী। 'আচ্ছা, ডেভিডের পার্টনারের কোনো খবর জানেন?'

'না। ডেভিড ওই প্রসঙ্গে আর কিছুই বলেনি।'

ড্রয়ার থেকে নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'কতোদিন আছেন লণ্ডনে?'

'যে ক'দিন পকেট অ্যালাউ করে।' ওটার ওপর নজর বুলিয়ে পকেটে পুরলো মাইক স্যাণ্ডার্স।

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার স্যাণ্ডার্স। ভেবে ভালো লাগছে, শেষ সময় ওর পাশে আপনার মতো একজন ভালোমানুষ ছিলো।'

'এ আর এমন কি। অন্য যে কেউ করতো এটুকু।'

'যোগাযোগ রাখবেন। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাতে দ্বিধা করবেন না যেন, কেমন?'

'থ্যাঙ্কিউ, স্যার। শিওর।' উঠে দাঁড়ালো অস্ট্রেলিয়ান। সুটকেসটার ওপর শেষবারের মতো নজর বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন তাকে বিজ্ঞানী।

'আশ্চর্য!' রাগে গজ গজ করতে করতে ফিরে এলেন, 'কি সুন্দর করে গাদা গাদা মিথ্যে বলে গেল হারামজাদা। ওকে পুলিসে দেয়া উচিত ছিলো, রানা।'

'তাতে কোনো লাভ হতো না। ওকে ধরার আগে বরং ওই ডাক্তারকে ধরা উচিত। নিজের ইচ্ছেয় ওই সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে সে, না কারও চাপে, জানা দরকার। সে সব পরে দেখা যাবে। আগে সুটকেসটা খুলে দেখা যাক, ভেতরে কি আছে।'

'ঠিকই বলেছো তুমি।' পকেট থেকে চাবী বের করে সুটকেসটা খুললেন রিচার্ড ওয়াকার। ডালা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো ওরা। প্রথমেই বেরুলো ওশেনোলজির ওপর লেখা দুটো বই। প্রায় নতুন, খুব একটা ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয় না। IGY (ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ইয়ার)-এর সী বেড (Sea bed) সার্ভের কয়েকটা রিপোর্ট পাওয়া গেল একটা ফাইলে। গত বছরের। এছাড়া দু'জোড়া ট্রপিক্যাল স্যুট, চারটে টাই, চারটে শার্ট, তিন জোড়া মোজা আর তিন জোড়া আণ্ডারওয়্যার রয়েছে ভেতরে।

এক এক করে বের করা হলো সব। সুটকেসের একেবারে তলায় পাওয়া গেল সুন্দর চামড়ায় বাঁধানো ছোট একটা ডায়েরী, এবং পেপারওয়েট সাইজের সাত-আটটা কালচে, গোলাকার পাথর। ওগুলোর ওপর চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে

উঠলেন বৃদ্ধ।

'কি ওগুলো?' জিজ্ঞেস করলো রানা, 'সেই নডিউল নাকি?'

থাবা দিয়ে একটা পাথর তুলে নিলেন রিচার্ড ওয়াকার, নাকের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ সিধে হলেন, 'হ্যাঁ, রানা। এ সেই পাথর, ম্যাঙ্গানিজ নডিউল। এগুলোই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো ডেভিড।'

ওটা রেখে ডায়েরীটা তুলে নিলেন এবার। পরম আগ্রহের সাথে পাতার পর পাতা উল্টে চললেন। সেই সঙ্গে তাঁর ভুরুর কুঞ্চনও বেড়ে চলেছে। এক সময় থামলেন বৃদ্ধ। 'কী এসব! কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দেখি।' ডায়েরীটা নিলো মাসুদ রানা। প্রায় প্রতিটি পাতায় একটা করে ম্যাপ জাতীয় কিছু আঁকা। মনে হয় যেন নিতান্ত অবহেলার সাথে যেন-তেন ভাবে পেন্সিলের আঁচড় টেনে আঁকা হয়েছে ওগুলো। প্রতিটি ম্যাপের ওপরে, বাঁ দিকে একটা করে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, এবং ডানে কোনও না কোনও প্রাণীর স্কেচ দেখা যাচ্ছে। দু'একটায় মানুষের স্কেচও আছে, বিভিন্ন ভঙ্গিমার। সেই সাথে কাগজের নিচের দিকে শর্টহ্যাণ্ডের মতো, অত্যন্ত দুর্বোধ্য আঁকজোক।

'শর্টহ্যাণ্ড নাকি?'

'কিছুই বুঝলাম না।' মাথা দুলিয়ে হতাশাসূচক ভঙ্গি করলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'ঠিক আছে। এখন থাক। কাল বসা যাবে এটা নিয়ে।'

'ওকে।'

## দুই

কানিংহ্যাম রোডের এক রেস্তোরাঁয় ডিনার সারলো ওরা। ওখান থেকে বেরিয়ে ফিরে এলো আবার জোনস টাওয়ারে। বৃষ্টির বেগ কমে গেছে অনেক আগেই, কিন্তু পুরোপুরি থামেনি। টিপ্ টিপ্ করে ঝরছে এখনও। জোনস টাওয়ারের সামনের খোলা চত্বরে গাড়ি পার্ক করলো জেসি ওয়াকার। ওভার-কোটটা টেনেটুনে ঠিক করে নেমে এলেন রিচার্ড। পিছনে রানা।

'ইশশ্! কি ঠাণ্ডা!' আপনমনে বললেন বিজ্ঞানী। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন, 'এই হতচ্ছাড়া বৃষ্টি...' আচমকা থেমে গেলেন। হাঁ করে চেয়ে আছেন ওপরদিকে। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরলো তাঁর, থাবা দিয়ে রানার কোটের আস্তিন চেপে ধরলেন, 'রানা! ওই দেখো, আমার অফিসে...কিসের আলো!'

ঝট্ করে মুখ তুলে চাইলো রানা। ছয় তলার ডানদিকের অন্ধকার জানালায় সামান্য আলোর আভাস চোখে পড়লো। পলকের জন্যে স্থির থেকে সরে গেল আলোটা, পরমুহূর্তে ফিরে এলো আবার।

'টর্চ লাইট!'

'কিন্তু...কে...।'

'সুটকেসটা...।' বলেই তীরবেগে ছুটলো রানা। 'ফলো মি!' ঠিক ওটার কথাই কেন মনে হলো, জানে না। তবে ওর ধারণায় যে ভুল নেই, সে ব্যাপারে রানা পুরোপুরি নিশ্চিত।

'জেসি, এখানেই থাকো!' চাপা গলায় বললেন রিচার্ড ওয়াকার। রানার পিছন পিছন দৌড়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। থাবা দিয়ে ওটার 'ঊর্ধ্ব' লেখা সুইচটা টিপে দিয়েছে তখন রানা। ওপরকার ফ্লোর ইণ্ডিকেটরের পাঁচ নম্বর সংখ্যাটা জ্বলছিলো, নিভে গেল তা-নামতে শুরু করেছে লিফট।

'ঠিক এক মিনিট পর উঠে যাবেন লিফট নিয়ে,' বিজ্ঞানীকে বললো ও। 'আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি।' ডানদিকের লম্বা একটা করিডর ধরে ছুটলো রানা। শেষ মাথায় গিয়ে বাঁক ঘুরতেই সিঁড়ি ঘর। একেকবারে তিন-চারটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করলো।

প্রায় একই সাথে পা রাখলো দু'জন ছয় তলায়। রানাকে প্রায় স্বাভাবিকভাবে দম ফেলতে দেখে অবাক হলেন বিজ্ঞানী, এতোগুলো সিঁড়ি ভেঙে এসেছে ও, মনেই হয় না। বাহু ধরে লিফটের সামনে থেকে বৃদ্ধকে সরিয়ে দিলো রানা, ভেতরে ঢুকে নয় লেখা বোতামটা টিপে দিয়েই বেরিয়ে এলো আবার সাথে সাথে। পরমুহূর্তে মৃদু আওয়াজ তুলে বুজে গেল দরজা।

'তাড়াতাড়ি নামতে হলে সিঁড়ি ছাড়া উপায় নেই কারও,' বলে হাত বাড়ালো রানা বিজ্ঞানীর দিকে, 'চাবিটা দিন, কুইক!'

পরখ করে দেখার জন্যে এগিয়ে গিয়ে দরজার ইয়েল লক্‌টা ঘোরালো ও। খোলা! পিছন ফিরে হাত ইশারায় রিচার্ড ওয়াকারকে বোঝালো, লাগবে না চাবি। শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করলো রানা, বাঁ হাতে নিঃশব্দে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো উঁকি দিয়ে। আলোটা আছে এখনও, রিচার্ড ওয়াকারের অন্ধকার অফিস রুমের মধ্যে ছোটাছুটি করছে। নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো রানা ভেতরে। ওর পিছনে সেঁটে আছেন বৃদ্ধ।

পরক্ষণেই রানার কানের কাছে, ডান দিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলো কেউ অন্ধকারে, 'ওজো!'

দরজার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলো লোকটা। বিদ্যুৎবেগে ঘুরলো রানা, পরমুহূর্তে টর্চ লাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো চোখের ওপর, ঝল্‌সে গেল চোখ। ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারি কিছু একটা এসে আছড়ে পড়লো রানার পিস্তল ধরা কব্‌জির ওপর। মুখ দিয়ে একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এলো ওর, ছিটকে পড়ে গেল অস্ত্রটা।

এক লাফে এগিয়ে এলো এবার লোকটা, হাতের টর্চটা ঘুরিয়ে দড়াম করে মারলো রানার বাঁ চোয়ালে। বন্‌ করে ঘুরে উঠলো মাথা, কিন্তু ওই অবস্থায়ও সামনে ঝাঁপ দিলো রানা। আন্দাজে সর্বশক্তিতে ডান হাঁটু চালালো ওপর দিকে। ঠিক জায়গাতেই লেগেছে আঘাতটা, তীব্র যন্ত্রণায় বুনো শুয়োরের মতো 'ঘোঁৎ' করে একটা আওয়াজ বেরুলো লোকটার গলা দিয়ে।

গায়ের জোরে ঘুসি চালালো এবার রানা, কিন্তু গুঙিয়ে উঠলো সাথে সাথে। সরে গেছে লোকটা জায়গা ছেড়ে, সোজা দেয়ালে গিয়ে পড়েছে জোরালো ঘুসিটা। এই সময় পিছন থেকে আরেকটা গোঙানির আওয়াজ উঠলো। মনে হলো রিচার্ড ওয়াকারের গলা ওটা। পরক্ষণেই কিছু একটা ভাঙার মড়মড় শব্দ।

আওয়াজটা লক্ষ্য করে ছুটলো রানা অন্ধের মতো। দু'পা এগুবার আগেই একটা চড়া পর্দার মোটা গলা শোনা গেল, নির্দেশের সুরে বলছে, 'হুইড! হুইড! নো ডেসপেরেইস! ইমপ্লিড সুচিল্লো, ইমপ্লিড সুচিল্লো!'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার, স্প্যানিশ! পরমুহূর্তে কালোমতো কিছু একটা উড়ে এলো ওর দিকে। আসলে ভুল দেখেছে রানা, ওর পাশ ঘেঁষে দরজার দিকে ছুটলো ওটা। ঝটাং করে খুলে গেল দরজাটা, করিডরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়লো এসে ভেতরে।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে লোকটা, সিঁড়ির দিকে ছুটছে তীরবেগে। ডেভিড ওয়াকারের সুটকেসটা তার বাঁ হাতে ঝুলছে। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই লাফ দিলো রানা, বাঁ পা বাড়িয়ে ল্যাঙ মারলো লোকটাকে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লো সে মুখ থুবড়ে। খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে ওকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে তড়াক করে। সুটকেসটা ছাড়েনি, ধরে আছে এখনও শক্ত করে।

ঘাড় ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালো লোকটা এক পলক। তার চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক। আবার ছুটলো সে, রানাও ধাওয়া করলো আবার। কয়েক পা গিয়েই আচমকা বাঁক নিলো লোকটা, ফায়ার এস্‌কেপের উদ্দেশে। ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো রানা। বাঁকটা ঘুরেই টের পেলো রানা, প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে ও, আর চার কি পাঁচ পা এগুতে পারলেই সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে যাবে লোকটা। শেয়ালের মতো পাঁই পাঁই ছুটছে নিশি কুটুম্ব।

ঝাঁপ দিলো রানা তার হাঁটু লক্ষ্য করে। দড়াম করে আছড়ে পড়লো লোকটা আবার, কেঁপে উঠলো পুরো ফ্লোর। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে স্প্যানিয়ার্ড, বাঁ পা সামনে গুটিয়ে এনেই পিছন দিকে ছুঁড়লো সে ঘোড়ার মতো। রানার থুত্‌নির নিচে এসে আছড়ে পড়লো তার চামড়ার শক্ত হিল। লাথিটা মেরে যখন টের পেলো কাজ হয়েছে, উঠে পড়লো ঝট্‌পট্। দুই লাফে ফায়ার এস্‌কেপের সরু ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় পৌঁছেই হাত থেকে ছেড়ে দিলো সুটকেসটা নিচের অ্যালি লক্ষ্য করে।

রানা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে টলতে টলতে। এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো স্প্যানিয়ার্ড, প্যান্টের ডান পকেটে হাত ভরে একটানে বের করে আনলো একটা রিভলভার। কিন্তু অর্ধেকটা বেরিয়েই আটকে গেল অস্ত্রটা, টানাহ্যাঁচড়া করেও ছাড়াতে পারছে না সে ওটাকে। ফোরসাইট আটকে গেছে হয়তো পকেটের লাইনিঙে।

আবার লাফ দিলো রানা। কিন্তু এক পা পিছিয়ে গেল সে বিদ্যুৎ-বেগে, দাঁতমুখ খিঁচে রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করছে এখনও। বুঝে গেছে রানা, ভয় দেখানোর জন্যে নয়, নিতান্ত প্রাণের দায়ে অস্ত্রটা বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে

স্প্যানিয়ার্ড। ওটা হাতে এলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে। তড়িৎ গতিতে এগুলো রানা।

পাশ থেকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো সটান সোজা রেখে মারলো তার তলপেটে। মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে গেল স্প্যানিয়ার্ডের, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ঘেয়ো কুকুরের মতো। পেট চেপে ধরে দেহটাকে ভাঁজ করে বসে পড়তে গেল লোকটা, কিন্তু সে সুযোগ হলো না, ডান হাতে ভয়ঙ্কর একটা নক্ আউট পাঞ্চ কষলো রানা তার থুত্নি সই করে। বেসামাল পায়ে পিছিয়ে গেল স্প্যানিয়ার্ড। ফায়ার এস্কেপের নিচু রেলিঙের সাথে গিয়ে আঘাত খেলো তার উরুর পিছন দিকটা। পরমুহূর্তে দু'পা শূন্যে উঠে গেল, বিদ্যুৎবেগে একটা ডিগবাজি খেয়েই নিচের দিকে রওনা হলো সে, পা ওপরে, মাথা নিচে দিয়ে।

ব্যাপার টের পেয়ে আঁতকে উঠলো রানা, সাঁৎ করে ডান হাত বাড়িয়ে লোকটার এক পায়ের কব্জি মুঠো করে ধরে ফেললো। স্প্যানিয়ার্ডের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো ও, বাঁ হাতে রেলিং ধরে সামাল দেবার চেষ্টা করছে নিজেকে। কিন্তু পারছে না। মুঠোর ভেতর থেকে একটু একটু করে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে স্প্যানিয়ার্ড, এদিকে নিজেও ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছে সামনের দিকে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগলো মাসুদ রানা, পা-টা ছেড়ে দেবে কিনা ভাবলো। বড়জোর আর দুই-তিন সেকেণ্ড টিকতে পারবে ও এভাবে। এই সময় রানাকে মুক্তি দিলো স্প্যানিয়ার্ড, ওর মুঠোর মধ্যে একটা জুতো রেখে শূন্যে ভেসে পড়লো তার দেহটা। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলো না লোকটা। অনেকক্ষণ পর নিচ থেকে তার পতনের ভোঁতা আওয়াজটা কানে এলো। কোথাও বাধা না পেয়ে সোজা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে গিয়ে আছড়ে পড়েছে স্প্যানিয়ার্ড।

জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে নিচে উঁকি দিলো রানা। অন্ধকারে দেখা গেল না কিছুই। রেলিং আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে লাগলো ও সশব্দে। এই সময় পিছনে পায়ের শব্দ উঠতে ঘুরে তাকালো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছেন রিচার্ড ওয়াকার। দু'চোখ বিস্ফারিত।

'রানা!' কাছে এসে ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'কোথায় গেল লোকটা? তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

মাথা নাড়লো ও। 'পায়ে লেগেছে নাকি?'

'না, তেমন কিছু না। পড়ে গিয়ে...সুটকেসটা নিয়ে গেছে ডেভিডের?'

'হ্যাঁ। সরি, স্যার। ঠেকানো গেল না। ভেতরে আর ক'জন ছিলো?'

'দু'জন। কিছুই করতে পারিনি। পিস্তল দেখিয়ে নেমে গেল লিফট নিয়ে।'

ব্যথা পাওয়া কব্জি ডলতে ডলতে বললো রানা, 'চুলুন, নিচে যাই।'

'লাভ নেই, রানা। এতোক্ষণে কেটে পড়েছে ওরা।'

'একজন যেতে পারেনি, আমি শিওর। চলুন, দেখে আসি ব্যাটার লাশটা।'

'মানে?' এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী, কপালে উঠে গেছে চোখ।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানালো ও তাঁকে। ইশারায় পড়ে থাকা জুতোটা দেখালো।

'তাই নাকি, তাই নাকি?' উত্তেজনায় খোঁড়ানোর কথা ভুলে গেছেন বৃদ্ধ, 'তাড়াতাড়ি চলো! সুটকেসটা যদি...,'

'ওটার আশা বাদ।' লিফটের সামনে এসে 'up' লেখা বোতামটা টিপে দিলো রানা। ঠিক চল্লিশ সেকেণ্ড পর নেমে এলো নিচে। দ্রুত এগিয়ে গেল ফায়ার এস্‌কেপের দিকে। ওখানটায় আলো নেই, ঠিকমতো দেখা যায় না কিছুই।

ওরই মাঝে ব্যাপারটা চোখে পড়লো রানার। দ্রুত একটা ছায়া নড়ে উঠলো ওদের কয়েক গজ সামনে। মনে হলো বসা থেকে ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়েছে কেউ। অনেকটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই বাঁ হাতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলো ও বিজ্ঞানীকে, 'একটা আর্ত, অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এলো বৃদ্ধের গলা দিয়ে। ছিট্‌কে পড়লেন গিয়ে দশ হাত দূরে। একই সাথে লাফ দিয়েছে ও নিজেও, উল্টোদিকে।

প্রায় সাথে সাথে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠলো, 'টাশশ!'

বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা উড়ে গেল বলে মনে হলো রানার। শক্ত মেঝেতে আছড়ে পড়লো ও। মাথাটা ভীষণ জোরে ঠুকে গেল কিসের সাথে। সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো চোখে। জিনিসটা কি, হাত বাড়িয়ে পরখ করে দেখলো। একটা পিলার। চট্‌ করে ওটার আড়ালে গা ঢাকা দিলো ও। অপেক্ষা করছে পরবর্তী গুলির। কিন্তু তার বদলে ধুপ্‌ ধাপ্‌ পায়ের আওয়াজ উঠলো। পালাচ্ছে অস্ত্রধারী। সিধে হলো রানা, পরমুহূর্তে দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো একজোড়া শক্তিশালী হেডলাইট। সাথে সাথে এনজিনের গর্জন এবং দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। রানার গা ঘেঁষে সাঁৎ করে ছুটে গেল গাড়িটা। বাতাসের ঝাপ্‌টায় গায়ের সাথে সেঁটে গেল ওর ট্রাউজার। সামান্য এগিয়েই বাঁয়ে টার্ন নিলো ওটা, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। শেষ সময়ে রাস্তার আলোয় পলকের জন্যে গাড়ির ভেতরটা দেখতে পেলো ও। তিনজন আছে ওরা।

দর দর করে রক্ত ঝরছে আহত কড়ে আঙুল থেকে। কনুই পর্যন্ত টনটন করছে ব্যথায়। রুমাল দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধলো ও আঙুলটা।

'কোথায় লাগলো গুলি, ফর গড'স্‌ সেক?' কাঁধ ডলতে ডলতে কাছে এসে দাঁড়ালেন রিচার্ড ওয়াকার।

'তেমন কিছু না। আঙুলটা ছড়ে গেছে একটু। চলুন, দেখে আসি।' ফায়ার এস্‌কেপের দিকে এগুলো ওরা। অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে স্প্যানিয়ার্ড। ফ্লোর ভেসে গেছে রক্তে, চুরমার হয়ে গেছে খুলি। সুটকেসটা নেই আশেপাশে কোথাও।

'ওরা স্প্যানিশে কথা বলছিলো, তাই না?' রানার ব্যাণ্ডেজ করা আঙুলটার দিকে চেয়ে আছে ইনসপেকটর।

'হ্যাঁ। আমি ভেতরে ঢোকামাত্র "লুক আউট" বলে চেঁচিয়ে উঠলো একজন।

লোকটা ওই দরজার আড়ালে ছিলো।'

'তারপর?'

'একটু পরই আরেকজনের গলা শুনতে পাই।'

'কি বললো সে?'

'ডোন্ট শূট, গেট আউট অভ হিয়ার। আর...ইউজ ইওর নাইভস্।' ওই লোকই দলের নেতা ছিলো হয়তো, ভাবলো রানা, যাকে ফেলে দিয়েছে ও।

চিন্তিত ভঙ্গিতে রানার মুখের দিকে তাকালো ইনসপেকটর। 'কিন্তু তখন যে বললেন, গুলি করতে যাচ্ছিলো আপনাকে লোকটা?'

'ওটা একেবারে শেষ সময়ে। তাড়া করে ওকে যখন ফায়ার এস্কেপের কাছে নিয়ে গেলাম, তখন।'

'হুঁম। আপনি ভালোই স্প্যানিশ জানেন দেখছি।'

'মোটামুটি। কাজ চালাবার মতো।'

ঘুরে অফিসের চারদিকে নজর বোলালো ইনসপেকটর। দু'তিনটে চেয়ার পড়ে আছে মেঝেতে, ভাঙাচোরা অবস্থায়। দু'তিনজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে অফিসের প্রবেশ পথে। রিচার্ড ওয়াকার বসে আছেন তাঁর চেয়ারে। মুখোমুখি রানা ও জেসি। ইনসপেকটর বিজ্ঞানীর বাঁ দিকে বসা।

'আরেকবার, মিস্টার মাসুদ রানা। দলে কতোজন ছিলো ওরা?'

'চারজন।'

'শিওর?'

'শিওর। পালিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে তিনজনকে দেখেছি আমি। আর ওই মৃত স্প্যানিয়ার্ড।'

'আহ, ইয়েস,' মাথা দোলালো অফিসার। 'এবার বলুন, গুলি খেলেন কি ভাবে?'

মৃদু, কঠিন এক টুকরো হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে, 'মানুষ যেভাবে গুলি খায়।'

'আই মীন, পরিস্থিতিটা আর কি।'

কতোবার হলো এই নিয়ে? ভাবলো রানা। আবার যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলো ও।

'লোকটা ছিলো ছোটখাটো?'

'পাঁচ ফিট পাঁচ, কি ছয় হবে হয়তো।'

'ব্যাপারটা দাঁড়ালো তাহলে, একজন আগে থেকেই ছিলো কারে। দু'জন লিফটে করে নেমে গেছে, অন্যজন...।' কাঁধ ঝাঁকালো সে। ঘুরে রিচার্ড ওয়াকারের দিকে তাকালো, 'আপনার ভাইয়ের সুটকেসটা খুঁজে পাইনি আমরা, মিস্টার ওয়াকার।'

'হ্যাঁ, আমরাও খুঁজেছি।'

'কি ছিলো ওটায়?'

রানার দিকে এক পলক চাইলেন বৃদ্ধ। 'আমার ছোট ভাইয়ের ব্যবহার করা

কিছু কাপড় চোপড়। দুয়েকটা বই।'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

'না। তবে কয়েকটা ম্যাঙ্গানিজ নডিউল ছিলো।'

'কি সেটা?'

'এক ধরনের খনিজ পাথর। সী বেডে পাওয়া যায়।'

'মূল্যবান?'

মাথা নাড়লেন রিচার্ড ওয়াকার, 'কোনো সহজ উপায়ে পাওয়া গেলে হয়তো হতো। কিন্তু ওগুলো খুব দুর্লভ। সী বেডে, আই মীন, দুই তিন মাইল পানির নিচে থাকে, তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।'

আগ্রহ হারিয়ে ফেললো ইনসপেকটর। 'তবুও, খানিকটা লোক-সান তো হলো আপনার ভাইয়ের।'

'ও মারা গেছে।'

তীক্ষ্ণ হলো ইনসপেকটরের চাউনি। 'তাই? কবে?'

'গত মে মাসে।'

'কোথায়?'

'তাহিতি। সাউথ প্যাসিফিকে।'

'তার সুটকেস আপনার অফিসে এলো কি করে?'

'আজই তাহিতি থেকে এসেছে ওটা, বাই এয়ার।'

'ওখানে কি করতেন আপনার ভাই?'

'আমার মতো ও-ও একজন ওশেনোলজিস্ট।'

'উঁম,' বললো ইনসপেকটর। চোখমুখ কুঁচকে ভাবলো কি যেন। 'আর কিছু আছে, মিস্টার ওয়াকার? এমন কিছু, যা হাতিয়ে নিয়ে গেছে ওরা, অথচ আপনি বুঝতে পারছেন না?'

'আমার জানা মতে, না।'

'আমার মতে এটা ছিঁচকে চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়,' বললো রানা। 'তাড়াহুড়ো করে যা পেয়েছে হাতের কাছে, তাই নিয়ে কেটে পড়েছে।'

ওর দিকে ফিরলো ইনসপেকটর। শান্ত গলায় বললো, 'আমি তা মনে করি না, মিস্টার রানা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষায় মন দিলো ও।

'অল রাইট, মিস্টার ওয়াকার, আরেকবার শোনা যাক আপনার বক্তব্য। একদম প্রথম থেকে বলুন, যখন নিচ থেকে জানালায় আলো...।'

ভোর তিনটের দিকে রেহাই দিলো ওদের ইনসপেকটর। যাবার আগে বলে গেল, 'আপনাদের দু'জনের কেউ আমার অনুমতি না নিয়ে লণ্ডনের বাইরে যাবেন না, দয়া করে। জুডিশিয়াল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত, ওকে?'

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। পালা করে রানা এবং রিচার্ড ওয়াকারের মুখের দিকে তাকালো সে কয়েকবার। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল অফিস ছেড়ে। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকলেন বিজ্ঞানী, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এ সব কিছুর জন্যে ওই স্যাণ্ডার্স হারামজাদাই

দায়ী, রানা।'

'কি করে বুঝলেন?'

'তুমি হয়তো খেয়াল করোনি, কিন্তু আমি দেখেছি, ঘন ঘন সুটকেসটার দিকে তাকাচ্ছিলো ব্যাটা আড়চোখে। ডক সাইডে গিয়ে ব্যাটাকে ধরে আনলে হয় না?'

'আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে ডক সাইডে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। এতোক্ষণে সুটকেস নিয়ে নিশ্চয়ই কেটে পড়েছে সে।'

'ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক লাগছে আমার। সুটকেসটা পেলাম আজ, আর আজই কি না এসে হাজির হলো এই লোক। আর সে বেরিয়ে যেতে না যেতেই একদল স্প্যানিয়ার্ড এসে...।'

বৃদ্ধের কথাগুলো কানে যায়নি রানার, কিছু একটা ভাবছে ও। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ডেভিডের পার্টনারের ব্যাপারে কতোটুকু জানেন আপনি?'

'আই. জি. ওয়াইয়ের সার্ভে চলার সময় ডেভিডের সাথে তার পরিচয়। কোন এক আমেরিকান সার্ভে শিপে ছিলো সে। ওশেন কারেন্টের ব্যাপারে এক্সপার্ট ছিলো র‍্যাঙ্গার। এতোই এক্সপার্ট, শুনেছি, সাগরের এক আঁজলা পানি তুলে এনে দেখালেই নাকি বলে দিতে পারে, গত মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে তার গতি কোন্‌দিকে ছিলো।'

'বলেন কি!' একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো রানার, 'এ-ও সম্ভব?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী, 'হতে পারে। আমি বলছি শোনা কথা।'

'তাহলে ওই লোকের সাথে ডেভিডের জোট বাঁধার কারণ কি?'

'আসলে ওকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমি।'

'ডেভিডের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত র‍্যাঙ্গারের কোনো খোঁজ-খবর পাননি?'

'না। এ-ও একটা চিন্তার কথা। লোকটা গেল কোথায়?'

## তিন

দ্বীপটা গাঢ় সবুজ। চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার কাউরি পাইন। মাথা দোলাচ্ছে মৃদুমন্দ বাতাসে। দ্বীপের মধ্যিখানে ছোট এক হারবার। ওদিকে আকাশছোঁয়া এক মাটির পাহাড়। মুগ্ধ চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা, অন্তিম বিকেলের লালচে আভায় অপরূপ লাগছে পরিবেশটা।

দ্বীপটার নাম জানে না ও, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে জানে—এটা পম পম গ্যালি। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা, সেদিকে চেয়ে আছে ও অভিভূতের মতো। হঠাৎ জোর বাতাসের শব্দে মুখ তুলে চাইলো। গতি বেড়ে গেছে বাতাসের, গাছগুলোর দুলুনিও বেড়ে গেছে। রানার মনে হলো, মাথা দুলিয়ে ওরা যেন সতর্ক করতে চাইছে ওকে, যেন বলছে, পালাও! পালাও!

এই সময় পিছনদিকে কেমন একটা শব্দ উঠতে ফিরে চাইলো রানা। চমকে

উঠলো সাথে সাথে–পাহাড় থেকে নেমে আসছে হাজার হাজার ইঁদুর, একেকটা প্রায় বিড়াল আকারের। হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসছে ওরই দিকে। তাদের মিলিত কিঁচ কিঁচ আওয়াজ বুকে কাঁপ ধরিয়ে দিলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে গেল রানা, কিন্তু দু'পা এগিয়েই থেমে পড়তে হলো বাধ্য হয়ে। নরম বালুতে আটকে গেছে পা। ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা, এই সময় এক হয়ে দৈত্যাকার এক মানুষে রূপান্তরিত হলো ইঁদুরগুলো। হাতে প্রকাণ্ড একটা জং ধরা ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে দৈত্যটা রানার দিকে। টকটকে লাল চোখ, ভাঁটার মতো জ্বলছে।

মরিয়া হয়ে আবার দৌড় দিতে গেল ও, কিন্তু কাজ হলো না। নড়াচড়ায় এবার আরও দেবে গেল পা। পড়ে গেল রানা। প্রায় সাথে সাথে পিঠের ওপর চেপে বসলো দৈত্য। ভীষণরকম মোটা, কর্কশ গলায় চেঁচাচ্ছে, 'ইমপ্লিড সুচিল্লো! ইমপ্লিড সুচিল্লো!'

শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে বহুকষ্টে চিত হলো রানা। এবার তার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেলো একেবারে কাছ থেকে। টের পেলো, লোকটা পুরোপুরি মাতাল। প্রকাণ্ড মুখটা ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। দৌড়ে আসার ফলে হাঁপিয়ে গেছে, শ্বাস নিচ্ছে ঝড়ের মতো। লোকটাকে চেনে না ও, অথচ মনে হচ্ছে যেন চেনে। মনে হলো, এই সেই ডাচ ডাক্তার, ফ্রেডারিখ কাজম্যান, না কি যেন নাম। ডেভিড ওয়াকারের অ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন করেছিল।

দেখতে দেখতে চেহারা পাল্টে গেল লোকটার। অবাক হয়ে দেখলো রানা, লোকটা আর কেউ নয়–মাইক স্যাণ্ডার্স। চোখে চোখ রেখে কলজে কাঁপানো ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি দিলো স্যাণ্ডার্স, তারপর দু'হাতে ছুরিটা মাথার ওপর তুলে ধরে গায়ের জোরে নামিয়ে আনলো রানার বুক লক্ষ্য করে, আমূল বসিয়ে দিলো।

গলা চিরে কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এলো রানার, ধড়মড় করে উঠে বসলো ও। সারা শরীর, চাদর-বালিশ ঘামে ভিজে একাকার। হাঁ করে শ্বাস টানছে রানা, দুনিয়ার সব বাতাস এক সাথে টেনে নিতে চাইছে ফুসফুস।

মোটা কার্টেন ভেদ করে কড়া সূর্যের আলো আসছে ভেতরে। আলোকিত হয়ে আছে পুরো ঘর। রানা এজেন্সিতে এটা ওর নিজস্ব বেডরুম। ভোর সাড়ে তিনটের দিকে ফিরেছে রানা। শুয়ে শুয়ে ডেভিড ওয়াকারের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন দু'চোখ বুজে এসেছিল। সকালের দিকে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। একটা ঢোক গিললো ও। ভয়ঙ্কর মুখটার কথা ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো রানা। ন'টা দশ। বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠলো এই সময়। ভুরু কুঁচকে ওটার দিকে চাইলো রানা কটমট করে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালো না সে, নির্ভয়ে বেজেই চলেছে। চারবার রিঙ হতে বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে নামলো ও, থাবা দিয়ে রিসিভার তুললো। 'ইয়েস?'

'রানা?' রিচার্ড ওয়াকারের উল্লসিত গলা শোনা গেল, 'সরি, বয়। নিশ্চয়ই ঘুম

ভাঙালাম তোমার?'

'না না, ওটা আগেই সেরেছে মাইক স্যাণ্ডার্স। বলুন।'

'কি বললে? মাইক স্যা...'

'ও কিছু না। কথার কথা।'

'যাক্, একটা সুখবর আছে। ডেভিডের ডায়েরী আর একটা ম্যাঙ্গানিজ নডিউল পাওয়া গেছে। নিতে পারেনি ব্যাটারা!'

'তার মানে?' রিসিভারটা শক্ত করে কানের সাথে ঠেসে ধরলো রানা।

'আধঘণ্টা আগে আমার জেনিটর ফোন করেছিল বাসায়। বললো, সকালে অফিস পরিষ্কার করতে এসে আমার টেবিলের নিচে একটা ডায়েরী, আর লিকার কেবিনেটের নিচে একটা পাথর খণ্ড কুড়িয়ে পেয়েছে সে। এসে দেখি, ডেভিডেরই ডায়েরী ওটা। আর একটা নডিউল। ওফ্, রানা, কি বলবো, খুশিতে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'খবরদার!' আঁতকে ওঠার ভান করলো রানা, খবরটা শুনে খুশি হয়ে উঠেছে নিজেও। 'ও কাজটি করবেন না। পাকা হাড় ভাঙলে জোড়া লাগানো যাবে না। আমি আসছি এখনই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা।

ঠিক দশটায় রিচার্ড ওয়াকারের অফিসে পৌঁছুলো ও। রাতের ঝড়-ঝাপ্টার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সব আগের মতোই রয়েছে। ভাঙা চেয়ারগুলো সরিয়ে আমদানী করা হয়েছে নতুন চেয়ার।

'রানা, কামন।' নাকের মাঝামাঝি জায়গায় ঝোলানো স্টীল রিমের চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন বিজ্ঞানী। জেসি বসা তাঁর মুখোমুখি। বেশ খুশি খুশি লাগছে দু'জনকেই। ডান হাতে ধরা একটা নডিউল এগিয়ে দিলেন তিনি, 'এই দেখো।'

হাতে নিয়ে ওটা উল্টে-পাল্টে দেখলো মাসুদ রানা। পেপার ওয়েট সাইজের ডিম আকৃতির একটা পাথর খণ্ড, বহিরাবরণ খসখসে।

'কোথায় পাওয়া গেছে?'

কোণের ছোট্ট লিকার কেবিনটা দেখালো জেসি, 'ওটার নিচে।'

'আর ডায়েরীটা টেবিলের তলায়,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার।

'এগুলো সব সুটকেসে তুলে রেখেছিলে না তুমি ডিনারে যাবার আগে?' জেসিকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কি কি যেন তুলেছিলাম,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো সে, 'ঠিক খেয়াল নেই। তাড়াহুড়ো করে তুলেছিলাম তো! তবে...এগুলো হয়তো তুলিনি। তুললে নিশ্চয়ই পড়ে থাকতো না।'

কিছু বললো না রানা। হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা তুলে নিলো, পাতা ওল্টাতে লাগলো আনমনে। মোট বত্রিশটা ম্যাপ রয়েছে ওতে। কিন্তু কোন্‌টা কোন্ জায়গার ম্যাপ, বোঝার কোনও উপায় নেই। তাছাড়া ওপরের পিক্‌টোগ্রামগুলো আরেক রহস্য, পুরো ব্যাপারটাকে খুব জটিল, ঘোরালো করে তুলেছে। এর মর্ম উদ্ধার করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, কে জানে, ভাবলো রানা।

'এগুলোর ব্যাপারে পুলিসকে কিছু জানানো যাবে না,' বললো ও। 'অল রাইট?'

দ্রুত মাথা দুলিয়ে সায় দিলো বাপ-মেয়ে। 'ঠিক আছে।'

'আমি ভাবছি, নডিউলটা নিয়ে ল্যাবে ঢুকবো,' বললেন রিচার্ড, 'টেস্টিঙের কাজটা সেরে ফেলি।'

'কতোক্ষণ লাগবে? দুপুরের মধ্যে সারতে পারবেন?'

'তা পারবো। বড়জোর এক ঘণ্টা লাগবে।'

'শুরু করে দিন তাহলে। আমি এখন বেরুচ্ছি একটু, লাঞ্চের আগেই ফিরবো।' উঠে দাঁড়ালো রানা, ডায়েরীটা কোটের সাইড পকেটে পুরে রাখলো। 'এটা এখানে না রাখাই ভালো। থাকুক আপাতত আমার কাছে।'

'শিওর।'

'তবে খেয়াল রাখবেন, পুলিস যেন কিছু টের না পায়।'

'মনে থাকবে।'

জেসির দিকে ফিরলো রানা, 'দরজা লক্ করে রাখবে। অচেনা কেউ এলে আগে বিল্ডিং সিকিউরিটিকে খবর দিয়ে তবে খুলবে।'

'ঠিক আছে।' বেরিয়ে এলো জেসি রানার পিছন পিছন। ও বেরিয়ে যেতে দরজা লক্ করে ছিট্‌কিনি তুলে দিলো ভেতর থেকে।

দেরি না করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রিচার্ড ওয়াকার। প্রথমেই নডিউলটার অনেকগুলো রঙিন ছবি তুললেন তিনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। এবার ওটাকে এক খণ্ড সেলোফেনের ওপর রেখে ওটার চারদিকের বালুর মতো খসখসে আস্তর খসিয়ে আনলেন খানিকটা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

দানাগুলো রেখে দিলেন তিনি সেলোফেনে মুড়ে। এরপর একটা ডায়মণ্ড কাটার দিয়ে পাথরটাকে মাঝখান থেকে কেটে দু'খণ্ড করলেন। খণ্ড দুটোর মাঝখানে ধবধবে সাদা কি যেন দেখা যাচ্ছে। পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলেন রিচার্ড, ওটা হাঙরের দাঁত।

ওর একটা খণ্ডকে ছোট একটা গ্রাইণ্ডিং মেশিনে দিয়ে ময়দার মতো মিহি গুঁড়োয় পরিণত করলেন। একটা পাতলা কাঁচের বাটিতে গুঁড়োগুলো তুলে রেখে অন্য খণ্ডটা নিয়ে পড়লেন এবার। ওটার কাটা দিকটা ইলেকট্রিক্যাল রাঁদা দিয়ে ঘসে ঘসে মসৃণ করে তুললেন। কাজটা শেষ হতে ওটাকে বিশেষ একটা কেমিকেলে চুবিয়ে রাখলেন। পাঁচ মিনিট পর তুলে নিয়ে পরিষ্কার ডাস্টার দিয়ে মুছে মাইকোগ্রাফিক ক্যামেরার সাহায্যে মসৃণ দিকটার আরও কয়েকটা রঙীন ছবি তুললেন।

ল্যাবের এক প্রান্তে ছোট্ট একটা ডার্করুম। সবগুলো ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। বেরিয়ে এসে ছবি আর কাগজ কলম নিয়ে বসলেন বিজ্ঞানী। মাইক্রোস্কোপের নিচে একটা একটা করে ছবি ধরছেন আর কাগজে কি সব দুর্বোধ্য ফিগার লিখছেন। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই হার্টবিট দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে শুরু করলো তাঁর, মৃদু কাঁপুনি শুরু হলো দেহে। লেখালেখি শেষ হতে চোখ কপালে তুলে ফিগারগুলোর দিকে চেয়ে থাকলেন বৃদ্ধ।

তার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল জেসি। কাছে এসে কপালে হাত রাখলো, 'খারাপ লাগছে, ড্যাড?'

'না, মা,' ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সেলোফেন আর কাঁচের বাটির গুঁড়োগুলো খুব সাবধানে বেসিনে ফেলে দিয়ে ট্যাপ্ পুরো খুলে দিলেন–আর প্রয়োজন নেই ওগুলোর। এরপর যেখানে যেখানে বসে কাজ করা হয়েছে, জায়গাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেক্ করলেন। যখন নিশ্চিত হলেন নডিউলটার একটা কণাও আর পড়ে নেই কোথাও, ছবিগুলো আর ফিগার লেখা কাগজটা নিয়ে অফিসে এসে বসলেন তিনি।

এর একটু পর ফিরে এলো মাসুদ রানা। বৃদ্ধকে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে দেখে কিছু জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত রাখলো নিজেকে। বলার মতো কিছু থাকলে নিজেই বলবেন সময়মতো। লাঞ্চ সেরে ফিরে এলো ওরা। এর মধ্যে তেমন একটা কথা হলো না ওদের মধ্যে। তবে জেসিকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে রানা, রিচার্ডের পরীক্ষার কাজ শেষ। ওর পর থেকেই অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর হয়ে গেছেন তিনি। রানা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আনমনে আকাশ দেখেছেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

'এবার বলুন,' বললো রানা। বিজ্ঞানীর মুখোমুখি বসেছে ও আর জেসি।

বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গিয়ে পিছনের বইয়ের আলমারি থেকে মোটা একটা অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস নিয়ে এলেন রিচার্ড। পৃষ্ঠা উল্টে প্রশান্ত মহাসাগর বের করলেন। অপলক চোখে চেয়ে থাকলেন তার একেবারে দক্ষিণ দিকের অসংখ্য কালো কালো ফোঁটার দিকে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ তুললেন রিচার্ড। 'আমার টেস্টের রেজাল্ট একটু পরে বলছি, রানা। তার আগে যদি ওশেনোলজির ওপর ছোট্ট একটা লেকচার দিই, তুমি কি খুব মাইণ্ড করবে?'

'প্রশ্নই আসে না। তাতে বরং আমার জ্ঞান কিছু বাড়বে।'

'ধন্যবাদ। পৃথিবীর সব সাগর-উপসাগরের তলদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ ধরনের ধাতব আকরিক।' পকেট থেকে নডিউলের অবশিষ্ট খণ্ডটা বের করে দেখালেন তিনি, 'এবং প্যাসিফিক এ ক্ষেত্রে সবচে' ধনী। তার আকরিক মজুদের কোনো সীমা, পরিসীমা নেই। অফুরন্ত ভাণ্ডার। ব্যাপারটা গোপন কিছু নয় কিন্তু, ওশেনোলজিস্টরা প্রত্যেকেই জানে এর কথা।'

খণ্ডটার মাঝখানের সাদা অংশটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো রানার। 'ওটা কি?'

'হাঙরের দাঁত।'

'হাঙরের দাঁত? ওটা ওর মাঝখানে গেল কি করে?'

'পরে। আগে আসলটুকু শোনো। এই নডিউলগুলোর জন্ম হয় মূলত: পানিবাহিত ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড, নিকেল, কপার, কোবাল্ট, ভ্যানাডিয়াম ইত্যাদির সংমিশ্রণে। কিন্তু সব মিলিয়ে বলা সম্ভব নয় বলে সংক্ষেপে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল বলা হয় একে। ওদের জমাট বাঁধার ব্যাপারটা, মানে প্রক্রিয়াটাও আপাতত থাক, পরে জানাবো। প্যাসিফিকে এর মজুতের পরিমাণ এতো বেশি যে শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করবে না।'

চোখ নামিয়ে অ্যাটলাসের দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী। তর্জনী রাখলেন দক্ষিণ আমেরিকার চিলির ওপর, 'এই যে, এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত,' আল আসকায় এসে থামলো আঙুল, 'দুই মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। আই. জি. ওয়াইয়ের সার্ভে রিপোর্ট বলে, এই এলাকায় ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের মজুতের পরিমাণ ছাব্বিশ বিলিয়ন টন। এক স্কয়ার ফুটে গড়ে এক পাউণ্ড হিসেবে।'

আঙুলটা সরে এসে থামলো হাওয়াইয়ের ওপর, 'এই হলো মিড প্যাসিফিক রাইজ-চার মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। এখানে আছে সাতান্ন বিলিয়ন টন।'

অ্যাটলাসের নিচের দিকে নেমে এলো এবার তর্জনী, থামলো ফরাসী শাসিত তাহিতির ওপর। 'হাওয়াই থেকে তাহিতি, সেন্ট্রাল আর সাউথ-ইস্টার্ন প্যাসিফিকের বিস্তৃতি সব মিলিয়ে চোদ্দ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। অথচ, সেই তুলনায় নডিউলের মজুতের কোয়ানটিটি ততো বেশি নয়। দুশো বিলিয়ন টন মাত্র।'

অভিভূত হয়ে পড়েছিল রানা শুনতে শুনতে। 'আশ্চর্য!' আনমনে বললো ও, 'কই, আগে তো এ ব্যাপারে কিছু শুনিনি কোথাও!'

হাসলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'যেখানে-সেখানে এ নিয়ে আলোচনা হয় না বলেই শোনোনি। তাছাড়া ব্যাপারটা খুব একটা ইন্টারেস্টিংও নয়। আই মীন, সবার কাছে। তবে সঠিক টেকনিক্যাল জার্নাল পড়লে ঠিকই জানতে পারতে। আজ থেকে বহু বছর আগে, ১৮৭০ সালে, "চ্যালেঞ্জার এক্সপিডিশনের" সময়ই পৃথিবী জেনে গেছে এই ভাণ্ডারের খবর।'

'তারপরও যখন ওগুলো তোলার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, তখন ধরে নিতে পারি, কাজটা দুঃসাধ্য, ঠিক?'

'ঠিক, রানা। বেশ কিছু বাধা আছে। যেমন, একটা হচ্ছে সাগরেরগভীরতা। সী বেডে, গড়ে চোদ্দ হাজার ফুট পানির নিচে থাকে এগুলো। পানির চাপ ওখানে কী ভয়ঙ্কর, নিশ্চই অনুমান করতে পারো। কিন্তু তারপরও কাজটা সম্ভব। জন মেরো নামে এক আমেরিকান এনজিনিয়ার এর ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট থিসিস করেছেন। তাঁর মতে, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার জাতীয় কিছু একটার সাহায্যে নডিউল তুলে আনা সম্ভব ওখান থেকে। কিন্তু তাতে খরচ হবে প্রচুর, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। অথচ লাভ আশানুরূপ হবে না। এই জন্যেই কেউ ও পথ মাড়ায়নি। কে যাবে, বলো? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, হাজারো ঝুঁকি নিয়ে কাজ করবে, অথচ লাভ হবে মার্জিন্যাল, এমন বোকামি কোনো ব্যবসায়ী করবে?'

মাথা দোলালেন রিচার্ড, 'করবে না। তাই ভূ-পৃষ্ঠের খনিগুলোয় যেটুকু ম্যাঙ্গানিজ নডিউল পাওয়া যায়, তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আফটার অল, এতে ঝুঁকি যেমন কম, ইনভেস্টমেন্টও তেমনি কম।'

খানিকটা যেন হতাশ মনে হলো রানাকে। বললো, 'তাই?'

'রাখো,' হাত তুললেন রিচার্ড, 'ব্যস্ত হয়ো না। আই.জি.ওয়াইয়ের সার্ভে রিপোর্ট শুনেছো, এবার রাশানদের সার্ভে রিপোর্ট শোনো. ওটা শুনলে বুঝবে, আই.জি.ওয়াইয়ের সার্ভে আসলে কোনো সার্ভে ছিলো না। ছিলো দায়সারা। ওরা

যেখানে যেখানে এক স্কয়ার ফুটে এক পাউণ্ড ম্যাঙ্গানিজ নডিউল পাওয়া যায় বলেছে, ঠিক সেইসব জায়গাতেই, বা তার সামান্য আশেপাশেই থ্রি পয়েন্ট সেভেন পাউণ্ড নডিউল খুঁজে বের করেছেন সোভিয়েত ইনস্টিটিউট অভ ওশেনোলজির এক বিশেষজ্ঞ, ডঃ জেনকেভিচ্। তাঁর রিপোর্টে আরও একটা ব্যাপার জানা গেছে, তা হলো, সী বেডে নডিউলের মজুত সমতল নয়, উঁচু নিচু। যেখানে পাঁচ ফুট, হয়তো তার সামান্য দূরেই দেখা গেল আট ফুট। কয়েক গজ দূরেই আবার সাত ফুট...এই রকম আর কি!'

'তার মানে প্রচুর লাভ?' জেসি মুখ খুললো এই প্রথম।

'না। ম্যাঙ্গানিজের সরবরাহের কোনো কমতি নেই বাজারে। লোহার ব্যাপারটাও তেমনি। তুমি যদি লাভের আশায় সাগর থেকে নডিউল তুলে আনো, তাতে কাজের কাজ হবে এই, মার্কেটে সাপ্লাই বেড়ে যাবে, এবং বর্তমান বাজারদর স্বাভাবিকভাবেই পড়ে যাবে। লাভ হবে না, একথা বলছি না। হবে, তবে যৎসামান্য। এ জন্যেই ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার বড় বড় মেটাল ফার্ম বা মাইনিং হাউসগুলো এর পেছনে ইনভেস্ট করতে মোটেই আগ্রহী নয়। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, রানা। এক স্কয়ার ফুটে মাত্র এক পাউণ্ড নডিউল, কে তুলতে যাবে তা?'

'তাহলে?' উৎসাহ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে রানা।

'হতাশ হয়ো না,' মুচকে হাসলেন বৃদ্ধ। 'বলা শেষ হয়নি আমার।' জেসির দিকে ফিরলেন, 'কফি খাওয়াও তো, মা।'

'খাওয়াতে পারি। যদি আমি না ফেরা পর্যন্ত লেকচার বন্ধ রাখো।'

'ঠিক আছে, রাখলাম।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো জেসি তিন কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে। আবার শুরু করলেন বিজ্ঞানী, 'যা বলছিলাম, রানা। একটু আগেই বলেছি, ম্যাঙ্গানিজ নডিউলে আরও কয়েক রকম খনিজ পদার্থ থাকে। যেমন কপার, নিকেল এবং কোবাল্ট, রিমেমবার?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। চুমুক দিলো কাপে।

'বেশ। ওর মধ্যে কপারের পরিমাণ সবচে' কম। কাজেই ওটা বাদ। থাকলো নিকেল আর কোবাল্ট। সাউথ-ইস্ট প্যাসিফিকের প্রতিটি নডিউলে নিকেল থাকে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট। আর কোবাল্ট পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট। অথচ মিড প্যাসিফিকেরগুলোয় নিকেল থাকে খুবই কম, ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। অন্যদিকে কোবাল্টের পরিমাণ অনেক বেশি-টু পারসেন্ট। ফিগারটা খেয়াল রেখো, কাজে লাগবে পরে।'

একটু থামলেন বৃদ্ধ। আনমনে সুড়ুৎ সুড়ুৎ চুমুক দিলেন কফিতে। 'এবার এই জিনিসটার আকার-আকৃতি সম্পর্কে তোমাকে কিছু তথ্য দিচ্ছি।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন, '১৯৫৫ সালে, স্ক্রিপস্ এক্সপিডিশনের সময় এখানটায় একটা ম্যাঙ্গানিজ নডিউল পাওয়া যায়। দু'ফুট লম্বা ছিলো ওটা, বিশ ইঞ্চি চওড়া। ওজন একশো পঁচিশ পাউণ্ড। ওই একই বছর, একটা ব্রিটিশ কেবল শিপ, আণ্ডার সী কেবল লাইন মেরামত করার সময় ফিলিপিন্স্ ট্রেঞ্চ

থেকে ওর চেয়েও বড় একটা নডিউল তুলেছিলো, সতেরো হাজার ফুট গভীর থেকে। চার ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ছিলো। ওয়েট কতো ছিলো, জানো? সতেরো শো পাউণ্ড।'

শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আই.জি.ওয়াই সার্ভে করে নডিউল ডিপোজিটের মাত্র ষাটটা সাইট লোকেট করতে সক্ষম হয়েছে, চৌষট্টি মিলিয়ন স্কয়ার মাইলের এক বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাও, তাদের হিসেবে দেখা যায়, প্রত্যেকটা সাইটের ডিপোজিট এক স্কয়ার ফুটে এক পাউণ্ড।

'ওদিকে ডঃ জেনকেভিচ তা মানতে রাজি নন। শুধু তা-ই নয়, সী বেডের উঁচু-নিচু নডিউল ডিপোজিটের যে থিওরি তিনি দিয়েছেন, তাতে হিসেব করে দেখেছি আমি, ওইসব সাইটের কোথাও কোথাও পঞ্চাশ পাউণ্ড বা তারও বেশি ম্যাঙ্গানিজ নডিউল পাওয়া যাবে। অতো না হোক, যদি পঁচিশ পাউণ্ডও হয়, ভেবে দেখো, এইসব মূল্যবান খনিজ পদার্থের পরিমাণ কি সাঙ্ঘাতিকরকম বেড়ে যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তখন। ডঃ জেনকেভিচ দাবি করেছেন, সাউথ প্যাসিফিক থেকে লিফট করা কিছু ম্যাঙ্গানিজ নডিউল তাঁর কাছে আছে, যেগুলোতে কোবাল্টের মাত্রা নাকি ছয় থেকে সাত পারসেন্ট।

'শুনে আমরা তো হেসে বাঁচি না। পাশ্চাত্যের ওশেনোলজিস্টরা এক যুক্ত বিবৃতিতে এক কথায় নাকচ করে দেয় ভদ্রলোকের দাবি। আমি নিজেও সই করেছিলাম তাতে। বেশি না, বছর দুই আগেকার কথা সেটা। যা হোক, এর কদিন পর হার্ট অ্যাটাক করে ডঃ জেনকেভিচের, চব্বিশ ঘণ্টা পুরো হবার আগেই মারা যান তিনি। ব্যাপারটা চুকেবুকে যায় ওখানেই। কিন্তু আজ বড্ডো আফসোস হচ্ছে। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে ওই যুক্ত বিবৃতিতে সই করার অপরাধে তাঁর কাছে মাফ চাইতাম আমি।'

ওদের দুজনকে উসখুস করতে দেখে এক চিলতে হাসি ফুটলো বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে। 'এই তো, এখনই শেষ করছি। পশ্চিমা সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যতো ম্যাঙ্গানিজ নডিউল তুলেছেন সী বেড থেকে, তার কোনোটাতেই দুই পারসেন্টের বেশি কোবাল্ট পাওয়া যায়নি। অথচ, ডেভিডের এটায় কতো পারসেন্ট কোবাল্ট পেয়েছি আমি, জানো?'

'কতো?' রুদ্ধশ্বাসে বললো রানা।

'তুমিই বলো দেখি,' হাসলেন বিজ্ঞানী, 'অনুমান?'

'কতো, পাঁচ? ছয়?'

'দশ!' চোখ পাকিয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন রিচার্ড ওয়াকার, 'মাইণ্ড ইট, রানা, ক্লীন টেন পারসেন্ট। অ্যাণ্ড কোবাল্ট!'

# চার

'তখন জানতে চাইছিলে না, একজন নিরীহ বিজ্ঞানীকে কেউ খুন করতে যাবে কেন? এই নডিউলটা তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর, রানা। ওর এই দুনিয়া কাঁপানো আবিষ্কার যেভাবেই হোক, জানাজানি হয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই...মনে হয়...।' কি বলবেন, ভেবে না পেয়ে থেমে গেলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'তাই যদি হতো, তাহলে ডায়েরীটা অন্তত সুটকেসে থাকতো না।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এ-ও এক রহস্য। এর সমাধান করতে হলে এক এক করে ডক্টর কাজম্যান এবং ডি. শিলটনকে ধরতে হবে, র‍্যাঙ্গারকেও। তবে, এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো ডেভিডের মতোই পরিণতি হয়েছে র‍্যাঙ্গারের।'

সামনে ঝুঁকে এলেন বৃদ্ধ, রানার একটা হাত মুঠো করে ধরলেন। 'রানা, আমি জানতে চাই, কে আমার একমাত্র ভাইয়ের খুনী। অবোধ দুটো শিশুকে কে বাপহারা করলো, কে বিধবা করেছে ডায়ানাকে? এ ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই, রানা। আমার যদি একটা ছেলে থাকতো, তোমাকে আমি এ অনুরোধ করতাম না। তোমার...'

ভীষণ বিব্রত হলো রানা, আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। 'শুধু শুধু লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে, স্যার। অলরেডি নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি আমি এর মধ্যে,' ব্যাণ্ডেজ মোড়া কড়ে আঙুলটা চোখের সামনে তুললো ও। 'গুলি-টুলি খাওয়া একদম পছন্দ করি না আমি।'

'তুমি সিরিয়াস, রানা? সাহায্য করবে আমাকে?' উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছেন ওশেনোলজিস্ট।

'করবো,' মৃদু, দৃঢ় কণ্ঠে বললো ও। 'কিন্তু আপনি কি শুধুই আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী, নাকি সেই সাথে সাইন্টিফিক এক্সপিডিশনও চালাতে চান?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। মনে মনে উত্তরটা গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন, 'এক কথায় এর উত্তর দেয়া খুব কঠিন, রানা। তাতে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যেতে পারে। তবু বলছি, দুটোরই কিনারা করতে চাই। ডেভিডের ব্যাপারে আমি, ব্যক্তি রিচার্ড আগ্রহী, এবং দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আগ্রহী সাইন্টিস্ট রিচার্ড।

'তবে প্রথমটা অবশ্যই ডেভিডের মৃত্যু রহস্যের সুরাহা করা। তারপর হাত দেবো এক্সপিডিশনে। যদি তাতে সফল হই, তুলে আনতে পারি ওরকম হাই পারসেন্টেজের কোবাল্ট সমৃদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, কল্পনা করতে পারো, কি ভীষণ ঝাঁকি খাবে ওশেনোগ্রাফি? শুধু কোবাল্টই নয়, রানা। এটায় আয়রনের মাত্রাও খুবই বেশি, থার্টি টু পারসেন্ট বাই ওয়েট। হাই গ্রেড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের জন্যে যা অত্যন্ত দরকারী। এছাড়া, ম্যাঙ্গানিজ, কপার বা

ভ্যানাডিয়াম, এগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। জীবনটা তো লেকচার শুনে আর দিয়েই পার করে দিয়েছি, এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম, তখন ছাড়ি কেন? কে না চায় মরে গিয়েও স্মরণীয় হয়ে থাকতে, রানা?'

'তার মানে, কমার্শিয়াল এক্সপিডিশন?' প্রমাদ গুণলো ও।

'হোয়াই নট? নাচতে যখন নামছি, ঘোমটা দিতে যাবো কেন?'

'সেরেছে! সে যে অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার।'

'বেশ তো, তাতে যদি তোমার অসুবিধে হয়, ফিরে এসো। ও কাজ আমি একাই চালিয়ে যেতে পারবো। শুধু ডেভিডের ব্যাপারটায়...'

'হ্যাঁ। তাতে অসুবিধে নেই।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। 'রওনা হতে চান কবে নাগাদ?'

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। প্রস্তুতি নিতে এমনিতেও সময় কম লাগবে না।'

পুরোটা দুপুর-বিকেল কেটে গেছে, কোনো হুঁশ নেই রানা বা রিচার্ড ওয়াকারের। ডেভিডের ডায়েরীটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু'জনে। মাঝেমধ্যে মুখ তুলছে, নিচু গলায় অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ, উত্তর-দক্ষিণ সংক্রান্ত কি সব বলাবলি করছে, তারপর আবার ডুবে যাচ্ছে ডায়েরীর পাতায়। হাতের কাছেই খোলা অবস্থায় রয়েছে অ্যাটলাসটা। ওটার ওপরও কখনও কখনও নজর বোলাচ্ছে।

অবশেষে আটটার দিকে ধ্যান ভাঙলো গুরু-শিষ্যের। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন রিচার্ড, 'এগুলো আঁকার সময় ইচ্ছে করেই জায়গায় জায়গায় ঘোরপ্যাঁচ করেছে ডেভিড, বুঝলে? আর নিচের এই আঁচড়গুলো তোমার কথামতো সত্যিই যদি শর্টহ্যাণ্ড হয়ে থাকে, তাহলেই হয়েছে। দেখলে পিটম্যানও হয়তো মূর্ছা যেতেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না এর,' বললো রানা। 'আপাতত এ পর্যন্তই থাক এটা। এবার এর কমার্শিয়াল দিকটা...মানে, ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের ডিস্ট্রিবিউশন, মার্কেটিং, এসব ব্যাপারে কি কিছু ভেবেছেন?'

'ভালো কথা মনে করেছো, রানা। ওটা আমার মাথায়ই আসেনি। আসলে কমার্শিয়াল বুদ্ধির অভাব আর কি! যাক্‌গে, কালই খোঁজ খবর নিয়ে...'

'কোথায় খোঁজ নেবেন?' ভুরু নাচালো রানা।

'কেন, মার্কেটে?'

'আপনার পরিচিত কেউ আছে এ লাইনে? বন্ধু বান্ধব, বা...'

'না, তেমন কেউ নেই।'

'তাহলে তো মুশকিল। এ ব্যাপারে যার-তার সামনে মুখ খোলা যাবে না একেবারেই। জানাজানি হলে কি ঘটবে, সে তো আপনার ভাই-ই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন প্রাণ দিয়ে। দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জেনে যাবে না? দলে দলে এসে হাট বসিয়ে দেবে আগ্রহীরা, নডিউল লিফটিং শুরু করে দেবে। কিছুই করতে পারবেন না আপনি।'

'তাহলে?'

ঠোঁট মুড়ে কিছু একটা ভাবলো রানা। তারপর বললো, 'এটাও পরে ভাবা যাবে, থাক এখন। আপনি বরং খরচের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন।'

'রাফ একটা হিসেব করে ফেলেছি মনে মনে।'

'কি রকম খরচ হতে পারে?'

'তা কম নয়, রানা। হেভি উইঞ্চ কিনতে হবে, জেনারেটর কিনতে হবে। এরপর আছে স্টোরস, রানিং এক্সপেনসেস। তারপরও হাতে মোটামুটি একটা অ্যামাউন্ট রিজার্ভ রাখতে হবে।'

'শিপ?'

'ওটার ব্যাপারে তোমাকেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। আমি ঠিক করিনি কিছুই।'

'কি ধরনের হলে সুবিধে হয়, পাওয়ার না সেইলিং?'

'তুমি কি বলো?'

'আমার মতে সেইলিং বোটই ভালো, ফুয়েল খরচ বাঁচবে অনেক। কাজ শেষ হতে কি রকম সময় লাগবে, কে জানে? পাওয়ার শিপ হলে, ফুয়েল রিজার্ভ নিয়ে সব সময় একটা টেনশনে থাকতে হবে। একটানা বেশিদিন ড্রেজিং চালাতে পারবেন না, বারবার কাজ বন্ধ রেখে ছুটতে হবে তেল জোগাড় করতে। প্রচুর খরচ। সেইলিং বোটের সুবিধে হলো, তেল ফুরিয়ে গেলেও ভাবনা নেই, পাল খাটিয়ে চলা যাবে নিশ্চিন্তে। সময় কিছু বেশি নষ্ট হবে, এই যা একটু অসুবিধে।'

'তাহলে সেইলিং বোটই নেবো। এক সপ্তার জায়গায় দুই বা তিন সপ্তা যদি লাগে, তাও কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু বারবার কাজ বন্ধ রেখে ছোটাছুটি করা, ও আমার পোষাবে না।'

'বেশ। আমার পরিচিত এক লোক আছে, কয়েকটা স্কুনার আছে তার, ভাড়া খাটায়। দেখি, কাল যোগাযোগ করবো ওর সাথে।'

'কাল কেন, এখনই ফোন করে জিজ্ঞেস করো না।'

'না, স্যার,' মাথা দোলালো রানা। 'এখন পাওয়া যাবে না ব্যাটাকে। বি ক্লাস মানুষ, হয় জুয়োর আড্ডায়, নয়তো কোনো বারে গিয়ে...। সকালে সরাসরি ওর অফিসে চলে যাবো।'

'বেশ।'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমনভাবে বললো ও, 'র‍্যাঙ্গারের সাথে কাজ শুরু করার আগে কোথায় ছিলেন আপনার ভাই?'

কিছুটা বিস্মিত হলেন যেন বৃদ্ধ, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, রানা?'

'এমনিই। তেমন কোনো কারণ নেই।'

'ল্যারি ড্রেক নামে এক ভদ্রলোকের সাথে কাজ করতো। তার আগে প্রায় দশ বছর ছিলো আই. জি. ওয়াইয়ে। ওদের সাথে গণ্ডগোল করে চলে আসে ল্যারি ড্রেকের ক্যাপিটাল মাইনারস-এ।'

'মাইনিং হাউস?'

'হ্যাঁ।'

'একজন ওশেনোলজিস্ট মাইনিঙ হাউসে কাজ করবেন কেন?'

'শুনেছি, ও নাকি ল্যারি ড্রেককে প্রস্তাব দিয়েছিলো সাগরে একটা এক্সপিডিশন চালাতে। যাতে দুজনের লাভের শেয়ার হবে সমান। তবে খরচপাতি সব ল্যারি ড্রেক একাই যোগাবেন। উনিও রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু পরে...'

'ল্যারি ড্রেক, না?' আনমনে বললো রানা, 'নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি এক্স মেজর? সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে একটা পা হারিয়েছিলেন?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি! তাঁর কথাই বলছি। কিন্তু তুমি...চেনো ওনাকে?'

'পেরুতে অনেকগুলো মাইন...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই! তুমি চেনো কিভাবে?'

হাসলো মাসুদ রানা। 'ভদ্রলোক আমার বসের বন্ধু। আফ্রিকান ফ্রন্টে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন দুজনে।'

'তাই? জানতাম না তো!'

'একদিন জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পিছিয়ে আসছিলো মিত্রবাহিনী, ওই সময় ডান হাঁটুর ওপর গুলি লাগে ল্যারি ড্রেকের। ওঅর ফিল্ডের অবস্থা তখন শোচনীয়, যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। আহত মেজরকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে গেছে সঙ্গীরা। আসলে প্রচুর রক্তক্ষরণ আর যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি, পরে ভাগ্যক্রমে বসের চোখে পড়ে যান। বসই তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যান কাছের সামরিক হাসপাতালে। ওখানে সাথে সাথে অপারেশন করা হয় ল্যারি ড্রেকের। আহত পা-টা কেটে বাদ দেয়া হয়।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং! তুমি চেনো তাঁকে?'

'হ্যাঁ। বসই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।'

'পেরুর ব্যবসায় বড় রকম একটা মার খেয়েছেন ল্যারি ড্রেক, জানো?'

'না তো! কি হয়েছে?'

'সব মাইন ন্যাশনালাইজ করে ফেলেছে পেরুভিয়ান মিলিটারি জান্তা। অনেক লস হয়েছে বেচারার।'

'ওখানে কতোদিন ছিলেন আপনার ভাই?'

'বছর দেড়েক, কি দুই বছর। ওখান থেকে বেরিয়েই র‍্যাঙ্গারের সাথে যোগ দেয় ডেভিড।'

'চলুন কাল একবার দেখা করি ল্যারি ড্রেকের সঙ্গে।'

'কেন?'

'এমনিই। দেখি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কিনা।'

'তা যাওয়া যাবে। কিন্তু যা ব্যস্ত মানুষ, দেখা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু স্যাণ্ডার্স হারামজাদার ব্যাপারে কি ঠিক করলে? ওকে পুলিসে দিলে অনেক কিছু জানা যেতো মনে হয়।'

'কিছুই জানা যেতো না। ডেভিড ওয়াকারের মৃত্যুর ব্যাপারে ও যা যা বলছে,

তা মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। অন্তত এ মুহূর্তে। আমরা ওকে সন্দেহ করছি, ব্যাপারটা টের পেলেই গা ঢাকা দেবে স্যাণ্ডার্স। তারচে' থাক এখন যেভাবে আছে। ভাগ্য ভালো হলে, পরে ব্যবহার করতে পারবো আমরা ব্যাটাকে।'

'অল রাইট।'

ঘড়ি দেখলো রানা। 'চলুন, ওঠা যাক। ন'টা বাজে।' ডায়েরীটা আবার পকেটে পুরলো। 'রাতটা এর পেছনে ব্যয় করবো আমি। দেখি, কি হয়। না পারলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কাল ম্যাপগুলোর একটা করে ফটো কপি করিয়ে ডায়েরীটার অন্য ব্যবস্থা করবো ভাবছি। সঙ্গে না রাখাই ভালো এটা।'

ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে ল্যারি ড্রেকের। পূর্ণ বয়স্ক পোলার ভালুকের মতো বিশাল দেহের অধিকারী। বড়সড় গামলা আকারের মুখটা প্রায় চৌকো। চুলের রঙ আয়রন গ্রে-নীল চোখ। দু'মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। তাঁর সুন্দরী সেক্রেটারির কাছে রানা নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড হস্তান্তর করার প্রায় সাথে সাথেই ডাক পড়লো।

ভেতরে পা রাখামাত্র বাঘের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ল্যারি ড্রেক। বাঁ হাতে জাপ্টে ধরে ডান হাত দিয়ে দমাদ্দম চাপড় মারতে লাগলেন ওর পিঠে। 'ওহ্, রানা! মাই বয়, হোয়াই, কতোদিন পর দেখা পেলাম তোমার! ওল্ড বয়, হোয়াই!'

একটা কথাও কানে ঢুকলো না রানার। বহু কষ্টে নিজেকে মুক্ত করলো ও পাইথনের বেষ্টনী থেকে। পিঠের হাড়গোড় সব আস্ত আছে কিনা , বোঝার জন্যে নিজেকে দু'একটা ঝাঁকি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে কি না ভাবছে, এমন সময় আচমকা এক হ্যাঁচকা টান পড়লো ডান হাতে। আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত মেলানোর কথা মনে ছিলো না পোলার বেয়ারের। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু তার আগেই ওকে মুক্তি দিলেন তিনি।

পাশে দাঁড়ানো ছোটখাটো রিচার্ড ওয়াকারের দিকে ফিরলেন হাসিমুখে, 'ইনি?'

হাঁ করে ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখছিলেন বিজ্ঞানী, 'ইনি' কানে যেতে সচকিত হলেন, সভয়ে পিছিয়ে গেলেন এক পা।

'আমার বন্ধু, স্যার, রিচার্ড ওয়াকার।' ডান হাতটা বারবার মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে রানা, দফা রফা হয়ে গেছে আঙুলগুলোর।

'ইউ মিন...' হাত বাড়ালেন ল্যারি ড্রেক।

'জ্বি। রয়্যাল সোসাইটির ওশেনোলজি অ্যাণ্ড লিমনোলজির ডেপুটি চীফ, এক্স।'

'আই সী। আপনারই ছোট ভাই ডেভিড ওয়াকার?'

'জ্বি, ছিলো।'

'আরে, তাই বলুন! আমি তো চেহারা দেখেই...ছিলো? ছিলো বলছেন কেন?'

'উনি মারা গেছেন, স্যার,' মৃদু গলায় বললো রানা।

'গুড গড্ অলমাইটি!' পলকে চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের, হাঁ করে রানার

দিকে চেয়ে থাকলেন। 'কবে? এমন একটা খবর, কই, শুনিনি তো!'

'মাস চারেক আগে মারা গেছেন উনি, স্যার। প্যাসিফিকে।'

'ভেরি স্যাড,' প্রকাণ্ড মাথাটা আনমনে দোলাতে লাগলেন তিনি, 'আ'য়্যাম সো সরি, মিস্টার ওয়াকার।' হঠাৎ খেয়াল হলো, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তিনি ওদের সাথে। বিজ্ঞানীর হাত ছেড়ে তাড়াতাড়ি নিজের ডেস্কের দিকে পা বাড়ালেন। 'প্লিজ, সিট ডাউন, জেন্টলমেন।'

একদম খাড়া হয়ে হাঁটছেন ল্যারি ড্রেক। দেখে মনেই হয় না একটা পা কাঠের। ডেস্ক ঘুরে নিজের চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, আলতো করে বসলেন শিরদাঁড়া খাড়া করে। দৃষ্টি রিচার্ড ওয়াকারের মুখের ওপর সেঁটে আছে। বসলো ওরা।

'ভেরি স্যাড,' আবার বললেন তিনি। 'খুবই প্রতিশ্রুতিশীল বিজ্ঞানী ছিলো। পছন্দ করতাম আমি ওকে। হঠাৎ একদিন রাগের মাথায় চলে গেল, আমার সমস্যাটা বুঝতে চাইলো না।'

'ওটাই আপনার মুখে শুনবো বলে এসেছি, স্যার,' বললো রানা। 'কেন চলে গেলেন তিনি। আমি জানতাম, তাঁর সঙ্গে আপনার একটা চুক্তি ছিলো।'

'ব্যাপারটা আসলে তেমন কিছু নয়, রানা। প্যাসিফিকে হাই পারসেন্টেজের কোবাল্ট সমৃদ্ধ কিছু ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের ডিপোজিট লোকেট করতে সক্ষম হয়েছিলো ডেভিড নিজের চেষ্টায়। সম্ভবত আই. জি. ওয়াই-য়ে থাকার সময়, ও তখন ছিলো ওদের গবেষক। ব্যাপারটা ও গোপন রেখেছিলো, জানতে দেয়নি কাউকে। আমাকে প্রস্তাব দিলো ওগুলো লিফটিঙে ওকে ফিন্যান্স করতে। আমিও খুশি মনেই রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। তুমি জানো, আমার মূল ব্যবসা মাইনিঙ। পেরু আর আর্জেন্টিনায়। পেরুরটাই ছিলো আসলে বড়। হঠাৎ করে ক্যু হলো পেরুতে, সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেই ওদেশে বিদেশীদের পরিচালনাধীন সমস্ত মাইন জাতীয়করণ করে নিলো। কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ড লস হয়ে গেল আমার।

'টাকার শোকে আমার তখন পাগল অবস্থা। ডেভিডকে বললাম, কিছুদিন সবুর করো, আমি একটু গুছিয়ে নিই। শুনলো না আমার কথা। ন্যাট প্যাটেল নামে এক অস্ট্রেলিয়ানের সাথে হাত মেলালো গিয়ে।'

'কি নাম বললেন?' সামনে ঝুঁকে এলো রানা, 'ন্যাট প্যাটেল?'

'হ্যাঁ। ন্যাট প্যাটেল।'

'সাইন্টিস্ট?'

'হ্যাঁ,' অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটলো ল্যারি ড্রেকের মুখে। 'ভালো কথা, রানা, ডেভিড মারা গেছে কিভাবে? আই মিন, ওর মৃত্যুটা স্বাভাবিক কিনা?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'না, এমনিই জানতে চাইলাম।'

পরিষ্কার টের পেলো রানা, ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছেন ড্রেক ইচ্ছে করেই। কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করলো না ও। বললো, 'অ্যাপেণ্ডিক্স বার্স্ট করেছিলো।'

'আই সী। আমি অবশ্য অন্য সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি সন্দেহ করছিলেন?' জানতে চাইলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'না, মানে, ন্যাট প্যাটেল মানুষটা সুবিধের নয়। হঠাৎ মনে হলো, ডেভিডের মৃত্যুর ব্যাপারে ওর কোনো হাত আছে কি না, কে জানে। তাই আর কি।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার,' বললো রানা, 'এই লোকটার ব্যাপারে কতোটুকু জানেন আপনি, যদি বলেন।'

'তেমন কিছু জানি না, ওল্ড বয়। শুধু জানি, ও একটা কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার, ম্যানিয়াক। স্প্যানিয়ার্ড মিগুয়েল কার্লোসের চ্যালা। ও আরেক কসাই, রানা। তবে ভদ্রবেশী।'

ল্যারি ড্রেকের মহিলা সেক্রেটারি এসে ঢুকলো রুমে। 'স্যার, ব্রাজিলিয়ান ডেলিগেশন...'

'ও আ'য়্যাম সরি, ডিয়ার,' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ড্রেক। 'রানা, আমি...মানে...

'দ্যাট'স অল রাইট, স্যার। আমরাও উঠবো। আমি আছি আরও কিছুদিন লণ্ডনে। সময় করে আসবো আরেকদিন।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ। এর মধ্যে ন্যাট প্যাটেল সম্পর্কে যদি নতুন কোনো তথ্য পান, আমার অফিসে শুধু একটা ফোন করবেন। খুব উপকার হবে।'

'অফকোর্স। ও হ্যাঁ, ভালো কথা, কাগজে দেখলাম, সাইন্টিস্ট কিলড্ বার্গলার। তাও স্প্যানিয়ার্ড?' রিচার্ড ওয়াকারের দিকে ফিরে হাসলেন তিনি।

'ও আপনাকে পরে জানাবো আমি,' বললো রানা।

'অল রাইট।'

ওখান থেকে বেরিয়ে টেমস্ এসচ্যুয়ারিতে এলো ওরা। 'লাক্সারি ট্যুর'-এর মালিক হেনরি সাটনের সাথে দেখা করতে হবে।

হেনরি সাটন ওর পূর্ব পরিচিত। মাঝারি আকারের পাঁচ-ছয়টা জাহাজ আছে তার। সবগুলোই ব্রিগেনটাইন ধরনের। দেশী-বিদেশী বাঁধা কিছু ট্যুরিস্ট খদ্দের আছে সাটনের—পয়সাওয়ালা, অথচ পুরানো ধাঁচের পালতোলা জাহাজে করে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। সাটনের তেল চকচকে নধর দেহখানা দেখলে বোঝা যায়, রোজগারপাতি ভালোই হয়।

বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে, অথচ বিয়ে করার নাম নেই। জুয়ো আর নারী, দুটোর প্রতিই সমান আসক্তি লোকটার। ভিনসেন্ট গগলের মাধ্যমে লোকটার সাথে রানার পরিচয়। ইয়েল লকের মৃদু শব্দে মুখ তুলে চাইলো সাটন। রানাকে চোখে পড়ামাত্র চর্বি থলথলে দেহটা নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো।

'আরে! মাসুদ রানা স্যার, আপনি?' চিকন ভুরুজোড়া চুলের সীমানায় পৌঁছে গেছে তার, 'কি মুশকিল!'

'মুশকিল কিসের, সাটন?' মৃদু হাসলো রানা। ইশারায় রিচার্ডকে বসতে বলে নিজেও বসলো।

'না, মানে, আমাকে ফোন করলেই তো হতো। শুধু শুধু কষ্ট করে আসার কি

দরকার ছিলো!'

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, ঘুরে যাই। সেই সাথে কাজের কথাটাও সেরে যাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' আস্তে করে বসলো সে। 'কি কাজ' জিজ্ঞেস করলো না। কারণ, এই লোকের সাথে 'কাজ' নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা বারণ আছে গগলের। এর কথা শুধু শুনতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। 'কি দেবো, স্যার, হট্ অর কোল্ড?'

'থ্যাঙ্কস, কিচ্ছু না। ব্যস্ত আছি। তোমার একটা জাহাজ চাই তিন-চার মাসের জন্যে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালো সাটন, 'নো প্রবলেম।'

'এখন দেখাতে পারবে?'

'অফকোর্স,' সটান দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা।

ওর পিছন পিছন বেরিয়ে এলো রানা আর রিচার্ড। সামনে, অদূরেই টেমস্ নদীর মোহনা। শান বাঁধানো কিনারা থেকে কিছুদূর পর পর নদীর দিকে এগিয়ে গেছে অসংখ্য কাঠের জেটি। অগণিত স্পীড বোট, ছোট ছোট ইয়ট বাঁধা আছে জেটিতে। তার একটু ওপাশেই অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পাওয়ার বোট, সেইলিং বোট ইত্যাদি। অপেক্ষমাণ এবং চলমান রঙচঙে নৌযান গিজ্ গিজ্ করছে এসচ্যুয়ারি জুড়ে।

কিছুদূর এগিয়ে থেমে দাঁড়ালো সাটন। আঙুল তুলে তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পাল ওয়ালা একটা ব্রিগেনটাইন দেখালো। 'ওই যে, স্যার, জাকারানডা। চলুন, দেখবেন।'

'এখন থাক। ওটা কতো টনি?'

'দুশো।'

বিজ্ঞানীর দিকে ফিরলো রানা, 'এতেই চলবে। বেশি বড় দরকার নেই, কি বলেন?'

একটু দ্বিধান্বিত মনে হলো বৃদ্ধকে। ইতস্তত করে বললেন, 'বেশি ছোট মনে হচ্ছে না? হেভি উইঞ্চ বসাতে হবে, তারপর আছে জেনারেটর। নডিউল স্টোরেজের জন্যে প্রয়োজনীয় স্পেসও দরকার।'

সাটনের দিকে ফিরলো রানা, 'জাকারানডার স্টোরেজ স্পেস কতো?'

'ত্রিশ হাজার ফুট, স্যার।'

'তাহলে চিন্তা নেই। আপনার উইঞ্চ আর জেনারেটর ফিট্ করার দায়িত্ব আমার।'

'ওকে,' কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'এখানে তুমি ওস্তাদ, আমি শিষ্য।'

# পাঁচ

তিনদিন পরের ঘটনা।

স্পাইর‍্যাল বাইণ্ড করা ফটোকপিগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছে মুশতাক, রানা এজেন্সির সাইফার এক্সপার্ট। ব্যস্ত হাতে একটার পর একটা পাতা উল্টে চলেছে খসড় খসড় শব্দে। প্রতি পাতার নিচের দিকে এসে আটকে যাচ্ছে ছেলেটার দৃষ্টি, কুঁচকে উঠছে কপাল। মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য করছে মুশতাকের প্রতিক্রিয়া।

'বাপরে!' এক সময় মহাবিস্ময়ে বলে উঠলো সে, 'ভদ্রলোক কার কাছে শর্টহ্যাণ্ড শিখেছেন, মাসুদ ভাই? সেন্ট ভিটাস?'

'বেসিক্যালি, আমার মনে হয় ওগুলো পিটম্যানেরই। তবে অ্যাডাপটেড। গত দু'দিন ধরে অনেক মাথা খাটিয়েছি, কিন্তু বের করতে পারিনি কিছুই।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' একটু ভেবে নিয়ে বললো মুশতাক, 'এগুলো বরং থাকুক আমার কাছে। দেখি কি করা যায়। দুয়েকদিনের মধ্যেই বের করে ফেলবো আশাকরি।'

'গুড।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা, 'সময় আরও বেশি লাগলেও ক্ষতি নেই।'

'তাহলে তো ভালোই হলো।' চিন্তিত মুখে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সাইফার এক্সপার্ট।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলো মাসুদ রানা। আজ আর এ বেলা বেরুবে না অফিস থেকে। রিপোর্ট করতে হবে বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে। ডেভিড ওয়াকারের রহস্যজনক মৃত্যু এবং রিচার্ড ওয়াকারের সাহায্য কামনার ব্যাপারটা জানাতে হবে বিস্তারিত।

ম্যাঙ্গানিজ নডিউল সম্পর্কে বৃদ্ধকে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করছে রানা, এমন সময় বাধা পড়লো। টেলিফোনের শব্দে কলম থেমে গেল ওর। ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁয়ে তাকালো, ডিরেক্ট টেলিফোনটা বাজছে। রিসিভার তুললো ও। 'হ্যালো!'

'রানা? ল্যারি ড্রেক।'

'জ্বি, স্যার। হাউ আর ইউ?'

'ভালো,' গম্ভীর শোনালো তাঁর গলা। 'তুমি কি এখনই একবার আসতে পারবে আমার অফিসে?'

'হ্যাঁ, পারবো।'

'এসো তাহলে। খুব জরুরী।'

'ও. কে, স্যার।'

অসমাপ্ত রিপোর্টটা ড্রয়ারে ভরে রাখলো রানা। গাড়ি হাঁকিয়ে ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছলো ক্যাপিটাল মাইনার'স-এ।

'সিট ডাউন, ওল্ড বয়।'

কিছুটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। সেদিন যে মানুষটি ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলেন আরেকটু হলে, আজ তিনি হ্যাণ্ডশেকটা পর্যন্ত

করলেন না। বসলো ও। 'এতো জরুরী তলব?'

একটা পেপার কাটার নাড়াচাড়া করছেন ড্রেক আনমনে। 'তোমার আশেপাশে কিছু অশুভ চরিত্র ঘুর ঘুর করছে, খবর পেলাম। তুমি কি জানো এর কিছু?'

বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল রানার, 'কি রকম?'

'মিগুয়েল কার্লোসের ব্যাপারে সেদিন তোমাকে বলেছিলাম, ন্যাট প্যাটেলের বস্, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এই মুহূর্তে ডেভনে আছে লোকটা, টারকি হারবারে। হামিং বার্ড নামে বড় একটা ওশেনোগ্রাফিক্যাল রিসার্চ শিপ নিয়ে কোনো অজ্ঞাত অভিযানে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

'রিসার্চ শিপ?'

'সঙ্গে ন্যাট প্যাটেলও আছে।'

'আচ্ছা!'

সামনে ঝুঁকে এলেন ল্যারি ড্রেক। এক হাত প্রকাণ্ড রিভলভিং চেয়ারের হাতলে, অন্য হাত টেবিলের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে সামান্য কাত হয়ে বসলেন। 'পরশু দুপুরে, মাইক স্যাণ্ডার্স নামে আরেক অস্ট্রেলিয়ানকে দেখা গেছে হামিং বার্ডে।'

ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে চেয়ে আছে রানা। শক্ত হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে।

'মাস দুয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে দেখা গেছে কার্লোস, প্যাটেল আর এই স্যাণ্ডার্সকে। কয়েকদিন ছিলো ওরা ডারউইনে। চারদিন আগে ডেভন পৌঁছেছে হামিং বার্ড।'

'কার্লোসের নিজের জাহাজ?'

'ভাড়া করা। পানামানিয়ান।'

'মাফ করবেন, স্যার। আপনি এতো খবর পেলেন কিভাবে?'

'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ, রানা। ছোটখাটো একটা স্পাই নেটওয়র্ক চালাতে হয় আমাকে, ব্যবসার খাতিরেই।'

'আই সী। কিন্তু আপনার নেটওয়র্ক এদের ওপর একটু বেশিই নজর রাখে মনে হচ্ছে?'

'ইয়েস, ওল্ড বয়। কারণ আছে তার। এই কার্লোস হারামজাদার জন্যেই ব্যবসা ছেড়ে জান নিয়ে পালিয়ে আসতে হয় আমাকে পেরু থেকে। ওর জন্যে পথের ভিখিরী হতে হয়েছে ওদেশের অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীকে। আমিও হতাম, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আর্জেন্টিনায় আমার কয়েকটা মাইন তখন রান করছিলো। তাই বেঁচে গেছি। জানো, ওই এক ধাক্কায় পুরো ছয় মিলিয়ন পাউণ্ড খুইয়েছি আমি?' বলতে বলতে প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে

উঠলো তাঁর প্রকাণ্ড মুখটা।

'ঘটনাটা যদি খুলে বলেন...মানে, আপনি যদি ব্যস্ত না থাকেন।'

হাত দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারলেন ড্রেক। 'সারা জীবনই ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে আমার, রানা। ও নিয়ে ভাবতে হবে না। শোনো, পাঁচটা খনি ছিলো আমার পেরুতে। টিন, কপার, প্লাটিনাম, টাইটেনিয়াম ইত্যাদির। ওই লাইনে আমিই ছিলাম সবচে' ধনী। স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা ছিলো খনির শ্রমিক। ওদের সুবিধের জন্যে ওখানে আধুনিক হাসপাতাল গড়েছি আমি, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া করতে পারে, সে জন্যে চার চারটে স্কুল করেছি। কী না করেছি!

'সে যাক, হঠাৎ করেই কেন যেন আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে শুরু করলো কার্লোস। আমার এক কেরানীকে পয়সা খাইয়ে সমস্ত সিক্রেট অফিশিয়াল ডক্যুমেন্টস হাতিয়ে নিলো। ও নিজেও খনি ব্যবসায়ী। টাকা-পয়সাও আছে প্রচুর। তবুও আমার খনিগুলোর ওপর ওর লোভ জন্মালো। মাসে কোনটায় কতো উৎপাদন হয়, সব জেনে গেল লোকটা। এর ক'দিন পর হঠাৎ লিমার হাই আর্মি অফিসারদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে বেড়াতে দেখা গেল তাকে। বস্তা বস্তা টাকা ঢেলে হাত করে ফেললো তাদের অল্প কিছুদিনের মধ্যে।

'তথ্য ফাঁসের ব্যাপারটা জানতে পেরে আমিও অবশ্য সতর্ক হবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি কোনো। যা হোক, আর্মি অফিসারদের সঙ্গে কার্লোসের দহরম-মহরম যখন তুঙ্গে, এমন সময় গা ঢাকা দিলো লোকটা। প্রায় এক মাস ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি হারামির বাচ্চার। ব্যবসা অবশ্য চলছিলো অন্য লোকের তত্ত্বাবধানে। ওর কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছিলাম আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে।

'এমন সময় একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনি, আগের রাতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে পেরুতে। সরকারকে গদিচ্যুত করেছে সামরিক বাহিনী। তখনও বুঝতে পারিনি ভেতরে ভেতরে কি চলছে। বুঝলাম আরও এক মাস পর, যখন জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থের দোহাই দিয়ে বিদেশীদের পরিচালিত খনিগুলো ন্যাশনালাইজ করার ঘোষণা দিলো নতুন সরকার। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ওই ঘোষণার পরদিনই আবার মিগুয়েল কার্লোসের দেখা পাওয়া গেল। সঙ্গে ন্যাট প্যাটেল। আগের মতোই নিজের মাইন ফিল্ডে আসা-যাওয়া করতে শুরু করলো কার্লোস নিয়মিত।

'এরপর আমার মাইনগুলো পরিচালনার জন্যে দেশীয় মাইনিঙ হাউসগুলোর কাছে দরপত্র চাইলো সামরিক সরকার। কিন্তু কেউই এগিয়ে এলো না। এলো না, কারণ, আসতে দেয়া হয়নি। এলো শুধু মিগুয়েল কার্লোস। মাত্র বারো পারসেন্ট রাজস্বের বিনিময়ে পঞ্চাশ বছরের জন্যে আমার রক্তে গড়া খনিগুলো লীজ দিয়ে দিলো ওকে সরকার।'

একটু থামলেন ল্যারি ড্রেক। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে আছেন অপলক চোখে। তারপর বিড়বিড় করে, অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'অথচ আমি রাজস্ব দিতাম থার্টি এইট পারসেন্ট।' একটু হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি, কিন্তু ওর ভেতরে লুকোনো বেদনার আভাস চোখ এড়ালো না রানার।

'তারপর?'

ইন্টারকমে দু'কাপ কফি পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে আবার শুরু করলেন ল্যারি ড্রেক। 'ব্যবসা শুরু করলো কার্লোস। প্রথমেই হাসপাতাল আর স্কুলগুলো বন্ধ করে দিলো। কারণ, ওইসব অনুৎপাদনশীল খাতে টাকা খরচ করতে রাজি না সে। তার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে স্ট্রাইক করলো শ্রমিকরা, অচল হয়ে পড়লো সবগুলো খনি। এরপর, একদিন গভীর রাতে ন্যাট প্যাটেলসহ জনা কুড়ি সশস্ত্র ভাড়াটে খুনেসহ শ্রমিকদের কলোনিতে হামলা চালালো কার্লোস, পঞ্চাশজন ইণ্ডিয়ান মারা গেল ওদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে। ব্যস্,' কাঁধ ঝাঁকালেন ড্রেক, 'ভেঙে গেল স্ট্রাইক। এখন বুঝতে পারছো, কেন বিশেষ নজর রাখা হয় ওর ওপর? হঠাৎ করে ওশেনোলজিক্যাল রিসার্চ শিপ নিয়ে কি মতলবে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে হারামজাদা, কে জানে।'

'আমি জানি,' দাঁতে দাঁত চাপলো মাসুদ রানা। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে।

'কিভাবে জানো?'

'নেভার মাইণ্ড।'

হাসলেন ল্যারি ড্রেক। 'আমার ধারণাই তাহলে ঠিক।'

'বুঝলাম না,' কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'ভুলে যাও কেন, আমি ব্যবসায়ী? ডেভিড নেই। ওর সুটকেস চুরি করতে এসে মারা যায় স্প্যানিয়ার্ড চোর। আগে বুঝতে পারিনি সত্যি, কিন্তু আজ কার্লোসের খবর পাবার সাথে সাথে টের পেয়ে গেছি, কি চলছে ভেতরে ভেতরে। তোমরা সম্ভবত ডেভিডের লোকেট করা ডিপোজিট থেকে নডিউল লিফট করতে যাচ্ছো। আর তোমাদের ফলো করার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে মিগুয়েল কার্লোস্।

অবাক হলেও মুখে তার চিহ্ন পড়তে দিলো না রানা। 'না... মানে... ।'

'কাম কাম, ওল্ড বয়। রাহাত আমার বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, আরও অনেক কিছু। আই অ্যাম নট গোয়িং টু ট্যাঙ্গল উইথ ইউ। অবশ্য আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না। তবে আমার হয়ে রিচার্ড ওয়াকারকে একটা প্রস্তাব দিও। ব্যবসা সংক্রান্ত আর কি! নডিউল তাঁকে বিক্রি তো করতে হবে! আমি কিনতে চাই ওগুলো। ভয় নেই, বাজারদরের চাইতে কম দেবো না।'

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। ইনফরমেশনগুলো পেয়ে খুব উপকার হলো। আপনার প্রস্তাবটা জায়গামতো পৌঁছে দেবো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আর...তোমাদের চোর হত্যা কেসের কতোদূর?'

'হিয়ারিঙ হবে ক'দিন পর।'

'ও. কে, চ্যাপ্। তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। মিগুয়েল কার্লোসকে ভুলেও আণ্ডার এস্টিমেট করো না। লোকটা জাত সাপের চাইতেও হিংস্র, এবং বিষাক্ত।'

'ধন্যবাদ। মানুষ আমিও খুব একটা সুবিধের নই।'

'আই উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, ওল্ড বয়।'

দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলো ল্যারি ড্রেকের দিকে। আবার সেই কঠিন হাসিটুকু ফিরে এসেছে ঠোঁটে। 'সময় মতো কার্লোসকে আপনার সালাম পৌঁছে দেবো আমি, স্যার।' ধীরে বন্ধ করে দিলো দরজা।

সোজা এজেন্সিতে চলে এলো ও। অসমাপ্ত রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে আরেকটা লিখলো। সেই সঙ্গে লিখলো আরও পাঁচটা চিঠি। এগুলো রানা এজেন্সির জুরিখ, রোম, বার্লিন, হেগ এবং প্যারিস শাখার বিশেষ এক একজনকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ছোট্ট একটা সতর্ক বার্তা জুড়ে দিলো রানা ওগুলোয়: "এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক মিশন। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে, এমন কোনো ভরসা নেই। অতএব, খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে।"

চিঠিগুলো খামবন্দি করে পকেটে পুরলো রানা। আবার বেরুলো অফিস থেকে। ল্যারি ড্রেকের দেয়া তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে রিচার্ড ওয়াকারের সঙ্গে। এবারকার আলোচনার প্রেক্ষাপট হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কথার মাঝখানে রানাকে একবারও বাধা দিলেন না ওশেনো-লজিস্ট। নিচু কণ্ঠে প্রায় দশ মিনিট ধরে কথা বললো রানা। ও থামতে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'আমি জানি না, রানা। আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, কিভাবে কি করবে, সে তোমার ব্যাপার। তোমাকেই সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'অল রাইট।' চিঠিগুলো ছেড়ে দিলো রানা ওইদিনই। চতুর্থ দিন ঢাকার জবাব এলো। দুরু দুরু বুকে খামটা খুললো রানা। পরমুহূর্তে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মাত্র দুটো শব্দে বৃদ্ধ ওর চার পাতার চিঠির উত্তর দিয়েছেন, "গো অ্যাহেড।"

# ছয়

'আমার মনে হয় এটা কোনো ওশেনোলজিস্টের ডায়েরী। তাই না, মাসুদ ভাই?' এলোমেলো চুল, গালে সিকি ইঞ্চি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'চোখ লাল। দেখলেই বোঝা যায়, এ-ক'দিন নিজের দিকে মোটেই খেয়াল দেয়নি সাইফার এক্সপার্ট।

'চেহারার এ কি ছিরি করেছো, তুমি?'

'ও কিছু না। হাতে কাজ থাকলে বড্ডো টেনশনে থাকি আমি। সে যাক, আপনার কাজ যতোদূর সম্ভব সেরে ফেলেছি। বেশিরভাগ ম্যাপ স্পট করা গেল না। আর ক'দিন সময় পেলে হয়তো পারতাম। এই যে,' ড্রয়ার থেকে পিন আপ করা কয়েকটা সাদা অফসেট পেপার বের করলো মুশতাক। এগিয়ে দিলো রানার দিকে। উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো ও কাগজগুলো।

'খুব ভুগিয়েছে। যাচ্ছেতাই রকম গোলমেলে, মাসুদ ভাই। ম্যাপগুলোর ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত হয়ে বলার কোনো উপায় নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তত পাঁচটা স্পট্ লোকেট করতে পেরেছি। আর...প্রতিটি পাতার নিচের দিকে কিছু সাইন্টিফিক ডাটা রয়েছে, ওগুলোর ব্যাপারে আমি হাণ্ড্রেড পারসেন্ট শিওর। ভদ্রলোক কি আই. জি. ওয়াই নামে কোনো সংস্থায় ছিলেন কখনও?'

'হ্যাঁ, ছিলেন।'

'ক্যাপিটাল মাইনারস?'

'হ্যাঁ। কেন, ওসব ব্যাপারে জরুরী কোনো তথ্য পেয়েছো নাকি?'

'তেমন কিছু না। এই...আজ আই. জি. ওয়াই ছাড়লাম, আজ ক্যাপিটাল মাইনারস-এর সাথে সব সংশ্রব ত্যাগ করলাম, এই ধরনের দুয়েকটা ছাড়া ছাড়া মন্তব্য আছে। ভদ্রলোকের ডায়েরী লেখার কায়দাটা অবাক করেছে আমাকে। আগেকার দিনে টেলিগ্রামে যে টরে-টক্কা মার্কা সঙ্কেত ব্যবহার করা হতো, অনেকটা সেই ধরনের সঙ্কেতের সাহায্যে লেখা হয়েছে পুরো ডায়েরী। কয়েক জায়গায় ভদ্রলোক তাঁর সাগর ভ্রমণ সম্পর্কিত এন্ট্রিও লিখেছেন। আর আছে সী বেডে কি কি আকরিক পাওয়া যায়, এই সমস্ত।'

'যেমন?'

'মেইনলি ম্যাঙ্গানিজ নডিউল।'

'আর কিছু?'

'না। ম্যাঙ্গানিজ নডিউলে কোন্ ধাতু কি পরিমাণ আছে, শুধু তারই হিসেব। ওগুলোর অ্যানালাইসিস নোট করেছি আমি। লাস্ট শীটটা দেখুন, মাসুদ ভাই।'

পর পর পাঁচটা অ্যানালাইসিস দেখা যাচ্ছে শেষের পাতায়।

সাজানো হয়েছে এভাবে: ম্যাঙ্গানিজ-২৮%, আয়রন-৩২%, কোবাল্ট-৮%, কপার-৪%, নিকেল-৬% এবং অন্যান্য-২২%। পরের চারটের অ্যানালাইসিস মোটামুটি একই রকম হলেও শেষেরটার কোবাল্টের মাত্রা পুরো দশ পারসেন্ট। মনে মনে দ্রুত হিসেব কষলো রানা, পাঁচটা নডিউলে কোবাল্টের পরিমাণ গড়ে প্রায় সাড়ে নয় শতাংশ। এছাড়া আয়রন, কপার ইত্যাদি তো রয়েইছে।

প্রথম শীটটায় ফিরে এলো আবার মাসুদ রানা। 'কি ভাবে স্পট্ করলে লোকেশনগুলো? কি দেখে বুঝলে অমুকটা অমুক জায়গা?'

'প্রত্যেকটা ম্যাপের ওপরে ডানদিকে যে পিক্টোগ্রাম আছে, ওটা দেখে।'

ভুরু কোঁচকালো রানা, 'কি রকম?'

'পিক্টোগ্রামগুলোই হচ্ছে আসল রহস্য, মাসুদ ভাই। যে পাঁচটা আমি সনাক্ত করেছি, সবগুলোই ওই পিক্টোগ্রামের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে। ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে জায়গার নাম। তিন নম্বর শীটটা দেখুন, একটা গ্যাস ম্যান্টল এর পিক্টোগ্রাম ওটা, নিচে লেখা রয়েছে 'গ্র্যাটিস' (GRATIS)। একটু শক্ত ইংরেজি। সোজা ইংরেজি করলে দাঁড়ায়, 'ফ্রি' (FREE)। গ্র্যাটিস মাথায় থাকলে আসল ব্যাপ্যার হয়তো কখনোই ধরা যেতো না। কিন্তু যেই ওটাকে 'ফ্রি' ভেবেছি, অমনি খুলে গেল জট।'

গ্যাস ম্যান্টল্ আর গ্র্যাটিসের ওপর ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে রানার দু'চোখ। মুশতাক থামতে চোখ তুললো, চাউনি প্রশ্নবোধক।

'ফ্রি, এবং গ্যাস ম্যান্টল্ থেকে ম্যান্টল্, অর্থাৎ ফ্রিম্যান্টল্। অস্ট্রেলিয়া।'

'মাই গড! তাই নাকি? অ্যাটলাসের সাথে এই ম্যাপ মিলিয়ে দেখেছো?'

'হ্যাঁ। ঠিকই আছে। তবে কয়েক জায়গায় ইচ্ছে করেই ঘোরপ্যাঁচ করেছেন ভদ্রলোক আঁকার সময়।'

'আই সী!'

'পরেরটা দেখুন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতা ওল্টালো রানা। ওগুলোর ভেতর কিছু একটা সঙ্কেত আছে, বহুবার ভেবেছে ও। রিচার্ড ওয়াকারও একই ধারণার কথা বলেছিলেন; অথচ...।

'একটা বাঁদর, আর একজন বৃদ্ধের প্রতিকৃতি। মানুষের ক্রম বিবর্তনের ইঙ্গিত ওটা। মনীষী ডারউইনের মতে আমাদের পূর্ব পুরুষরা বাঁদর ছিলেন, যাকে আমরা ডারউইনিজম বলে জানি। ওই পিক্টোগ্রামে বাঁদর আমাদের আদি পিতা, এবং বৃদ্ধ স্বয়ং ডারউইন। অর্থাৎ ওটা ডারউইন, অস্ট্রেলিয়া।'

'বাহ্!' রীতিমতো চমৎকৃত হলো রানা, 'দারুণ!'

সেদিকে লক্ষ্য নেই মুশতাকের। বলে চললো সে, 'পরেরটায় উদ্যত তলোয়ার হাতে এক ষণ্ডা মার্কা লোক, সামনেই একটা শিশু। শিশুটির পিছনে দু'জন রমণীকে দেখা যাচ্ছে। একজন দু'হাত তুলে ছুটে আসছে শিশুটিকে রক্ষা করতে, অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওটা সোলায়মান পয়গম্বরের সেই বিখ্যাত ন্যায় বিচারের গল্পের চিত্ররূপ। ছোটবেলায় পড়েছি আমরা।'

'বলে যাও।'

'একবার এক অদ্ভুত বিচার এলো তাঁর দরবারে। একটি শিশুকে নিয়ে এলো দুই রমণী, দু'জনের একই দাবি-সে-ই শিশুটির মা। বেশ হুলস্থূল পড়ে গেল দরবারে এই নিয়ে। দুই রমণী জানালো, সোলায়মান পয়গম্বরের ন্যায় বিচারের সুখ্যাতি শুনে এখানে এসেছে তারা। আশা, তিনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দেবেন।

'মনে মনে হাসলেন সোলায়মান। তক্ষুণি জল্লাদকে ডাকিয়ে আনলেন, উপস্থিত সবার সামনে তাকে হুকুম করলেন শিশুটিকে দু'টুকরো করে দু'জনকে দিয়ে দিতে। জল্লাদ যখন তরবারি তুলে কোপ মারতে উদ্যত, দূরে দাঁড়ানো দুই রমণীর একজন ছুটে এলো উন্মাদিনীর মতো। বললো: জাঁহাপনা, আমার দাবি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি না, ওই মেয়েলোকটাই এর মা। অথচ অন্যজন দাঁড়িয়েই ছিলো জায়গায়।' কাঁধ ঝাঁকালো সাইফার এক্সপার্ট, 'এরপর আর কাউকেই বলে দিতে হয়নি, কে আসল মা।'

চোখ নামিয়ে পিক্টোগ্রামটার দিকে তাকালো রানা। 'কি দাঁড়ালো তাহলে সিদ্ধান্ত?'

'গল্পটা বাইবেলেও আছে। তবে ওরা সোলায়মান বলে না, বলে সলোমন। কাজেই ওটা সলোমন আইল্যাণ্ড। ওর পরেরটায় ডিম ফুটে বেরিয়ে আসছে একটি

খরগোশ। ওটা ইস্টারের সিম্বল অভ ফার্টিলিটি।'

'ইস্টার অ্যাইল্যাণ্ড?'

'ঠিক।'

শীটটা ওল্টালো রানা। কুৎসিত দর্শন একটা ঈগলের পিক্টোগ্রাম রয়েছে এটায়। নিচে লেখা: দ্য ডিস্অ্যাপিয়ারিঙ ট্রিক (DISAPPEARING TRICK)। এটার অর্থ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে মুশতাক। পরেরটাও তাই। এটায় সুন্দরী এক তরুণীর আবক্ষ মূর্তি, মাথায় তার গ্রীক্ টুপি। নিচে 'ফেয়ার গডেস' (FAIR GODDESS) লেখা। মূর্তিটার পাশে বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে রেখেছে সাইফার এক্সপার্ট।

পর পর আরও দুটো শীট চোখে পড়লো। এ দু'টোতেও ব্যর্থ হয়েছে মুশতাক। প্রথমটায় একটা এক চোখের চশমা (MONOCLE)। দ্বিতীয়টায় অনেকটা ধনুকের মতো দেখতে একটা সেমিসারকেল, একটা ফ্ল্যাট বেসে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। ওটার দিকে পিছন ফিরে আছে একটা গাভী। দুইয়ের মাঝখানে লেখা, 'OR'।

'আমি দুঃখিত, মাসুদ ভাই, ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারিনি।'

'এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই। যে ক'টা পেরেছো, তা-ই অনেক।' পরের শীটে এলো রানা। এটার পিক্টোগ্রামটা একটু অন্য ধরনের। কোনো ছবি নেই, স্রেফ একটা যোগ চিহ্ন।

'এটার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারছি না। হয় ইকোয়েটর, নয়তো মিডওয়ে আইল্যাণ্ড হবে এটা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটা লোকেশনই কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে কাছাকাছি, গ্লোবের এক চতুর্থাংশের ভেতরেই। যেগুলো চিনতে পারিনি, আমার ধারণা, খুঁজলে ওর আশেপাশেই পাওয়া যাবে সেগুলো। রেসপেক্টিভ অঞ্চলের জিওগ্রাফির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, এমন কেউ হয়তো একটু চেষ্টা করলেই বের করে ফেলতে পারবে।'

'হুঁম!'

'ডায়েরীটা যারই হোক, আই স্যালিউট হিম। ভদ্রলোকের ইডিওসিনক্র্যাটিক জ্ঞানের কোনো তুলনাই হয় না।'

ড্রয়ার থেকে রানার দেয়া ফটোকপিগুলো বের করে এগিয়ে দিলো মুশতাক, 'দ্বীপগুলোর নাম লিখে দিয়েছি রেসপেক্টিভ শীটে।'

'ওয়েলডান, মুশতাক। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

বারো দিনের দিন স্প্যানিয়ার্ড হত্যার মামলা উঠলো কোর্টে। প্রথমেই লোকটির মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করলো জনৈক ডাক্তার। এরপর রিচার্ড ওয়াকার, এবং রানাকে উঠতে হলো কাঠগড়ায়। ঘটনার আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা দিতে হলো। দর্শকদের আসনে ল্যারি ড্রেককে বসা দেখলো রানা। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসলেন তিনি।

এরপর ইনসপেকটরের পালা। জেরার মুখে স্বীকার গেল, হ্যাঁ, মৃত স্প্যানিয়ার্ডের পকেটে একটা পিস্তল পেয়েছে সে, বেরেটা অটোমেটিক। সত্যি সত্যিই ওটার ফোরসাইট আটকে গিয়েছিলো পকেটের লাইনিঙে।

সবশেষে, ম্যাঙ্গানিজ নডিউল কি, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত জানতে চাইলেন করোনার। অবাক হলো মাসুদ রানা, যখন দেখলো, বিশেষজ্ঞটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ল্যারি ড্রেক। রানার জানা নেই, করোনার ল্যারি ড্রেকের কলেজ জীবনের বন্ধু। নডিউলের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত রেকর্ড করার জন্যে ড্রেকই প্ররোচিত করেছিলেন বন্ধুকে। বলাই বাহুল্য, সেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের নামটাও তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন।

ডকে দাঁড়িয়ে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিলেন ল্যারি ড্রেক। জিনিসটা দেখতে কি রকম, পকেট থেকে বের করে তার একটা নমুনাও দেখালেন করোনার এবং উপস্থিত দর্শক-সাংবাদিকদের।

করোনার জানতে চাইলেন, ওগুলো কি মূল্যবান?

উত্তরে তাঁর ডাহা মিথ্যে মতামত শুনে হাসি চাপলো রানা। ল্যারি ড্রেক বললেন, মোটেই না, মোটেই না।

এরপর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল শুনানী। রায় ঘোষণার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন করোনার: আইন নিজের হাতে তুলে নেবার অধিকার কারও নেই। ঘটনার সময় আরেকটু সতর্ক হলে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে একজন বিদেশীর এ ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু এড়ানো যেতো। যা হোক, কোর্ট সন্তুষ্ট যে জনাব মাসুদ রানা লোকটিকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। অতএব, এই কোর্ট তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী রিচার্ড ওয়াকারকে নরহত্যার অভিযোগ থেকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে জোনস টাওয়ারে এলো ওরা। অফিসে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালো। সামনেই সোফায় বসে আছে মাইক স্যাণ্ডার্স। পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছে। ওদের ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো। চেষ্টাকৃত একটু দেঁতো হাসি দিয়ে বললো, 'হ্যাল্লো, স্যার।'

'হ্যালো,' এক পা এগিয়ে গেলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আপনি? কখন এলেন?'

'বেশিক্ষণ হয়নি, স্যার।' রক্ত জমে টকটকে লাল হয়ে আছে লোকটার দু'চোখ। চার-পাঁচদিন দাড়ি কামায়নি। বারকয়েক কাশলো লোকটা খক্ খক্ করে।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী, কিন্তু পিঠে রানার তর্জনীর খোঁচা খেয়ে থেমে গেলেন।

'আপনাদের ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'আরে না, কি যে বলেন! আসুন, আমার রুমে আসুন।'

ভেতরে এসে বসলো ওরা।

'তারপর? কেমন দেখলেন লণ্ডন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভালো না, স্যার, মাই ওয়ার্ড। কি শীতরে বাবা! আর বৃষ্টি। বৃষ্টি আমাদের কুইন্সল্যাণ্ডেও হয়। কিন্তু লণ্ডনের বৃষ্টি? গড হেলপ মি!'

স্যাণ্ডার্সের জন্যে একটা বীয়ার নিয়ে এলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' লম্বা চুমুক দিয়ে গাল ভরে বীয়ার নিলো সে। আয়েশের সাথে একটু একটু করে গিলতে লাগলো। নোংরা একটা রুমাল বের করে ঠোঁট

মুছলো অস্ট্রেলিয়ান। 'এবার আমাকে বিদেয় নিতে হয়, স্যার। টাকা যা ছিলো, শেষ।'

'কোথায় যাবেন, প্যাসিফিক?' জানতে চাইলো রানা।

'হ্যাঁ। আমরা, স্যার, ছোট ব্যবসায়ী। কাজ না করলে খাবো কি? কিন্তু মুশকিল হলো, এমনি তো যাওয়া সম্ভব নয়, অনেক টাকা লাগবে। কোনো জাহাজে একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে নিতে পারলে বেঁচে যেতাম।'

'ভালোই হলো। অল্প ক'দিনের মধ্যে সাগর ভ্রমণে বেরুচ্ছি আমরা। একটা জাহাজ চার্টারও করে ফেলেছি। আপনি চাইলে সঙ্গে আসতে পারেন। কয়েকজন ক্রু লাগবে নাকি ওটায় শুনেছি, যদি বলেন আপনার জন্যে চেষ্টা করে দেখবো।'

'কোনদিকে যাবেন আপনারা?'

'প্রথমে পানামা। ওখানে গিয়ে ঠিক করবো কোথায় যাওয়া যায়। ওই পর্যন্ত নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।'

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্যাণ্ডার্সের, 'তাহলে তো কথাই নেই, স্যার। খুব উপকার হয় আমার।'

'ঠিক আছে। যোগাযোগ রাখবেন, সময় হলে খবর দেবো আমি।' মানিব্যাগ বের করে বিশ পাউণ্ডের কড়কড়ে দশটা নোট বের করে এগিয়ে দিলো রানা স্যাণ্ডার্সের দিকে, 'এটা রাখুন।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো আপনাকে,' পকেটে পুরলো সে নোটগুলো।

'কোনো দরকার নেই। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরলেন রিচার্ড ওয়াকার 'ব্যাপার কি, রানা? খুনীটাকে সত্যি সত্যি সঙ্গে নিতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওকে সাথে রাখতে পারলে লাভ আমাদেরই। ব্যাটার যদি আর কোনো বদ মতলব থেকে থাকে, আমাদের চোখ এড়িয়ে তা করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সব যদি ঠিকঠাক থাকে, ওকে ওরই ফাঁদে ফেলবো আমি।'

# সাত

জাহাজটা ঘুরে ফিরে দেখে সন্তুষ্ট হলেন রিচার্ড ওয়াকার। ব্রিগেনটাইন ধরনের হলেও জাকারানডা আসলে আধুনিক জাহাজ। শক্তিশালী রোলস রয়েস ডিজেল এনজিন, সার্বোচ্চ গতি বারো নট্। পাল খাটানোর সিস্টেম রাখা হয়েছে কেবল কাস্টমারের দিকটা চিন্তা করে। ইচ্ছে হয় এনজিনে চালাও, নয়তো পাল খাটিয়ে—প্রথমটায় খরচ বেশি, পরেরটায় অল্প, এই যা।

কোথায় উইঞ্চ বসবে, কোথায় জেনারেটর বসানো হবে, সব বুঝিয়ে দিলো রানা রিচার্ড ওয়াকারকে। রানার পাশের কেবিন বিজ্ঞানীর। তার পরেরটায়

তাৎক্ষণিকভাবে নডিউল টেস্ট করার জন্যে একটা খুদে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে।

ওপাশে আরও কয়েকটা কেবিন আছে, একটা বরাদ্দ করা হয়েছে জেসির জন্যে। সম্ভাব্য ঝামেলার কথা ভেবে রিচার্ড ওয়াকার প্রথমে মেয়েকে সঙ্গে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিলো ডায়ানার সঙ্গে থাকুক ও এই ক'মাস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে জেসির আবদারের কাছে।

প্রস্তুতি নিতেই অনেক সময় পেরিয়ে গেল। ফিটিং, ফিক্সিং আর কেনাকাটার কাজে সপ্তাহে সাতদিন, ষোলো ঘণ্টা করে খাটতে হয়েছে রানাকে। অবশ্য এ কাজে জাকারানডার নতুন নিয়োগ পাওয়া পাঁচজন অফিসার-ক্রুর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়েছে ও। জাকারানডার পুরানো ক্যাপ্টেনসহ পাঁচজন ক্রু-কে আগেই তিন মাসের সবেতন ছুটি দিয়ে দিয়েছে হেনরি সাটন।

রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার অপারেটর আজম এখন জাকারানডার ক্যাপ্টেন। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট সে। রোম শাখার ভূষণেন্দু ভট্টাচার্যকে দেয়া হয়েছে ফার্স্ট মেটের দায়িত্ব। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রানার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে ভূষণ। বোমা তৈরির ব্যাপারে অসাধারণ এক প্রতিভা।

এছাড়া হেগ থেকে তুহিন, জুরিখ থেকে রেজা এবং বার্লিন থেকে এসেছে শাহরিয়ার। কম্যাণ্ডো ট্রেনিং পাওয়া তুখোড় যোদ্ধা এরা প্রত্যেকে। তুহিন আর রেজা ডাইভিঙেও এক্সপার্ট। রানার চিঠি পাবার সাত দিনের মধ্যেই একে একে লণ্ডন এসে হাজির হয়েছে এরা। এতো লোকের মধ্যে বস্ আমাকেই বেছে নিয়েছেন, ব্যাপারটা বড় গর্বের বলে মনে হয়েছে সবার। এমন সুযোগ হারালে জীবনে আর না-ও পাওয়া যেতে পারে, অতএব, শেষের সতর্কবাণীটা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবেনি ওরা কেউ।

রানার মতোই ঝাড়া হাত-পা এদের সবার। কারও কোনো পিছুটান নেই। জানে রানা, ওরই মতো এদের রক্তেও মিশে আছে অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা, মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করার দুর্জয় সাহস। যতো ভয়ই দেখাক ও, আসবেই ওরা। এবং পাঁচজনই। বাকি একজনের জায়গায় মাইক স্যাণ্ডার্সকে ঢোকানো হয়েছে।

যাত্রার আগেরদিন কিছু বইপত্র কিনলেন রিচার্ড ওয়াকার। ওর মধ্যে আছে সাউথ প্যাসিফিকের গোটাকয়েক পাইলট বুক এবং বিল রবিনসনের 'টু দ্য গ্রেট সাউদার্ন সী'। সাউথ প্যাসিফিকে নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন লেখক ওটায়।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বন্দর ছাড়লো ওরা। চমৎকার নির্মেঘ আকাশ। শান্ত, স্বচ্ছ কাঁচের মতো আটলান্টিকের নীল বুক চিরে তর তর করে এগিয়ে চললো খুদে ওশেনোলজিক্যাল রিসার্চ শিপ, জাকারানডা। অ্যামিডশিপে ফিট করা হয়েছে প্রকাণ্ড উইঞ্চ, ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত গভীরে ড্রেজিং চালাতে সক্ষম। ওটার কারণে বিদঘুটে চেহারা পেয়েছে জাহাজটা।

দিনের বেশিরভাগ সময় বই পড়ে কাটান রিচার্ড ওয়াকার। জরুরী জ্ঞাতব্য টুকে রাখেন নোট বইয়ে। পরে সেগুলো নিয়ে রানা এবং আজমের সাথে বৈঠক

হয় তাঁর। জেসির সময় কাটে এর ওর সাথে গল্প করে। এছাড়া তেমন কিছু করার নেইও তার। জীবনে এই প্রথম সাগর ভ্রমণ। চারদিকে যা দেখে, তা-ই মহাবিস্ময় ওর চোখে।

'ব্লেক প্ল্যাটোর নাম শুনেছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

রোজকার মতো বৈকালিক আসর বসেছে ওদের ফোরডেকে। গোল হয়ে বসেছে রানা, আজম, জেসি আর রিচার্ড ওয়াকার।

'নাহ্,' বললো রানা, 'কোথায় সেটা?'

'ক্যারোলিনার উপকূলে। পানামা ক্যানালে ঢোকার আগে ব্লেক প্ল্যাটো ক্রস করবো আমরা। ওখানে একদিনের জন্যে থামবো কিনা, ভাবছি। উইঞ্চ কেমন কাজ করে চেক করে নিলে ভালো হতো।'

'একবারে প্যাসিফিকে গিয়ে করলে অসুবিধে কি?'

'ওদিকে তেমন ভালো এনজিনিয়ারিং শপ নেই। টেস্টিঙের সময় কোনো গোলমাল দেখা গেলে পানামায় সারিয়ে নিতে পারবো এনজিন ওভারহলিঙের সময়। তাছাড়া, আটলান্টিকের ওই জায়গাটায় নডিউল বেশি হয়, ওগুলোর কোয়ালিটিও পরখ করে দেখা যেতো।'

'ওখানে বেশি হবার কারণ?'

'ব্যাপার হলো, সী বেডের যেসব জায়গা পলি পড়ে না, ঠিক সেই জায়গায় ফর্ম করে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল। আটলান্টিকের তল-দেশের প্রায় সবখানেই পলি পড়ে, শুধু ব্লেক প্ল্যাটোতে পড়ে না। পড়তে পারে না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো জেসি।

'ব্লেক প্ল্যাটোর আশপাশ দিয়ে সারাক্ষণ বইছে গালফ স্ট্রীম। স্রোতটা খুবই জোরালো, সী বেড ঘেঁষে চলে, ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় সব পলি। অবশ্য, ওগুলোর কোয়ালিটি প্যাসিফিকের নডিউলের মতো অতো রিচ হয় না। আকারেও বেশ ছোট হয়।'

জাকারানডার কোর্স সেট করেছে আজম সাউথ সাউথ ওয়েস্ট, উইণ্ডওয়ার্ড প্যাসেজ অভিমুখে। যথাসময়ে ব্লেক প্ল্যাটো পৌঁছুলো ওরা। পুরো একদিন ধরে টেস্ট করা হলো উইঞ্চ। চমৎকার কাজ করলো জেনারেটর চালিত কপিকল। তিন হাজার ফুট গভীর থেকে অজস্র নডিউল তুলে আনলো। প্রথম দর্শনেই বুঝলো রানা, আগের-গুলোর ধারেকাছেও লাগে না এগুলো।

সন্ধের পর আবার রওনা হলো ওরা। ক্যারিবিয়ান হয়ে কোলন পেরিয়ে পানামা খালের উদ্দেশে চললো।

'বিল রবিনসনের বইটা আজ শেষ করলাম, রানা। ভালোই লাগলো। অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য জানা গেল।'

'তাই?' কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো রানা। আজমও ধরালো একটা। বিজ্ঞানীকে কেউ সাধলো না। ধূমপান করেন না তিনি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে আলাপ করছে ওরা।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা নয়। আজ নডিউলের জন্মরহস্য জানাবো তোমাদের। তুমি সেদিন জানতে চাইছিলে, হাঙরের দাঁত ওর মধ্যে গেল কি করে, তাই না?

শোনো, যখন কোনো হাঙরের মৃত্যু হয়, তার দেহটা তখন ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করে। অন্য মাছেরা এই সময় খুব দ্রুত খেয়ে শেষ করে ফেলে মাংসটুকু। এরপর থাকে কঙ্কাল। হাঙরের হাড় কিন্তু খুব কোমল। কাজেই, কঙ্কালটা যখন নামতে থাকে, তখন পানির প্রচণ্ড প্রেশারে একটা একটা করে খুলতে শুরু করে তার বোন জয়েন্টগুলো। এভাবে পুরো কাঠামোটা একসময় পুরোপুরি ধসে পড়ে। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সী বেডে একমাত্র হাঙরের দাঁত ছাড়া আর কিছুই পৌঁছায় না। আগেই বলেছি, ওদের হাড় খুব নরম। গভীর সমুদ্রের অনেক ছোট ছোট মাছের প্রিয় খাদ্য ওই হাড়। সে যাক, ওদের দাঁত সোডিয়াম ট্রাইফসফেটের তৈরি, সাগরের পানি কোনো ক্ষতি করতে পারে না সেগুলোর। যে কোনো সী বেডে খুঁজলেই পাওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ হাঙরের দাঁত।'

টেবিলের ওপর রাখা কাঠের সুদৃশ্য একটা বাক্স খুলে সাদা কিছু একটা বের করলেন রিচার্ড ওয়াকার। প্রায় তাঁর হাতের তালুর সমান লম্বা জিনিসটা। 'এটা দেখো।'

'কি এটা?' জিনিসটা খুব শক্ত। ওজনও একেবারে কম নয়।

'তিমির কানের হাড়। ওই সোডিয়াম ট্রাইফসফেটের তৈরি। বড় বড় নডিউলের মধ্যে পাওয়া যায় এগুলো।'

'তার মানে, এদের কেন্দ্র করেই জমাট বাঁধে ম্যাঙ্গানিজ?'

'হ্যাঁ।'

'কতোদিন লাগে?'

'তার কোনো ঠিক নেই। এক মিলিমিটার ম্যাঙ্গানিজ জমাট বাঁধতে কখনও এক হাজার বছরও লাগতে পারে, আবার কখনও দশলক্ষ বছরও কেটে যায়।'

চোখ কপালে উঠলো জেসির। 'বলো কি! ধরো যদি দশ মিলিমিটার হয় একটা নডিউল, তাহলে বুঝতে হবে ওটা দশ মিলিয়ন বছরের পুরানো?'

'না, সব সময় তা হতেই হবে, এমন কথা বলছি না। তবে কোনো কোনোটা অবশ্যই, এমনকি তার চাইতেও বেশি সময় নিয়ে জমাট বাঁধে।'

'অতো আগে হাঙর ছিলো?'

'নিশ্চয়ই। পৃথিবীর প্রাচীনতম জলজ প্রাণীদের অন্যতম হচ্ছে শার্ক।'

'বুঝলাম,' বললো রানা, 'কিন্তু এদের জমাট বাঁধার কারণ কি?'

হাসলেন ওশেনোলজিস্ট। চিন্তিত স্বরে বললেন, 'কি করে বোঝাই...আচ্ছা, ঠিক আছে। কলোইড কি, চেনো?'

মাথা নাড়লো ওরা।

'এক ধরনের আঠা, ভেসে বেড়ায় পানিতে। এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ চিনি ফেলে নাড়লে কি হয়? গলে যায়। মলিকিউলার লেভেলে পৌঁছে একেবারে মিশে যায় পানিতে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'এবং পানিটা আঠালো হয়ে যায়?' মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্নবোধক ভঙ্গি করলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'হয়।'

'কলোইড প্রায় ওইরকমই, তবে চিনির মতো একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা, ভেসে বেড়ায়, অথচ খালি চোখে দেখা যায় না।' মুখ ঘুরিয়ে সাগর ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'ওখান থেকে খানিকটা পানি তুলে মাইক্রোস্কোপের নিচে ধরলেই জিনিসটা দেখতে পাবে।'

রানার সাগর বিষয়ক জ্ঞানের ভাণ্ডারে আরেকটা তথ্য যোগ হচ্ছে, খুব মনোযোগের সাথে শুনছে ও।

'কলোইডের প্রতিটি অণুতে অণুতে আছে বৈদ্যুতিক শক্তি। এই শক্তির ফাঁদে এসে ধরা পড়ে পানিবাহিত নিকেল, কপার, ভ্যানা-ডিয়াম, আয়রন, কোবাল্ট ইত্যাদি। হাজার হাজার বছর ধরে জমাট বাঁধতে বাঁধতে সৃষ্টি হয় ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের।'

'কিন্তু ওর মধ্যে হাঙরের...'

'সোজা কথা,' রানাকে থামিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী। 'হাঙরের দাঁত আর তিমির কানের হাড় সোডিয়াম ট্রাইফসফেটের তৈরি। ইলেক-ট্রিক্যালি কনডাক্টিভ সারফেস ওগুলোর। কাজেই...।'

'কোথেকে আসে এই ম্যাঙ্গানিজ?'

'নদী থেকে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ফাটল থেকে বেরিয়ে আসা লাভা থেকে। সী বটমের শিলা থেকে। সাগরের পানি আসলে পানি নয়, হাজারো কেমিকেলের ঝোল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর কোনো কোনো অংশের পানি ক্ষারযুক্ত হয়ে পড়ে, ঠিক সেইসময় শিলা থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাঙ্গানিজের লক্ষ কোটি অণু। ডিজলভ হয়ে যায় পানিতে।'

'কিন্তু তখন বললেন ম্যাঙ্গানিজ ডিজলভ হয় না?'

'হয়। খাঁটি ধাতব ম্যাঙ্গানিজ ডিজলভ হয়, শুধুমাত্র কেমিকেলের উল্টোপাল্টা আচরণের ফলে। কেমিস্টদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'রিডিউসিভ অ্যাটমোসফিয়ার'। স্রোতে ভেসে ভেসে বিলীন ম্যাঙ্গানিজ একসময় অক্সিডাইজিঙ অ্যাটমোসফিয়ারে এসে পড়ে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্র ম্যাঙ্গানিজ হয়ে পড়ে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, ইনসলিউবল্। ওটাই আস্তে ধীরে কলোইডে রূপান্তরিত হয়।'

'কিন্তু আর সব? নিকেল, কপার, কোবাল্ট, এসব কিভাবে ওর সঙ্গে মিলিত হয়?' জিজ্ঞেস করলো জেসি।

'একইভাবে। কলোইডের বৈদ্যুতিক শক্তি আকর্ষণ করে ওগুলোকেও। প্রায় একশো মিলিয়ন বছর, কি তারও বহু আগে থেকে চলে আসছে প্রকৃতির এই প্রক্রিয়া।'

ব্লেক প্ল্যাটো ছেড়ে আসার দশ দিন পর পানামা বন্দরে নোঙর ফেললো জাকারানডা। প্রায় সাথে সাথে জাহাজে উঠে এলো কাস্টমস্ অফিসাররা। কাগজপত্রের ঘোষণার সাথে কোথাও কোনো গরমিল নেই দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নেমে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে।

যাত্রা শুরু করার আগে এখানকার কলম্বো হোটেলের দুটো লাক্সারি সুইট বুক

করে রেখেছিলেন রিচার্ড ওয়াকার। ফুয়েল লোডিং এবং এনজিন চেক আপ করাতে হবে। চার-পাঁচদিন থাকতে হবে পানামায়। এরপর সোজা তাহিতি।

বাপ-বেটিকে হোটেলে তুলে দিয়ে পোর্ট কমিশনারের অফিসে এলো রানা। রেকর্ড কীপারকে কড়কড়ে দশ ডলারের একটা নোট উপহার দিয়ে হামিং বার্ড সম্পর্কে তথ্য চাইলো। জানা গেল, প্রায় তিন মাস আগে পানামা পোর্ট ত্যাগ করেছে হামিং বার্ড, অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনের উদ্দেশে। এরপরে আর কোনো খোঁজ নেই ওটার। রানার প্রশ্নের জবাবে লম্বা চুল দোলালো রেকর্ড কীপার, না, ওটার মালিক এখন আর এদেশী নয়। মিগুয়েল কার্লোস নামে এক পেরুভিয়ান বর্তমানে হামিং বার্ডের মালিক।

প্রথমে ওটা চার্টার করেছিলেন সেনর কার্লোস। পরে কিনে নিয়েছেন। গতমাসে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে দু'পক্ষের লেনদেন। ব্যাপার কি, আনমনে ভাবলো রানা, শালা গেল কোথায়?

বিকেলে ডকসাইডে এলো ও। ভূষণকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো মাইক স্যাণ্ডার্সের ওপর বিশেষ নজর রাখতে। কোথায় যায়, কি করে ওয়াচ করতে হবে। লোকটাকে অলস ভঙ্গিতে ডেকে পায়চারি করতে দেখে প্রায় হতাশ হলো রানা। ব্যাটা নামেনি নাকি?

ওর দিকে এগিয়ে এলো স্যাণ্ডার্স, 'হাই, স্যার।'

'হাই। সব ঠিকঠাক?'

'ইয়েস, স্যার। ক্লিনিং ওয়াশিং সব শেষ।'

'গুড।'

ল্যাডার বেয়ে নিচে নেমে এলো রানা। ওখানে এনজিন খোলাখুলির কাজ চলছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলো আজম। তার উদ্দেশে ভুরু নাচালো, চাপা গলায় বললো, 'খবর আছে?'

'আছে। আপনারা নেমে যাবার পর পরই বেরিয়েছিলো স্যাণ্ডার্স। মেইন পোস্ট অফিস গিয়েছিলো।'

'তারপর?'

'ভূষণ বললো, রাবাউলের কেবল্ রেট জানতে চাইছিলো ও কাউন্টারে।'

'রাবাউল!' খানিক চিন্তা করলো রানা, 'মানে, নিউ ব্রিটেন? বিসমার্ক আর্কিপেলাগো?'

'জ্বি।'

'ওখানে কাকে কেবল্ করলো ও, জানা গেছে?'

'না। চেষ্টা করেছে ভূষণ, কিন্তু জানতে পারেনি। কাউন্টার কেরানিকে ঘুষ গেলানো যায়নি।'

# আট

হোটেল কলম্বোর প্রকাণ্ড লাউঞ্জের এক কোণে বসে আছে মাসুদ রানা, জেসি এবং রিচার্ড ওয়াকার। ওদের টেবিলটাকে প্রায় চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে কাঠের তৈরি বড় বড় টবে নানা জাতের নানা বর্ণের ফুলগাছ। অনেক ওপরে পারটেক্সের আর্টিফিশিয়াল সিলিঙের এখানে, ওখানে অল্প ওয়াটের নীলচে বাতি জ্বলছে। লুকোনো মাইক্রোফোনে বাজছে সফট মিউজিক। সব মিলিয়ে অদ্ভুত রোমান্টিক একটা পরিবেশ।

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই এদের কারও। নিচু গলায় জরুরী আলাপে ব্যস্ত। রিচার্ড ওয়াকার বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, হামিং বার্ড এ মুহূর্তে বিসমার্কে রয়েছে?'

'খুব সম্ভব। নইলে ওখানে কাকে কেবল্ করতে যাবে ও?'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী, কিন্তু থেমে গেলেন। একজন ওয়েটারকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে এদিকে। কাছে এসে সরাসরি রানার দিকে তাকালো লোকটা।

'এক্সকিউজ মি, স্যার, মিস্টার মাসুদ রানা?'

ঘুরে তাকালো ও। 'ইয়েস?'

'ফয়েই-এ এক লেডি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'লেডি! কিন্তু...' শূন্য দৃষ্টিতে সঙ্গী দুজনের দিকে ফিরলো রানা, 'আমি তো কাউকে চিনি না এখানে!'

ওয়েটারের দিকে চাইলেন রিচার্ড ওয়াকার। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ওল্ড লেডি, অর ইয়াং লেডি?'

'ওহ্, আ ইয়াং লেডি, স্যার।'

রানার উদ্দেশে চোখ মটকালেন বিজ্ঞানী, 'এখনও বসে আছো? আমি হলে এতোক্ষণে ফয়েই-এ পৌঁছে যেতাম।'

'মনে হয় ভুল হয়েছে কোনো,' ইতস্তত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রানা। ফয়েই-এ এসে এদিক ওদিক তাকালো। বেশ কয়েকজন নিঃসঙ্গ যুবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এখানে ওখানে। এক এক করে প্রায় সবার ওপরই নজর বোলালো রানা, কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না ওর দিকে।

রিসেপশন ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। তরুণ এক অ্যাটেনডেন্টের উদ্দেশে বললো, 'আমি মাসুদ রানা। কেউ আমাকে খুঁজছে সম্ভবত।'

'রাইট, স্যার।' কলম ঘুরিয়ে নিজের পিছনের একটা বন্ধ দরজা দেখালো সে, 'ভেতরে আছেন উনি। ওদিক দিয়ে আসুন, স্যার, ডেস্ক ঘুরে।'

'ধন্যবাদ।'

ভেতরে একটা সিঙ্গল খাট, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার ছাড়া

কিছুই নেই। চেয়ারে বসে ছিলো যুবতী। বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে হবে বয়স। কটা চুল, নীল চোখ। জেসির চাইতে সম্ভবত খাটো হবে কিছুটা। চেহারায় আলাদা একটা আকর্ষণ আছে এর। রানাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

'হ্যালো!' বললো রানা, 'আমি মাসুদ রানা।'

মেয়েটিকে খুব নার্ভাস মনে হলো। 'আপনাকে কষ্ট দিতে হলো বলে দুঃখিত, মিস্টার রানা।'

'দ্যাট'স অলরাইট। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি ভাবে?'

'বলবো। আগে বলুন, আপনার সাথের ওই ভদ্রলোক কি ওশেনোলজিস্ট রিচার্ড ওয়াকার? ডেভিড ওয়াকারের বড় ভাই?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো ও, 'আপনি চেনেন ডেভিড ওয়াকারকে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালো মেয়েটা। 'খুব ভালো ভাবে চিনি। আপনারা ইংল্যাণ্ড থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি ডায়ানাকে চেনেন? ডেভিড ওয়াকারের স্ত্রীকে?'

'চিনি।'

'আমার পাঠানো সুটকেসটা কি পেয়েছে সে?'

'ও! আপনিই ডি. শিলটন?'

একটু হাসলো মেয়েটি। 'হ্যাঁ, ডেবোরা শিলটন। ওটা পৌঁছেছে তাহলে ডায়ানার হাতে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা আপনি তাহিতি থেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে এলেন কবে?'

'এই তো...মাসখানেক হবে বোধহয়।'

'আই সি, তা চলুন না, লাউঞ্জে গিয়ে বসি। ওখানে...

'না, প্লিজ। আমি এই হোটেলের স্টাফ সিঙ্গার। বাইরে বসে গেস্টদের সাথে আলাপ করতে পারি না।'

'আচ্ছা, বেশ।'

'বসুন,' চেয়ারটা দেখালো শিলটন। নিজে বসলো খাটের কিনারায়।

'আপনার সাথে ডেভিড ওয়াকারের পরিচয় কি ভাবে?'

'পাপীটির একটা হোটেলে গাইতাম। ওখানে প্রায়ই আসতেন ডেভিড আর তার পার্টনার।'

'কতোদিন আগে প্রথম আলাপ?'

'তা প্রায় দুই বছর।'

অর্থাৎ ক্যাপিটাল মাইনারস ছাড়ার পর পরই, ভাবলো রানা। 'আপনি কি তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'জানি।'

'কিভাবে জানেন? তিনি তো মারা গেছেন...

'পম পম গ্যালিতে। প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু পরে যখন তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখলাম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি করে?'

'কার মুখে প্রথম শুনেছেন তার মৃত্যুর খবর?'

'ন্যাট প্যাটেল। লোকটা অস্ট্রেলিয়ান। ওর কাছে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম পাপীটির গভমেন্ট ব্যুরোতে। ক'দিন আগে টানাকাবু থেকে পাঠানো ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখলাম ওখানে।'

'ওতে সই ছিলো কার, জানেন?'

'ডক্টর ফ্রেডারিখ কাজম্যানের। টানাকাবুতে কুষ্ঠ রোগীদের একটা হসপিটালের ডক্টর।'

'ইনিই পম পম গ্যালি গিয়েছিলেন ডেভিড ওয়াকারের অপারেশন করতে?'

'আপনাকে কে বললো এ কথা?'

'শুনলাম।'

মাথা নাড়লো মেয়েটি, 'না।'

'তাহলে?' বিস্মিত হলো রানা, 'কোথায় বসে অপারেশন হলো?'

'কিসের অপারেশন!' চোখ ছল ছল করে উঠলো মেয়েটির। 'সব বাজে কথা, খুন করেছে ওঁকে হারামজাদা ন্যাট প্যাটেল।'

'কি করে বুঝলেন আপনি?' পলকহীন চোখে চেয়ে থাকলো ও মেয়েটির দিকে।

'মৃত্যুর যে কারণ লেখা ছিলো সার্টিফিকেটে, ওটা ডাহা মিথ্যে। ডেভিড একবার কথায় কথায় বলেছেন আমাকে, তাঁর অ্যাপেনডিক্স নেই। ছোটবেলাতেই রিমুভ করা হয়েছিলো।'

'মাফ করবেন, আপনার আর ডেভিড ওয়াকারের সম্পর্ক কি রকম ছিলো? আই মিন...'

'উনি আমার গানের ভক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম তাঁর জ্ঞানের ভক্ত। মেয়ের মতো ভালোবাসতেন...।' গলা ভেঙে গেল মেয়েটির, দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে।

সামলে নেবার জন্যে একটু সময় দিলো রানা ডেবোরাকে। তারপর নরম গলায় বললো, 'দুঃখিত। আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

সোজা হয়ে বসলো ডেবোরা শিলটন। চোখ মুছে আস্তে আস্তে বললো, 'আসলে তাঁর পার্টনার নিহত হবার পর পরই...'

'র‍্যাঙ্গার? খুন হয়েছেন তিনিও?'

'হ্যাঁ। ডেভিডের মৃত্যুর কিছুদিন...এই ধরুন, দিন দশ-বারো আগে, পাপীটির সাগর তীরে র‍্যাঙ্গারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কোনো কিছুর সাথে প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো তার মাথা। প্রথমে সবাই ভেবেছিলো, দুর্ঘটনা। পরে...কি ভাবে সঠিক জানি না, পুলিস সন্দেহ করলো হত্যা করা হয়েছে তাকে।'

'তারপর?'

'ডেভিড ওয়াকারের পার্টনার ছিলেন ভদ্রলোক, কাজেই, প্রথমে তাঁকেই

ধরলো পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদ করলো। কিন্তু উনি বারবার একই কথা বললেন, আমি কিছু জানি না।'

গভীর শ্বাস টানলো রানা, 'ডেবোরা, আপনি কি মনে করেন, সত্যিই ডেভিড খুন করেছেন র‍্যাঙ্গারকে?'

সামান্য ইতস্তত করলো মেয়েটি, তারপর জোরে জোরে মাথা দোলালো, 'না। এমন সম্ভাবনার কথা আমার স্বপ্নেরও অতীত। তাঁর মতো একজন শান্তশিষ্ট, বন্ধুবৎসল মানুষ এ কাজ কখনোই করতে পারেন না।'

কিছুটা স্বস্তি বোধ করলো মাসুদ রানা। 'তারপর?'

'এই সময় একদিন রাতে হঠাৎ আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির ডেভিড। হাতে একটা সুটকেস। কোনো কারণে খুবই বিচলিত ছিলেন। রাতটা আমার ওখানেই কাটান। তারপর খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে গেলেন। সুটকেসটা রেখে গেলেন আমার কাছে। বললেন, দুই মাসের মধ্যে যদি না ফিরি, এটা পাঠিয়ে দিও আমার স্ত্রীর নামে, লণ্ডনে। এর মধ্যে খুব মূল্যবান কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, কোনোমতেই যেন ন্যাট প্যাটেল বা অন্য কারও হাতে না পড়ে। এর তিন সপ্তা পর তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাই আমি।' আনমনে কোলের ওপর রাখা দু'হাতের তালু পরীক্ষা করছিলো ডেবোরা শিলটন, কথা শেষ করে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'প্যাটেলের সাথে মাইক স্যাণ্ডার্স নামে কাউকে দেখেছেন কখনও? সে-ও অস্ট্রেলিয়ান।'

একটু ভেবে বললো সে, 'না। ওর সাথে একমাত্র মিগুয়েল কার্লোস নামে এক স্প্যানিয়ার্ডকে দেখেছি আমি কয়েকবার। হোটেলে মাঝে মাঝে আসতো, আলাপ করতো ডেভিড ওয়াকারের সাথে। প্যাটেলের শিপ চার্টার করেছিলেন ওঁরা এক্সপিডিশনের জন্যে।'

'আপনি বলেছেন, প্যাটেল হত্যা করেছে ডেভিডকে। কিন্তু ঠিক ওর কথাই কেন বললেন, অন্য কেউ কি হতে পারে না?'

'ওর আচরণই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে আমাকে।'

'যেমন?'

'ডেভিডের মৃত্যুর কিছুদিন পর আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলো ও। তাঁর সুটকেসটা নাকি ওর খুব দরকার। কিন্তু আমি দিইনি। খুব চোটপাট দেখালো লোকটা আমার সাথে। কেড়েই নিয়ে যাচ্ছিলো ওটা। ভাগ্য ভালো, এই সময় আমার কিছু ইয়াং ফ্যান দেখা করতে আসে আমার সাথে। বেগতিক দেখে কেটে পড়ে প্যাটেল। যাবার সময় হুমকি দিয়ে যায়, পরেরবার এসে যদি সুটকেসটা সে না পায়, তাহলে আমার অবস্থাও ডেভিড ওয়াকারের মতো হবে। ওইদিনই সুটকেসটা আমি সরিয়ে ফেলি।'

'এরপর আর এসেছিলো প্যাটেল?'

'হ্যাঁ। পরদিনই। আমার ফ্ল্যাট সার্চ করে সুটকেসটা না পেয়ে খুব মারধোর করে আমাকে।'

'কি বললেন?' চমকে গেল রানা, 'আপনার গায়ে হাত তুলেছে?'

উত্তর দিলো না ডেবোরা। ঘুরে বসে, রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটানে স্কার্টের নিচে গোঁজা ব্লাউজ তুলে ফেললো। অজান্তেই গাল কুঁচকে গেল রানার। সাত আটটা কালো পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে তার ফরসা পিঠে। এক মুহূর্ত ধরে রেখে ব্লাউজটা ছেড়ে দিলো সে। 'আরও আছে, বুকে, পেটে। যদি...'

'নো! প্লিজ।' চট করে মেয়েটার হাত চেপে ধরলো রানা। প্রচণ্ড রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল ওর, কাঁপুনি উঠে গেল দেহে। 'আর দেখাতে হবে না। তারপর কি হলো, বলুন।' হঠাৎ করেই আবার শান্ত হয়ে এলো ও।

হাসলো ডেবোরা শিলটন। 'এরপর উল্টে ওকেই ভয় দেখালাম আমি। বললাম, তোমরা খুন করেছো ডেভিড ওয়াকারকে, আমি জানি। ওই ডেথ সার্টিফিকেটে যা লেখা, তা মিথ্যে। সব বলে দেবো পুলিসকে। কিন্তু লাভ হলো না, মোটেই ভয় পেলো না প্যাটেল। তবে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি, বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম এবার আমি। বুঝলাম দুঃখ আছে কপালে। নিজের প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে তক্ষুণি ফ্ল্যাট ছেড়ে পালালাম। কয়েকদিন লুকিয়ে থাকলাম আমার এক বান্ধবীর বাসায়। ওর মাধ্যমেই সুটকেসটা পাঠিয়েছি আমি। পরে খুব গোপনে এখানে পালিয়ে আসি জাহাজে করে।'

চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালো মেয়েটি। সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এবার যেতে হয়। একটু পরই প্রোগ্রাম আছে আমার।'

'শেষ একটা প্রশ্ন আছে আমার, মিস শিলটন।'

'শিওর।'

'এসব কথা আপনি আমাকে কেন জানালেন? ডেভিড ওয়াকারের আপন বড় ভাই ছিলেন ওখানে, তাঁকে কেন জানালেন না?'

'ডেভিডের কাছে শুনেছি আমি আপনার কথা, মিস্টার রানা।' শান্ত গলায় বললো সে। নিষ্পলক চেয়ে আছে ওর চোখে চোখে। 'আমি জানি, আপনি কে, কি। বললাম এই জন্যেই যে যদি এর কোনো প্রতিকার কেউ করতে পারে, তো সে আপনি–সম্ভবত। রিচার্ড ওয়াকার বুড়ো মানুষ, ওনাকে বলে কি আর হতো। ওঁর সঙ্গে আপনিও এসেছেন, খবরটা পাবার পর কি যে খুশি হয়েছি, বলে বোঝাতে পারবো না।'

'অল রাইট, মিস ডেবোরা। এখানে আরও ক'দিন আছি। আশা করি দেখা হবে আবার।'

'হবে। চলি।' দ্রুত বেরিয়ে গেল ডেবোরা।

রানাও বেরিয়ে এলো। কাউন্টার ঘুরে ফয়েই-এ এসে দাঁড়ালো। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পেলো না মেয়েটিকে। চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে লাউঞ্জে ফিরে এলো ও।

'এলে তাহলে?' বললেন বিজ্ঞানী, 'মাই গড! খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। এতোক্ষণ ধরে...লেডিটা কে, রানা?'

কনসিলড্ মাইক্রোফোনের গুঞ্জন থেমে গেছে। রানার পিছনদিকে, লাউঞ্জের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা ডায়াস। ওখান থেকে লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেনের দৃষ্টি

আকর্ষণ করা হলো। বলা হলো, তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যে এখন পানামার ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত পরিবেশন করবেন খ্যাতনামা শিল্পী, ডেবোরা শিলটন।

'কি হলো? বললে না?'

'দেয়ার শী ইজ,' ক্লান্ত শোনালো রানার কণ্ঠ, 'ডেবোরা শিলটন।'

ডায়াসের দিকে তাকালো বাপ-মেয়ে একসাথে। 'ডেবোরা শিলটন?' বললেন রিচার্ড, 'কে ও? পরিচয় ছিলো আগে?'

'ও-ই ডি. শিলটন। ডেভিডের সুটকেস পাঠিয়েছিলো।'

'গুড গড! এখানে ও? কেন, এখানে কেন?'

'ন্যাট প্যাটেলের ভয়ে পালিয়ে এসেছে তাহিতি ছেড়ে। এখন থাক। পরে কথা বলবো এ নিয়ে। সকালে।'

# নয়

'দাগ দেয়া এই অংশটুকু পড়ে দেখো,' রানার দিকে বিল রবিনসনের বইটা এগিয়ে দিলেন রিচার্ড ওয়াকার।

নিলো ওটা রানা। পড়তে লাগলো শব্দ করেঃ "গালাপাগোস থেকে ম্যাঙগারিভা রওনা হলাম জাহাজ নিয়ে। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে। আমার এবারকার সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিলো রহস্যময় মিনারভা আইল্যাণ্ড বা রেসিফি ডি মিনেরভে-র অবস্থান খুঁজে বের করা। রহস্যময় বললাম এই কারণে যে বিভিন্ন সময় ওটাকে দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন অনেকেই, কিন্তু তাদের কেউই নিশ্চিত করে তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারেননি। মিনারভার অবস্থানের এই বিভ্রান্তিকর তথ্যাদির জন্যে নাবিকরা যমের মতো ভয় করে একে–যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। তবে হাজার বিভ্রান্তি সত্ত্বেও বহুবার, বহু ভ্রমণ কাহিনীতে, পাইলট বুকে লেখা হয়েছে এর কথা। ১৮৬৫ সালে, 'স্যার জর্জ গ্রে' নামে এক ব্রিটিশ জাহাজ ওই দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ডুবে যায়। ব্যাপারটা জানা যায় তার প্রায় মাসখানেক পর, সমুদ্রে ভাসমান একটা বোতলে জাহাজটির ক্যাপ্টেনের লিখে যাওয়া ছোট্ট একটি চিরকুটের মাধ্যমে। এর পরপরই সেখানে ব্যাপক তল্লাশি চালায় রয়্যাল নেভি, কিন্তু কোনো দ্বীপ খুঁজে পায়নি তারা ওই এলাকার দশ পনেরো মাইলের ভেতরে।

"১৮৯০ সালে জার্মান জাহাজ 'এরাটো' দেখতে পায় আবার মিনারভা আইল্যাণ্ডকে। কিন্তু 'স্যার জর্জ গ্রে'-র ঘোষিত অবস্থান থেকে এবার বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকে সনাক্ত করে 'এরাটো।' এর কয়েক বছর পর, ১৮৯৫ সালে একটি ফরাসী জাহাজ দাবি করে, রেসিফি ডি মিনেরভে-কে দেখতে পেয়েছে তারা। তাদের এই আবিষ্কার জন্ম দেয় নতুন বিভ্রান্তির, কারণ, 'এরাটো'-র রেকর্ড করে যাওয়া লোকেশন থেকে দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ওটাকে দেখা গেছে বলে

দাবি করেছে তারা।

"আমার ধারণা, মিনারভা আইল্যাণ্ডের অনেক কাছে চলে এসেছি তখন আমরা। এমন সময়, সাউদার্ন সী-র ভয়ঙ্কর ঝড় 'মারাম্মু'র কবলে পড়লো জাহাজ। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চললো মারাম্মুর তাণ্ডব। যখন থামলো, আমাদের জাহাজ তখন বাতাসের ধাক্কায় সরে এসেছে সত্তর মাইল উত্তর-পুবে। চারদিন পর ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়। এরাটো এবং ফরাসী জাহাজ, দুটোর দেয়া অবস্থানেই তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও দেখা পেলাম না রহস্যময় মিনারভা আইল্যাণ্ডের"।

'দূর, দূর!' বলে উঠলো জেসি, 'ব্যাটা আসলে ভয় পেয়েছিলো। সাহস পায়নি কাছে যেতে।'

'আমার মনে হয়, ঠিকই করেছিলো। যে দ্বীপ নড়ে চড়ে বেড়ায়, তার থেকে দূরে সরে থাকাই নিরাপদ,' বললো রানা। 'কিন্তু হঠাৎ মিনারভা আইল্যাণ্ড নিয়ে পড়লেন কেন আপনি?'

হাসলেন বিজ্ঞানী। ফটোকপিগুলোর মধ্যে থেকে সুন্দরী নারী-মূর্তির পিক্‌টোগ্রাম আঁকা শীটটা বের করলেন। 'কাল রাতে এটা নিয়ে গবেষণা করেছি অনেক। দ্য গ্রেট্‌ সাউদার্ন সী-তো আছেই, পাইলট বুকগুলোও বাদ রাখিনি। গডেসের নামের সাথে মিল আছে, মিনারভা ছাড়া এমন কোনো দ্বীপের নাম চোখে পড়েনি আমার। ভাবনা-চিন্তার বেলায় তোমার মুশতাকের লাইন অনুসরণ করেছি। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, এ সেই মিনারভা গডেস। রোমানদের জ্ঞানের দেবী।'

'তাই নাকি?' লাফিয়ে উঠলো জেসি, 'দেখি!' বাণ্ডিলটা প্রায় ছিনিয়ে নিলো বাপের হাত থেকে।

রানা জানতে চাইলো, 'কোথায় সেটা?'

'টোয়ামোটু আর্কিপেলাগোর সামান্য দক্ষিণে, পাপীটি যাবার পথে পড়বে।'

'তাহলে তো ভালোই হলো। আমরাও একবার চেষ্টা করে দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কি না রহস্যময় মিনারভা আইল্যাণ্ডকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিজ্ঞানীর চেহারা, 'আমি তোমার সময়ের কথা ভাবছিলাম অন্তত দুটো দিন যাবে ওখানে।'

'কোনো ব্যাপার নয়।'

রিসেপশন ডেস্ক থেকে নাম্বার জেনে নিয়ে ডেবোরার ফ্ল্যাটে ফোন করলো রানা। 'মাসুদ রানা বলছি। আপনার সাথে জরুরী কিছু আলাপ আছে। এখুনি বেরোতে পারবেন?'

ঘুম ঘুম গলায় বললো মেয়েটি, 'এখনই?'

'ঘণ্টাখানেকের ভেতর হলে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে কোথায়?'

'আপনিই বলুন।'

একটু চিন্তা করে বললো ডেবোরা. 'হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে কিছুদূর

এগুলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড পড়বে হাতের ডানদিকে। ওই রোড ধরে একশো গজ এলে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট পাবেন,. ডিপ্লোম্যাট রেস্টুরেন্ট। ওখানে থাকবো আমি।'

'ও. কে। সি ইউ দেয়ার।'

রানার আগেই পৌঁছেছে ডেবোরা। বসে আছে ফুটপাথ ঘেঁষা জানালার কাছে। বেশ তরতাজা, স্নিগ্ধ লাগছে মেয়েটিকে। হাত নাড়লো রানার উদ্দেশে, 'কি ব্যাপার, কি মনে করে?'

দু'কাপ কফির অর্ডার দিলো রানা। 'প্যাটেল আর কার্লোসকে মনে করে।'

'মানে?' পলকে সুন্দর মুখটা কালো হয়ে উঠলো তার, 'কি হয়েছে?'

'হয়নি কিছু।' আশ্বস্ত করার জন্যে ডেবোরার হাতে মৃদু চাপ দিলো রানা।

'তাহলে?'

'আপনি পাপীটি ছিলেন কতোদিন?'

'অনেকদিন। কেন?'

থুতনি চুলকালো রানা। আগেই ঠিক করে রেখেছে, প্রস্তাবটা একটু ঘুরিয়ে রাখবে। বললো, 'ওখানে আগে যাইনি কখনও। একে-বারে অপরিচিত জায়গা। তাছাড়া, ন্যাট প্যাটেল বা মিগুয়েল কার্লোস, কাউকেই চিনি না। ওদের চেনে, এমন কাউকে পেলে সুবিধে হতো।'

নিচু গলায় বললো মেয়েটি, 'আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে। ভাববেন না, ওখানে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নেবো।' আসলে পাপীটিতে নয়, বরং এখানে থাকলেই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এর। রানার ধারণা, এর মধ্যে যখন এখানে আসেনি হামিং বার্ড, তখন যে কোনো দিন এসে পড়তে পারে। এসে যদি ডেবোরাকে দেখে ওরা, রেহাই দেবে না। ঠিক প্রাণ হারাবে এ মেয়ে। সকালে বিজ্ঞানীকে ওদের গতরাতের আলোচনার বিষয়বস্তু খুলে বলার পর দু'জনে মিলে ঠিক করেছে যে ভাবে হোক, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেই সাথে এ-ও ভেবে রেখেছে, এ সম্ভাবনার কথাটা এখনই সরাসরি বলাটা উচিত হবে না ডেবোরাকে। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে সে। পানামা ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত সিঁটিয়ে থাকবে ভয়ে।

'কবে যেতে চান?'

'তিন চারদিনের ভেতরেই জাহাজ ছাড়বো।'

মুখ ফিরিয়ে নিলো মেয়েটি। জানালা দিয়ে আনমনে চেয়ে আছে ব্যস্ত রাস্তার দিকে।

'আমার পরিচয় তো জানেন। এছাড়া আমার ক্রুদের মধ্যে আছে আরও কয়েকজন, ফুল কম্যাণ্ডো ট্রেনিং পাওয়া। আপনি এলে ওদের দু'জনকে আপনার বডিগার্ড নিয়োগ করবো আমি। তাছাড়া, সাথে একজন মেয়ে সঙ্গীও পাচ্ছেন ওখানে। রিচার্ড ওয়াকারের মেয়ে, জেসি ওয়াকার, ও-ও...'

'না না, ওসব ভাবছি না আমি। ভাবছি হোটেলের সাথে কন্ট্রাক্ট আছে আমার,

অ্যাডভান্সও নিয়ে ফেলেছি কিছু। ওটা কি করে শোধ করবো, তাই ভাবছি।'

'কোনো ব্যাপার নয়। আপনার কন্ট্রাক্ট কিনে নেবো আমি।'

'আপনারা কি ডেভিডের মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যাবো। সত্যিই যদি নিহত হয়ে থাকেন তিনি, আমি চাই ধরা পড়ুক খুনী।'

'গুড গার্ল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। 'তবে আমাদের সাথে যাচ্ছেন না আপনি। কোনো প্যাসেঞ্জার শিপে যাবেন। আছে না জাহাজ?'

'আছে একটা। পনেরো দিন পর পর ছাড়ে। কিন্তু ওটার শিডিউল জানি না।'

'হোটেলে ফেরার পথে খোঁজ নিয়ে যাবো আমি। সম্ভব হলে আজই একটা কেবিন রিজার্ভ করে ফেলবো। এবার আপনার ব্যাঙ্কের নাম আর অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা বলুন,' পকেট থেকে কাগজ কলম বের করলো মাসুদ রানা।

'কেন?'

'পরে বলবো।'

একটু ইতস্তত করে বললো ডেবোরা; 'আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক। অ্যাকাউন্ট নাম্বার...'

কাগজ কলম পকেটে পুরলো রানা। কফি শেষ করে উঠলো। ডেবোরাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ডকইয়ার্ডের উদ্দেশে চললো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চারদিন পর পাপীটির প্যাসেঞ্জার শিপ ছাড়বে। নাম মারমেইড। ডেবোরা শিলটনের নামে একটা কেবিন রিজার্ভ করলো রানা। তারপর এনজিনিয়ারদের কাজ কতোদূর এগুলো, দেখার জন্যে জাকারানডায় এলো। ওকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো মাইক স্যাণ্ডার্স। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, স্যার।'

'কি ব্যাপার?'

'একটা সমস্যায় পড়ে গেছি।'

'কিসের?'

'লণ্ডন ছাড়ার আগে আমার পার্টনারকে জানিয়ে এসেছিলাম আমাকে পানামা থেকে পিক্ করতে। কিন্তু আজ ওর কেবল্ পেলাম। ও বলছে, এখানে আসতে সময় লাগবে, সম্ভব হলে আমাকে অন্য কোনো জাহাজে করে তাহিতি পর্যন্ত যেতে হবে। ভাবছি...'

হাসলো রানা। 'এ তো বরং ভালোই হলো। আমরাও তো ওদিকেই যাবো বলে ঠিক করেছি।'

'তাহিতি?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ্, গুড! কিন্তু—আমি সঙ্গে থাকলে অসুবিধে হবে না তো?'

'না থাকলেই বরং অসুবিধে হবে।'

'জ্বি?'

'বলছি চলে গেলে আপনার জায়গায় নতুন লোক নিতে হবে আমাদের। আপনি থেকে গেলে সে ঝামেলায় আর যেতে হবে না।'

'থ্যাঙ্কস, স্যার। মেনি থ্যাঙ্কস।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

এনজিনিয়ারদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। এক ফাঁকে আজমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলো, স্যাণ্ডার্সের নামে সত্যিই একটা কেব্‌ল্ এসেছে আজ।

'কোত্থেকে এসেছে?' জানতে চাইলো ও।

'রাবাউল।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আজম।

'বুঝলাম না। আমাদের ফলো না করে ওখানে গিয়ে বসে আছে কেন হারামজাদারা? যাকগে, এনজিন ইনসটলেশনের সময় পালা করে লক্ষ্য রেখো তোমরা। কোনো স্যাবোটাজ করার সুযোগ যেন না পায় ও।'

হোটেলে ফিরে এলো রানা লাঞ্চের আগেই।

পাঁচদিন পর নোঙর তুললো জাকারানডা। আগের দিন ছেড়ে গেছে মারমেইড। ডেবোরা শিলটনকে রওনা করিয়ে দিতে পেরে বেঁচেছে রানা হাঁফ ছেড়ে। আগের মতোই আছে আবহাওয়া। নয় নট্ গতিতে সাউথ ইস্ট ট্রেড উইণ্ডের উদ্দেশে এগুচ্ছে ওরা।

দিনের বেশিরভাগ সময় রেডিওরুমে, রেডিওম্যান বিল হান্টারের সাথে কাটে রানার। কোনও দিক থেকে হামিং বার্ডের কোনো খবর পাওয়া যায় কি না, সেই আশায়। কিন্তু পানামা ছাড়ার পর দশ দিন কেটে গেছে, এখনও কোনো খবর নেই হামিং বার্ডের। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুললো ওকে এবং রিচার্ড ওয়াকারকে।

আজম সহ অন্যরা যার যার দায়িত্ব পালন করে চলেছে নিখুঁতভাবে। প্রত্যেকে স্বাভাবিক আচরণ করছে তারা মাইক স্যাণ্ডার্সের সাথে। এটা ওটা নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করছে মাঝে মধ্যে। ষোলো দিনের দিন দুপুরে ঘোষণা করলো আজম, 'এসে গেছি আমরা। এবার সার্চ শুরু করা যেতে পারে।'

আগেই হুইল হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রানা আর রিচার্ড ওয়াকার। চোখে শক্তিশালী দূরবীন, সতর্কতার সাথে নজর বোলাচ্ছে চারদিকে। সাধারণ নাবিকদের মিনারভা আইল্যাণ্ডের ব্যাপারে জানানো হয়নি কিছুই। গত রাতে ডিনারের পর ক্রুদের উদ্দেশে ছোট্ট একটা ভাষণ দিয়েছিলো আজম। জানিয়ে রেখেছে, অমুক জায়গার পানির প্রবাহ এবং তার ধরন পরীক্ষা করে দেখা হবে। লুক আউটকে এ সময় বিশেষ নজর রাখতে হবে চারদিকে। কোনো ডুবো পাহাড় চোখে পড়লে সাথে সাথে রিপোর্ট করতে হবে ব্রিজে।

কখন যেন নিঃশব্দ পায়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো স্যাণ্ডার্স। 'আমি জানি আপনারা কি খুঁজছেন।'

পিঠের পেশী শক্ত হয়ে গেল রানার কিন্তু দূরবীন নামালো না ও। 'কি খুঁজছি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'মিনারভা আইল্যাণ্ড।'

'কোথায় সেটা, জানেন?'

'জানি।'

দু'জনেই ঘুরে দাঁড়ালো এবার। হাসছে লোকটা দাঁত বের করে।

'কোথায়?' জানতে চাইলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'প্রকাণ্ড এক খড়ের গাদায় ছোট্ট একটা সুঁচ, মিনারভা আইল্যাণ্ড। আই বেগ ইওর পার্ডন, স্যার। বাট, সুঁচটার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। ছিলোই না কোনোকালে,' বলে আর দাঁড়ালো না অস্ট্রেলিয়ান। হেঁটে চললো আফটার ডেকের দিকে।

'ও কি টের পেয়ে গেছে কিছু, রানা?'

উত্তর দিলো না ও। একভাবে চেয়ে আছে লোকটার গমনপথের দিকে। ব্যাটার আচরণ হঠাৎ পাল্টে গেল কেন? ভাবলো রানা, কি করে বুঝলো মিনারভা আইল্যাণ্ড খুঁজতে এসেছে ওরা?

মিছেই সারাদিন ঘুরে বেড়ালো জাকারানডা। উল্লেখিত দুটো স্পটেই গেল ওরা, কিন্তু কোথায় কি! চারদিকে অথৈ পানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বিছানা ছাড়লো মাসুদ রানা। তাড়া-তাড়ি তৈরি হয়ে চার্টরুমে চলে এলো। ততোক্ষণে দিনের প্রথম কাজ শেষ করে ফেলেছে ক্যাপ্টেন আজম, হিসেব কষে বের করে ফেলেছে জাকারানডার বর্তমান অবস্থান।

'স্রোতের ধাক্কায় রাতের মধ্যে সাত মাইল দক্ষিণ-পুবে সরে এসেছি আমরা, মাসুদ ভাই।'

'সার্চ কি এখান থেকেই শুরু করবে, না আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে?'

'এখান থেকেই শুরু করি।'

'ঠিক আছে। দুটো ওয়াচ বসাও, একটা ফোরমাস্টে, আরেকটা বো-র ওপর। তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টাতে হবে ওয়াচ। নইলে পানিতে সূর্যের কড়া আলোর প্রতিফলনে আই স্ট্রেইন-এ আক্রান্ত হতে পারে ওয়াচাররা।'

'জ্বি।'

আগের দিনের পুনরাবৃত্তি ঘটলো আজও। সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাথা ধরে গেল ওদের। শেষ বিকেলের দিকে বিরক্ত হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। বললেন, 'দূর! বাদ দাও এসব। চলো, রানা, রওনা হয়ে যাই।'

এই সময় আফটার ডেক থেকে জেসির চেঁচামেচি কানে এলো। তারস্বরে ডাকছে ওদের। হুড়মুড় করে ছুটলো দু'জনে।

'ওই দেখো, ওই যে,' দূরবীন চোখে লাগিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো লাফাচ্ছে জেসি। স্যাণ্ডার্স আর ভূষণ দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে।

'কি?' জানতে চাইলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'ডলফিন, ড্যাড! ওই যে!'

সত্যিই তাই। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে হুল্লোড় করছে একদল ডলফিন।

'ওটাই, রানা,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন বিজ্ঞানী, 'ওটাই মিনারভা আইল্যাণ্ড!'

'ওটা কি করে দ্বীপ হয়?'

'হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। আশেপাশের কয়েকশো মাইলের মধ্যে যেখানে

কোনো ল্যাগু নেই, সেখানে ডলফিন থাকতে পারে না। চলো, কাছে গিয়ে দেখা যাক।'

বো ঘুরে গেল জাকারানডার। দ্রুত ছুটে চললো ডলফিনগুলোর দিকে। দিনের আলো কমে আসছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে ওখানে। ব্রিজে চলে এলো রানা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ক্রমেই। ওটা যা-ই হোক, পানির ওপরে এতো সামান্যই জেগে আছে যে দূরবীন দিয়েও ঠিকমতো দেখা যায়নি তেমন কিছু। আগে থেকে সতর্ক না হলে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে। জেসিও এসে দাঁড়ালো পিছন পিছন।

'সাবধান!' বললেন বিজ্ঞানী আজমকে, 'বেশি কাছে যাবার দরকার নেই।'

সার্চলাইট জ্বেলে দেয়া হয়েছে। বো-র ওপর উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে আছে শাহরিয়ার। ওর পালা চলছে এখন। রানার চোখ সেঁটে আছে ডেপথ্ মিটারের ওপর। পনেরো হাজার ফুট থেকে উঠতে উঠতে বারোশো ফুটে উঠে এসেছে সী ফ্লোর, আরও উঠছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে রানা।

এক হাজার ফুট...সাড়ে আটশো ফুট...ছয়শো ফুট...। সিধে হয়ে দাঁড়ালো রানা। ওর পাশে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। পরক্ষণেই কপাল কুঁচকে উঠলো। 'মাই গড! এতো র‍্যাপিডলি...'

মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। তীক্ষ্ণ আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো শাহরিয়ার, 'গো লেফট! গো লেফট! গো টু পোর্ট!'

বিদ্যুৎগতিতে হুইল ঘোরাতে লাগলো আজম, ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠেই কাত হয়ে গেল জাকারানডা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। সাঁ সাঁ করে ঘুরে গেল বো। উড়ে এসে রানার বুকে আছড়ে পড়লো জেসি। প্যানেল আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে পতনটা ঠেকালো রানা। এক হাতে ধরে আছে মেয়েটিকে।

বাইরে অসংখ্য পায়ের ধুপ্ ধাপ্ আওয়াজ উঠলো। ক্রুরা সব ছুটছে সামনের দিকে কি ঘটেছে দেখতে। তাদের উচ্চস্বরের হাঁকডাকে মনে হলো মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। ডেপথ্ মিটারের দিকে চেয়ে আছে রানা হাঁ করে, চোখের পলকে কাঁটা উঠে এসেছে ত্রিশ ফুটের ঘরে। অবিশ্বাস্য!

পঁচিশ আর বিশের মাঝখানে পৌঁছে থামলো ওটা, খানিকক্ষণ যেন দ্বিধায় ভুগলো কোন্দিকে যাবে বুঝতে না পেরে। তারপর খুব ধীরে ধীরে, এক চুল এক চুল করে নেমে যেতে শুরু করলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল পাঁচশো ফুটের ওপর।

'ও মাই গড! কি ছিলো ওটা?' সশব্দে ঢোক গিললেন রিচার্ড ওয়াকার। আছাড় খেয়ে ব্যথা পেয়েছেন কোমরে। মুখ বিকৃত করে ডলছেন ওখানটায়।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এলো রানা দৌড়ে। রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পেছন দিকটা দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু ফসফরাসের ফেনা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। পিছনে পায়ের শব্দে ঘুরলো, শাহরিয়ার এসে দাঁড়িয়েছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে ছেলেটা। চওড়া বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছে।

'কি ছিলো জিনিসটা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রীফ, মাসুদ ভাই। আর কয়েক গজ এগুলেই সর্বনাশ হয়ে যেতো।'

'ওয়েলডান, শেহ্‌রি।'

'জীবনে এতো ভয় পাইনি কখনও আমি।'

নিরাপদ দূরত্বে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে জাকারানডা। ঘুরে সার্চ লাইট ধরে রেখেছে বিভীষিকাটার অবস্থানের দিকে। পানির ওপর ভেসে আছে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড কোরাল ক্লাস্টার। আলো গায়ে মেখে চিক্‌চিক্ করছে।

'মূল রীফটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওরা,' বললেন ওশেনোলজিস্ট। 'আসলে যা ভেবেছিলাম, ওটা তা নয়, রানা। নতুন একটা দ্বীপ ওটা, সবে তৈরি হতে শুরু করেছে।'

'সবে মানে?'

'ধরো, পাঁচ কি দশ হাজার বছর থেকে। কোনো ডুবো আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ওটার।'

'তার মানে, আপনি বলতে...'

'ডোন্ট সে ইট..., ইয়েস। এ নিয়ে পরে কথা বলবো।'

ডিনারের পর মিটিং বসলো রিচার্ড ওয়াকারের ল্যাবরেটরিতে। রানা, জেসি আর আজম উপস্থিত। বন্ধ দরজার সামনে পায়চারি করছে রেজা ও তুহিন। স্যাণ্ডার্সকে এদিকে আসতে দেখলে সরিয়ে নিয়ে যাবে কৌশলে।

'একদিন জানতে চেয়েছিলে ম্যাঙ্গানিজ কোত্থেকে আসে। উত্তরে আমি বলেছি, নদী থেকে, শিলাখণ্ড থেকে এবং ভলকানিক অ্যাকটিভিটি থেকে। ওইদিনই ভেবে রেখেছি, আরও বিস্তারিত জানাবো তোমাদের। এখন তা বলবো। আগেই জেনেছো, প্যাসিফিক ম্যাঙ্গানিজ নডিউলে ভরা, অথচ আটলান্টিকে খুব একটা নেই, কেন?'

'সেডিমেন্টেশন,' বললো রানা।

'হ্যাঁ। সেডিমেন্টেশনের মাত্রা যদি বেশি হয়, নডিউল গ্রো করতে পারে না। পলি ঘিরে ফেলে ওদের, ফলে কলোইডের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। আমাজান আর মিসিসিপি, এই দুটো নদী হচ্ছে আটলান্টিকে পলি পড়ার কারণ।'

প্রকাণ্ড একটা ওয়াল ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখা আছে আগে থেকেই। প্যাসিফিকের ওপর চাপড় মারলেন তিনি, 'এখানে দেখো। পুরো প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রেখেছে আগুন। এই সাউথ আমেরিকাই ধরো, অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরির পর আগ্নেয়গিরি। অজস্র, অগণিত। রকি পর্বতমালাও তাই।'

উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে তর্জনী রাখলেন এবার। 'এই হচ্ছে সান অ্যানডার্স ফলট্, ১৯০৮ সালে সান ফ্রানসিসকোর প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের উৎস।'

বড় একটা বৃত্ত রচনা করে আঙুলটা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে থামলো, 'এখানেও আছে অনেক আগ্নেয়গিরি, অ্যালিউটিয়ানস-এ, এবং সমগ্র জাপানে। নিউগিনিকে আগ্নেয়গিরির সূতিকাগার বললে খুব একটা ভুল হবে না। ওর আশেপাশের সবগুলো দ্বীপে গিজগিজ করছে আগ্নেয়গিরি। রাবাউল আছে এখানে। মোট ছয়টা ভলকানিক পাহাড় ঘিরে রেখেছে শহরটি, সবগুলোই

অ্যাকটিভ। আগে পাঁচটা ছিলো, পরে ওগুলোর সম্মিলিতভাবে লাভা উদ্‌গীরণের ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জন্ম হয় আরেকটার, ১৯৩৭ সালে। তিনশো লোকের মৃত্যু হয় ওই সময়।'

আরও খানিকটা দক্ষিণে সরে এলো তর্জনী, 'নিউজিল্যাণ্ড আগ্নেয়গিরি আর উষ্ণপ্রস্রবণের দেশ। আরও দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিক। এখানে মাউন্ট ইরিবাস আর মাউন্ট টেরর, টু ব্লাডি বিগ ভলকানোস। চতুর্দিক থেকে এরা ঘিরে রেখেছে প্যাসিফিক।'

ম্যাপের পুবদিকে নজর দিলেন বিজ্ঞানী। 'একমাত্র আইসল্যাণ্ডিক এরিয়া এবং ক্যারিবিয়ানের মাউন্ট পিলী ছাড়া আর কোনো আগ্নেয়গিরি নেই আটলান্টিকে।'

'তার মানে, আরও প্রচুর নডিউল ডিপোজিট আছে প্যাসিফিকে, এই তো?' বললো রানা।

'শেয়ানা ছাত্র,' হাসলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'হ্যাঁ। ওরই একটার ওপর বসে আছি আমরা এই মুহূর্তে। আমি আমার রেপুটেশন বাজী রেখে বলতে পারি, এখানকার নডিউল হবে হাই কোবাল্ট সমৃদ্ধ।'

'উঁম!' গাল চুলকালো ও, 'এখানে ড্রেজিং চালাতে চান?'

'অবশ্যই। তবে এখনই নয়, মাই ডিয়ার। আগের কাজ আগে। চলো, আগে পাপীটি যাই। এখানে পরে করলেও চলবে।'

## দশ

'কিন্তু মিনারভা আইল্যাণ্ড গেল কোথায় তাহলে?' প্রশ্ন করলো জেসি।

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকালেন ওশেনোলজিস্ট। 'আছে হয়তো আশেপাশে কোথাও, আমাদের চোখে পড়ছে না। আবার এমনও হতে পারে, আগে ছিলো, এখন নেই–ধ্বংস হয়ে গেছে। নয়তো লুকিয়ে আছে।'

'লুকিয়ে আছে!'

'অসম্ভব নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম একবার, মিনারভা ইজ নাথিং, বাট আ হিডেন শোল। ব্যাপারটাকে তখন খুব একটা পাত্তা দেইনি। কিন্তু এখন ভাবছি হয়তো একেবারে মিথ্যে নয় কথাটা। নইলে দু'দিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কেন ট্রেস করতে পারলাম না ওটাকে?' রানার দিকে ফিরলেন তিনি, 'লেট'স স্টার্ট ফর পাপীটি।'

'রাইট।' আজমের দিকে তাকালো ও। বলতে হলো না কিছু। দ্রুত ল্যাবরেটরি ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। একটু পর এনজিনরুম থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে এলো টেলিগ্রাফিক বেলের চড়া পর্দার ক্রিং ক্রিং সঙ্কেত, গুম গুম আওয়াজ উঠলো এনজিনের। পায়ের তলায় ডেকের কাঁপুনি দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো।

শুরু হলো আবার বিরামহীন চলা। একঘেয়ে–বৈচিত্র্যহীন। কোনো খবর নেই

হামিং বার্ডের। মাইক স্যাণ্ডার্স এমন আচরণ করছে সবার সাথে, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। বিশেষ করে রানা এবং রিচার্ড ওয়াকারের সঙ্গে কথা বলার সময় এখন আগের মতই অতি বিনয়ী ভাব করছে লোকটা। ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুললো রানাকে। বুঝতে পারছে না, কি এমন ঘটলো এই ক'দিনের মধ্যে, যাতে ভোল পুরোপুরি পাল্টে ফেললো লোকটা।

কেন? ভাবলো ও, কার্লোস বা প্যাটেলের সাথে কি যোগাযোগ হয়েছে ওর কোনও ভাবে? কি ভাবে? একটাই পথ আছে, তা হলো জাকারানডার রেডিও ব্যবহার করা। কিন্তু রেডিওম্যান বিল হান্টার আর আজমের চোখ এড়িয়ে...নাহ্. সম্ভব নয়। লোকটার ওপর আরও কড়া নজর রাখতে লাগলো ও।

ওদিকে শুয়ে-বসে বিরক্তি ধরে গেছে জেসির। সময় কাটানোর জন্যে একটা কাজ খুঁজে নিয়েছে সে। রানার কাছ থেকে ফটো-কপিগুলো চেয়ে নিয়ে নিজের নোটবুকে কপি করেছে সব ক'টা ড্রইং। ওটা নিয়ে আজকাল খুব ব্যস্ত। আশা, অন্তত একটা নডিউল ডিপোজিট সে স্পট করবেই করবে।

এমনিতে দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত, তার মধ্যেও না হেসে পারলো না রানা মেয়েটির নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখে। ভাবলো, দু'দিনেই নেমে যাবে কাঁধের ভূত। কিন্তু নামলো না। পুরো এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলো জেসি নোটবুক নিয়ে।

এক সময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। দুপুরের দিকে আজম ঘোষণা করলো, 'এসে গেছে তাহিতি–ডেড অ্যাহেড।'

দিগন্তে খুদে একটা কালো দাগ চোখে পড়লো প্রথমে। ফোরডেকে এসে ভীড় করলো সবাই। একটু একটু করে বড় হচ্ছে দাগটা। মাইক স্যাণ্ডার্স এসে দাঁড়ালো জেসির পাশে। 'এটা আপনি ফেলে এসেছিলেন, মিস ওয়াকার,' খোলা নোটবইটা জেসির দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো মেয়েটি। খানিকটা থতমত খেয়ে গেল ওটা তার হাতে দেখতে পেয়ে। রানাও চাইলো। নোটবই ঘুরে চোখ দুটো উঠে গেল ওপর দিকে, স্থির দৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ানের মুখের দিকে চেয়ে থাকলো।

'ধন্যবাদ, মিস্টার স্যাণ্ডার্স,' শীতল গলায় বললো জেসি।

'আপনি আঁকতে জানেন, জানতাম না।'

'আসলে পারি না। ওসব এমনিই...'

খোলা পাতার দিকে তাকালো লোকটা। 'কেন, গরুটা তো বেশ ভালোই এঁকেছেন। তবে ফ্যালকনটা একটু কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ,' নোটবইটা নিলো জেসি। 'ওটা ঠিক হয়নি, জানি।'

'স্যাণ্ডার্স,' কর্কশ গলায় বললো আজম, 'ফ্ল্যাগ টাঙানোর রশি রেডি করতে বলেছিলাম না আপনাকে?'

'যাচ্ছি, স্কিপার,' দাঁত বের করে নির্লজ্জের মতো হাসলো স্যাণ্ডার্স। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো।

লোকটার দিকে চেয়ে থাকলো জেসি। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো একটা। 'গড!' মৃদু কণ্ঠে বললো সে।

'কি করে হলো তোমার এমন ভুল?' বিরক্তি প্রকাশ পেলো রিচার্ড ওয়াকারের

বলার মধ্যে।

'আমি দুঃখিত।'

'বাদ দিন,' বললো রানা। 'শুধু গরু আর ঈগল দেখে ও কি বুঝবে? ওটা আমাকে দাও,' নোটবইটা কোটের পকেটে পুরলো ও।

তীরের অনেক কাছে এসে পড়েছে জাকারানডা। খুদে দ্বীপে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো পাহাড়। আরও একটু এগুতে তীরে ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা চোখে পড়লো।

দ্য পার্ল অভ দ্য প্যাসিফিক-পাপীটির কাব্যিক নাম। প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য, দুইয়েরই সমান আধিপত্য এখানে। দূর থেকে সারি সারি সুরম্য অট্টালিকা এবং টিনের চালওয়ালা কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। ফরাসী প্রশাসনিক দফতর বিল্ডিং আর পাবলিক বিল্ডিং রয়েছে প্রচুর–এতোটুকু একটা দ্বীপে যা বাড়াবাড়ি রকম বেশি মনে হয়। তেমনি আছে বস্তি। তবে সবকিছুই সাজানো গোছানো, খুবই পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে তাহিতির রাজধানী। ছবির মতো সুন্দর লাগছে দেখতে। নয় মাইল দূরের মূরিয়া দৃষ্টিগোচর হলো একটু পর। প্যাসিফিকের আরেক মুক্তো।

সাগরের তীর খুব গভীর করে কেটে তৈরি করা তিন মাইল দীর্ঘ পাপীটি হারবারে নাক ঢোকালো জাকারানডা। পাঁচশো গজের মতো চওড়া হারবারটা। কিছুদূর এগুলে বাঁয়ে লম্বা জেটি–একেবারে মেইন রোডের ধার ঘেঁষে। আরও তিন-চারটে জাহাজ দেখা গেল। ওগুলোর মধ্যে মারমেইড নেই দেখে স্বস্তি পেলো রানা। এখনও পথে আছে ওটা।

কাস্টমস অফিশিয়ালদের হাত থেকে মুক্তি পেতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। দলটা নেমে যাবার সময় তাদেরই একজনকে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে জিজ্ঞেস করলো রানা, মারমেইড পৌঁছেছে কি না।

'প্যাসেঞ্জার শিপ, মঁশিয়ে? না, আসেনি। কাল সকালে আসার কথা ওটার।'

'ধন্যবাদ।' লোকটা নেমে যেতে হুইল হাউসে এলো ও। 'কাল পৌঁছুবে মারমেইড। রেজা আর তুহিনকে দাও ডেবোরার দায়িত্ব,' আজমকে বললো রানা।

'জ্বি।'

'কোনো ফায়ার আর্মস নয়, মনে রেখো। শুধু কম্যাণ্ডো নাইফ।'

'আচ্ছা।'

'আমরা যাচ্ছি গভর্নরের সাথে দেখা করতে। স্যাণ্ডার্সের সাথে ভূষণকে লাগিয়ে রেখো,' বলে বেরিয়ে এলো রানা।

কেবিন থেকে একটা ফাইল নিয়ে এলেন রিচার্ড ওয়াকার। দু'জনে মিলে পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওরা গভর্নর হাউসের দিকে। দশ মিনিট লাগলো পৌঁছুতে। গভর্নরের সাথে পনেরো মিনেটের সাক্ষাৎ চেয়ে পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। অবশেষে ডাক পড়লো ভেতরে।

যেমন লম্বা, তেমনি শীর্ণকায় মানুষ গভর্নর মহোদয়। অসংখ্য ফাইলের স্তূপ তাঁর দু'পাশে। পুরো ডেস্ক এলোমেলো। চিকন গোঁফের নিচে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তোলার ভঙ্গি করলেন কেবল তিনি, তুললেন না। পালা করে ওদের দুজনের ওপর চোখ বোলালেন।

'মিস্টার ওয়াকার, মিস্টার রানা, বলুন, কি খেদমত করতে পারি আপনাদের? সিট ডাউন প্লিজ।'

রিচার্ড ওয়াকার বললেন, 'সাক্ষাৎ দেবার জন্যে ধন্যবাদ, মঁশিয়ে–মানে...

'আমার নাম ম্যাকব্রায়ান,' বলে হাসলেন তিনি ওদের দুজনকেই বিস্মিত হতে দেখে। 'সবাই অবাক হয় আমার স্কটিশ নাম শুনে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, নেপোলিয়নের মার্শালদের মধ্যে একজন ছিলেন ম্যাকব্রায়ান?'

'আপনার পূর্বপুরুষ?' প্রশ্ন করলো মাসুদ রানা। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন মহান এক বীরের দেখা পেয়েছে ও জীবনে এই প্রথম।

'আমার বাবা তাই মনে করেন। সে যাক, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মিস্টার ওয়াকার?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলছেন গভর্নর, ফরাসী টান রয়েছে খুবই সামান্য।

'কয়েক মাস আগে, টোয়ামোটুর পম পম গ্যালিতে মারা গেছে আমার ছোট ভাই। তার মৃত্যুটা রহস্যময়।'

একটা ভুরু সামান্য ওপরে তুললেন ম্যাকব্রায়ান। 'রহস্যময়, মিস্টার ওয়াকার?'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'বিস্তারিত জানি না। কারণ, আমি এখানে নতুন, অ্যাকটিং গভর্নর। ফ্রেঞ্চ ওশেনিয়ার গভর্নর ছুটিতে দেশে, আই মিন, ফ্রান্সে আছেন। আমার মনে হয়, তিনিও বিস্তারিত অবগত নন আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে। বিশাল এক অঞ্চল নিয়ে আমাদের ফ্রেঞ্চ ওশেনিয়া, দ্বীপ আছে কয়েকশো। কতো হাজারো মৃত্যু ঘটে এখানে, সব কি মনে রাখা সম্ভব, আপনিই বলুন?'

সামনের ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তিনি, চাইছেন, উঠে যাক ওরা। অসহায়ের মতো রানার দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী। চোখ ইশারায় তাঁকে বসে থাকতে বললো ও। টের পেলেন ম্যাকব্রায়ান, সহজে ছাড়বে না এরা। বিরক্ত হয়ে ফাইল বন্ধ করলেন। চোখ তুলে প্রথমে রিচার্ড, পরে রানার মুখের দিকে তাকালেন।

'বসুন, দেখি, আমাদের কাছে কি তথ্য আছে আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে,' বাঁ হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন গভর্নর। 'কি নাম আপনার ভাইয়ের?'

'ডেভিড ওয়াকার।'

'রাইট।' দ্রুত কিছু একটা নির্দেশ দিলেন তিনি টেলিফোনে। এই ফাঁকে ফাইলটা খুলে দুটো কাগজ বের করলেন রিচার্ড ওয়াকার।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ম্যাকব্রায়ান। নজর গেল কাগজ দুটোর ওপর। 'কি রহস্যের কথা বলছিলেন যেন তখন?'

'হ্যাঁ। টানাকাবুর ডা. ফ্রেডরিখ কাজম্যানের চিকিৎসাধীনে ছিলো আমার ভাই মৃত্যুর সময়।'

একটু যেন বিচলিত বোধ করলেন গভর্নর। 'ফ্রেডরিখ কাজম্যান?'

'হ্যাঁ। এটা তারই ইস্যু করা ডেথ সার্টিফিকেট। আমার ভাইয়ের... একটা

কাগজ এগিয়ে দিলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'এটায় তো কোনো রহস্য দেখছি না। ঠিকই তো আছে,' কাগজটার ওপর ভালো করে নজর বুলিয়ে বললেন গভর্নর।

'ঠিকই আছে ওটা!'

'তাহলে?' ভুরু কোঁচকালেন তিনি।

'ওটায় কাজম্যান বলছেন, অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের পর মারা গেছে আমার ভাই।'

মাথা দোলালেন গভর্নর। আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন রিচার্ড, কিন্তু পিছনে দরজা খোলার শব্দ হতে থেমে গেলেন। একজন কেরানি এসে ঢুকলো ভেতরে, একটা ফাইল ম্যাকব্রায়ানের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল সাথে সাথে। ভেতরের কাগজপত্রের ওপর চোখ বোলাতে লাগলেন তিনি। মাঝামাঝি এসে পলকের জন্যে চোখ তুললেন। কপালে গভীর কুঞ্চন। আবার ডুবে গেলেন ফাইলে।

দেখা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'হুঁম! তার মৃত্যুর ব্যাপারে এখানকার ব্রিটিশ কনসাল বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন আমাদের কাছে। ওটা এবং তার উত্তরও আছে এতে।'

'আমার কাছেও আছে ওগুলোর কপি,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার।

'সব ঠিকই আছে দেখছি, মিস্টার ওয়াকার। রহস্য দেখলেন কোথায় আপনি এর মধ্যে?'

দ্বিতীয় কাগজটা এগিয়ে দিলেন এবার বিজ্ঞানী। 'এটা আমার দেশের এক ডাক্তারের স্টেটমেন্টের ফটোকপি। অনেক পুরান। খুব ছোটবেলায় অ্যাপেনডিক্স রিমুভ করা হয় আমার ভাইয়ের।'

এক মুহূর্ত থমকে থাকলেন গভর্নর। পরক্ষণেই ফটোকপিটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। মাথাটা ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে। চার-পাঁচবার পড়লেন তিনি ওটা। নিচু গলায় বললেন, 'তাহলে...মনে হচ্ছে, ভুল করেছেন ডা. কাজম্যান।'

'আমাদেরও তাই মনে হয়,' তাড়াতাড়ি বললো রানা। 'এই ডাক্তারের ব্যাপারে আপনারা কতোটুকু জানেন, মিস্টার গভর্নর?'

'ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। এখানে কখনও আসেননি তিনি। তবে উনি একজন ডাচ, প্রায় কুড়ি বছর ধরে টানাকাবুর একটা হাসপাতাল পরিচালনা করছেন, এটুকু জানি।'

লোকটির শুকনো মুখটা সন্দেহের উদ্রেক করলো রানার মনে। বুঝলো, কিছু গোপন করতে চাইছেন তিনি।

'কাজম্যান অ্যালকোহলিক, ঠিক বলিনি, মিস্টার গভর্নর?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ, মিস্টার রানা, ঠিকই বলেছেন আপনি। একটু বেশিই পান করেন ভদ্রলোক। কিন্তু তাতে কি? সবাই-ই পান করে। আমিও করি।'

'ডাক্তার হিসেবে কাজম্যান কেমন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যাকব্রায়ান। 'এখন পর্যন্ত ভালোই। কোনো অভিযোগ পাইনি আমরা তাঁর বিরুদ্ধে।'

খুব স্বাভাবিক। মনে মনে ভাবলো রানা, যাদের নিয়ে তার কারবার, তাদের

তরফ থেকে কোনো অভিযোগ না আসাটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষিত, অদৃষ্টবাদী দ্বীপবাসী, ওরা অভিযোগ কাকে বলে, তা-ই তো জানে না।

রিচার্ড বললেন, 'ডা. কাজম্যান কি ওই মৃত্যুর ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে পাপীটি এসেছিলেন?'

উত্তর দেবার আগে আরেকবার ফাইলে চোখ বোলালেন অ্যাকটিং গভর্নর। 'না, আসেননি। ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সার্টিফিকেট আর একটা চিঠি। আমাদের এদিকের ডাক ব্যবস্থা কেমন, বোঝেনই তো। প্রায় এক মাস লেগেছিলো ওগুলো পৌঁছুতে। তাছাড়া এমনিতেই কোথাও যান না ডক্টর।'

'তার মানে, ওই কাজম্যান আর যে দু'জন লোক তাকে খুঁজে পেয়েছে পম পমে, এরা ছাড়া আর কোনো সাক্ষী নেই এর? আপনারাও কোনো তদন্ত করেননি, বা জিজ্ঞাসাবাদ করেননি এদের কাউকে?'

'ব্যাপারটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন আপনি, মিস্টার ওয়াকার। এটা কোনো আধুনিক, সভ্য শহর নয় যে চাইলেই সবকিছু করা সম্ভব। কয়েকশো দ্বীপ নিয়ে আমাদের এই টোয়ামোটু—একটার থেকে অন্যটার দূরত্বও অনেক। অথচ প্রশাসনে আছি আমরা হাতে গোণা কয়েকজন। তবে আপনাকে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই করা হয়েছিলো তাদের।'

টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর চাপিয়ে সামনে ঝুঁকে এলেন ম্যাক-ব্রায়ান। গলার স্বরে খানিকটা রাগ রাগ ভাব ফুটলো এবার। 'আপনার কি জানা আছে, মিস্টার ওয়াকার, মৃত্যুর সময় আপনার ভাইকে একটা হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে খুঁজছিলো পুলিস?'

'জানি। এবং এ-ও জানি, ওটা একটা বাজে অভিযোগ, মিথ্যে।'

মন্তব্যটা খেপিয়ে তুললো প্রশাসনিক অধিকর্তাকে। 'আমাদের এই ফ্রেঞ্চ ওশেনিয়ার হাজারো সমস্যা, মিস্টার ওয়াকার। তার কিছু কিছু বড়ই অদ্ভুত। সবখানে সুনাম আছে এ অঞ্চলের, সবাই জানে, ফ্রেঞ্চ ওশেনিয়া পৃথিবীর স্বর্গ। যে কারণে ভাগ্যের অন্বেষণে এখানে আসে অনেকেই। ভাবে অল্প পরিশ্রমে আরামে দিন কাটাবে। কিন্তু ভুল। জীবন যাপনের ব্যয় এখানে আপনাদের লণ্ডন, বা আমেরিকার নিউ ইয়র্কের থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

'বহিরাগতরা যখন এই ভুলটা বুঝতে পারে, বেশিরভাগই তখন কেটে পড়ে। যাদের সে পথটিও থাকে না, তারা পড়ে থাকে এখানে, হাজারো সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদের জন্যে, যাদের আমরা আবর্জনা মনে করি। এ ধরনের কোনো আবর্জনা, সে সাদাই হোক, আর কালো কি তামাটে, তাদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না আমরা। তার ওপর সে যদি কোনো মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করে পুলিস, তার মৃত্যু নিয়ে ভাবে না কেউ। তাছাড়া, সবচে' বড় কথা, এখানে যখন একজন ডাক্তারের ভ্যালিড সার্টিফিকেট আছে, যাতে আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার লেখা, সেখানে আপনি নিশ্চই আশা করেন না যে ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্যে সবকিছু তোলপাড় করে ফেলবো আমরা?'

বহু কষ্টে রাগ দমন করলেন ওশেনোলজিস্ট। 'হ্যাঁ, আপনাদের আবর্জনা

সম্পর্কিত সমস্যা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার সামনের কাগজপত্র বলে, আমার ভাই একজন বিজ্ঞানী ছিলো, আবর্জনা নয়। এখানে সুখে থাকার জন্যে আসেনি সে, এসেছিলো একটা সাইন্টিফিক এক্সপিডিশনে। এবং দুটো সার্টিফিকেট মিলিয়ে একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এর ভেতরে রহস্য একটা আছে?'

'ঠিক। ব্যাপারটা ভেবে দেখার বিষয় বৈকি। দু'বার একজন মানুষের অ্যাপেনডিক্স রিমুভ করা, এমন কথা জীবনেও শুনিনি।'

'তাহলে এবার কি দয়া করে ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখবেন আপনি?'

'হ্যাঁ। ফ্রেডরিখ কাজম্যানের ইন্টারভিউ নেবো আমি। একজন অফিশিয়ালকে নিয়োগ করবো এ জন্যে, যেন টানাকাবু গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সে ডকটরের সাথে।'

'কবে পাঠাতে পারবেন তাকে?'

'এখনই তো সম্ভব নয়। ধরুন...এই, মাস তিনেকের মধ্যে...

'তিন মাস!'

'মিস্টার ওয়াকার, আপনার ভাই মারা গেছেন। কোনোভাবেই আর জীবিত করা সম্ভব নয় তাকে। তদন্ত আজই করলে কি এমন লাভ? আপনাকে তো বলেইছি আমাদের সমস্যার কথা। মাত্র কয়েকজন মানুষ আমরা, এক মিলিয়ন স্কয়ার মাইলেরও বেশি আমাদের জুরিস-ডিকশন। হুট্ করে কিছু করতে পারি না ইচ্ছে থাকলেও।'

'সামান্য একটা তদন্তেই যদি এতো সময় লাগে...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন ওশেনোলজিস্ট।

'হবে, হবে। ব্যস্ত হবেন না। তবে, আমার ধারণা, সার্টিফিকেটের ব্যাপারে ভুলই হয়েছে সম্ভবত কাজম্যানের। হতে পারে একই দিনে দুটো অপারেশন করেছিলেন তিনি, পরে সার্টিফিকেটে ভুলবশত ওলটপালট করে ফেলেছেন নাম লেখার সময়। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, মিস্টার ওয়াকার।'

ম্যাকব্রায়ানের চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছেন ওশেনোলজিস্ট। লোকটা সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না কোনোমতেই, বোঝা গেল। নিজের আইনজীবীর নাম একটা কাগজে লিখে এগিয়ে দিলেন তিনি গভর্নরের দিকে। 'তদন্তের ফলাফলটা যদি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন, খুব বাধিত হবো।'

'জানাবো।' আগের মতোই দাঁড়াবার ভঙ্গি করলেন কেবল ভদ্রলোক, 'যদিও, তেমন কিছু জানাবার আছে বলে মনে করি না আমি। ডাক্তারের ভুল ছাড়া আর কিছুই নয় ব্যাপারটা। তবুও, ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের একটা কপি পাঠাবো আমি আপনার ঠিকানায়।'

গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে সোজা ব্রিটিশ কনসুলেটে এলো ওরা। সব শুনে বললেন কনসাল, এখন ওদের কথামতো অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ডা. কাজম্যানের যদি সত্যিই কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে লোকটার ব্যাপারে ঠিকই পদক্ষেপ নেবে তারা।

ভদ্রলোক যা বলছেন, তা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না, মনে হলো রানার। 'আপনি ডা. কাজম্যানকে চেনেন?' প্রশ্ন করলো ও।

'চিনি। অনেক বছর, তা প্রায় দুই যুগ ধরে আছেন ওখানে। আগে তাঁর হাতের কাজ বেশ ভালোই ছিলো...'

'এখন আর ভালো নেই, এই তো?' তার মুখের কথা লুফে নিলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'স্বাভাবিক,' কাঁধ ঝাঁকালেন কনসাল, 'বয়স তো বাড়ছে।'

'সেই সাথে বোতলের মাত্রাও।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো কনসালের চাউনি। 'এ জন্যে খুব একটা দোষ দিই না আমি তাকে। মানুষটা খুব দুঃখী, মিস্টার ওয়াকার। জাপ সৈন্যরা যখন নিউ গিনিতে আগ্রাসন চালায়, তার পরিবারের সবাই মারা পড়ে তাদের হাতে।'

'এই দুঃখে সে রোগী মারবে, তা-ও তো হতে পারে না।'

এর কোনো উত্তর দিলেন না কনসাল।

রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ন্যাট প্যাটেল নামে কাউকে চেনেন?'

'বিগ অস্ট্রেলিয়ান? যার শিপ চার্টার করেছিলেন ডেভিড?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি। এখানে অবশ্য কখনও আসেনি সে। আশেপাশের কয়েকটা দ্বীপে তাকে দেখেছি তিন চারবার।'

'মাইক স্যাণ্ডার্স?'

'প্যাটেলের পার্টনার। চিনি, তবে আলাপ হয়নি।'

'সরাসরি বলুন,' বললেন রিচার্ড, 'ফরাসীরা কি ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কনসাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করে বললেন, 'তাহলে খুলেই বলি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দেন আপনার ভাই। তাকে একটা হত্যার সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করছিলো পুলিস।' বিজ্ঞানীকে মুখ খুলতে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুললেন তিনি, 'থামুন। বলে বসবেন না যেন এ হাস্যকর অভিযোগ। প্রায় সব খুনীরই ভাই আছে, আপনার মতো যাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তার ভাই খুনী হতে পারে। তার মৃত্যুর পর তদন্ত বন্ধ করে দেয় পুলিস। কিন্তু প্রশাসনের সন্দেহ, খুনটা আপনার ভাই-ই করেছেন। তবুও, আপনি যেহেতু নতুন একটা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ওরা ওদের কাজ ঠিকই করবে। তারপরও আমার তরফ থেকে আপনাকে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, এ ব্যাপারে আমার যতোটুকু করণীয় আছে, আমি করবো। অল রাইট?'

'কোথায় কোথায় গিয়েছিলো ও?' ভূষণকে প্রশ্ন করলো রানা।

'প্রথমে পোস্ট অফিসে। ওখান থেকে বেরিয়ে একটা বারে যায়, কুইন'স বার নাম, অস্ট্রেলিয়ান কনস্যুলেটের কাছে। অনেকক্ষণ বসে ছিলো বারে, মনে হলো, কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলো।'

'তারপর?'

'রাত এগারোটার দিকে ফিরে আসে শিপে।'

'পথে কোথাও থামেনি, বা কারও সাথে এক আধটা কথাও বলেনি?'

'না।'

'ঠিক আছে। কালকের দিনটাও লক্ষ রাখতে হবে ওর ওপর।'

'জ্বি।'

পরদিন সকাল দশটায় পৌঁছুলো মারমেইড। দূর থেকে ইন্টার আইল্যাণ্ড প্যাসেঞ্জার শিপটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা ফোরডেক থেকে। তাড়াতাড়ি নেমে গেল রেজা আর তুহিন। জনাকীর্ণ ফুটপাথ ধরে দ্রুত হেঁটে চললো জেটির দিকে।

কাল রাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, রিফুয়েলিঙের জন্যে আজকের দিনটা থাকবে ওরা এখানে। কাল রওনা হয়ে যাবে টানা-কাবু। ফ্রেডরিখ কাজম্যানের সাথে কথা বলে ঠিক করবে পরবর্তী করণীয়। ক্যাপ্টেন আজম বেরিয়ে এলো হুইল হাউস থেকে। রানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'স্যাণ্ডার্স নেমে গেছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ। সাড়ে সাতটার দিকে। আমার মনে হয়, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, মাসুদ ভাই। লোকটা ভেতরে ভেতরে বেশ ছটফট করছে মনে হলো।'

'দেখা যাক।' রাস্তার দিকে তাকালো রানা। ডেবোরার ওপর চোখ পড়লো। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে মেয়েটি। দু'দিক থেকে তাকে ঘিরে হাঁটছে দুই কম্যাণ্ডো–তুহিনের বাঁ হাতে ঝুলছে একটা মাঝারি সুটকেস। পাঁচ মিনিট পর হাস্যোজ্জ্বল মুখে জাকারানডায় উঠে এলো ডেবোরা।

'হ্যালো! পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?' বললো রানা।

'না, ধন্যবাদ।'

এক এক করে সবার সাথে মেয়েটিকে পরিচয় করিয়ে দিলো রানা। রিচার্ড ওয়াকার বললেন, 'আপনাকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভারি ভালো লাগছে, মিস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

হাত ধরে ওর জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনটার দিকে নিয়ে গেল তাকে জেসি।

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো ভূষণেন্দু।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলো আজম।

'আজও কুইন'স বারে গিয়ে বসে ছিলো স্যাণ্ডার্স। একটু আগে এক লোক আসে ওর সাথে দেখা করতে। যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি লম্বা লোকটা। দু'জনে মিলে কথা বলতে বলতে হারবার মাউথে গিয়ে একটা জাহাজে উঠলো এইমাত্র। ওই যে সেই জাহাজটা।' আঙুল তুলে হারবারের বাইরে নোঙর ফেলা একটা জাহাজ দেখালো সে।

এক লাফে হুইল হাউস থেকে একটা দূরবীন এনে ধরিয়ে দিলো আজম রানার হাতে। প্রথমেই জাহাজটার নাম পড়লো ও–সাথে সাথে লাফিয়ে উঠলো হৃৎপিণ্ড, বড় বড় অক্ষরে লেখা নামটা জ্বল জ্বল করছে, হামিং বার্ড

হুইল হাউসে এক বিশালদেহীকে দেখা গেল, স্যাণ্ডার্সের সাথে আলাপ করছে। থেকে থেকে অকারণে হাসছে লোকটা। কি মনে হতে ডেবোরাকে ডেকে আনলো রানা। তার হাতে দূরবীনটা তুলে দিলো। 'দেখুন তো, ওই জাহাজের হুইল হাউসে দাঁড়ানো ওটা কে?'

দূরবীন চোখে লাগিয়ে নব ঘুরিয়ে সাইট অ্যাডজাস্ট করলো ডেবোরা। পরক্ষণেই প্রায় চমকে উঠলো। একটা ঢোক গিলে বললো, 'ও-ই তো ন্যাট প্যাটেল।'

'যার সঙ্গে কথা বলছে প্যাটেল, ওই লোকটাকে চেনেন?'

'না। একে আগে কখনও দেখিনি।'

'অলরাইট,' দূরবীনটা ওর হাত থেকে নিলো রানা, 'কেবিনে চলে যান আপনি। কোনো চিন্তা নেই।' হামিং বার্ডের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো ও। একটু পর অপেক্ষমাণ একটা ডিঙ্গিতে উঠতে দেখা গেল মাইক স্যাণ্ডার্সকে, তীরের উদ্দেশে এগুতে লাগলো ওটা।

ভূষণের দিকে ফিরে তাকালো রানা। 'আবার যাও। ফিরে আসছে তোমার মক্কেল।' কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভিড়ের মাঝে গায়েব হয়ে গেল ভূষণ।

'ও আমাদের সাথে থাকবে, না এখানেই নেমে যাবে, কিছু বলেছে আপনাকে, মাসুদ ভাই?'

'না। কাল এখানে অ্যাঙ্কর করার পর থেকে আমার সামনেই আসেনি ও।'

'প্যাটেল হারামজাদাকে ধরে আনলে কেমন হয়, রানা?' বললেন রিচার্ড ওয়াকার।

'উঁহুঁ। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলাম কেন! ধরা দেবে বলেই তো সেধে এসেছে ও,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো রানার কণ্ঠে। দূরবীন তুললো ও। ফোরডেকে এসে দাঁড়িয়েছে প্যাটেল, রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে আছে। নোঙর তোলা হচ্ছে হামিং বার্ডের। মিনিট দুয়েকের মধ্যে চলতে শুরু করলো ওটা।

'চলে যাচ্ছে যে! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ওশেনোলজিস্ট, 'এখনই বাধা না দিলে...'

'যাবে না। গেলে স্যাণ্ডার্সকে রেখে যেতো না। ফিরে আসুক আগে স্যাণ্ডার্স, তাহলে বোঝা যাবে কি ইচ্ছে ওদের।' ঘুরে তীরের দিকে চাইলো ও। স্যাণ্ডার্সকে বহনকারী ডিঙিটা প্রায় পৌঁছে গেছে তীরে। একটু পর সী-বীচে নাক ঠেকালো ওটা। মাটিতে পা রাখলো স্যাণ্ডার্স, কোনোদিকে না তাকিয়ে হন হন করে উঠে এলো রাস্তায়। ওদিকে, হারবারের ওপারের বড় বড় দালান কোঠার আড়ালে চলে গেছে তখন হামিং বার্ড।

আজমের দিকে তাকালো রানা। 'দ্বিতীয়বারের মতো বোর্ডিং পারমিশন এক্সটেনড করার অনুরোধ নিয়ে আসছে স্যাণ্ডার্স।'

'অ্যাক্সেপ্ট করবেন নিশ্চয়ই?'

'অফকোর্স। টানাকাবু গিয়ে ও যাতে গা ঢাকা দিতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিই আগে, তারপর ওর

ব্যাপারে ভাববো। আর আমাদের এবারকার ডেসটিনেশন যেন জানতে না পারে স্যাণ্ডার্স।'

'ঠিক আছে।'

## এগারো

রানার ধারণাই সত্যি হলো। ন্যাট প্যাটেলের কোনো সংবাদ না পাওয়ায় জাকারানডায় আরও কিছুদিন থাকার অনুমতি চাইলো স্যাণ্ডার্স, এবং সাথে সাথে পেলো তা। পরদিন পাপীটি ত্যাগ করলো জাকারানডা–গন্তব্য ইন্দোনেশিয়া।

শুধু স্যাণ্ডার্স-ই নয়, গভর্নর ম্যাকব্রায়ানও যাতে আসল ব্যাপার টের না পান, সে জন্যেই পোর্ট অফিশিয়ালদের এ তথ্য দিয়েছে রানা। নইলে হয়তো বাধা দেয়া হতো ওদের। হারবার ছেড়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে এলো জাকারানডা, নাক উঁচু করে রওনা হলো পশ্চিম দিকে। পনেরো মাইল পশ্চিমে এসে যখন বুঝলো, পোর্ট অথরিটির দৃষ্টি-সীমানার বাইরে চলে আসা গেছে, কোর্স ঘুরিয়ে উত্তরমুখো করার নির্দেশ দিলো আজম।

মাইক স্যাণ্ডার্স ছিলো তখন হুইলে। নীরবে নির্দেশ পালন করলো। কিন্তু আরও কয়েক ঘণ্টা পর কোর্স পুবমুখো করার নির্দেশ দিতে রানার উদ্দেশে বললো, 'আমরা ভুল কোর্স ধরেছি, স্যার।'

'মানে?'

'নিউ ব্রিটেন পুবদিকে নয়।'

'আমরা নিউ ব্রিটেন যাচ্ছি, কে বললো?'

'যাচ্ছেন না?' খানিকটা বিস্মিত হলো সে,.'ও। আমি ভাবলাম, ওখান থেকে রিফুয়েলিঙ করা হবে। পাপীটির বাইরে রাবাউল হচ্ছে রিফুয়েলিঙের প্রধান বন্দর। তাই আর কি!'

লোকটার অজান্তে চোখাচোখি হলো রানার আজমের সাথে। হঠাৎ রাবাউলের কথা মনে হলো কেন ব্যাটার? ভাবলো ও। একটা খোঁচা মেরে দেখা যাক। 'আপনার পার্টনার এলো না কেন? পাপীটিতে না অপেক্ষা করার কথা ছিলো তার?'

'না, এসেছিলো। কিন্তু জরুরী কাজ থাকায় অপেক্ষা করতে পারেনি। অবশ্য মেসেজ রেখে গেছে। পরে আবার আমার সাথে যোগাযোগ করবে বলেছে।'

চার্টের দিকে কড়া নজর রেখেছে মাসুদ রানা। টোয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশের আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, টানাকাবু পর্যন্ত পালা করে সে এবং আজম থাকবে হুইলের দায়িত্বে–দৈনিক বারো ঘণ্টা করে। ছোট ছোট, অগণিত দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপপুঞ্জ। অনভিজ্ঞ কারও হাতে এ সময় হুইলের দায়িত্ব দেয়া বিপজ্জনক। ওরা দু'জন ছাড়া আরেকজন যাকে দিয়ে এ কাজ করানো সম্ভব, সে হচ্ছে মাইক স্যাণ্ডার্স। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে ওই দায়িত্ব দিতে রাজি নয় রানা। 'ভুল করে' কোনো দ্বীপে উঠিয়ে দিতে পারে সে জাকারানডাকে।

জেসি এবং ডেবোরা, দুজনেই খুব উপভোগ করছে ভ্রমণ। দিনের বেশির ভাগই কাটে তাদের খোলা ডেকে, কাছে থেকে দ্বীপ দেখার আশায়। কিন্তু ওগুলোর ধারেও ঘেঁষে না রানা, যথাসম্ভব দূর দিয়ে পাশ কাটায়। একদিন ধরে বসলো জেসি ওকে, দিগন্তে তখন নতুন একটা গাঢ় সবুজ দ্বীপ আবিষ্কার করেছে মেয়েটি। ওটার কাছে নিয়ে যেতে বললো জাহাজ।

মাথা দোলালো রানা, 'ঠিক হবে না কাজটা।'

'কেন?'

'বিপদ হতে পারে।'

'কি বিপদ?'

'এসো, দেখাচ্ছি।' হুইলের দায়িত্ব শাহরিয়ারের হাতে দিয়ে জেসিকে নিয়ে চার্টরুমে এলো রানা। টেবিলের ওপর রাখা চার্টের এক জায়গায় আঙুল রাখলো, 'এই হলো আমাদের বর্তমান পজিশন। ওই দ্বীপটা হচ্ছে এখানে।'

প্রায় তিনকোনা একটা ম্যাপ নির্দেশ করলো ও। আউটলাইনটা কালো কালির, ওর পরেই আছে লাল কালির আরেকটা আউটলাইন। 'এই লাল দাগটা হচ্ছে বিপদসঙ্কেত। ওটার চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে যেতে বারণ করছে দাগটা।'

'কিন্তু কেন?'

'দ্বীপটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে কোরাল রীফ। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ধারালো। জাহাজের তলা একটু ঘষা খেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'রক্ষে করো!' আঁতকে ওঠার ভান করলো জেসি, 'তাহলে দরকার নেই।'

প্রসঙ্গ পাল্টালো রানা। 'কেমন লাগছে তোমার ডেবোরাকে?'

'ভালোই। চমৎকার মেয়ে। প্রথমে অবশ্য অন্যরকম ভেবেছিলাম ওকে। কিন্তু সব শোনার পর ভুল ভেঙেছে আমার।'

প্রথম দিনটা ভালোই কেটেছে। সন্ধের পর কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছে জাকারানডার নিরানন্দ জীবনে। জেসির অনুরোধে গান গেয়ে শোনাতে হয়েছিলো ডেবোরাকে। সেই থেকে তার একনিষ্ঠ ভক্ত বনে গেছেন রিচার্ড ওয়াকার। এখন রোজই গাইতে হয় তাকে ভক্ত অডিয়েন্সের সামনে।

তৃতীয় দিন সকালে চার্টের নির্দেশ অনুযায়ী কোর্স অলটার করলো আজম, ঘুরে সামান্য উত্তরমুখো হলো জাকারানডা। ব্যাপারটা স্যাণ্ডার্সের নজর এড়ালো না। 'আমরা কোনদিকে চলেছি, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো সে রানাকে।

'কাল রাতে শুনেছি, মিস্টার ওয়াকার আরেকবার মিনারভা আইল্যাণ্ড খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। সেদিকেই হয়তো...'

চট্ করে সূর্যের অবস্থান দেখে নিলো লোকটা। 'কিন্তু আমরা তো উত্তরে যাচ্ছি!' খানিকটা যেন বিস্মিত হলো।

এই সুযোগে আসল কথাটা পাড়া যায়, ভাবলো রানা। কি প্রতিক্রিয়া হয় লোকটার দেখা যাক। এমনিতে এই এলাকা খুব ভালো চেনে স্যাণ্ডার্স, চেষ্টা করলেও এর কাছে আসল গন্তব্য গোপন রাখা যাবে না শেষ পর্যন্ত। বললো, 'অথবা হয়তো টানাকাবু।'

কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

'বুঝেছি। ডেভিডের মৃত্যুর কারণ তদন্ত করতে চান উনি, তাই না?'

অবাক হবার ভান করলো রানা। 'তার সাথে টানাকাবুর কি সম্পর্ক?'

'ওখানেই সেই হেতুড়ে থাকে, কাজম্যান।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে বুড়ো এখনও বেঁচে আছে বলে মনে করি না আমি। রোজ যে হারে মদ গেলে! ডেভিড়ের অপারেশনের সময়ই যায় যায় অবস্থা ছিলো তার।'

'না, না। বেঁচে আছে। খবর নিয়েছেন রিচার্ড ওয়াকার,' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বললো রানা।

আর কিছু বললো না স্যাণ্ডার্স। ধীর পায়ে কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নেমে গেল নিচে। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ মেঘ বিস্তার করেছে, ব্যাপারটা লক্ষ করে মনে মনে হাসলো রানা। কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় এসে দাঁড়ালো ও। নিচে নেমে নিজেদের কেবিনের দিকে চলে গেল লোকটা। ভূষণ আর রেজার সাথে থাকে সে একই কেবিনে। অন্য দুই সঙ্গী এ মুহূর্তে ডেকে রয়েছে।

সামনে, দু'দিকে দুটো দ্বীপের মাঝ দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ খাঁড়ি। তার ওপাশেই টানাকাবু। সূর্য ডুবতে বসেছে। দূরবীন চোখে ধরে দাঁড়িয়ে আছে আজম। চার্টের ওপর শেষবারের মতো নজর বুলিয়ে সিধে হলো রানা।

'এনজিন অফ করে দিতে বলো,' বললো ও। 'খাঁড়িটা খুব সরু। পাল খাটাতে হবে।'

থাবা দিয়ে টেলিগ্রাফিক বেলের হাতল **'স্টপ'**-এ নিয়ে এলো আজম। পরমুহূর্তে কমতে কমতে প্রায় থেমে এলো ডেকের কম্পন।

এমন সময় চার্টরুমের ওপাশের খুদে রেডিওরুম থেকে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এলো রেডিওম্যান, বিল হান্টার। রানাকে লক্ষ করে বললো সে, 'আজব একটা ট্র্যান্সমিশন শুনলাম এইমাত্র, স্যার।'

'আজব?' ভুরু কোঁচকালো রানা। বেলের হাতল ছেড়ে ঘুরে তাকালো আজমও।

'আমাদের প্রসঙ্গে কথা বলছিলো কেউ।'

'কি বলছিলো?'

'আমাদের শিপের নাম,' বললো বিল হান্টার। 'জাকারানডা।'

'আর কি?'

'সবটুকু শুনতে পারিনি। ডায়াল ঘোরাবার সময় হঠাৎ কয়েকটা কথা কানে গেছে মাত্র। বলছিলো, "...অন বোর্ড জাকারানডা। শী ইজ ।" আমি শিওর, স্যার, লোকটা অস্ট্রেলিয়ান।'

'কি বলছে ও?' ভেতরে এসে দাঁড়ালেন রিচার্ড ওয়াকার। 'অস্ট্রেলিয়ান কি?'

'একটা আন আইডেন্টিফাইড রেডিও ট্র্যান্সমিশন পিক করেছে ও।'

'সে কি! কখন?'

'এইমাত্র,' বলে হান্টারের দিকে ফিরলো রানা। 'রেডিওটা কতোদূরে হতে পারে, আন্দাজ করতে পারেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো রেডিওম্যান। 'হয় অনেক দূরে, খুব পাওয়ারফুল রেডিও ওটা, নয়তো লো-পাওয়ারড-খুবই কাছে। দু'টোর যে কোনো একটা হতে পারে, স্যার। ডিরেকশন ফাইণ্ডার থাকলে খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারতাম। তবে আমার ধারণা, রেডিওটা আমাদের কাছেপিঠেই আছে। লো-পাওয়ারড। কিন্তু প্রমাণ করতে পারবো না।'

'অল রাইট, হান্টার। ধন্যবাদ। আরেকবার চেষ্টা করে দেখুন, ফ্রিকোয়েন্সিটা ধরতে পারেন কি না,' বললো রানা।

'শিওর, স্যার।' রেডিওরুমে গিয়ে ঢুকলো বিল হান্টার। টেনে বন্ধ করে দিলো দরজাটা।

'কি বুঝলে, রানা?'

'সম্ভবত আমাদের আশেপাশেই আছে হামিং বার্ড। লোকটা হয়তো ন্যাট প্যাটেল।'

'কিন্তু কার সঙ্গে কথা বললো লোকটা?'

সত্যিই তো, ভাবলো রানা, কাকে জানালো সে তথ্যটা? নিশ্চয়ই ডেবোরা শিলটনের ব্যাপারে...।

'আমার মনে হয় টানাকাবুর কারও সাথে কথা বলেছে ও। ওর লোক আছে হয়তো ওখানেও।'

বাতাস আর চার নট্ গতির স্রোত অল্পক্ষণের মধ্যেই জাকারান-ডাকে ঠেলে পার করে দিলো তিন মাইল লম্বা খাঁড়িটা। সামনেই চওড়া লেগুন। ওপারে আলোয় আলোয় ঝলমল করছে টানাকাবু। মাঝ লেগুনে পৌঁছে নোঙর ফেলা হলো। আর কোনো জাহাজ দেখা গেল না লেগুনে। তীরে অপেক্ষমাণ কয়েকটা ক্যানো এগিয়ে এলো জাকারানডার দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আট দশজন পলিনেশিয়ান যুবক উঠে এলো ডেকে।

সকাল পর্যন্ত দেরি না করে এখনই বরং তীরে যাওয়া ভালো, ভাবলো রানা। এখন সবে সন্ধে, কোনো ব্যস্ত ডাক্তারকে ফ্রি পেতে হলে এটাই উপযুক্ত সময়। রিচার্ড ওয়াকারকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলে যুবকদের দিকে ফিরলো রানা।

ইংরেজিতে বললো, 'ডক্টর ফ্রেডরিখ কাজম্যানের সাথে দেখা করতে চাই আমি। তোমরা কেউ চেনো তাকে?'

কেউ কোনো উত্তর দিলো না, এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। স্থানীয় ভাষায় বলাবলি করছে কি সব। রানার মনে হলো কিচিরমিচির করছে একদল বেবুন। ওদের ঠেলে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আর এক পলিনেশিয়ান। বেশ গাট্টাগোট্টা ধরনের, দাঁত বের করে হাসলো যুবক।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো, 'এরা ইংরেজি জানে না। আমি জানি। আই বিন টু হাওয়াই।'

'গুড। আমার নাম রানা...তোমার নাম কি?'

'আই আর কিরো।'

'কিরো, ডক্টর কাজম্যানের কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?'

'ইয়েস ইয়েস,' জোরে জোরে মাথা দোলাতে লাগলো কিরো।

'তার হসপিটাল কোথায়?'

'হ'পিটাল?' হাত তুলে দূরের লম্বাটে একটা টিনশেড দালান দেখালো সে, এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। 'দেয়ার। হি ইন হ'পিটাল।'

'ওই বিল্ডিংটা?'

'ইয়েস।'

'কতোক্ষণ লাগবে যেতে?'

কাঁধ ঝাঁকালো কিরো। 'টুয়েন্নি মিনিট, মে বি।'

পিছন ফিরে দেখলো রানা, কমপ্লিট সুট পরে বেরিয়ে আসছেন রিচার্ড ওয়াকার। কিরোকে বললো, 'চলো তাহলে।'

'শিওর।' দু'পা গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো যুবক, সন্দেহের সুরে বললো, 'ইউ পে মি?'

'অফকোর্স,' বলেই হাত ইশারায় আজমকে কাছে ডাকালো ও।

'স্যাণ্ডার্সের ওপর নজর রেখো। খুব সম্ভব পালাবার চেষ্টা করবে লোকটা। ডেবোরার কেবিনের সামনে থাকতে বলো রেজা আর তুহিনকে। আমরা না ফেরা পর্যন্ত বাইরে আসে না যেন মেয়েটা। আর...'একটু ভাবলো রানা, তারপর বললো, 'জেসিকেও ওয়াচে রেখো।'

'কোনো চিন্তা নেই, মাসুদ ভাই। আমি দেখছি এদিকে। দরকার মনে করলে ভূষণ বা শাহরিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে যান।'

'না, লাগবে না। ডাক্তারের সাথে আলাপ সেরেই ফিরে আসবো আমরা।'

আগন্তুকদের কিরো দখল করে নিয়েছে দেখে ততোক্ষণে একে একে কেটে পড়েছে অন্যরা। সাবধানে কিরোর ক্যানোয় উঠে এলো ওরা দুজন। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেল তীরে। কয়েক কদম এগুতে আবছা আলো আঁধারীতে দাঁড়ানো একটা জীপগাড়ি দেখা গেল। আরও একটু কাছে আসতে বোঝা গেল, আসলে গাড়ি নয়, গাড়ির কঙ্কাল ওটা। খুব সম্ভব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর ফেলে যাওয়া স্ক্র্যাপ।

হুড নেই, এনজিন কভার নেই। লম্বা দুটো কাঠের বাক্স দিয়ে আসন তৈরি করা হয়েছে। একটা সামনে, আড়াআড়ি করে রাখা, অন্যটা পিছনে, লম্বালম্বিভাবে। অত্যন্ত গর্বভরে গাড়িটার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো কিরো, 'মাই, স্যার। বেস্ট কার অন টানাকাবু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন রিচার্ড ওয়াকার, 'নো ডাউট।'

সামনের সিটে ধুম্ ধুম্ করে দুটো চাপড় মারলো যুবক, 'প্লিজ, স্যার, সিট ডাউন।'

বিজ্ঞানীকে মাঝখানে বসিয়ে রানা উঠলো এপাশে। ঘুরে গিয়ে ড্রাইভিঙ সিটে উঠলো কিরো, চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলো। বিকট হুঙ্কার ছাড়লো বেস্ট কার, কাঁপতে শুরু করলো ভীষণভাবে। খর্‌র্‌র্, খর্‌র্‌র্ আওয়াজ করছে উলঙ্গ এনজিন।

'রানা,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রিচার্ড, 'কাজ নেই। চলো, হেঁটে যাই।'

'নো ফিয়ার, স্যার। নো ফিয়ার,' তাঁর দিকে ফিরে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসলো যুবক, পরক্ষণে বিকৃত হয়ে গেল হাসিটা, গায়ের জোরে গীয়ার স্টিক

ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। অবশেষে গীয়ার নিলো জীপ, বালুর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে লাফাতে লাফাতে ছুটলো। হেডলাইট জ্বলছে কি না, বা আদৌ ও দুটো আছে কি না, কিছুই বোঝা গেল না সামনে তাকিয়ে। এনজিনের বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। পাকা রাস্তায় উঠে এলো ওরা। পিছনে তাকালো রানা, দূর থেকে এক ঝলক দেখা গেল জাকারানড়াকে। একটু পর একসার পাম গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল জীপটা বাঁক ঘুরতে।

'বেস্ট কার অন টানাকাবু,' যেন ভুলে না যায় ওরা, তাই আরেকবার মনে করিয়ে দিলো কিরো।

'ডক্টর কাজম্যানের গাড়ি নেই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হো, নো! বোতল ছাড়া কিচ্ছু নেই তার।'

প্রকাণ্ড এক নারকেলের গুদাম পেরিয়ে এসে সরু একটা রাস্তায় ঢুকলো জীপ, দু'ধারে মাথা উঁচিয়ে আছে মোটা মোটা পাম। এখন বোঝা যাচ্ছে, হেডলাইট আসলে আছে। জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার বলে সামনের অনেকটা, প্রায় পাঁচ হাত রাস্তা দেখা যাচ্ছে লালচে আলোয়।

'বোতল ছাড়া আর কিছুই নেই ডাক্তারের?' আবার বললো রানা।

'আছে, ওষুধ আর ছুরি।'

জীপের আওয়াজ ছাপিয়েও দূর থেকে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জন কানে আসছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে প্রায় গোল চাঁদটাকে দেখা গেল, সাগরের বুক থেকে ওঠে আসছে। আলোটা ঘোলাটে। দু'দিন আগে পূর্ণিমা গেছে।

মিনিট পনেরো পর আবার বড় রাস্তায় উঠে এলো জীপ। একটা উঁচু দেয়াল ঘেঁষে দু'শো গজমতো এগিয়ে থেমে দাঁড়ালো প্রশস্ত একটা বন্ধ গেটের সামনে। হাসপাতালে ঢোকার মেইনগেট এটা। এক পাশে মানুষ চলাচলের মতো ফাঁকা রয়েছে। ওটা দেখিয়ে রানাকে বললো কিরো, 'গো ইন-ডক্টর ইন হ'পিটাল।'

'ইউ ওয়েট হিয়ার,' বললো রানা। 'ও কে?'

'ও কে, স্যার।'

ফাঁক গলে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়ালো রানা আর বিজ্ঞানী। দূর থেকে যতোটা মনে হয়েছিলো, তার চাইতে অনেক বড় এটা। মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি, দেয়াল, দরজা-জানালার কাঁচ ঝকঝক করছে।

'বিরাট ব্যাপার-স্যাপার,' আপনমনে বললো রানা, 'এই ছোট্ট দ্বীপে এতো বড় একটা হাসপাতাল, ভাবাই যায় না।' বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকের দরজার ওপরের নেমপ্লেটগুলো পড়তে লাগলো রানা। চার-পাঁচটা রুম ছাড়িয়েই পাওয়া গেল 'ডিরেক্টর' লেখা রুমটা। এটাই হবে, ভাবলো রানা।

দরজা খোলাই আছে। বিশাল এক ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন এক বৃদ্ধ এদিকে মুখ করে। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। মুখটা লম্বাটে। বাঁ গালে একটা গভীর কাটা দাগ। পঁচাত্তরের কম হবে না এর বয়স, ভাবলো রানা। কিছু একটা লেখার কাজে ব্যস্ত, পাশে রাখা একটা আধখালি ব্র্যাণ্ডির বোতল এবং গ্লাস।

'ডক্টর কাজম্যান?' বললো রানা।

লেখা থামিয়ে চোখ তুললেন বৃদ্ধ। ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে সামান্য ভুরু কোঁচকালেন, 'ওই?'

'দুঃখিত। ফরাসী জানি না। ডু ইউ স্পিক ইংলিশ?'

মৃদু হাসি ফুটলো ডাক্তারের মুখে। 'জা, পারি।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রানার থেকে কম করেও ছয় ইঞ্চি উঁচু হবেন ভদ্রলোক। অসম্ভব চওড়া কব্জির হাড়। বুকের খাঁচাও তেমনি। যদিও বয়স এবং অতিরিক্ত মদ্য পানের কারণে দুর্বল লাগছে দেখতে। একটা নয়, লক্ষ্য করে দেখলো রানা, পাশাপাশি দুটো গভীর গর্ত রয়েছে কাজম্যানের বাঁ গালে। ফলে হাসিটা মুখ ভেঙচানোর মতো মনে হয়।

'জানি।' ডান হাতটা রানার দিকে বাড়ালেন তিনি। 'তবে এদিকে ইংরেজির খুব একটা ব্যবহার নেই বলে ততোটা ভালো বলতে পারি না।' কথার মধ্যে জার্মান টান একটু বেশি হলেও গভর্নর ম্যাকব্রায়ানের মতোই ঝরঝরে ইংরেজি ডক্টর কাজম্যানের।

'পাপীটি থেকে আসছি আমরা।'

'হ্যাঁ, আপনাদের শিপ লেগুনে ঢোকামাত্র টের পেয়েছি আমি।' পিছনের একটা খোলা জানালা দেখালেন ডাচ, 'ওখান থেকে দেখা যায় পুরো লেগুন। কিরোর জীপের শব্দ শুনে ভাবলাম, যে-ই হোক, এদিকেই আসছে। তাই রোগীদের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছি। ইউ নো, কুষ্ঠরোগীদের হসপিটাল এটা। পেশেন্টদের দেখলে ভয় পেয়ে যায় অনেক ভিজিটর।'

'আমি মাসুদ রানা। আর...ইনি, মিস্টার ডেভিড ওয়াকার,' শীতল গলায় বললো ও।

চমকে উঠলেন কাজম্যান, 'কি নাম বললেন?'

'ডেভিড ওয়াকার।'

পলকে রক্ত সরে গিয়ে হলদেটে হয়ে উঠলো বৃদ্ধের চেহারা। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন এখনই।

বহুকষ্টে ফিসফিস করে বললেন কাজম্যান, 'ওয়াকার?'

'ইয়েস,' মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী।

'গড! আমি ভেবেছিলাম মারা গেছেন আপনি।'

'মারা গেছি?' বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেন রিচার্ড, 'সে আবার কি?'

ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন ডাক্তার। ঘামে ভিজে গেছে সারামুখ। চাউনিতে পরিষ্কার আতঙ্কের ছাপ। দু'হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে আছেন শক্ত করে। থেমে থেমে বললেন, 'কিন্তু, ওরা যে বললো আপনি মারা গেছেন?'

'কারা বললো?' প্রশ্ন করলো রানা।

কানে গেল না কাজম্যানের। বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, 'এই ডেস্কে বসে আপনার ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছি আমি। নাম, ডেভিড ওয়াকার...কজ অভ ডেথ...পেরিটনাইটিস...' পুরো এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেললেন তিনি।

নরম গলায় বললো রানা, 'আপনি শান্ত হোন, ডক্টর। ইনি ডেভিড ওয়াকারের

বড় ভাই, রিচার্ড ওয়াকার।'

'অ্যাঁ? তাহলে,...সত্যিই তাহলে মারা গেছেন ডেভিড ওয়াকার?'

'হ্যাঁ।'

'ও মাই গড!' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন কাজম্যান। কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসলেন।

'ব্যাপারটা আপনার মুখ থেকে শুনবো বলে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছি আমরা,' বললেন রিচার্ড। 'ঠিক কি হয়েছিলো ডেভিডের?'

উত্তর দিলেন না কাজম্যান। বসে থাকলেন একভাবে।

'আপনাকে বলতে হবে, ডক্টর কাজম্যান,' কঠিন গলায় বললো রানা। 'অ্যাপেনডিসাইটিস ছিলো না ডেভিডের। তারপরও পেরিট-নাইটিসে কিভাবে মৃত্যু হলো তার?'

হাত নামিয়ে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। কিন্তু বললেন না কিছু।

'কেমন ডাক্তার আপনি?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রিচার্ড ওয়াকার, 'অনুমান করতে পারেন, ব্যাপারটা কিভাবে নেবে আপনার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন? জানেন, এই অপরাধে আপনার ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে? সারাজীবন জেলের ঘানি টানতে হতে পারে?'

চোখমুখ কুঁচকে মাথা দোলাতে লাগলেন ডাচ।

'জেলখানায় আপনার মৃত্যুটা হবে বড় ভয়ঙ্কর, ডক্টর। যতোদিন বাঁচবেন, প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত আপনার অন্তরাত্মা গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে এই জিনিসের জন্যে,' ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দেখালো রানা। 'তাই কি চান আপনি? নাকি খুলে বলবেন সব?'

চোখ বুজে কি যেন ভাবলেন বৃদ্ধ খানিক, তারপর চাইলেন রানার দিকে। দুর্বল গলায় বললেন, 'আমি বলতে পারবো না সে কথা।'

'পারবেন না, নাকি বলবেন না?'

'প্লিজ...'

'ঠিক আছে,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আপনাকে তাহলে আমাদের সাথে পাপীটি যেতে হবে। ওখানে গিয়ে গভর্নর ম্যাক-ব্রায়ানকে বলবেন কি ঘটেছিলো। দশ মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে আপনাকে। কুইক! কি কি সঙ্গে নিতে চান, নিয়ে নিন।'

'না!' রানার দিকে তাকিয়ে প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বললেন কাজম্যান, 'আমার রোগীদের ছেড়ে আমি যেতে পারি না, প্লিজ। আমি চলে গেলে হাসপাতাল দেখার কেউ থাকবে না।'

'আপনি জেলে গেলে কে দেখবে?' বললো মাসুদ রানা, 'অথবা যদি ফাঁসী হয় আপনার?'

'আপনারা বুঝতে পারছেন না,' চেয়ার ঠেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কাজম্যান, 'এদের ছেড়ে যেতে পারি না আমি। আমিই একমাত্র ডাক্তার কয়েকশো মাইলের মধ্যে।'

স্থির চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন রিচার্ড। 'আমার ভাইকে খুন করার সময়

কথাটা মনে ছিলো না আপনার?'

আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো বৃদ্ধের অভিযোগ শুনে। 'কে বললো ডেভিডকে খুন করেছি আমি!'

নরম হলো রানা। 'বসুন। কি করেছেন, সেটাই তো শুনবো বলে এসেছি আমরা। কেন বলছেন না, কি হয়েছিলো ডেভিডের?'

চেয়ার টেনে বসলেন ডাক্তার। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। যখন মুখ তুললেন, দু'গালে সরু দুটো চকচকে ধারা দেখা গেল–কাঁদছেন কাজম্যান। 'বেশ, বলবো,' কান্নাবোজা গলায় বললেন, 'কিন্তু আগে আপনাদের এই হসপিটালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নইলে...নইলে, ওরা বলেছে, হসপিটাল জ্বালিয়ে দেবে ওরা।'

'কারা?' সামনে ঝুঁকে বসলো রানা, 'কারা জ্বালিয়ে দেবে?'

'কি হতো তাহলে এই অসুস্থ অসহায় মানুষগুলোর?' ওর প্রশ্ন কানে যায়নি বৃদ্ধের, আপনমনে বলতে লাগলেন, 'পঞ্চাশজন কুষ্ঠ রোগী, কি হতো ওদের?' চোখের পানি মুছলেন।

আরেক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢেলে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলো রানা। 'নিন। এটুকু খেয়ে নিন।'

লম্বা চুমুকে গ্লাসটা খালি করলেন ফ্রেডরিখ কাজম্যান। নামিয়ে রাখলেন ঠক্ করে। 'আমি বুড়ো মানুষ। ওদের বাধা দেবার শক্তি ছিলো না আমার। ওরা বাধ্য করেছে আমাকে। রোগীদের কথা ভেবে...'

'খুলে বলুন।'

'কিন্তু আমার হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের।'

'ভয় নেই। কিছুই হবে না হসপিটালের। বলুন, কি হয়েছিলো ডেভিডের?' হেলান দিয়ে বসলো রানা।

নিচু গলায় বললেন ডাক্তার, 'খুন করা হয়েছিলো তাকে।' বুড়ো আঙুলের সাহায্যে কাঁধের ওপর দিয়ে লেগুন ইঙ্গিত করলেন, 'ওখানে, একটা স্কুনারে খুন হয়েছেন ডেভিড ওয়াকার।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বিজ্ঞানী। পলকহীন চোখে চেয়ে আছেন কাজম্যানের দিকে। 'খুলে বলুন, প্লিজ।'

'গত মে মাসের প্রথম সপ্তায় একটা স্কুনার আসে। আগেও এসেছে ওটা কয়েকবার, নারকেলের শাঁস কিনতে–চোখে পড়েছে আমার। যদিও মে মাস নারকেলের সময় নয়। আপনারা যেখানে নোঙর ফেলেছেন, ঠিক সেখানেই নোঙর করে ওটাও।

'একটু পর দু'জন অপরিচিত লোক আসে আমার সাথে দেখা করতে। তাদের একজন আমার চেয়ে সামান্য খাটো হবে, তবে শুকনো-পাতলা। অন্যজন প্রকাণ্ড, গরিলার মতো। বললো, তাদের জাহাজে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, মারা গেছে একজন। তার জন্যে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হবে আমাকে। আমি মৃতদেহটা দেখতে চাইলাম, কিন্তু ওরা যেতে দিলো না আমাকে। বললো, তার কোনো দরকার নেই, আপনি শুধু একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।'

'কে বলছিলো এ কথা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বিশাল লোকটা।'

'তারপর?'

'আমি বললাম, তা সম্ভব নয়। মৃত লোককে না দেখে ও ধরনের সার্টিফিকেট দেয়া যায় না। এই সময় লোকটা হঠাৎ পিস্তল বের করে আঘাত করলো আমাকে,' গালের কাটা দাগ দুটো দেখালেন কাজ-ম্যান।

'বুঝতে পারছি,' বললো রানা, 'ওদের নাম বলতে পারেন?'

'বিশালদেহী লোকটাকে ন্যাট প্যাটেল বলে ডাকছিলো তার সঙ্গী।'

'অন্যজনের নাম?'

'জানি না।'

'বেশ। তারপর?' এ নিশ্চয়ই মাইক স্যাণ্ডার্স, ভাবলো ও।

'ওদের খেপে উঠতে দেখে খুব সন্দেহ হলো আমার। আমি বললাম, কিছুতেই দেবো না ডেথ সার্টিফিকেট। শুনে আরও রেগে গেল সে, আবার মারলো আমাকে একই জায়গায়। তারপর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দিলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সার্টিফিকেট লিখে না দিলে আমাকে তো খুন করবেই, সেই সাথে আগুন লাগিয়ে দেবে হাসপাতালে।'

শব্দ করে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ ডাচ। 'কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে ওরা আমার সাথে। বুড়ো মানুষ, গায়ে জোর নেই, তাই...'

এর সাথেও ডেবোরার মতো আচরণ! প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা বোধ করলো রানা। নিজেকে সামালে নিয়ে স্বাভাবিক হতে প্রচুর সময় লাগলো। ন্যাট প্যাটেল কতো শক্তি ধরে জানে না ও, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি হাতের কাছে পেতো স্রেফ খালি হাতেই খুন করে ফেলতো রানা লোকটাকে। বাস্টার্ড, মনে মনে বললো ও, তোমাকে আমি ছাড়বো না।

হাতের চেটো দিয়ে চোখের পানি মুছে নাক টানলেন ফ্রেডরিখ কাজম্যান।

'অল রাইট, ডক্টর,' বললো রানা। 'আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। সে জন্যে দুঃখিত। তারপর বলুন।'

'জা। তারপর ওদের ইচ্ছে মতো সার্টিফিকেট লিখে সই করে দিলাম। যাবার আগে আমার রক্তাক্ত গালে গায়ের জোরে একটা চড় মেরে দানবটা বললো, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু জানালে ফিরে আসবে তারা। উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে আমার। হাসপাতাল আর রোগীদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে, ছাই করে দেবে সব। এরপর হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ওরা।'

'ওরা কোন দেশী ছিলো, বলতে পারবেন?'

'ওরা অস্ট্রেলিয়ান ছিলো—নো ডাউট। একসময় নিউ গিনি থাকতাম, অনেক অস্ট্রেলিয়ানের সাথে পরিচয় হয় আমার সেখানে। তাঁদের অ্যাকসেন্ট খুব ভালো চিনি আমি।'

'পরে আর এসেছিলো ওদের কেউ?'

মাথা দোলালেন কাজম্যান। 'হ্যাঁ! দ্যাট বিগ ম্যান। কয়েকবার এসে শাসিয়ে গেছে আমাকে।'

'কয়বার?'

'তিন-চারবার।'

'শেষবার এসেছে কতোদিন আগে?'

'তিন মাস হবে বোধহয়।'

কেমন পুরুষ মানুষ ও? ভাবলো রানা, কোনো মেয়ে বা বৃদ্ধের গায়ে হাত তোলার আগে একটুও কি বাধা দেয় না তার বিবেক?

'ভয়ে পুলিসকে কিছু জানাইনি আমি। হাসপাতাল, আর এইসব কঠিন রোগাক্রান্তদের কথা ভেবে চুপ করে থেকেছি।'

'অন্যজনের নাম মনে করতে পারছেন না, যে ওই গণ্ডারের সাথে ছিলো?'

'না। তার নাম শুনিইনি। অন্য যে নামটা শুনেছিলাম, সেটা সম্ভবত তৃতীয় আরেকজনের। লোকটা সামনের করিডরে দাঁড়িয়ে ছিলো, ভেতরে ঢোকেনি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। লোকটা খুব লম্বা। আর এতো চিকন, মনে হয় গায়ে মাংস নেই একটুও। নাকটা বাঁকা, পাখির ঠোঁটের মতো।'

'ঠিক আছে, ডক্টর কাজম্যান। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা অথরিটিকে জানানো উচিত আপনার এখনই?'

'বুঝতে পারছি। আগেই জানাতাম, কিন্তু টানাকাবু একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কোনো পুলিস স্টেশন নেই, স্থানীয়দের অভিযোগ শোনারও কেউ নেই। ভয় হচ্ছে, আপনারা চলে যাবার পর ওরা এসে হাজির না হয়।'

'কোনো চিন্তা নেই। ওরা আর ঘাঁটাতে সাহস করবে না আপনাকে।'

একটু ভাবলেন কাজম্যান। তারপর কিছুটা যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মাথা দোলালেন। 'বেশ। আমি তাহলে একটা জবানবন্দী লিখে দিই, পাপীটি গিয়ে গভর্নর ম্যাকব্রায়ানকে দিলেই হবে ওটা। আপনাদের সাথে যেতে পারছি না আমি, নিশ্চয়ই আমার এ অক্ষমতার ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন?'

'অফকোর্স,' খুব জোরের সাথে বললেন রিচার্ড ওয়াকার। জবান-বন্দীটা হাতে পেলে তাহিতির অ্যাকটিং গভর্নরের চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে, ভাবছেন তিনি।

'আপনাদের সাথে যদি তেমন কেউ থাকে, মানে, আপনারা পাপীটি থেকে না ফেরা পর্যন্ত দু'তিনজন এসে যদি হাসপাতালের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করে, দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া যেতো।'

খানিক ভাবলো রানা। ভূষণ আর রেজাকে রেখে যাওয়া যেতে পারে ক'দিনের জন্যে। প্যাটেলকে সামাল দেবার জন্যে ওদের যে কোনো একজনই যথেষ্ট। অথবা, একটা রেডিও মেসেজ পাঠানো যায় পাপীটিতে, পুলিস চেয়ে পাঠানো যায়।

ওর উত্তরের আশায় বসে নেই কাজম্যান, হাসপাতালের প্যাডে খস খস করে জবানবন্দী লিখতে শুরু করে দিয়েছেন ততোক্ষণে।

'আপনার কি বেশি সময় লাগবে, ডক্টর?' বললো রানা।

'সরি, ইয়েস। কিছুটা দেরি হবে। আসলে যতো দ্রুত ইংরেজি বলতে পারি আমি, ততো দ্রুত লিখতে পারি না। তাছাড়া, পুরোটা বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে তো! এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে ফেলতে পারবো আশাকরি।'

'তাহলে বরং আপনি লিখে ফেলুন। ঘণ্টা দুয়েক পর, অথবা কাল সকালে এসে নিয় যাবো স্টেটমেন্টটা, কি বলেন?'

'ঠিক আছে।' কলম বন্ধ করে দরজা পর্যন্ত উঠে এলেন কাজম্যান। রিচার্ড ওয়াকারের সাথে হাত মেলালেন, 'ডেভিড ওয়াকারের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত।'

'থ্যাঙ্কস, ডক্টর। আপনার সাথে প্রথমে খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, সে জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

করুণ এক চিলতে হাসি ফুটলো বৃদ্ধের মুখে। 'আরে না! ওদের চেয়ে অনেক ভদ্র ব্যবহার করেছেন আপনারা। আমি কিছু মনে করিনি। বিলিভ মি।'

'আমরা জাহাজে ফিরেই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, ডক্টর,' বললো রানা। 'ওরা সামলাবে এদিকটা।'

'আই উইল বি গ্ল্যাড, মিস্টার রানা।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে জীপ স্টার্ট দিলো কিরো।

হঠাৎ পিছন থেকে বলে উঠলেন কাজম্যান, 'জাস্ট আ মিনিট, মিস্টার রানা, নামটা মনে পড়েছে।'

থেমে দাঁড়ালো রানা, ঘুরলো। 'বলুন।'

'নামটা বেশ অদ্ভুত-মনে হয় স্প্যানিয়ার্ড...

'মিগুয়েল কার্লোস?'

'হ্যাঁ, ঠিক, মিগুয়েল কার্লোস!' চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো তাঁর বিস্ময়ে, 'আপনি জানলেন কি করে?'

মুচকে হেসে বললো ও, 'সী ইউ, ডক্টর।' ঘুরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো গেটের দিকে।

# বারো

এক মাইল যেতে না যেতে বিকটভাবে কেশে উঠলো কিরোর বেস্ট কারের এনজিন, পরমুহূর্তে খরখরানি বন্ধ হয়ে গেল, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ওটা জায়গায়। মনে হলো কোনো অদৃশ্য দেয়ালে গুঁতো খেয়েছে যেন। লাফিয়ে নেমে দাঁড়ালো কিরো। ঝুঁকে পড়ে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে এনজিন চেক্ করতে লাগলো।

'গেছে,' প্রায় সাথে সাথে সিধে হয়ে দাঁড়ালো সে, 'শী ইজ ডেড।' যদিও মোটেই চিন্তিত মনে হলো না তাকে।

জাকারানডায় ফেরার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে মাসুদ রানা। চড়িয়ে স্যাণ্ডার্স হারামজাদার এ-গালের দাঁত ও-গালে না নেয়া পর্যন্ত শান্তি হবে না ওর। ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন নিরীহ ওশেনোলজিস্টও, কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না তাঁর রানাকে।

'কি হলো, কিরো?'

'শী নো গো, স্যার।'

'কেন, কি হলো?'

পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকনা তুলে ভেতরটা দেখছিলো যুবক আরেকটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে। বললো, 'তেল নেই।'

'ধ্যাত্তেরি!' খেঁকিয়ে উঠলো ও, 'আগে থাকতে ভরে রাখোনি কেন ট্যাঙ্ক? এই গজ কাঁটার দিকে লক্ষ্য করোনি কেন?'

'ওটা ভাঙা, স্যার,' মাথা চুলকাতে লাগলো কিরো।

নেমে পড়লো রানা আর রিচার্ড ওয়াকার। 'ঠিক আছে। হেঁটেই ফিরবো আমরা,' পকেটে হাত ঢোকালো রানা।

কিরো বললো, 'নো ওয়াক। ক্যানো নিয়ে যাবো আমরা।'

'ক্যানো কোথায় পাবে?'

ওদের পাশ কাটিয়ে হন হন করে হাঁটা ধরলো পলিনেশিয়ান। 'ফলো মি।'

রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে নেমে পড়লো ওরা। ঘন পাম বাগানের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে কয়েকশো গজ এগুতেই বালুকাবেলা পাওয়া গেল। দূর থেকে লেগুনের টলটলে পানি চোখে পড়তে খুশি হয়ে উঠলো রানা।

'আমাদের শিপটা কোনদিকে?'

উত্তর দিকে ইঙ্গিত করলো কিরো হাত তুলে। 'ওদিকে।'

বালুকাবেলা পেরিয়ে পানির ধারে এসে দাঁড়ালো ওরা। সামনেই চালকবিহীন কয়েকটা ক্যানো পড়ে আছে।

'এই যে ক্যানো।'

'কার ওগুলো?' প্রশ্ন করলো রানা।

'আমার বন্ধুদের,' লাফিয়ে ওর একটায় উঠে পড়লো কিরো। 'কাম অন, স্যার।'

দু'মাইল মতো এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরলো ক্যানো। সাথে সাথে জাকারানডার রাইডিং লাইট চোখে পড়লো। বাঁকটার জন্যেই এতোক্ষণ দেখা যায়নি ওটাকে। প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো জাহাজে পৌঁছুতে। ফোরডেকে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো শাহরিয়ার।

'স্যাণ্ডার্স কোথায়?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো রানা।

'নিচে, মাসুদ ভাই। আজম ভাই আছেন ওর পাহারায়। খারাপ কিছু ঘটেনি তো?'

'পরে বলছি।'

দ্রুত অ্যালিওয়েতে এসে দাঁড়ালো রানা। রেজা আর তুহিনকে দেখা গেল পায়চারি করছে ডেবোরার কেবিনের সামনে। ওর মুখের ভাব দেখে থমকে

দাঁড়ালো দু'জনেই।

'ডেবোরা?'

'ভেতরে,' ইশারায় বন্ধ দরজাটা দেখালো রেজা।

নক করলো রানা।

'কে?'

'আমি, রানা। দরজা খুলুন।'

ঝটাং করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো, পরক্ষণে অ্যালিতে বেরিয়ে এলো ডেবোরা শিলটন। 'কথা হয়েছে ডক্টরের সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'কে...।'

'ন্যাট প্যাটেল।'

'ওহ্, গড!'

বাইরের কথাবার্তা কানে গেছে জেসির। সে-ও বেরিয়ে এলো। 'কি ব্যাপার, রানা?'

কিন্তু কথাটা কানে যায়নি ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে চললো রানা। বলতে বলতে গেল, 'প্লিজ, গেট ইনসাইড, ইউ বোথ।

আমি আসছি। দরজা বন্ধ করে দাও। তুহিন, রেজা, ফলো মি।'

প্রথমেই ফো' ক্যাসলে উঁকি দিলো রানা। নেই সেখানে স্যাণ্ডার্স। দশ মিনিট ধরে ওপরে নিচের সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না তাকে। আজমও গায়েব হয়ে গেছে সেই সাথে।

যা বোঝার বুঝে নিলো রানা। নিশ্চয়ই কোনোভাবে পালিয়ে গেছে স্যাণ্ডার্স। ব্যাপারটা টের পেয়েও বাধা দেয়নি আজম, বরং পিছু নিয়েছে তার, সম্ভবত। অনুসরণ করছে। কিরোকে ডাকলো ও, 'তোমার কতোজন বন্ধু আছে?'

'অনেক। কেন, স্যার?'

'দু'জন লোককে খুঁজে দিতে হবে তোমাদের, পারবে? তীরে গেছে ওরা।'

'কে, কে?'

'একজন আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন। বিগ ম্যান, দেখেছো তুমি তাকে।'

'ইয়েস ইয়েস, আই সি।'

'অন্যজন ক্রু। লম্বা, চিকন। তোমরা দ্বীপের উত্তর দিকটায় খুঁজে দেখবে ওদের। আমরা যাবো হাসপাতালের দিকে এরপর একসাথে পুরো দ্বীপ খুঁজবো আমরা দরকার হলে।'

হাসলো কিরো। ঘুরে তীরের দিকে তাকালো। 'নো প্রবলেম, স্যার। ইউ পে মি, আই ফাইণ্ড দেম।'

'কিন্তু সাবধান! ওই লম্বা লোকটা ডেঞ্জারাস, খুনী।'

একঘেয়ে সুরে বললো যুবক, 'ইউ পে মি, আই কিল হিম।' শার্টের নিচে বেল্টের সাথে গোঁজা প্রকাণ্ড চকচকে একটা ছোরা বের করলো সে। ঘুরে তীরের উদ্দেশে বিকট এক হাঁক ছাড়লো। সাথে সাথে আট-দশটা পাল্টা হাঁক কানে এলো। বাঁধন খুলে ক্যানো নিয়ে ছুটলো কিরো। খানিক বাদেই ছুটতে ছুটতে এসে

দাঁড়ালো ভূষণ। ব্যস্ত গলায় বললো, 'লোকটা সশস্ত্র, মাসুদ ভাই।'

'কি?' পাঁই করে ঘুরলো রানা।

'এটা পেয়েছি স্যাণ্ডার্সের বাঙ্কে। বোধহয় তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে ফেলে গেছে।' চকচকে একটা বুলেট দেখালো ও, 'পয়েন্ট থ্রি এইট।'

'ইয়াল্লা!' চোখ কপালে উঠলো রানার। ঘুরে তীরের দিকে তাকালো। আবছা আলোয় দেখা গেল, ক্যানোগুলো পড়ে আছে তীরে। ওগুলোর চালকদের একজনকেও চোখে পড়লো না। এরই মধ্যে কাজে নেমে পড়েছে তারা। পাম বনের ফাঁক ফোকর দিয়ে দশ-বারোটা চলন্ত টর্চলাইট দেখা যাচ্ছে, এদিক ওদিক ঘুরছে আলো-গুলো। হাজার চেঁচালেও লাভ হবে না এখন, শুনতে পাবে না ওরা।

'যার যার আর্মস নিয়ে তৈরি হও। কাউকে বলো লাইফবোট নামাতে। কুইক!' কর্কশ গলায় বললো রানা।

ঘুরে ফো' ক্যাসলের দিকে ছুটলো চার কম্যাণ্ডো। দূরে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো রানার দিকে চেয়েছিলেন এতোক্ষণ রিচার্ড ওয়াকার। ওকে একা হতে দেখে ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন এবার। 'রানা, কি করতে চাইছো?'

'কিরোকে ঠেকাতে হবে আগে। নইলে স্যাণ্ডার্সের হাতে মারা পড়বে ও সবাইকে নিয়ে।'

'কি করে পালালো লোকটা?' আপনমনে বললেন তিনি, 'আশ্চর্য!'

'আপনি থাকুন। আমরা যাচ্ছি তীরে।'

ফিরে এলো রেজা তুহিন শাহরিয়ার এবং ভূষণ। অ্যাকশনের গন্ধ পেয়ে ভেতরে ভেতরে ফুটছে সবাই টগবগ করে, অথচ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কিছুই। অচঞ্চল, অভিব্যক্তিহীন। পাথর কেটে তৈরি চারটে মূর্তি যেন

'ভূষণ থাকবে এখানে,' বললো রানা। 'এঁদের তিনজনের নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর। আরও দু'চারজন ক্রু ডেকে আনো। নিচে, এনজিনরুমেও গার্ড বসাও। তবে সাবধান, স্যাণ্ডার্স যদি ফিরে আসে, কোনোরকম উস্কানিমূলক আচরণ করা হয় না যেন।'

অন্যদের দিকে ফিরলো এবার ও, 'আমাদের মূল কাজ প্রথমে আজম এবং পরে মাইক স্যাণ্ডার্সকে খুঁজে বের করা। আর স্থানীয় যে ছেলেদের সার্চে পাঠিয়েছি, তাদের যে-ই সামনে পড়বে, সাথে সাথে ফিরে যেতে বলবে কাজ বন্ধ রেখে। স্যাণ্ডার্স একটা খুনী, কেউ সামনে পড়লে প্রাণে বাঁচবে না।'

রেইল টপকে খুদে দলটা লাইফবোটে নেমে যেতে রিচার্ড ওয়াকারের দিকে ফিরলো ভূষণেন্দু। 'চলুন, স্যার।'

'কোথায়?' বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে ছিলো এতোক্ষণ তাঁর। রানার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। প্রিয় শিষ্যের চরিত্রের এ দিকটি আগে কখনও চাক্ষুস করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। মনে মনে একটু হাসলেন, পরক্ষণেই গুড়িয়ে উঠলেন আতঙ্কে।

বাতাসে কোটের সামনের দিকটা সরে যেতে বেরিয়ে পড়েছে ভূষণের কোমরে গোঁজা ভয়াল দর্শন একটা রিভলভার। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছেন

তিনি সেদিকে। টের পেয়ে তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম এঁটে দিলো ভূষণ। চোখ তুলে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন রিচার্ড হাঁ করে।

মিষ্টি করে হাসলো সে, 'চলুন।'

'অ্যাঁ?'

'কেবিনে চলুন।'

রানাদের লাইফবোট তীরে ভিড়তেই ছুটে এলো কিরো। ডান হাতে সেই ছোরাটা, বাঁ হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। 'একজনকে পেয়েছি, স্যার।' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে।

'কাকে?'

'বিগম্যান, ক্যাপ্টেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কিরো। কোথায় সে?'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর দেখালো যুবক। 'ওখানে। খুব মারধোর করা হয়েছে। জ্ঞান নেই।'

'অল রাইট, কিরো। তোমার বন্ধুদের বলো এক্ষুণি সার্চ বন্ধ করতে। অন্যজনকে খোঁজার দরকার নেই–পিস্তল আছে তার কাছে। তাড়াতাড়ি করো।'

পিছনে ফিরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক যুবকের দিকে ফিরলো কিরো, চাপা গলায় দ্রুত কি যেন বললো নির্দেশের সুরে। হুড়মুড় করে ছুটলো যুবক, পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'বলে দিয়েছি,' বললো সে। 'আর চিন্তা নেই।'

'চলো,' বললো রানা, 'বিগ ম্যানকে দেখতে যাবো।'

কাছে আসতে পাশাপাশি আরও কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখতে পেলো ওরা। যে ঘরে রাখা হয়েছে আজমকে, সেটায় ঢুকলো রানা নিচু হয়ে। কিরোর টর্চটা নিয়ে আলো ফেললো। মাটির ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে আছে আজম। নাকমুখ প্রায় ভর্তা হয়ে গেছে তার। কপাল আর দুই গালের মাংস হাঁ হয়ে আছে কয়েক জায়গায়, রক্তে ভিজে গেছে মাটি গাল কুঁচকে গেছে রানার ওর অবস্থা দেখে। হঠাৎ খেয়াল হলো, সারা শরীর ভেজা আজমের।

'এই ঘরের সামনে পেয়েছি আমি ক্যাপ্টেনকে,' বললো কিরো।

নড়ে উঠলো আজম। তার বুকের ভেতর থেকে ক্রমাগত উঠে আসছে গোঙানি। কিরোর এক সঙ্গী খানিকটা পানি জোগাড় করে আনলো। পরম যত্নের সাথে তার মুখটা ধুয়ে দিলো রানা। একটু পর উঠে বসলো আজম। বহুকষ্টে, থেমে থেমে যা বললো, তা এরকম:

পানি সাঁতরে স্যাণ্ডার্সকে তীরের দিকে যেতে দেখে সে হঠাৎ। তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে আজম। কাউকে ব্যাপারটা জানাবার সুযোগ পায়নি সে, দেরি হলে লোকটাকে হারিয়ে ফেলার ভয় ছিলো। তীরে উঠে এদিকেই ছুটে আসে স্যাণ্ডার্স, তাকে অনুসরণ করে কয়েক পা এগুতেই পিছন থেকে কেউ জাপটে ধরে ওকে।

'সে কে, দেখতে পেয়েছো তাকে?'

একটা ঢোঁক গিললো আজম। 'ন্যাট প্যাটেল

'প্যাটেল?'

'জ্বি। সে আমাকে জাপটে ধরতেই ছুটে আসে স্যাণ্ডার্স। ওর হাতে রিভলভার ছিলো একটা, ওটা দিয়ে একের পর এক আঘাত করতে থাকে সে আমাকে—নাকেমুখে, মাথায়। এরপর আর কিছু মনে নেই আমার।'

'ঠিক আছে, আজম, ওঠো। দুঃখিত, আমিই দায়ী এজন্যে। আগেই ব্যাপারটা চিন্তা করা উচিত ছিলো আমার।'

'ও আমার,' বহুকষ্টে উঠে বসলো আজম। আহত গালে-কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'দানবটাকে একবার মুখোমুখি পেতে চাই আমি, মাসুদ ভাই!' চোখমুখ কুঁচকে ব্যথা সামলালো সে। 'আমার শোধ আমি নেবো।'

'ঠিক আছে। ওঠো এবার। শাহরিয়ার, জাহাজে নিয়ে যাও ওকে।' ন্যাট প্যাটেল কোত্থেকে, কিভাবে এলো ভেবে পাচ্ছে না রানা। কিন্তু এসেছে যে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই, আজমের দেখার ভুল হতেই পারে না। 'কিরো, লেগুনে আর কোনো শিপ এসেছে কি না, জানো?'

'না তো!'

আচমকা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো কেউ বাইরে থেকে। ঝট্ করে ঘুরে তাকালো ওরা প্রত্যেকে। কিরোর এক সঙ্গী, কাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে প্রাণপণে। ছুটে বেরিয়ে গেল কিরো, পরক্ষণে চেঁচাতে শুরু করলো সে-ও। 'ফায়ার! ফায়ার! হ'পিটাল-ফায়ার...হ'পিটাল-ফায়ার!'

ঘরের বাইরে পা রেখেই স্থির হয়ে গেল রানা। দক্ষিণের আকাশ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে-দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ওদিকে।

'হসপিটাল?' কিরোকে প্রশ্ন করলো ও, 'শিওর?'

'শিওর শিওর। দেয়ার হ'পিটাল!' তড়াক তড়াক লাফাচ্ছে কিরো।

'কোন পথে আগে যাওয়া যাবে? লেগুন...'

'লেগুন, স্যার। বিগ ক্যানো-টেন মিনিট।'

'অল রাইট,' হাঁক ছাড়লো রানা, 'লেট'স মুভ। আজম ফিরে যাও।'

'না,' বেঁকে বসলো সে। 'আমিও যাবো। এখন সম্পূর্ণ ঠিক আছি আমি।'

কথা বাড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় নেই। 'আচ্ছা, এসো।'

কিরোর পিছন পিছন ছুটলো ওরা। তীরে অর্ধেকটা তুলে রাখা বড় একটা ক্যানো ঠেলে পানিতে নামানো হলো। একটু পর তীরবেগে ছুটলো ওটা। মাইলখানেক এগিয়ে বাঁক ঘুরতেই প্রকাণ্ড এক জাহাজের কাঠামো দেখা গেল আকাশের পটভূমিতে। এক নজরেই বুঝলো রানা, ওটা হামিং বার্ড। ভূতের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। সবগুলো আলো নেভানো তার। কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে সে তার আকার এবং জ্বলন্ত হাসপাতালের আগুনের আভায়।

আশ্চর্য! ভাবলো রানা, লেগুনে ঢুকলো কখন হামিং বার্ড? কারও চোখে পড়লো না অতোবড় জাহাজটা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাবধান! তীরের দিকে যাও। দেখে না ফেলে আমাদের। ডুবিয়ে দেবে তাহলে ক্যানো।'

কিন্তু ওদের দিকে কোনো লক্ষ্যই নেই হামিং বার্ডের। মৃদু গুঞ্জন তুলে পাশ

কাটিয়ে ছুটে চললো ওটা খাঁড়ির দিকে।

'কি করবো এখন আমরা?' জিজ্ঞেস করলো তুহিন, 'কি করে ঠেকাই ওটাকে?'

'দরকার নেই, হাসপাতালে চলো আগে,' বললো রানা। 'নইলে একজন রোগীও বাঁচবে না।'

দূর থেকে অসহায়ের মতো হামিং বার্ডকে উল্টোদিকে ছুটে যেতে দেখলো ওরা। জাকারানডায় থাকলে একবার ওটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু এখন আর সে উপায় নেই। দেখতে দেখতে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

বিশ মিনিট পর ক্যানোর নাক ঘ্যাঁশ করে তীরে উঠিয়ে দিলো কিরো। 'কাম অন, স্যার,' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো সে।

একটু আগে এখান থেকেই ক্যানোয় উঠেছিলো রানা। প্রায় দেড় মাইল রাস্তা দৌড়ে পেরুতে হলো ওদের। হাসপাতালের বাউণ্ডারি ওয়ালের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। সর্বগ্রাসী আগুনের পড় পড় আওয়াজে আর সব চাপা পড়ে গেছে।

গেট গলে ভেতরে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালো রানা। এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ডিরেকটরের রুমের সামনের বারান্দার এপাশে, খোলা মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন ফ্রেডরিখ কাজম্যান। তার মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা এক বৃদ্ধা, দু'হাতে বুক চাপড়ে বিলাপ করছে। ধীর পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। চোখ তুলে ওদের দেখতে পেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো বৃদ্ধা, পড়িমরি করে এক ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রানা।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো কাজম্যানের পাশে। পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলো না। এক পলক তাকিয়েই বুঝে নিলো, আরও আগেই মৃত্যু হয়েছে ডাক্তারের। ঠিক মাথার সাথে রিভলভার ঠেকিয়ে পরপর দুটো গুলি করা হয়েছে। চকচকে টাকে নিখুঁত, গোল দুটো গর্ত—রক্ত আর হলুদ মগজ ছড়িয়ে আছে অনেকখানি জায়গাজুড়ে। জমাট বেঁধে কালচে রঙ পেয়েছে রক্তের ছোট্ট একটা পুকুর।

কিরোর গাটা ঘুলিয়ে উঠলো রক্তের গন্ধে। ঘুরে একলাফে চার হাত তফাতে সরে গেলো, বমি করে দিলো গলগল করে।

# তেরো

সূর্য উঠেছে এইমাত্র। এখনও অল্প অল্প জ্বলছে হাসপাতাল। কালো ধোঁয়া পাক্ খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে, মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কাজম্যান ছাড়া তেরো জন রোগী পুড়ে মারা গেছে। অন্যদের বহুকষ্টে উদ্ধার করা হয়েছে। কম্পাউণ্ডের

বাইরে রাস্তার ওপর বসে আছে তারা। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হাসপাতালের দিকে।

টানাকাবুবাসীরা এসে ভীড় জমিয়েছে গেটের বাইরে। একজন একজন করে কাজম্যানের কফিনের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, তারপর চোখের পানি মুছে সরে যাচ্ছে ওখান থেকে। একটু দূরে বসে আছে রানা আর রিচার্ড ওয়াকার। অন্যরাও রয়েছে পাশে। জাকারানডা থেকে প্রায় সবাই চলে এসেছে খবর পেয়ে।

ভূষণের কাছে শুনেছে রানা, পালাবার আগে বিল হান্টারের হাত-পা বেঁধে রেডিও সেটটা চুরমার করে রেখে গেছে স্যাণ্ডার্স। অর্থাৎ, সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠাবে, তার কোনও উপায় রইলো না।

রিচার্ড ওয়াকার বলেছেন, জানালা দিয়ে হামিং বার্ডকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি একেবারে শেষ সময়ে, যখন ওটা লেগুন ছেড়ে খাঁড়িতে ঢুকছিলো। কোনো আলো জ্বলছিলো না তার।

'লোকটা ম্যানিয়াক, রানা,' বললেন রিচার্ড। 'অসুস্থ, রুগীদের এভাবে...' সব শোনার পর থেকে মরমে মরে যাচ্ছেন বিজ্ঞানী। তাঁরা না এলে এমন একটা ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড কিছুতেই ঘটতো না, এ ব্যাপারে কোনও ভুল নেই ওশেনোলজিস্টের। ব্যাপারটা যতোই ভাবছেন, ততোই দুর্বল হয়ে পড়ছেন ভেতরে ভেতরে।

'আমিই দায়ী এ জন্যে,' ভীতিকররকম শীতল গলায় বললো রানা। 'ন্যাট প্যাটেলকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। হাসপাতালের নিরাপত্তার ব্যাপারটা যদি প্রথমেই ভাবতাম, জাহাজে ফিরে দেরি না করে তখনই যদি কাউকে পাঠিয়ে দিতাম, তাহলে অন্তত এতোবড় অনুশোচনার বোঝা বইতে হতো না আমাকে।'

'এখন এসব ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না,' রানার মন্তব্য কানে যেতে কাছে এসে দাঁড়ালো জেসি। 'তারচে', এইসব অসহায় মানুষগুলোর জন্যে কিছু করা যায় কি না, তাই ভাবো।'

কিরো এগিয়ে এলো ওদের দিকে। সারা শরীরে কাদা মাখা। দু'চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে তার। আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত রোগীদের নিরাপদে হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে যাবার জন্যে ওদের খুব সাহায্য করেছে সে সারারাত। রানার সামনে বসলো সে। 'এদের তাড়াতাড়ি কবর দেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ। খোঁড়া হয়েছে কবর?'

'প্রায়। আর দু'টো বাকি।'

দুপুরের আগেই সমাহিত করা হলো ফ্রেডরিখ কাজম্যান এবং তাঁর তেরোজন রোগীকে। কোনো ধর্মযাজক নেই দ্বীপে, যে কেনো ধর্মীয় আচার-আচারণ এতোদিন কাজম্যানই পরিচালনা করতেন। আজ তাঁর অভাবে রিচার্ড ওয়াকারকে সে দায়িত্ব পালন করতে হলো।

চোদ্দটা মৃতদেহ পাশাপাশি সাজিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বাইবেলের মুখস্থ শ্লোক আওড়ালেন তিনি, 'উই কমিট টু দ্য আর্থ দ্য বডিজ অভ দোজ হু আর দ্য ইনোসেন্ট ভিকটিমস অভ আ ড্রেডফুল ক্রাইম। "ভেনজেনস্ ইজ মাইন"

সেইথ দ্য লর্ড, বাট ইট মে বি হি উইল ইউজ মেন লাইক আস অ্যাজ হিজ ইনস্ট্রুমেন্ট। আই হোপ সো।'

কাজ শেষ হতে কিরোকে ডাকলো রানা। 'লিখতে পারো?'

'কেন?'

'এখানে যা যা ঘটেছে, লিখিত দিতে পারলে খুব ভালো হতো। পাপীটিতে তোমাদের গভর্নরকে দিতাম গিয়ে।'

'সরি, স্যার। নো রিড, নো রাইট।'

'ঠিক আছে। শোনো, আজই পাপীটি যাচ্ছি আমরা। ওখানে গিয়ে সব জানাবো তোমাদের গভর্নরকে।'

'কি লাভ? হ'পিটালও গেছে, ডক্টরও গেছে।'

'আবার হবে হসপিটাল,' তাড়াতাড়ি বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'অনেক বড় হসপিটাল বানিয়ে দেবো আমি তোমাদের জন্যে। আমার দেশ থেকে ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবো। কিন্তু আজই যেতে হবে আমাদের।'

'অল রাইট, স্যার। গো দেন।'

খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে জাকারানডায় ফিরে এলো ওরা। এর মধ্যে পুরো দুই রীল ছবি তুলেছে জেসি হাসপাতাল, মৃত ফ্রেডরিখ কাজম্যান এবং অন্যদের। সেই সাথে তাদের সমাহিত করার দৃশ্যও ক্যামেরা-বন্দী করেছে সে রানার অনুরোধে। এগুলোই একমাত্র প্রমাণ গত-রাতের ধ্বংসযজ্ঞের–দেখাতে হবে ম্যাকব্রায়ানকে।

হুইল হাউসে বসেছিলো রেডিওম্যান, বিল হান্টার। ওদের দলবেঁধে জাহাজে ফিরে আসতে দেখে রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো। রানা ডেকে পা রাখতে বললো, 'চার্টরুমে আসুন, স্যার। একটা জিনিস দেখাবো আপনাকে।'

ভেতরে ঢুকে চার্ট টেবিলের ওপর থেকে ছোট্ট একটা ওয়াকি-টকি তুলে নিয়ে দেখালো ওকে, 'এটা পেয়েছি নিচের ক্রু-স বাথরুমে। আমি শিওর, এটা দিয়ে সেদিন স্যাণ্ডার্সই কথা বলছিলো কারও সাথে।'

হাতে নিয়ে ওটা উল্টে পাল্টে দেখলো রানা। আমেরিকান আর্মি ব্যবহার করে এ জিনিস। খোলা বাজারে পনেরো ডলার দাম–যে কেউ কিনতে পারে। মাটিতে এই ওয়াকি-টকির রেঞ্জ পাঁচ মাইলের কিছু বেশি। পানিতে প্রায় পনেরো মাইল। কোনো ক্ষতি হয়নি সেটটার, অক্ষত রয়েছে এখনও।

'হুম!' ওটা রেডিওম্যানকে ফিরিয়ে দিলো রানা। 'রেখে দিন। পরে কাজে লাগতে পারে।'

লেগুন ছেড়ে বেরিয়ে এলো জাকারানডা। তীরে দাঁড়িয়ে আছে পুরো গ্রামবাসী। কিরো তার বন্ধুদের নিয়ে খাঁড়ির শেষ মাথা পর্যন্ত এলো ক্যানোয় চড়ে। যতোক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে থাকলো তারা জাকারানডার দিকে।

পাপীটি হারবারের দশ মাইল মতো দূরে থাকতে অন্য একটা জাহাজ চোখে পড়লো রানার। গত তিনদিনে এই প্রথম–এর মধ্যে আর কোনো জাহাজ বা স্কুনার, কিছুই চোখে পড়েনি সাগরে।

জাহাজটা আরও একটু কাছে আসতে বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। ওটা একটা ন্যাভাল পেট্রোল বোট। ফোরডেকে একটা ফোর-পাউণ্ডারের নল দেখা যাচ্ছে। সাধারণত ত্রিপল দিয়ে ঢাকা থাকে ওগুলো টহলের সময়, কিন্তু ওটার ওপর কোনো আবরণ নেই দেখা গেল। আরও কাছে এসে গতি কমিয়ে দিলো পেট্রোল বোট, বড় একটা বৃত্ত রচনা করে এগিয়ে আসতে লাগলো সরাসরি জাকারানডার দিকে।

এর মধ্যে ডেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই। ফোরডেকের রেলিঙ ধরে উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে তার গতিবিধি। একটু পর হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এলো এক অফিসার, মুখের সামনে লাউডহেইলার ধরে কিছু একটা নির্দেশ দিলো ফরাসীতে। কিছুই বুঝলো না রানা।

দূরবীন ছেড়ে দু'হাত মাথার ওপর তুললো। মাথা নেড়ে অফিসারকে বোঝাতে চাইলো, তার কথা বুঝতে পারেনি। এবার ইংরেজিতে বললো সে, 'স্টপ এনজিনস, জাকারানডা, অর উই উইল ওপেন ফায়ার!'

'কেন, কি করেছি আমরা?'

'শাট আপ! স্টপ এনজিনস, অ্যাটওয়ানস,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলো অফিসার। ততোক্ষণে প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে বোটটা।

'ব্যাপার কি, অফিসার?' মুখের সামনে দু'হাত জড়ো করে হাঁক ছাড়লেন রিচার্ড ওয়াকার।

ঝট করে তাঁর দিকে ফিরলো লোকটা। লাউডহেইলার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো কড়া গলায়, 'আপনি মঁশিয়ে রিচার্ড ওয়াকার?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাণ্ড হি মাস্ট বি মঁশিয়ে মাসুদ রানা?' ওর দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

'ইউ আর রাইট, অফিসার,' হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি।

একেবারে কাছে এসে পড়েছে পেট্রোল বোটটা। ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে আসছে, আড়াআড়িভাবে। জাকারানডা দাঁড়িয়ে পড়েছে আগেই। লক্ষ করলো রানা, বোটটার কোনও নাম নেই। বো-এ শুধু একটা নাম্বার লেখা।

'আপনাদের গ্রেফতার করা হলো, মঁশিয়ে।'

হাবার মতো তার দিকে চেয়ে থাকলেন তিনি। 'কেন?'

'পাপীটি গেলেই জানতে পারবেন।'

জাকারানডার পেটের সাথে পেট দিয়ে মৃদু গুঁতো মেরে দাঁড়িয়ে পড়লো পেট্রোল বোট।

'আপনারা দু'জন উঠে আসুন আমাদের বোটে।'

উদ্যত অটোমেটিক হাতে দু'জন মেরিন লাফিয়ে চলে এলো জাকারানডায়। ঘিরে ধরলো রানাকে।

ভূষণ দাঁড়িয়ে ছিলো রানার পাশে। তার উদ্দেশে বললো অফিসার, 'শিপ নিয়ে আমাদের পিছন পিছন আসবেন আপনি। কিন্তু সাবধান, কোনো রকম বোকামি করতে যাবেন না দয়া করে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

রানার দিকে তাকালো ভূষণেন্দু উদভ্রান্তের মতো। চোখ টিপলো রানা,

মৃদু স্বরে বললো, 'ঘাবড়িও না। যা বলে, শোনো। সব ঠিক হয়ে যাবে।' বললো বটে, কিন্তু গলায় জোর পেলো না। নিজের কানেই কেমন হাস্যকর লাগলো কথাগুলো।

পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে পা বাড়ালো রানা ও রিচার্ড। পেট্রোল বোটে পা রেখে ঘুরে দাঁড়ালো। শুকনো মুখে ওদের দিকে চেয়ে আছে সবাই। জেসি আর ডেবোরাকেও দেখা গেল তাদের মধ্যে। জেসির চোখে পানি। মুখ খুলতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু সুযোগ দেয়া হলো না।

নিচে নিয়ে আসা হলো দু'জনকে। প্রথমে সার্চ করা হলো, তারপর ছোট্ট একটা ছয় বাই ছয় ফুট কুঠুরীতে ঢুকিয়ে দিলো দুই মেরিন। ঘুরে অফিসারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা তার আগেই।

***

# অশান্ত সাগর-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

## এক

কেবিনটা এতোই ছোটো, দু'জন মানুষ চলতে ফিরতে গেলেও গায়ে গায়ে ঘষা লাগে। বাঁ দিকে একটা দোতলা স্টীল কট্। স্রেফ একটা করে কম্বল বিছানো রয়েছে–তেল চিট্‌চিটে, বোঁটকা দুর্গন্ধে ভরা। মাথার ওপর ঝুলছে কম পাওয়ারের একটা নগ্ন বালব্। কেবিনটা পোর্ট বাল্কহেড ঘেঁষা। একটা ছিদ্রও নেই যা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়।

নাক কুঁচকে ওপরের বাঙ্কের কম্বলের একটা কোণ সামান্য উঁচু করলেন রিচার্ড ওয়াকার, পরমুহূর্তে ছেড়ে দিলেন। সারা বাঙ্কে গিজ্‌গিজ্ করছে ছারপোকা। 'ও মাই গড!' বিড়বিড় করে বললেন বিজ্ঞানী।

একটু পর গতি পেলো পেট্রোল বোট, এগিয়ে চললো পাপীটি বন্দরের উদ্দেশে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিজেকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্যে তৈরি করে নিলো মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই ন্যাট প্যাটেল উল্টোপাল্টা কিছু বুঝিয়েছে গভর্নর ম্যাকব্রায়ানকে, ভাবলো ও। যদিও বিশেষ কোনও লাভ হবে না তাতে। জেসির তোলা ছবি দেখিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে আশা করা যায়।

ওগুলো দেখে নিশ্চয়ই টনক নড়বে ম্যাকব্রায়ানের। তদন্ত দল পাঠাতে বাধ্য হবেন তিনি টানাকাবু। একবার ওখানে গেলেই পুরো বিষয়টা ওদের অনুকূলে চলে আসবে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রানার। ওর প্রধান ভরসা কিরো এবং তার বন্ধুরা। তাছাড়া ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া হাসপাতালের রোগীরা তো রয়েইছে।

গতি কমতে কমতে প্রায় থেমে পড়েছে পেট্রোল বোট। একটু পর জেটির সাথে ঘষা খেলো তার পোর্টসাইড। তালা খোলার খুট্‌খাট্ শব্দ উঠলো। দরজা খুলে উঁকি দিলো সেই অফিসার, দু'পাশে উদ্যত স্টেন হাতে দুই মেরিন।

'আপনারা বাইরে আসুন,' বললো অফিসার।

পাহারা দিয়ে ওপরের খোলা ডেকে নিয়ে আসা হলো ওদের। ওর পিঠ দু'দুটো স্টেনের লক্ষ্য, অনুভূতিটা অস্বস্তিকর লাগলো রানার। বিজ্ঞানীর দিকে খুব একটা নজর দিচ্ছে না সৈনিকরা। চারদিকে তাকালো রানা। পাপীটি হারবার-ই, তবে আগের জায়গা নয়। হারবারের প্রায় শেষপ্রান্ত এটা–ন্যাভাল এরিয়া।

পেট্রোল বোটের স্টার সাইডে বাঁধা রয়েছে জাকারানডা। কয়েকজন ফরাসী মেরিন ছাড়া নিজেদের কাউকে দেখতে পেলো না রানা ওটায়। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক পেরিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ একটা পুলিস ভ্যানে তোলা হলো ওদের। গলিঘুঁজি পেরিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে থামলো ভ্যান। বিল্ডিংটা পুরান ধাঁচের। গোটা দশেক মার্বেল পাথরের চওড়া ধাপ পেরিয়ে প্রায় একতলার ছাত সমান উঁচু

রকে উঠে এলো ওরা অফিসারের পিছন পিছন। ঠিক দু'ফুট পিছনেই রয়েছে গার্ড।

প্রথম রুমটা বিশাল। ক্লারিক্যাল সেকশন এটা। ভেতরের অসংখ্য চেয়ার-টেবিলের ফাঁক গলে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডানে মোড় নিলো অফিসার। লম্বা করিডর ধরে পঁচিশ গজমতো এগুতেই সামনে একসার সেল। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা সেলের তালা খুললো লোকটা, মোটা গরাদের দরজাটা মেলে ধরে চোখ ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বললো রানা এবং রিচার্ড ওয়াকারকে।

'কতোক্ষণ থাকতে হবে এই জাহান্নামে?' ভেতরে এক পলক নজর বুলিয়ে কর্কশ গলায় বললেন রিচার্ড।

'দুঃখিত, মঁশিয়ে। ওটা নির্ভর করে ওপরমহলের ইচ্ছের ওপর।'

ওদের ভেতরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিলো অফিসার। বুট জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ তুলে ফিরে গেল মেরিন গার্ড দু'জনকে নিয়ে।

'হারামজাদা!' বাঁ হাতের তালুতে চটাশ্ করে ঘুসি বসালেন বিজ্ঞানী। 'এদের ওপর বেশ প্রভাব আছে প্যাটেল হারামজাদার। একটা অমার্জনীয় গণহত্যা ঘটিয়েও কেমন বহাল তবিয়তে আছে, আর আমরা কিনা জেলে ঢুকে বসে আছি। আশ্চর্য!'

'ব্যস্ত হবেন না, মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। হাই অফিশিয়ালদের মুখোমুখি একবার হতে পারলে দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পুরো তিন ঘণ্টা পর আরেক পুলিস অফিসারকে দেখা গেল সেল গেটে। তালা খুলে বের করলো সে ওদের। নিয়ে এলো সাজানো গোছানো এক অফিসরুমে। বড় একটা ডেস্কের ওপাশে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন রাগী চেহারার সিনিয়র পুলিস অফিসার। ভেতরে ঢুকলো ওরা দু'জন। সঙ্গের অফিসার ঢুকলো না, দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

'বসুন!' ধমকের সুরে বললেন অফিসার। চোখমুখ কুঁচকে এমন ভাবে চাইলেন, যেন ওরা দুটি নর্দমার কীট, উঠে এসেছে ঘর নোংরা করতে। ঠোঁট বাঁকিয়ে রিচার্ড ওয়াকারের দিকে তাকালেন তিনি প্রথমে। পরক্ষণে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রানার ওপর। আরও কঠিন হয়ে উঠলো চাউনি।

'আমি আমার দেশের কনসালের সাথে কথা বলতে চাই, এই মুহূর্তে,' কড়া গলায় বললেন রিচার্ড।

'সিট ডাউন।'

'আগে...'

'শাট আপ!' প্রচণ্ড ধমকে ঘর-দোর কেঁপে উঠলো থর থর করে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন অফিসার, এরইমধ্যে দু'চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সামনে রাখা একটা বেতের ছড়ি তুলে দোলালেন শাসানোর ভঙ্গিতে। 'সিট্, নাউ!'

একেবারে চুপসে গেলেন রিচার্ড অফিসারের অগ্নিমূর্তি দেখে। সমস্ত তেজ উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে। তার চোখে চোখ রেখে বুঝতে পারলেন, বলা যায় না, এবার হয়তো সত্যিই গায়ে হাত তুলে বসবে। এই সময় টেবিলের ওপরকার নেমপ্লেটটা চোখে পড়লো তাঁর, মেজাজ খাপ্পা হয়ে থাকায় লক্ষই করেননি

এতোক্ষণ। নাম-পদবী পড়লেন তিনি অফিসারের। স্বয়ং চীফ অভ পুলিস, অ্যারন ফ্রান্সিস ইনি। আর একটা কথাও না বলে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি। রানাও বসলো।

'খোশগল্প করার জন্যে ধরে আনা হয়নি এখানে আপনাদের, মঁশিয়ে ওয়াকার, বুঝতেই পারছেন,' অসম্ভবরকম শীতল গলায় বললেন পুলিস প্রধান। 'টানাকাবুতে গণহত্যা ঘটিয়ে এসেছেন আপনারা। আপনারা খুনী, অসংখ্য নিরীহ, চিকিৎসাধীন দ্বীপবাসীর প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন। পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছেন সরকারী হাসপাতাল।'

মৃদু গলায় রানা বললো, 'আপনার অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন, মঁশিয়ে ফ্রান্সিস। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন আপনি।'

বাঁ হাতে থাবা চালিয়ে টেবিলের কোণে রাখা একটা ফাইল নিজের সামনে নিয়ে এলেন পুলিস প্রধান। 'এটায় আপনাদের দু'জনের গত সপ্তার কার্যকলাপের প্রতিটি খুঁটিনাটি নোট করা আছে, মঁশিয়ে মাসুদ রানা। গত সপ্তায় পাপীটিতে পা রেখেই টানাকাবুর লেপ্রসি হসপিটালের প্রবীণ এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক ডক্টর, ফ্রেডরিখ কাজম্যান সম্পর্কে এমন সব অভিযোগ আপনারা এনেছেন, যা তাঁর জন্যে অত্যন্ত মানহানিকর, এবং তাঁর রেপুটেশনের জন্যে ক্ষতিকর। আমাদের গভর্নর নিজে আপনাদের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দেবার পরও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন আপনারা। ইন্দোনেশিয়া যাবার জন্যে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যান টানাকাবু। কেন?'

কেউ কোনও কথা বললো না ওরা।

'আমার কাছে প্রমাণ আছে, ওখানে ডক্টর কাজম্যানের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া হয় আপনাদের। পরে তাঁকে হত্যা করেন। ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার জন্যে শেষে আগুন ধরিয়ে দেন হসপিটালে। আপনারা দু'জন, এবং জাকারানডার প্রতিটি অফিসার–ক্রু জড়িত এ ঘটনার সাথে।'

'এতো খবর আপনি কিভাবে পেলেন, জানতে পারি?' বললো রানা। 'যতোদূর জানি, টানাকাবুর সাথে আপনার সরাসরি কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, কে এ খবর বয়ে এনে দিলো আপনাকে এতো দ্রুত?'

একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এবার পুলিস প্রধানকে। 'তা, আমাদের সোর্স তো ।' থেমে গেলেন তিনি।

'ন্যাট প্যাটেল, অস্ট্রেলিয়ান, এই তো?'

খুক্ করে কাশলেন অ্যারন ফ্রান্সিস। 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি? মিথ্যে তো বলেননি প্যাটেল! জবানবন্দিতে তিনি বলেছেন, আরেকটু হলে তাঁর প্রাণটাও যাচ্ছিলো সেদিন আপনাকে বাধা দিতে গিয়ে। মঁশিয়ে প্যাটেলের জাহাজ ডুবিয়ে দেবার আয়োজন করেছিলেন আপনি।'

হেসে উঠলো মাসুদ রানা। 'কিভাবে?'

'ওটা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি আমি।'

'আপনি বলেছেন, ডক্টর কাজম্যানের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া হয় সেদিন আমাদের, আপনার কাছে তার প্রমাণ আছে। কি প্রমাণ আছে, দয়া করে বলবেন

কি? আসলে এসব শোনা কথা, মঁশিয়ে ফ্রান্সিস। কোনো প্রমাণ নেই আপনার হাতে। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো যে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয় আমাদের ডক্টর কাজম্যানের সাথে। ঝগড়া তো দূরের কথা, কোনো কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। আপনি যদি নিজে উদ্যোগী হয়ে খোঁজখবর নিতেন, কিরো নামে এক আইল্যাণ্ডারের কাছে সত্যি ঘটনাটা জানতে পারতেন। আমরা হসপিটালে আগুন লাগাইনি, বরং আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা করেছিলাম। অনেক রুগীর প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

কথার মধ্যে একবারও রানাকে বাধা দিলেন না পুলিস প্রধান মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ওর জবানবন্দী। রানা থামতে হেলান দিয়ে বসলেন, কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো অফিসারের দিকে তাকালো রানা, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, দৃষ্টি পুলিস প্রধানের ওপর নিবদ্ধ।

রিচার্ড ওয়াকার মুখ খুললেন এবার। 'এই লোক, ন্যাট প্যাটেল, আমার ভাই ডেভিড ওয়াকারের খুনী, মঁশিয়ে ফ্রান্সিস। মৃত্যুর আগে কথাটা আমাদের জানিয়ে গেছেন ডক্টর কাজম্যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এখনই ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারছি না। তবে অন্য সব অভিযোগ যে মিথ্যে, তা প্রমাণ করতে পারবো। প্রচুর ছবি তুলেছি আমরা ওই অগ্নিকাণ্ডের। ফিলমটা ডেভেলপ করালেই বুঝবেন, কতোবড় ধোঁকা দিয়ে গেছে আপনাকে ন্যাট প্যাটেল।'

'অল রাইট, মঁশিয়ে ওয়াকার। শুনলাম আপনাদের বক্তব্য। আপনার ক্যামেরাও চেক করা হবে। তাছাড়া, দেরিতে হলেও, অন্য একটা পুলিস পেট্রোল বোট পাঠিয়েছি আমি টানাকাবু। দেখা যাক, কি রিপোর্ট দেয় ওরা। ওরা না ফেরা পর্যন্ত আপনাদের মুক্তি দিতে পারছি না, দুঃখিত।'

'কি!' তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী, তড়পাচ্ছেন প্রচণ্ড রাগে। 'খুনী ঘুরে বেড়াবে নিশ্চিন্ত মনে, আর আমরা বিনা অপরাধে হাজত খাটবো? এ কোন ধরনের বিচার?'

'বসুন, মঁশিয়ে ওয়াকার। উত্তেজিত হবেন না,' পিছনের অফিসারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন ফ্রান্সিস। ধীরপায়ে বিজ্ঞানীর পিছনে এসে দাঁড়ালো সে। তাড়াতাড়ি হাত ধরে টেনে বসালো তাঁকে রানা।

'চুপ করে বসুন,' চাপা গলায় বললো। 'আমাকে কথা বলতে দিন।' পুলিস প্রধানের দিকে ফিরলো ও। 'ন্যাট প্যাটেল এখন কোথায়?'

মাথা নাড়লেন ফ্রান্সিস। 'এখনই তা বলা যাবে না, দুঃখিত। আসলে, আপনাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে ভাববেন না, কথা দিচ্ছি, ন্যাট প্যাটেলের সঙ্গে আবার কথা বলবো আমি এ ব্যাপারে। তার আগে, মঁশিয়ে মাসুদ রানা,' ডানদিকের ওপরের ড্রয়ারটা খুলে একটা কাঠের বাক্স বের করলেন। ডালা খুলে এক এক করে তিনটে রিভলভার আর একটা পিস্তল বের করে সাজিয়ে রাখলেন পাশাপাশি। '...এটা একটা ওয়ালথার পি পি কে, মঁশিয়ে। পাওয়া গেছে জাকারানডায়, আপনার কেবিনে। আর রিভলভারগুলো পাওয়া যায় আপনাদের তিনজন অফিসার ক্রু-র পজেশনে। এগুলোর সাথে প্রচুর গুলিও হস্তগত হয়েছে আমাদের। আরও ছিলো, আমি শিওর। কিন্তু আগে থাকতে সেগুলো সাগরে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়েছে আপনাদের লোক। সে যাক্, এখন বলবেন কি, এগুলো আপনাদের মতো নিরীহ লোকের সঙ্গে কেন? কোনো সাইন্টিফিক এক্সপিডিশনে এসব ভয়ঙ্কর অস্ত্র কি কাজে লাগবে?'

'ওগুলো আসলে নিরাপত্তার জন্যে আনা হয়েছে,' অবলীলায় বললো রানা বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে। 'পরীক্ষা করলেই দেখবেন, ওগুলোর কোনোটা থেকেই এ পর্যন্ত একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি।'

'হ্যাঁ। তা অবশ্য ঠিক। এবার দয়া করে খুলে বলুন, ন্যাট প্যাটেল সম্পর্কে কি কি অভিযোগ আছে আপনাদের।'

বললো রানা। আই. জি. ওয়াই ছেড়ে ডেভিড ওয়াকারের ক্যাপিটাল মাইনার'স-এ যোগ দেয়া থেকে শুরু করে, ন্যাট প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, তারও আগে পেরু-তে মিগুয়েল কার্লোসের কীর্তি-র‍্যাঙ্গার হত্যাসহ সর্বশেষ টানাকাবু হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তারিত খুলে বললো অ্যারন ফ্রান্সিসকে। শুনতে শুনতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন পুলিস প্রধান। রানা থামতে ফিরলেন বিজ্ঞানীর দিকে। 'পুরো ঘটনা লিখে দিন, মঁশিয়ে ওয়াকার, প্লীজ। আপনাদের মুক্তি দেবো আমি। তবে আপাতত কয়েকদিন জাহাজে নজরবন্দী থাকবেন। পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবো আমাদের পেট্রোল বোট ফিরে এলে।'

'বেশ, দেবো। কিন্তু ন্যাট প্যাটেল কোথায়?'

'চলে গেছে।'

'পালিয়েছে তাহলে খুনীটা?'

'পালিয়েছে বলা ঠিক হবে না। আমাদের সামনে দিয়েই গেছে সে। আর সত্যিই প্যাটেল খুনী কি না, এখনও তা প্রমাণ হয়নি। অতএব, তার আসা-যাওয়ায় আমি বাধা দিতে পারি না। সে যা-ই হোক, ওটা এখন আমার মাথাব্যথা,' আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। আনমনে বললেন, 'অবশ্য এসেই চলে যাবে, ভাবিনি আমরা। আগে জানলে...,' থেমে গেলেন আচমকা। প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'নিন, মঁশিয়ে ওয়াকার, লিখে ফেলুন,' কাগজ-কলম এগিয়ে দিলেন তিনি বিজ্ঞানীর দিকে।

তাঁর কথাগুলো কেমন কেমন মনে হলো রানার। প্যাটেল পালিয়ে যাবে, আগে জানলে কি তাকে বাধা দিতেন পুলিস প্রধান? কেন? পাপীটি পুলিসের সন্দেহভাজনদের তালিকায় নাম আছে তার? ডেভিড ওয়াকারের সাথে তাকেও কি র‍্যাঙ্গার হত্যার সাথে জড়িত বলে মনে করে পুলিস? হতে পারে। ওরা জানে, ন্যাট প্যাটেলের জাহাজই চার্টার করেছিলেন দুই বিজ্ঞানী।

দু'ঘণ্টা পর জাহাজে ফিরে এলো রানা এবং রিচার্ড ওয়াকার। তার আগেই পুলিস গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে—জাকারানডার ডেকে দু'জন, জেটিতে দু'জন। ক্যাপ্টেন আজম অভ্যর্থনা জানালো ওদের গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায়। সারা গালে, কপালে ব্যাণ্ডেজ তার। চেহারাটা হয়েছে কিম্ভূত।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলো সে। 'কেমন আছেন, মাসুদ ভাই?'

'ভালো। তোমার কি অবস্থা?'

'মোটামুটি.' গালের ব্যাণ্ডেজে আলতো করে হাত বোলালো 'ব্যথা নেই

এখন আর।'

'ব্যাণ্ডেজ করলো কে?'

'এখানকার পুলিসের ডাক্তার। কয়েকটা ক্ষত স্টিচও করে দিয়েছে।'

পরবর্তী তিনটে দিন জাহাজেই কাটাতে হলো রানা, রিচার্ড ওয়াকার এবং আজমকে। তীরে নামতে দেয়া হলো না। অন্যদের ব্যাপারে অবশ্য কোনও বিধিনিষেধ ছিলো না, যার যখন ইচ্ছে, তীরে গেছে তারা, ঘুরেফিরে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ দিন সন্ধের পর পুলিস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের দু'জনকে। পুলিস প্রধান অ্যারন ফ্রান্সিস অপেক্ষায় ছিলেন। রাগের ছিটেফোঁটাও নেই ভদ্রলোকের চেহারায়। উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন বিজ্ঞানী এবং রানাকে। 'আসুন, আসুন। বসুন, প্লীজ।'

ওরা বসতে বেল বাজিয়ে কফির নির্দেশ দিলেন পুলিস প্রধান। বুঝতে অসুবিধে হলো না, টানাকাবুর পুলিসী তদন্ত সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তাঁকে। 'সেদিন আপনাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্যে দুঃখিত, মঁশিয়ে ওয়াকার। আমাদের তদন্ত শেষ। আপনার লিখিত জবানবন্দীর সাথে কোথাও কোনো অমিল খুঁজে পাইনি। আমার তদন্তকারী দলের প্রধান জানতে পেরেছেন, হসপিটালে যখন আগুন লাগে, তখন ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন আপনারা সবাই। তাছাড়া, আপনাদের তোলা ছবিগুলোও পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। ওগুলোও আপনাদের ইনোসেন্সের পারফেক্ট সাক্ষী।'

তিন কাপ কফি নিয়ে এলো একজন অর্ডারলি। 'নিন, শুরু করুন,' বললেন ফ্রান্সিস। যার যার কাপ কাছে টেনে নিলো ওরা।

'আমরা তাহলে পাপীটি ত্যাগ করতে পারি?' বললো রানা।

'অবশ্যই। যে কোনো মুহূর্তে।'

'প্যাটেল বা স্যাণ্ডার্সকে পাওয়া যায়নি?'

'সরি, না। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওশেনিয়ায় থাকলে ধরা ওদের পড়তেই হবে, মঁশিয়ে রানা। আমরা অলরেডি সার্চ শুরু করে দিয়েছি। তবে সময় লাগবে। বুঝতেই পারছেন, প্যাসিফিক অনেক বড়।'

ওদের নাগাল পাওয়া এখন আর সহজ হবে না, ভাবলো রানা, ফরাসী পুলিসের ধাওয়া খেয়ে ছুটে বেড়াবে প্যাসিফিকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। কাজেই জাকারানডাকে অনুসরণ করার খুব একটা সুযোগ পাবে না হামিং বার্ড। কিন্তু তা হতে দেয়া যাবে না। আরেকবার ওকে সামনে পেতে হবে রানার।

'আপনারা যে কোনো সময় যেতে পারেন, মঁশিয়ে ওয়াকার।'

'ধন্যবাদ। পথে যদি প্যাটেল বা স্যাণ্ডার্সের কোনো খোঁজ পাই, আপনাদের জানাবো।'

'আমাদের অস্ত্রগুলোর কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ওর দিকে তাকালেন পুলিস প্রধান। 'ওগুলোও ফেরত পাবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমার এলাকায় যেন কোনো সমস্যা না ঘটে।'

'আমাদের তরফ থেকে ঘটবে না তেমন কিছু অন্তত অস্ত্রঘটিত, এটুকু

নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারি।'

'খুশি হলাম।'

একটু পর পুলিসের গাড়ি পৌঁছে দিলো ওদের জেটিতে।

# দুই

রেডিওটা মেরামত করতেই পুরো একটা দিন সময় লাগলো। এরপর রিফুয়েলিঙ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সারতে সারতে আরও একদিন। ছয় দিনের দিন দুপুরের আগে পাপীটি ছাড়লো জাকারানডা। পুলিস প্রধানকে আগেই জানিয়ে রেখেছেন রিচার্ড, ছোট ভাইয়ের লোকেট করা দুয়েকটা নডিউল ডিপোজিট রি-লোকেট করার চেষ্টায় বেরুচ্ছেন তিনি এবার–প্রথমে মিডওয়ে আইল্যাণ্ডের দিকে যাবেন। ওখান থেকে 'সম্ভবত' ইস্টার আইল্যাণ্ডে। পোর্ট ক্লিয়ারেন্সের আবেদনপত্রেও ওদুটোর উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানী।

প্রাণ ফিরে পেলো জাকারানডা। এর মধ্যে প্রায় শুকিয়ে এসেছে আজমের জখমগুলো, যদিও কাজ শুরু করার অনুমতি দেয়নি তাকে এখনও মাসুদ রানা–নিজেই ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করছে সে। সময় কাটানোর জন্যে জেসির কাছ থেকে ম্যাপ এবং পাইলট বইগুলো ধার নিয়েছে আজম। খুব আগ্রহের সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে।

পরদিন সকাল দশটার দিকে হুইল হাউসে এলো সে। হাতে প্যাসিফিক ওশেন পাইলট, ভলিউম টু। ব্রিজের পোর্ট উইঙে গোল মিটিং চলছিলো রানা, রিচার্ড, জেসি এবং ডেবোরার। ওকে দেখে উঠে এলো রানা।

'কিছু বলবে?'

বইটা দোলালো আজম। 'মনে হয় কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি।'

'এসো, বসো।' একজন ক্রু-কে দিয়ে আরেকটা চেয়ার আনিয়ে নিলো রানা সেলুন থেকে।

'হ্যালো, ক্যাপ্টেন,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'কেমন আছো আজ? ও কি! তোমার হাতে পাইলট বুক যে?'

'এমনিই, স্যার। সময় কাটতে চায় না বলে...

'ও আমাকে কথা দিয়েছে, অন্তত একটা ম্যাপ লোকেট করবে,' বললো জেসি। 'সেই শর্তে ওগুলো ধার দিয়েছি ওকে।'

'উঁহু, কথা দিইনি,' মাথা দোলালো সে। 'বলেছিলাম, চেষ্টা করবো।'

'ওই হলো।'

'কি আবিষ্কার করলে, বলো।'

'গত ক'দিন থেকে মাইক স্যাণ্ডার্সের কথা ভাবছিলাম,' বললো সে। 'দুটো অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলেছিলো ও পাপীটি পৌঁছুবার আগে

'যেমন?'

'আমরা টানাকাবু রওনা হবার সময় স্যাণ্ডার্স বলেছিলো, ভুল পথে নিউ ব্রিটেন যাচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর?'

'পাপীটি হারবারে ঢোকার আগে জেসির নোটবই ফেরত দেবার সময় বলেছিলো, গরুটা সে ভালোই এঁকেছে, কিন্তু ফ্যালকনটা একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে।' জেসির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো আজম, 'মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। বলেছিলো,' ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটির। 'তাতে কি?'

'আমরা সবাই জানি, সবাই দেখেছি, ওটা একটা ঈগল। কিন্তু স্যাণ্ডার্স বললো, ওটা নাকি ফ্যালকন, কেন?'

'কেন?' তাড়াতাড়ি বললেন ওশেনোলজিস্ট, আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে বসলেন।

'উত্তরটা আছে এই বইয়ে। ফ্যালকন আইল্যাণ্ড নামে একটা দ্বীপের নাম-উল্লেখ আছে এতে। স্থানীয় নাম ফনুয়া ফ'উ। ১৮৬৫ সালে এইচ এম এস ফ্যালকন দ্বীপটাকে আবিষ্কার করে বলে ওটা ফ্যালকন আইল্যাণ্ড নামে পরিচিত।'

'তাহলে ডিসঅ্যাপিয়ারিঙ ট্রিক-এর ব্যাখ্যা কি?' জিজ্ঞেস করলো জেসি। ম্যাপে ঈগলের নিচের লেখাটা দেখালো তাকে।

'তা-ও আছে। প্রায়ই নাকি অদৃশ্য হয়ে যায় ফ্যালকন আইল্যাণ্ড।'

'তার মানে আরেক মিনারভা আইল্যাণ্ড?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন রিচার্ড ওয়াকার।

'না। মিনারভা একটা রহস্যময় দ্বীপ, যার প্রকৃত অবস্থান জানা যায়নি আজও। কিন্তু ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের অবস্থান পরিষ্কার উল্লেখ আছে। যদিও, সবসময় দেখা যায় না তাকে।'

'সে আবার কি!' বললো রানা। 'আছে, অথচ দেখা যায় না, মানে?'

'ঠিক আছে, বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি,' নির্দিষ্ট পাতাটা মেলে ধরলো আজম। 'এই যে...। "...ফ্যালকন আইল্যাণ্ড আসলে ডুবো আগ্নেয়গিরির চূড়া, দেখতে কালচে অঙ্গারের ছোটোখাটো টিলার মতো। প্রায়ই বিস্ফোরিত হয় ভয়ঙ্করভাবে, জ্বালামুখ দিয়ে উগ্‌রে দেয় বিলিয়ন বিলিয়ন টন ছাই এবং অঙ্গার; যা তাৎক্ষণিকভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং বড়সড় দ্বীপের আকৃতি পায় জমাট বেঁধে। ১৮৮৯ সালে ফ্যালকন আইল্যাণ্ড ছিলো এক স্কয়ার মাইল আয়তন বিশিষ্ট এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। ১৮৯৪ সালের এপ্রিলে চূড়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না তার। কিন্তু ওই বছর ডিসেম্বরেই বিশাল আকৃতি লাভ করে সে, তিন মাইল লম্বা, দেড় মাইল পাশে। উচ্চতা ছিলো পঞ্চাশ ফুট"।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলো আজম, '"ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের ঘন ঘন সৃষ্টি এবং ধ্বংস বেশ রহস্যময়। ১৯৩০ সালে দেখা গেছে তাকে সোয়া এক মাইল লম্বা এবং চারশো সত্তর ফুট উঁচু। সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে কিছুই ছিলো না সেখানে ওই পজিশনে ডুবুরী নামানো হয়েছিলো।

ঠিক যেখানে ফ্যালকনের থাকার কথা, সেখানে পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না"।'

হাত বাড়িয়ে বইটা নিলেন রিচার্ড ওয়াকার। গভীর চিন্তায় পড়ে গেছেন। আপনমনে বললেন, 'তার মানে ধুয়ে মুছে যায় সব। সলিউবল্!'

'ম্যাঙ্গানিজ নডিউল ফরম্ করার উপাদান, তাই না, স্যার?' বললো রানা

'ঠিক ধরেছো। যদি ধরে নেয়া যায়, গত এক মিলিয়ন বছর ধরে বিশ বছর পর পর বিস্ফোরিত হয়েছে ফ্যালকন, তাহলে কয়েক হাজার বিলিয়ন টন উপাদান উদ্গীরণ করেছে সে। ওর মধ্যে ধাতব আকরিকের পরিমাণ হয়তো বেশি হবে না, কিন্তু ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। এখানে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে নডিউল জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া। খুব দ্রুত ফরম্ করেছে সেখানকার নডিউল, ইউ সি?'

ঝট্ করে আজমের দিকে ফিরলেন ওশেনোলজিস্ট, 'দ্বীপটা কোথায়, ক্যাপ্টেন? লোকেশন?'

'ফ্রেণ্ডলি আইল্যাণ্ডস-এ। টোঙ্গান গ্রুপ। মেইন আইল্যাণ্ড টোঙ্গাটাপুর চল্লিশ মাইল উত্তরে।'

'এখান থেকে কতোদূর?'

'আমি দেখছি,' চার্টরুমের উদ্দেশে পা বাড়ালো রানা।

চোখ নামিয়ে কোলের ওপর রাখা খোলা পাইলট বইটার দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী আনমনে। এমন সময় জোর বাতাসে তিন-চারটে পৃষ্ঠা উল্টে গেল। অলস চোখে চেয়েই আছেন তিনি। হঠাৎ কপাল কুঁচকে উঠলো তাঁর, আরেকটু ঝুঁকে পড়ে ব্যগ্র হয়ে কি যেন পড়তে লাগলেন। আচমকা হা হা করে হেসে উঠলেন।

'কি হলো, ড্যাড?' বললো জেসি। 'হাসির কি দেখলে?'

'দেখো দেখি, কি কাণ্ড!'

ফিরে এলো রানা। বললো, 'একশো ষাট মাইল দক্ষিণে আছি আমরা ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের।'

'আগে এদিকে এসো, দেখে যাও,' মিটিমিটি হাসছেন এখনও বিজ্ঞানী।

'কি?'

'আমরা ভুল জায়গায় খুঁজতে গিয়েছিলাম মিনারভাকে। এই যে,' আঙুলের মাথা দিয়ে টোকা মারলেন তিনি বইটার খোলা পাতায়। 'এখানে আছে মিনারভা রীফের নাম—টোঙ্গাটাপুর দুশো ষাট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।'

'তা কি করে হয়? একই নামে দুটো দ্বীপ!'

'তাইতো দেখছি। শেল কোরাল আর আগ্নেয় অঙ্গারের বিরাট এক ভাণ্ডার আছে এখানে। গভীরতা আঠারোশো থেকে ছত্রিশশো ফুট।'

'ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের কোনো উল্লেখ আছে?'

'কাম অন, বয়। এগুলো ন্যাভাল রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে লেখা। ওরা বড় বড় মোমের টুকরো দড়িতে বেঁধে পানিতে ফেলে গভীরতা মাপার জন্যে মোমের সাথে আটকে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সী বেড মেটেরিয়ালও অবশ্য উঠে আসে এতে। কিন্তু নডিউলের ভার সইবার ক্ষমতা নেই মোমের যে টেনে সারফেসে তুলে আনতে

পারে, সে যতো ছোটই হোক।'

'আই সী।'

'আচ্ছা বাদ দাও। ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের কথা কি যেন বলছিলে, কতো দূরে?'

'একশো ষাট মাইল, দক্ষিণে।'

'মোটে?'

'ভাবছি, ওদিকটা ঘুরে গেলে কেমন হয়?' আনমনে বললো রানা। 'মনে হচ্ছে ওদিকেই গেছে হামিং বার্ড।'

'এরকম ধারণা হলো কেন তোমার? আমার তো মনে হয় রাবাউলেই আছে ওরা।'

'উঁহুঁ। অতো দূরে যাবে না ন্যাট প্যাটেল, তাতে আমাদের হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। কাছেপিঠেই কোথাও আছে,' উঠে গেল রানা। ব্রিজে এসে কোর্স অলটার করতে বললো হুইলে দাঁড়ানো ভূষণেন্দুকে—গতিপথ পাল্টে সোজা দক্ষিণে চললো জাকারানডা।

সর্বক্ষণের সঙ্গী, প্রিয় অস্ত্রটিকে তেল দিয়ে চকচকে করে তুলেছে রানা। যে কোনও মুহূর্তে এটার প্রয়োজন পড়তে পারে, ভাবছে ও। শোল্ডার হোলস্টারে রেখে অত্যন্ত দ্রুত কয়েকবার বের করলো ওয়ালথারটিকে, লক্ষ্য, কেবিনের অ্যাটাচড্ বাথরুমের ইয়েল লকের চাবীর ছিদ্র। ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হলো। দু'বার নক্ হলো দরজায়।

'কাম ইন,' ওয়েস্ট কটন দিয়ে হাতের তেল মুছতে লাগলো রানা।

দরজা খুলে গলা বাড়ালো জেসি ওয়াকার। পিছনে ডেবোরা শিলটনকেও দেখা যাচ্ছে। 'বেশি ব্যস্ত, রানা?'

'না। চলে এসো।'

বেডের মাথার দিকে রাখা দুটো সোফায় বসলো ওরা। বিছানার ওপর রাখা রানার ওয়ালথার পি পি কে-র ওপর চোখ গেল জেসির। 'গুলি নেই তো?'

'না।'

উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো সে অস্ত্রটা। 'এটা কিভাবে চালাতে হয়, শেখাবে আমাকে?'

'কি করবে শিখে?'

'এমনিই শিখবো। শখ আর কি। বলা তো যায় না, যে-কোনো সময় কাজে লেগে যেতেও পারে বিদ্যেটা।'

হাসলো রানা। 'কি কাজে লাগবে?'

'তার কি কোনো ঠিক আছে?' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু থেমে গেল রানার দিকে তাকিয়ে। ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'হাসছো যে?'

'না, এমনিই।'

খেপে গেল মেয়েটি। 'ফটোগ্রাফির বিদ্যে জানা ছিলো বলেই কারেক্ট শটগুলো তুলতে পেরেছিলাম টানাকাবুতে, যা দেখিয়ে রেহাই পেয়েছো পাপীটি পুলিসের

হাত থেকে। ভুলে গেলে এরই মধ্যে?'

'না, ম্যাডাম। ভুলিনি। কিন্তু ক্যামেরা আর ফায়ার আর্মস এক জিনিস নয়। একটু এদিক ওদিক হলেই...'

'কেন হবে? আমি কি কচি খুকি নাকি?'

কি ভেবে রাজি হয়ে গেল রানা। পোর্টহোল গলিয়ে ফেলে দিলো ওয়েস্ট কটনটুকু। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। শেখাবো। কাল সকাল থেকে শুরু হবে তোমার ক্লাস,' ডেবোরার দিকে ফিরলো রানা। একটা কথাও বলেনি মেয়েটি এতোক্ষণ। 'আপনিও আগ্রহী?'

ছোট্ট করে মাথা দোলালো ডেবোরা। 'হ্যাঁ।'

'এটা দিয়ে অনেক মানুষ খুন করেছো তুমি, না?' ক্লিপবিহীন ওয়ালথার পি পি কে-টা দোলাচ্ছে জেসি।

ট্রেনিঙের জন্যে আফটার ডেক বেছে নিয়েছে রানা। টার্গেট, ক্রুশের মতো দেখতে জাকারানডার মাস্তুল এবং মাস্তুল দণ্ডের সংযোগস্থল। ডেবোরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে আছে এদিকে।

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'নেভার মাইণ্ড। নাম কি এই রিভলভারের?'

'ওটা পিস্তল। ওয়ালথার পি পি কে।'

'জার্মান?'

'হ্যাঁ। জার্মান। এবার আসল কাজ শুরু করো। কাজ বেশি, কথা কম।'

'বাহ্, এগুলো ভাইটাল পয়েন্ট। জানতে হবে না আমাকে?'

'যা যা জানতে হবে, আমিই জানাবো সময়মতো। প্রথমে তোমাকে শিখতে হবে গান পয়েন্টিঙ। দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে, কোনসময় কিভাবে পয়েন্ট করতে হবে শত্রুকে, পরিস্থিতি বুঝে আর কি। এরপর ফাস্ট অ্যাকশন'। ওটা অবশ্য পরে। প্রথমে যা বলছিলাম, গান পয়েন্টিঙ, এরপর ট্রিগারে আঙুল রাখা, ট্রিগার পুল করা; খুব আলতো করে, যাতে ঝাঁকি না লাগে হাতে। অল রাইট?'

'অল রাইট।'

প্রাথমিক ব্যাপারগুলো হাতে ধরে শিখিয়ে দিলো রানা ওকে। 'স্ন্যাপ শূটিং বলে একে। এতে চ্যাম্পিয়নদের মতো টু দ্য পয়েন্টে হিট্ হয়তো করতে পারবে না, কিন্তু শত্রুকে আহত করতে পারবে সহজেই, অচল করে দিতে পারবে।'

মাথা দোলালো জেসি।

'শুরু করে দাও। আপাতত টার্গেট ওই একটাই,' হাত তুলে বিশাল ক্রুশটা দেখালো রানা। 'মাস্ট আর ইয়ার্ডআর্মের জয়েন্ট এইম করো। প্রথমে দাঁড়িয়ে, তারপর এক হাঁটু গেড়ে বসে। সবশেষে শুয়ে।'

একেবারে আনাড়ী হলেও দু' ঘণ্টার মধ্যে প্রথম তিনটে অবস্থান গ্রহণ এবং লক্ষ্য নির্ধারণ, দুটোতেই মোটামুটি সাফল্য অর্জন করলো জেসি ওয়াকার। এরপর ট্রিগার টানা—লাঞ্চের আগে এ ক্ষেত্রেও রানাকে সন্তুষ্ট করলো। খেতে বসে গলা দিয়ে নামলো না তার কিছুই, উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ফুটছে টগবগ করে।

সন্ধের আগে পিস্তল ড্র এবং সেফটি ক্যাচ অফ করাও আয়ত্ত করে নিলো সে।

পরদিন ডেবোরা শিলটনের পালা। জেসির চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি শিখলো মেয়েটি। আগেরদিন জেসির ট্রেনিঙের সময়ই প্রাথমিক বিষয়গুলো মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছিলো চোখে দেখে। কিন্তু জেসির মতো উচ্ছ্বসিত হলো না সে মোটেই, খুব সহজভাবেই নিলো ব্যাপারটাকে, যেন এটাও রোজকার রুটিনবাঁধা সাধারণ কোনও কাজ। অবশ্য লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে দু'জনেরই সামান্য ত্রুটি আছে দেখা গেল। প্রতিবারই টার্গেট থেকে সামান্য এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে ব্যারেল। আরও একটা দিন ব্যয় হলো ওটা সারাতে।

এরপর সরাসরি শূটিং। একখণ্ড হার্ডবোর্ডের ওপর কালো এনামেল পেইন্ট দিয়ে বড় একটা বৃত্ত এঁকেছে রানা। তার মাঝখানে আরেকটা ভরাট বৃত্ত। বো-র সরাসরি ওপরে বসানো হলো টার্গেট। তিনটে করে গুলি বরাদ্দ করলো রানা দুই ছাত্রীকে। আশেপাশে ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে দর্শনার্থীদের, রিচার্ড ওয়াকারও আছেন তাদের মধ্যে, গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছেন।

অস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদির ব্যাপারে ছোটকাল থেকেই দারুণ ভয় তাঁর মনে, সারাজীবন এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছেন সযত্নে। আজ ভাবছেন, ওদের মতো ট্রেনিঙটা নিতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পারলেন না লজ্জায়।

'শূটিঙের আগে আরেকটা কাজ সারতে হবে তোমাদের,' বললো রানা। 'মাঝখানের ছোট্ট বিন্দুটা তাক্ করো তর্জনী দিয়ে। দাঁড়িয়ে, খুব ফাস্ট–দশবার। চোখ এবং আঙুলের ডগা একই লাইনে থাকতে হবে। শেষবার এইমিঙের পর হাত নামাবে না কেউ, আমি চেক্ করবো।'

পাশাপাশি দাঁড় করালো ও মেয়েদের। 'শুরু করো, ওয়ান,... টু,... থ্রি,... দাঁড়াও দাঁড়াও, হচ্ছে না।'

দু'বার হতে না হতেই থামিয়ে দিলো রানা। 'হাত ওভাবে সরাসরি নিচ থেকে ওপরে তুললে হবে না। এভাবে,' দেহের পাশ থেকে ডান হাতটা সিকি চন্দ্রাকারে ঘুরিয়ে তুলে দেখালো। '...ঠিক এভাবে তুলতে হবে।'

চোখ গরম করে ঘুরে দাঁড়ালো জেসি, 'আগে বলতে কি হয়েছিলো?'

'সরি,' হেসে ফেললো রানা। 'মনের ভুল।'

এবারও জেসির চেয়ে ভালো ফল করলো ডেবোরা শিলটন।

'এবার এসো, জেসি ফার্স্ট,' ব্রিচে একটা বুলেট পুরে ওয়ালথারটা এগিয়ে দিলো রানা। নিলো ওটা জেসি। অল্প অল্প কাঁপছে হাত। 'ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। তবে ট্রিগার পুল করার সময় কব্জি শক্ত রাখবে। নইলে ব্যাক্ প্রেশারে ভেঙে যেতে পারে কব্জি। এইম করার জন্যে সময় নিতে পারবে না, পিস্তল তুলতে শুরু করার মুহূর্তে অফ করতে হবে সেফটি ক্যাচ, অ্যাণ্ড দেন...।'

প্রথম গুলিটা টার্গেটের বাড়ির ধার দিয়েও গেল না। দ্বিতীয়টা হার্ড বোর্ডে লাগলো বটে, তবে বড় বৃত্তটার বাইরের দিকে। শেষের গুলি বৃত্ত আর বিন্দুর মাঝামাঝি জায়গা ভেদ করে বেরিয়ে গেল। হৈ হৈ করে অভিনন্দন জানালো দর্শকরা জেসিকে। ডেবোরার তিনটে গুলিই টার্গেটে আঘাত করলো, শেষেরটা

মাত্র দু'ইঞ্চির জন্যে বিন্দুটা ভেদ করতে ব্যর্থ হলো।

'চমৎকার!' দুই ছাত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো মাসুদ রানা। 'এতো ভালো ফল মোটেই আশা করিনি আমি, খুব ভালো করেছো তোমরা। মাত্র তিন দিনে এর চেয়ে ভালো ফল আর হতেই পারে না। স্ন্যাপ শূটিঙে দশ ফুট দূরের শত্রুকে অনায়াসে ঘায়েল করতে পারবে এখন তোমরা।'

পাপীটি ছেড়ে আসার ছয় দিনের দিন সকালে নুকু আলোফা পৌঁছুলো জাকারানডা। টোঙ্গান গ্রুপের প্রবেশদ্বার নুকু আলোফা—প্রশান্ত মহাসাগরের ঘন জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ শহর। আর সব দ্বীপের মতোই ভিক্টোরিয়ান টাইপের ঘর-দোর।

দূরে কয়েকটা উঁচু দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই কাঠের তৈরি ঘর এ দ্বীপে, গ্যালভানাইজড্ টিনের চালা চকচক করছে সকালের রোদ গায়ে মেখে। চলন্ত মোটরযানগুলোকে দূর থেকে খেলনার মতো মনে হচ্ছে। অধিবাসীরা মোটামুটি পয়সাওয়ালা। পশ্চিম প্যাসিফিকের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং খনিজ কয়লার প্রধান ঘাঁটি ছিলো একসময় নুকু আলোফা। যদিও অতীতের সেই গৌরবময় অবস্থান নেই এখন তার, ক্রমে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সুভা দখল করে নিয়েছে সে জায়গা।

'জায়গাটা দেখছি ডুবো আগ্নেয়গিরির ডিপো,' পাইলট বুক থেকে মুখ তুললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আর একটু স্লো করো।' ব্রিজে রানা এবং আজমের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হুইলে শাহরিয়ার।

তাড়াতাড়ি বেল বাজিয়ে জাহাজের গতি আরও কমিয়ে দিলো রানা। দূরবীনে চোখ রেখে সামনের দিকে সতর্ক নজর বোলাচ্ছে। গতি কমে যাওয়ায় ডেকটা একটু বেশি দুলছে বলে মনে হচ্ছে। দ্রুতগতির সময় দুলুনি এতোটা টের পাওয়া যায় না। দুলুনির মাত্রা এবং ঝাঁকুনি তখন একই রকম থাকলেও, অল্পক্ষণেই তা সয়ে নেয় দেহ—ঝাঁকিগুলো আলাদা আলাদাভাবে অনুভূত হয় না।

নিরাপদেই অ্যাঙ্কোরেজে প্রবেশ করলো জাকারানডা। পোর্ট অফিশিয়ালরা বিদেয় হওয়ামাত্র মেয়েদের নিয়ে তীরে নামলো রানা হোটেলের সন্ধানে। আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলো জেসি, লোনা পানিতে গোসল করে জট পাকিয়ে গেছে চুল। ছাঁটাতে হবে। সেই সাথে দু'তিন দিনের বিশ্রাম এবং মিষ্টি পানিতে গোসল না হলেই নয়। ডেবোরারও একই মত।

নুকু আলোফার সেরা, থ্রি স্টার হোটেল প্যাসিফিক প্যালেসের সেন্ট্রালি এয়ারকণ্ডিশণ্ড রিসেপশন হলে ঢোকার সাথে সাথে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। 'উফ, বাবা, বাঁচলাম!' সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো জেসি। ডেবোরা কোনও মন্তব্য করলো না। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছে রানা, বেশি একটা কথা বলে না এ মেয়ে। তাই বলে মুখ গোমড়া করেও থাকে না। সবসময় হাসিখুশি একটা ভাব আছে চেহারায়। অতিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়।

রানার প্রশ্নের জবাবে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে জানালো রিসেপশনিস্ট, 'সরি,

মঁশিয়ে। মাত্র তিনটে রুম আছে। একটা ডবল, দুটো সিঙ্গেল

'মুশকিল,' মেয়েদের দিকে ফিরলো রানা। 'কি করা যায় তাহলে?'

'কি আর করা যাবে। তুমি আর ড্যাড সিঙ্গেল দুটো নাও, আমি আর ডেবোরা ডাবলটায় থাকি,' বললো জেসি।

'আপনাদের অসুবিধের জন্যে দুঃখিত, মাদামোয়াজেল,' হাত কচলাতে লাগলো প্রৌঢ় রিসেপশনিস্ট। 'ছ'টা সিঙ্গেল রুম ছিলো আরও, দু'দিন আগে বুক হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, এতেই চলবে আমাদের,' বললো রানা। রেজিস্টারে সই করে লাউঞ্জে এসে বসলো ওরা। তিনটে বিয়ারের অর্ডার দিলো। গ্লাসে দু'চুমুক দিয়েই কপাল কুঁচকে উঠলো রানার–অস্ট্রেলিয়ান বিয়ার, সোয়ান ব্র্যাণ্ড।

'এক্সকিউজ মি,' চট্ করে উঠে দাঁড়ালো রানা। 'তোমরা বসো, আমি আসছি।' দ্রুত রিসেপশন কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো ও।

'এনিথিং রঙ, মঁশিয়ে?' জিজ্ঞেস করলো প্রৌঢ়।

'না। মানে, আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিলো এখানে। কথা ছিলো এলে এই হোটেলেই উঠবেন। উনি এসেছিলেন কি না, জিজ্ঞেস করবো, তা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।'

'কি নাম আপনার বন্ধুর, মঁশিয়ে?'

'ন্যাট প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়ান।'

'আরে! তাই নাকি?' হাসলো লোকটা। 'উনিই তো বুক করেছেন ছ'টা রুম।'

'আচ্ছা! আমি তো ভাবছিলাম...তা, বুক করেছে কোত্থেকে, নিশ্চয়ই রাবাউল?'

'না, মঁশিয়ে। ন্যুমিয়া থেকে, নিউ ক্যালিডোনিয়া।'

'আই সী। কবে আসছে, বলেছে কিছু?'

'ঠিক নেই, মঁশিয়ে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে কোনোদিন এসে পড়বেন।'

'অল রাইট। থ্যাঙ্ক ইউ।'

চিন্তিত মনে টেবিলে এসে বসলো রানা। ধীরে ধীরে শেষ করলো অবশিষ্ট বিয়ারটুকু।

'কি ব্যাপার?' বললো জেসি। 'কি ভাবছো?'

'কিছু না। শোনো, আমি জাহাজে যাচ্ছি। যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। তোমরা এর মধ্যে এখানকার সেলুনেই হেয়ার কাটিং সেরে ফেলো, কেমন?'

'ঠিক আছে। কিন্তু...মনে হচ্ছে কিছু একটা অসুবিধে হয়েছে কোথাও। তাই না?'

'ও তেমন কিছু নয়। আমি গেলাম।'

বেরিয়ে পড়লো রানা। ফোরডেকে অস্থির পায়ে এ-মাথা ও-মাথা করছিলেন রিচার্ড ওয়াকার, সঙ্গে আজম আর রেডিও অফিসার বিল হান্টারকে দেখা গেল।

'রানা, জরুরী একটা খবর আছে,' বললেন তিনি।

'কি?'

'গত পরশু ভোরে নিউ ক্যালিডোনিয়ার ন্যুমিয়া পোর্ট লীভ করেছে হামিং বার্ড। কোথায় চলেছে, জানা যায়নি।'

'এদিকেই আসছে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

বিল হান্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন বিজ্ঞানী। 'দুটো ফরাসী পেট্রোল বোটের কথোপকথন শুনেছে ও একটু আগে। বলাবলি করছিলো ওরা।'

'তাই?' রেডিও অফিসারের দিকে ফিরলো রানা।

'জ্বি, স্যার। ফ্রেঞ্চরা বলছিলো, আমরা যেদিন পাপীটি লীভ করি, সেদিনই হামিং বার্ড ওখানে পৌঁছেছে। একটা পেট্রোল বোট গিয়েছিলো ন্যুমিয়া, ওদের ধরার জন্যে, কিন্তু গিয়ে শোনে বিনা নোটিশে পোর্ট ছেড়ে চলে গেছে ওরা।'

'আই সী!'

রিচার্ড ওয়াকার বললেন, 'কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে এদিকেই আসছে হামিং বার্ড?'

হোটেলের ব্যাপারটা বললো রানা তাঁকে। 'আমরা এদিকে আসবো বুঝতে পেরেই অ্যাডভান্স হোটেল বুক করেছে ন্যাট প্যাটেল।

'ঠিক এখানেই আসবো, কি করে বুঝলো?'

'খুবই সহজ,' বললো আজম। 'পথে অনেক জাহাজ পাশ কাটিয়েছি আমরা, নিয়মমাফিক তাদের সাথে আমাদের পরিচয় বিনিময় হয়েছে ওয়্যারলেসে। জাকারানডার গন্তব্য গোপন রাখার চেষ্টা করিনি আমরা, অন্তত গত তিনদিন। ওদেরই কারও কাছ থেকে জেনে থাকবে হয়তো।'

রানা বললো, 'ঠিক। হয়তো নিজেকে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছে প্যাটেল তাদের কাছে। বলেছে, দুর্ভাগ্যবশত জাকারানডার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে সে, কেউ যদি দয়া করে জানায়, কোথায় আছে ওটা ইত্যাদি ইত্যাদি।' বিল হান্টারের দিকে ফিরলো, 'নুকু আলোফা অথরিটিকে হামিং বার্ডের ব্যাপারে ইনফর্ম করেনি ওরা? নির্দেশ দেয়নি, এখানে পৌঁছামাত্র ন্যাট প্যাটেলকে অ্যারেস্ট করতে?'

'না। তেমন কিছু বলতে শুনিনি।'

'হুঁম!' ঘুরে হারবার মাউথের দিকে চাইলো রানা, আনমনে বললো, 'ওরা জানে কোথায় আছি আমরা। তবে আমরাও যে জেনে গেছি ওরা আসছে, ওরা তা জানে না। শুধু এই অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছি আমরা।'

# তিন

'একটা সমস্যা হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই,' ভেতরে ঢুকে আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আজম। হাতে একটা প্লাস্টিক কনটেইনার। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

'কি হয়েছে?' সবে লাঞ্চ সেরে রুমে ফিরেছে রানা। মিনিট দশেক গড়িয়ে নিয়ে ডকসাইডে যাবে ঠিক করেছে। কিন্তু তার আগেই হাজির হয়েছে আজম।

কনটেইনারের মুখ খুলে এগিয়ে দিলো সে রানার দিকে। 'জিনিসটা আঙুলে মেখে দেখুন।'

ঝুঁকে ভেতরে তাকালো রানা। মনে হলো গ্রীজ। তর্জনীতে সামান্য একটু নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগলো। সাথে সাথে টের পেলো ও, দেখতে মনে হলেও আসলে গ্রীজ নয় জিনিসটা। ভেতরে দানা দানা কিছু একটা রয়েছে, আঙুল বোলালেই টের পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার।

'কি এটা? কোথায় পেয়েছো?'

'গ্রীজ,' ভয়ঙ্কররকম গম্ভীর শোনালো আজমের কণ্ঠ। 'তবে কারবোরানডাম মেশানো। উইঞ্চ মোটরের মেইন বিয়ারিঙে ছিলো।'

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠলো রানা। 'ওখানে গেল কি করে?'

'বলতে পারছি না।' চেহারা দেখে মনে হলো এখনই নিজের চুল ছিঁড়তে শুরু করবে বুঝি আজম। 'কিছুই মাথায় আসছে না আমার।'

'কি করে টের পেলে ব্যাপারটা?'

'এমনিই...কি মনে হতে মেশিনারিজ চেক করতে গিয়েছিলাম। উইঞ্চে হাত দিতেই দেখি এই জিনিস।'

'হুঁম!' বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এলো রানা। 'এনজিন চেক করেছো?'

'দেখিনি। তবে দেখতে হবে।'

'ভালো ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি। কে করলো কাজটা, কখন? রাতে ডেক ওয়াচ ছিলো না?'

'ছিলো। ভূষণ আর তুহিন ছিলো। জিজ্ঞেস করেছি দু'জনকেই। কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে আমার মনে হয়, দুই একদিনের ভেতরে ঘটেনি ব্যাপারটা।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'এনজিন চেক করলেই বোঝা যাবে।' থেমে খানিক চিন্তা করলো, তারপর বললো, 'আমার মনে হয় এখানে আসার পরই ঘটেছে ব্যাপারটা।'

চুপ করে থাকলো আজম।

'আমাদের দেরি করিয়ে দেয়াই ওদের লক্ষ্য,' আনমনে বললো ও।

'তাতে লাভ?'

'হাতের মুঠোয় পেতে চায় প্যাটেল আমাদের, মনে হয়। এছাড়া আর কি হতে পারে? সে যাক্, তাড়াতাড়ি এনজিন চেক্ করতে হবে। চলো দেখি, শিপে যাই।' দ্রুত কাপড় পাল্টালো রানা।

'রিচার্ড ওয়াকারকে জানাবেন না?'

'এখনই নয়। আগে বুঝে নিই পুরোটা। চলো।'

দশ মিনিটে জাকারানডায় পৌঁছুলো ওরা। এসেই চীফ এনজিনিয়ার এবং আজমকে নিয়ে এনজিনরুমে ঢুকলো রানা। একটানা চার ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নিশ্চিত হওয়া গেল, ঠিকই আছে এনজিন। কোনও ক্ষতি হয়নি। তার মানে কি শুধু ড্রেজিঙে বাধা দিতে চায় ওদের প্যাটেল? ভাবলো রানা। নিশ্চয়ই স্যাণ্ডার্স হারামজাদা করেছে কুকাজটা। ভাগ্যিস, এর মধ্যে কোথাও ড্রেজিং করেনি ওরা, সর্বনাশ হয়ে যেতো তাহলে।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আজমকে বললো, 'বাকি সব কাল দিনের আলোয় চেক্ করবো। আজ থাক।'

মাথা দোলালো কেবল ক্যাপ্টেন। গম্ভীর হয়ে আছে এখনও, মনে মনে আটাশ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে স্যাণ্ডার্সের অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়। লোকটার ওপর প্রথম থেকেই কড়া নজর রেখেছিলো সে, অথচ তার মধ্যেও কি করে এমন একটা কাজ সম্ভব হলো তার দ্বারা, বুঝে উঠতে পারছে না কিছুতেই।

নিজেকে তার একজন ব্যর্থ স্কিপার মনে হচ্ছে। যদিও সারাক্ষণ স্যাণ্ডার্সের ওপর নজর রাখেনি সে—তা সম্ভবও নয়, পালা করে সে দায়িত্ব পালন করেছে অন্য চার কম্যাণ্ডোও। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে ছিলো সে, অতএব এ ব্যর্থতা সম্পূর্ণ তারই, ভাবছে আজম।

মেজাজ গরম হয়ে উঠছে তার ক্রমেই। কোথাকার কোন্ হারামজাদা স্যাণ্ডার্স কিনা বারবার ঘোল খাওয়াচ্ছে ওকে? টানাকাবুতে মার খাওয়ার স্মৃতিটা এখনও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরছে, তার মধ্যে আবার...।

'আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি,' আজমের মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারছে রানা। নরম গলায় বললো, 'এখন বিশ্রাম নাও।'

'জ্বি।' চোখ তুললো না সে এবারও, দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে হাত তুলে মুখের স্টিচগুলোর ওপর বোলাতে লাগলো।

মনে মনে হাসলো রানা ওর সামনে পড়লে স্যাণ্ডার্সের কি অবস্থা হবে ভেবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো। মাথা নিচু করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা আরও চারটে লজ্জাবতী লতার পাশ কাটালো ও। রেজা, তুহিন, ভূষণ এবং শাহরিয়ার। চোখ তুলে মাসুদ ভাইয়ের চোখে তাকাতে পারছে না কেউ।

ভেতরের হাসিটা ঠোঁটের কোণে এসে আশ্রয় নিলো। বেচারীদের লজ্জার ভার আর না বাড়িয়ে দ্রুত গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের দিকে এগুতে এগুতে চাপা গলায় শুধু বললো, 'খেয়াল রেখো।' রানা জানে, এটুকুই ওদের জন্যে যথেষ্ট, আর কিচ্ছুটি বলার দরকার নেই।

রাস্তায় উঠে ফিরে তাকালো রানা। জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সবাই আগের মতোই, ঘাড় কাত করে চেয়ে আছে ওর দিকে। রানা তাকাতেই ঝট্ করে নজর

নামিয়ে নিলো। হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হলো ওর।

লাউঞ্জে পাকড়াও করলেন ওকে রিচার্ড ওয়াকার। 'কি ব্যাপার? না জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? খুঁজে খুঁজে হয়রান আমরা সবাই!'

'সরি, শিপে যেতে হয়েছিলো। ঘুমিয়ে ছিলেন বলে ডিসটার্ব করিনি। চলুন, বসি।'

একটা নির্জন কোণ দেখে নিয়ে বসলো ওরা। 'মেয়েরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওপরে আছে। এখনই নামবে। কিন্তু শিপে কি জন্যে গিয়েছিলে তুমি?'

সমস্যাটা খুলে জানালো ও। আঁতকে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'সর্বনাশ! তারপর?'

'আর কোনো অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তবুও, কাল সকালে থরো চেক্‌আপ করবো সব।'

'আমার ল্যাব?' অস্থির হয়ে উঠলেন রিচার্ড, 'স্পেকট্রোস্‌কোপ আর কেমিকেলস...'

'ভেবে লাভ নেই। যা হবার হয়ে গেছে। তবে, ওখানে স্যাণ্ডার্স যেতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।'

'ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়। কেমিকেলসগুলো হয়তো খোঁজাখুঁজি করে ম্যানেজ করতে পারবো এখান থেকে। কিন্তু স্পেকট্রোস্‌কোপের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে মিশন প্যাক্‌আপ করা ছাড়া আর পথ থাকবে না, রানা।'

হাত তুলে বেয়ারার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো রানা। একই সাথে চোখ পড়লো জেসি ও ডেবোরার ওপর, তৈরি হয়ে নেমে এসেছে। এক সাথে চারটে বিয়ারের অর্ডার দিলো ও। বিজ্ঞানীর উদ্দেশে চাপা গলায় বললো, 'জেসি–ডেবোরা আসছে। ওদের সামনে এ প্রসঙ্গ তোলার দরকার নেই।'

'বেশ।'

'হাই, ড্যাড! রানা!'

'এসো,' মৃদু হাসি ফোটালো রানা জোর করে। 'এতো দেরি করলে কেন?'

ঘাড়ের সামান্য নিচ পর্যন্ত ছাঁটা সোনালী চুল দোলালো জেসি। 'ফ্রেশ পানিতে গোসল করার ফলে খুব গাঢ় হয়ে গেছে ঘুম। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।'

ডেবোরার দিকে ফিরলো রানা। 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'নাহ্‌,' ছোট্ট করে বললো মেয়েটি। 'থ্যাঙ্কস।'

ডিনার পর্যন্ত গল্পগুজব করে কাটালো ওরা। তারপর ফিরে গেল রুমে। মনের মধ্যে খুঁতখুঁতে একটা ভাব রয়ে গেল রানার স্পেকট্রোস্‌কোপটার কথা ভেবে। ফলে ভালো ঘুম হলো না। অন্ধকার ঠিকমতো কাটার আগেই বিছানা ছাড়লো ও। আধঘণ্টা ধরে বিভিন্ন হাল্‌কা ব্যায়াম করলো। তারপর দশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

শাওয়ার শেভ সেরে বেরুতে বেরুতে সূর্য উঠে গেল। টেলিফোনে নাশ্‌তার অর্ডার দিয়ে কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিলো রানা। ঠিক সাতটায় হোটেল থেকে বেরুলো ও এবং রিচার্ড ওয়াকার। তর সইছিলো না বিজ্ঞানীর, জাহাজে উঠে

সোজা গিয়ে ঢুকলেন ল্যাবরেটরিতে।

স্পেকট্রোস্কোপ এবং কেমিকেলের প্রতিটি বোতল পরীক্ষা করতে প্রচুর সময় ব্যয় হলো। সবকিছু ঠিকই আছে দেখা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন রিচার্ড, 'যাক্, বাবা! বাঁচা গেল।'

আশ্বস্ত হলো রানাও। আজমকে বললো, 'পোর্ট আর স্টারসাইড ট্যাঙ্ক থেকে খানিকটা ফুয়েল নিয়ে এসো আলাদা আলাদা করে।'

'জ্বি।' বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

'ফুয়েল দিয়ে কি হবে?' বললেন বিজ্ঞানী।

'চেক্ করবো।'

দুটো পাত্রে খানিকটা করে ফুয়েল নিয়ে এলো আজম। এক টুকরো কাগজের মাথায় আগুন ধরিয়ে পাত্র দুটোর কিনারায় আলতো করে ছোঁয়ালো রানা, দপ্ করে ধরে গেল আগুন। পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হলো না, একটা পাত্রের তলানিতে সামান্য আঠালো পদার্থ জমেছে দেখা গেল।

'এটা কোন্ ট্যাঙ্কের?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'পোর্ট ট্যাঙ্কের,' পাত্রটা তুলে চোখের সামনে ধরলো আজম। শুঁকে দেখলো। 'চিনি?'

'হ্যাঁ। স্টারবোর্ড ট্যাঙ্কে ঢালতে পারেনি তাহলে,' গাল চুলকালো রানা। 'স্যাণ্ডার্স মাঝেমধ্যে বসতো এসে পোর্ট ট্যাঙ্কের পাশে, আমি দেখেছি।'

'তা হবে কি করে?' বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'এতোদিন ফুয়েল খরচ হয়েছে না?'

'হয়েছে। কিন্তু পোর্টট্যাঙ্কের নয়। টানাকাবু থেকে এ পর্যন্ত স্টারবোর্ড ট্যাঙ্কের ফুয়েল খরচ করেছি আমি,' বললো ও।

'আচ্ছা,' আজমের হাত থেকে পাত্রটা নিলেন তিনি। 'তাও ভালো, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। এক কাজ করো, পোর্ট ট্যাঙ্কের সব তেল ফেলে নতুন করে ভরে নাও।'

রিচার্ড ওয়াকারকে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে হারবার ত্যাগ করলো রানা। খোলা সাগরের কয়েক মাইল ভেতরে এসে পোর্ট ফুয়েল ট্যাঙ্কের ড্রেন ভালব্ খুলে দিলো। সবটুকু ফুয়েল বেরিয়ে যেতে ফিরে এলো পোর্টে। স্থানীয় শেল এজেন্টের ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে পানি কিনে ভরে নিলো ট্যাঙ্কটা।

ফেলে দিলো তাও। আবার ভরলো ট্যাঙ্ক, আবার ফেলে দিলো। রানার কাণ্ড দেখে এজেন্টের চোখ কপালে উঠে গেল। কিন্তু কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। চারবারের বার সন্তুষ্ট মনে ঘাটে ফিরে এলো রানা শূন্য ট্যাঙ্ক নিয়ে। ভেতরটা না শুকোলে তেল নেয়া যাবে না।

পরদিন উইঞ্চ নিয়ে পড়লো আজম দলবলসহ। ওটাকে সম্পূর্ণ খুলে চেক করে জোড়া লাগানো হলো। এর মধ্যে জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে রানা, কিন্তু আর কোথাও কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়েনি। তার মানে, ওদের অচল করে দেবার জন্যে মাত্র এ দুটো পথই বেছে নিয়েছিলো স্যাণ্ডার্স।

চোখে চোখে না রাখলে হয়তো আরও কিছু করতো, কে জানে।

সন্ধে হয়ে গেছে। প্যাসিফিক প্যালেসের লাউঞ্জে বসে আছে ওরা–রানা, ডেবোরা, জেসি এবং রিচার্ড। হাতের কাজ শেষ, জাকারানডা এখন বিপদমুক্ত। ইচ্ছে করলেই রওনা হওয়া যায় যে-কোনও মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছে রানা ওশেনোলজিস্টের সাথে। ওর ইচ্ছে দেরি না করে তাড়াতাড়ি নুকু আলোফা ত্যাগ করে, যাতে ওদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয় ন্যাট প্যাটেল।

জেসি আর ডেবোরা নিজেদের গল্পে ব্যস্ত। হঠাৎ কি কথায় শব্দ করে হেসে উঠলো ডেবোরা। এক সেকেণ্ড মাত্র, পরক্ষণেই থেমে গেল সে, গলায় আটকে গেছে হাসি। আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও নজর এড়ালো না ব্যাপারটা রানার। ঘুরে তাকালো। মেয়েটির একটা হাত ধরে টান দিলো জেসি। 'অ্যাই, কি হলো?'

বিস্ফারিত চোখে লাউঞ্জের দরজার দিকে চেয়ে ছিলো ডেবোরা, চাউনিতে বিস্ময়। সচকিত হলো হাতে আরেকটা টান খেয়ে। 'কা...কার্লোস!'

'কি?' বললো রানা।

'মিগুয়েল কার্লোস! এইমাত্র ওখানে দেখেছি আমি লোকটাকে।'

ঝট্ করে ঘুরে তাকালো রানা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, 'কোথায়?'

দেখাদেখি বাপ-বেটিও ফিরে চাইলো। কিন্তু কাউকে চোখে পড়লো না। আশেপাশে হোটেলের দু'চারজন মুখচেনা বোর্ডার আর বয়-বেয়ারা ছাড়া অপরিচিত কেউ নেই।

'ওই দরজার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল এইমাত্র,' কাঁপা গলায় বললো মেয়েটি। 'পরিষ্কার দেখেছি।'

'শিওর?' ভুরু কোঁচকালো রানা।

'অফকোর্স।'

'আর কেউ ছিলো সঙ্গে?' উঠে দাঁড়িয়েছে রানা।

'না। একা। সোজা হেঁটে চলে গেল।'

'দেখতে কেমন?'

'হ্যাংলা। খুব লম্বা। নাকটা টিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো...'

আর শোনার দরকার মনে করলো না রানা। দুই লাফে লাউঞ্জ পেরিয়ে বিশাল রিসেপশন হলে এসে দ্রুত এদিক ওদিক তাকালো। নেই কার্লোস। ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও। ফুটপাথে এসে দাঁড়াতেই গাড়ি স্টার্ট নেবার আওয়াজ কানে এলো, পরমুহূর্তে ভোঁ করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। পিছনের সিটে দীর্ঘদেহী এক লোক বসা, মুখটা ভালো করে দেখা গেল না।

যতোক্ষণ টেইল লাইট দেখা গেল, গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকলো রানা একভাবে। তারপর জোর পায়ে ফিরে এলো লাউঞ্জে। রিচার্ড ওয়াকারকে বললো, 'চলুন, তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিই। আমাকে বেরুতে হবে একটু।'

'এই রাতে? কোথায়?'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কাজ আছে।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না ওশেনোলজিস্ট। নিচের ডাইনিং

হলেই সেরে নিলো ওরা রাতের খাবার। যদিও কারও মুখেই রুচলো না কিছু, প্লেট-কাঁটা চামচ নাড়াচাড়াই সার হলো। বেরুবার আগে সবাইকে রুমে পৌঁছে দিয়ে বললো রানা, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই দরজা খুলবেন না কেউ। সাবধান!'

'কতোক্ষণ লাগবে তোমার ফিরতে?' জিজ্ঞেস করলো জেসি। কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।

'ঠিক নেই,' ঘুরে দাঁড়ালো রানা। 'বন্ধ করো দরজা,' দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল সিঁড়ির দিকে।

'হারবারে নতুন কোনো শিপ অ্যাঙ্কর করেছে দুপুরের পর?' ডেকে উঠে সামনেই তুহিনকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইলো রানা।

'জ্বি,' বললো সে। আঙুল তুলে দেখালো, 'ওই শিপটা।'

জাকারানডার চার-পাঁচশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজটা। নাম পড়া না গেলেও প্রকাণ্ড আকার দেখে মনে হলো হামিং বার্ডই হবে হয়তো। 'কখন এসেছে?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'কি নাম শিপটার?'

'বলতে পারবো না, মাসুদ ভাই। সন্ধের পর এসেছে, নাম পড়া যায়নি।'

'আজম কোথায়?'

'হারবার কমিশনারের অফিসে গেছেন জাহাজটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।'

'একা?'

'জ্বি, না। ভূষণকে নিয়ে গেছেন।'

'গুড,' বললো বটে, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সত্যিই যদি ওটা হামিং বার্ড হয়, আর ওর সামনে পড়ে যায় স্যাণ্ডার্স। তাহলেই হয়েছে! পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওকে উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি দিলো আজম। জেটিতে দেখা গেল ওদের দু'জনকে, হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে

রানার সামনে এসে ব্রেক কষলো আজম। 'আপনি, মাসুদ ভাই?'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'হারবার অফিসে। ওই জাহাজটা অ্যাঙ্কর করেছে সন্ধের পর। আকার দেখে সন্দেহ হলো, ভাবলাম, নামটা জেনে আসি।'

'কি নাম? হামিং বার্ড?'

'জ্বি না। টোপাজ।'

'টোপাজ!'

'জ্বি।'

'ও। আমি তো ভেবেছিলাম হামিং বার্ড বুঝি।'

'আমারও সন্দেহ হয়েছিলো।'

'ক'জন তীরে নেমেছ ওটা থেকে, দেখেছো?'

'দশ-বারোজন।'

'কারও কোনো বর্ণনা দিতে পারো?'

'চেহারা দেখতে পাইনি কারও, মাসুদ ভাই। একজন খুব লম্বা, হ্যাংলামতো স্বাস্থ্য...'

'কি?' টোপাজের দিকে চেয়েছিলো রানা, ঝট্ করে ফিরলো তার দিকে। 'কেমন স্বাস্থ্য?'

'টিঙটিঙে, খুব লম্বা,' আস্তে আস্তে বললো সে। রানার প্রতিক্রিয়া দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে।

'তারপর?'

'ট্যাক্সিতে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল লোকটা।'

'একা?'

'একা।'

'দশ-বারোজন নেমেছে বললে না?'

'বাকিরা তীরের একটা বারে গিয়ে ঢুকেছে। ওখানেই আছে হয়তো এখনও।'

ট্রাউজারের পকেটে দু'হাত ভরে পায়চারি করতে লাগলো রানা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। দু'কাঁধ সামান্য উঁচু হয়ে আছে-ঠোঁট ছুঁচোলো। একসময় থামলো, বললো, 'ওটাই।'

'জ্বি?' এক পা এগিয়ে এলো আজম।

'ওটাই হামিং বার্ড। বাজি রেখে বলতে পারি, ন্যামিয়া থেকে ছাড়ার পর পথেই কোথাও নাম বদলে হয়েছে টোপাজ। তুমি যার বর্ণনা দিলে, তাকে প্যাসিফিক প্যালেসে একটু আগেই দেখতে পেয়েছে ডেবোরা। ওর নাম মিগুয়েল ক্যার্লোস।'

মুখে কথা যোগালো না কারও। একযোগে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সবাই আবছা কাঠামোটার দিকে। রাইডিং লাইট জ্বলজ্বল করছে। এছাড়াও এখানে-ওখানে আরও দুয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে ছাড়া ছাড়া। বেশিরভাগই নেভানো। কোনও অশুভ, দানবীয় অপচ্ছায়া যেন, ঘাপ্‌টি মেরে আছে।

ভাষা ফিরে পেলো আজম কয়েক মুহূর্ত পর। টেনে টেনে বললো, 'তা-ই-তো বলি! দেখতে হামিং বার্ডের মতো...অথচ নাম...। কিন্তু, মাসুদ ভাই, স্যাণ্ডার্স বা প্যাটেলকে তো দেখলাম না, ওরা তাহলে গেল কোথায়?'

'আছে হয়তো জাহাজেই। পুলিসের ভয়ে তীরে নামছে না। নিশ্চয়ই প্যাসিফিকের সবগুলো পোর্টে ওদের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন ম্যাকব্রায়ান।'

'ঠিক,' আপনমনে মাথা দোলালো আজম, 'তাই হবে।'

'শোনো, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়!' নিচু গলায় পাঁচ মিনিট অনর্গল কথা বলে গেল রানা। থেকে থেকে মাথা দুলিয়ে সায় দিলো আজম। সবশেষে রানা বললো, 'নো ফায়ার আর্মস, মাইণ্ড ইট। নাইভস্ ওনলি। কোনো ঝামেলা চাই না।'

'জ্বি। তাই হবে। আপনি এখনই যান, নিয়ে আসুন সবাইকে।' ঘুরে দাঁড়ালো আজম। 'কাম হিয়ার, বয়েজ। ব্রিজে এসো সবাই।'

জানেন, উত্তর দেবে না মাসুদ রানা, তবু জিজ্ঞেস করলেন ওশেনোলজিস্ট, ‘হয়েছে কি?’

‘হারি আপ, প্লীজ। জেসি, ডেবোরা, কুইক!’

গোছগাছ সেরে দশ মিনিটের মধ্যে নিচে চলে এলো ওরা। বিল মিটিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলো ডকসাইডের উদ্দেশে। তাড়াহুড়োয় কেউই লক্ষ্য করলো না, রিসেপশন হলের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, হ্যাংলামতো এক লোক। নাকটা টিয়ে পাখির মতো বাঁকানো। নিচু গলায় কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে সে সামনের সোফায় বসা প্রকাণ্ডদেহী আরেকজনকে। সোফার উঁচু পিঠ সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে তাকে মেইন এন্ট্রান্স থেকে। মিগুয়েল কার্লোস আর ন্যাট প্যাটেল ওরা। অবশ্য তারাও দেখেনি ওদের।

জাহাজে উঠেই যার যার কেবিনে গিয়ে দরজা লাগিয়ে সেঁটে ঘুম লাগাবার নির্দেশ দিলো রানা অন্যদের। পরিষ্কার জানিয়ে দিলো, ‘আমার অনুমতি ছাড়া এক পা-ও বাইরে আসবে না কেউ, প্লীজ।’

রানার কণ্ঠস্বরই বুঝিয়ে দিলো, এর পর আর কোনও তর্ক গ্রাহ্য করা হবে না। অতএব, যে যার কেবিনে গিয়ে ঢুকলো, লাগিয়ে দিলো দরজা। অ্যালিওয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ কানে এলো রেডিও অফিসার, বিল হান্টারের, পাশে দাঁড়ানো আজমের দিকে তাকালো সে।

‘নাউ, গো!’ ঠোঁট না নাড়িয়ে বললো আজম।

‘আই আই, স্কিপার।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে নেমে গেল সে জেটিতে। ডান হাতে তিন ব্যাটারির একটা টর্চ।

ছয় মিনিট পর ঝলকটা চোখে পড়লো আজমের। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো রানা, সে-ও দেখতে পেলো। দূর থেকে নীলচে আলোর সংক্ষিপ্ত একটা ফ্ল্যাশ। তিনবার জ্বললো আলোটা পাঁচ সেকেণ্ড পর পর।

ফোরডেকের রেলিঙের সাথে পেট বাধিয়ে সামনের দিকে যতোটা সম্ভব ঝুঁকে পড়লো আজম, বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা এক করে জিভের নিচে পুরে হালকা শিস বাজালো। পরক্ষণেই নিচে কোথাও ‘ঝপাৎ’ শব্দ উঠলো একটা।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। বললো, ‘দেখা যাক্, ভাগ্য কতোটা সহায়তা করে।’

রানা কোনও মন্তব্য করলো না। হাত উল্টে নজর বোলালো ঘড়ির ওপর–এগারোটা চল্লিশ। চোখ তুলে যেদিক থেকে ফ্ল্যাশটা দেখা গিয়েছিলো, সেদিকে তাকালো। টিপ্‌টিপ্ করছে বুকের মধ্যে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ব্যাটারা যেন আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক বারে থাকে।

# চার

'ওই যে!' উত্তেজিত শাহরিয়ার বললো, 'ওই যে! সিগন্যাল দিচ্ছে তুহিন।'

জাকারানডার জ্যাকব ল্যাডারের সাথে বাঁধা খুদে একটা ডিঙ্গিতে বসে আছে রানা, আজম, রেজা, ভূষণেন্দু এবং শাহরিয়ার। শেষেরজন ছাড়া সবার পরনে ছাই রঙের শার্ট প্যান্ট, পায়ে রাবার সোল জুতো। বিশালদেহী আজমের কাঁধে ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ, ভেতর থেকে ঠুং ঠাং শব্দ আসছে নড়াচড়া করলে- ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির আওয়াজ। আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে ওরা সঙ্কেতটার জন্যে।

সবার চোখে পড়েছে সঙ্কেতটা। ওদিকেই চেয়ে ছিলো ওরা পলকহীন। টোপাজের এমিডশিপ বরাবর নিচের দিকে, হলদে কাপড়ের হুড পরানো একটা টর্চলাইট জ্বলছে। তিনবার তিনবার করে ছ'বার জ্বলে নিভে গেল, একটু বিরতি দিয়ে আবার ছ'বার।

সঙ্কেতটার উত্তর দিলো আজম একই কায়দায়। ওদিকে ল্যাডারের সঙ্গে বাঁধা দড়ি খুলে ডিঙ্গিটা মুক্ত করলো ভূষণেন্দু, পিছনের গলুইয়ে বসেছে সে। ল্যাডারে উঠে পড়েছে শাহরিয়ার আগেই।

'বিলের অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখবে,' তাকে বললো রানা। 'লোকগুলো বার ছেড়ে বেরুলেই সঙ্কেত দেবে ও, সাথে সাথে পাল্টা সঙ্কেত দেবে তুমি আমাদের।'

বাঁ হাত বাড়িয়ে আজমের এগিয়ে দেয়া টর্চটা নিলো শাহরিয়ার। 'জ্বি, ঠিক আছে।'

'বড় রকম কোনো ঝামেলা দেখলে এক সেকেণ্ডও দেরি করবে না, সাথে সাথে তিনটে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করবে।'

'আচ্ছা,' মই বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ছেলেটা। 'গুড লাক, মাসুদ ভাই।'

হাতে ধরা অ্যালুমিনিয়ামের হালকা বৈঠাটা জাকারানডার খোলের সাথে ঠেকিয়ে আস্তে করে চাপ দিলো ভূষণ, রওনা হলো ডিঙ্গি। সামনের গলুইয়ে রেজা, তার হাতেও একটা বৈঠা। নিঃশব্দে বেয়ে চললো দুই কমাণ্ডো।

নিরাপদেই বিশাল জাহাজটার কাছে পৌঁছুলো ডিঙ্গি, তেরছাভাবে উঠে যাওয়া শ্যাওলা পড়া গায়ে মৃদু গুঁতো খেয়ে থেমে পড়লো। অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা। চার জোড়া চোখ সেঁটে আছে টোপাজের এমিডশিপে। এক মিনিটও পেরোয়নি, ওপর থেকে ঝপাৎ করে একগোছা মোটা দড়ি আছড়ে পড়লো ডিঙ্গির পাটাতনের ওপর।

হাত বাড়িয়ে দড়িটা কাছে টেনে আনলো রানা। শুধু দড়ি নয়, দড়ির মই। মনে মনে তুহিনকে ধন্যবাদ জানালো ও, এতো পথ শুধু দড়ি বেয়ে উঠতে সত্যিই

কষ্ট হতো। ঠুং ঠাং আওয়াজ উঠলো, উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন আজম, ঝোলাটা পিছন থেকে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে বানরের মতো অনায়াস ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠে যেতে লাগলো সে। কয়েক মুহূর্ত পর টোপাজের বুলওয়ার্ক টপকালো, আকাশের পটভূমি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল দশাসই দেহখানা। এরপর রানা। ডিঙ্গিটা মইয়ের সাথে বেঁধে অন্য দু'জনও উঠে এলো।

মাথার ওপরের রাইডিং লাইটের আবছা আভায় মোটামুটি দেখা যায় চারদিক। ফোরডেক ফাঁকা, কেউ নেই। কিন্তু আফটার ডেকে মানুষের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল, নিচু গলায় গান গাইছে কেউ–সুরটা বিজাতীয়।

এগুবে কিনা ভাবছে রানা, এমন সময় ব্রিজের ওদিককার অন্ধকার আড়াল ছেড়ে সামনে চলে এলো তুহিন। এদিকে আসবে বলে পা বাড়িয়েছিলো, থেমে দাঁড়ালো মাঝপথে, কানে গেছে স্প্যানিশ ভাটিয়ালী। ওদের উদ্দেশে হাত তুললো সে, দাঁড়িয়ে থাকতে বলছে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো। চিতার মতো ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর হালকা একটা 'ঘোঁৎ' শব্দ শুনতে পেলো সবাই, থেমে গেছে গান। আবার উদয় হলো তুহিন।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'ক'জন আছে?'

'পাঁচজন, খুব সম্ভব,' বললো সে।

'গায়কের কি অবস্থা?'

'ঘুমুচ্ছে। কানের কাছে বোমা ফাটলেও চোখ মেলবে না ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

'ঠিক আছে। চলো, এগোনো যাক,' বললো রানা। 'একান্ত বাধ্য না হলে হত্যা করা চলবে না কাউকে। আর, কান খাড়া রাখবে, ব্ল্যাঙ্ক...'

'হিশ্‌শ্‌!' ঠোঁটে তর্জনী রাখলো আজম, 'কেউ আসছে।'

চট্ করে বসে পড়লো সবাই। হামা দিয়ে রেলিঙ ঘেঁষে রাখা কয়েকটা খালি ড্রামের আড়ালে গা ঢাকা দিলো। একটুপর লোকটার ওপর চোখ পড়লো, নিশ্চিন্ত মনে ডেক হাউস ঘুরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। ডান হাতে একটা মগ, ধোঁয়া উঠছে। কফি। আবছা অন্ধকারে আজমের পাশ কাটিয়ে সবে এক পা এগিয়েছে লোকটা, চট্ করে উঠে দাঁড়ালো বিশালদেহী ক্যাপ্টেন; মনে হলো চুপসে থাকা এক প্রকাণ্ড বেলুন, আচমকা প্রসারিত হলো পেটে গ্যাস যেতে, ভেসে উঠতে চাইছে শূন্যে।

'কফি?' হেঁড়ে গলায় বললো সে।

ভীষণভাবে চমকে উঠলো লোকটা, দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। ঝাঁকি লেগে খানিকটা কফি ছলকে পড়লো মগের কিনারা টপকে। হাঁ করে চেয়ে আছে লোকটা আজমের দিকে।

'নিয়ে এসো,' বাঁ হাত বাড়ালো আজম তার দিকে। ডান হাত দেহের পিছনে লুকানো।

ঘোর কাটেনি কফি বহনকারীর, আহাম্মকের মতো এখনও দেখছে ওকে।

কিছু বলবে, ভাষা জোগাচ্ছে না মুখে। তার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি এক টুকরো হাসি দিলো আজম, পরমুহূর্তে ডান হাতটা বেরিয়ে এলো দেহের আড়াল ছেড়ে, মুঠোয় ধরা বড়সড় একটা অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার ঝিকিয়ে উঠলো পলকের জন্যে।

ওটা দিয়ে দড়াম করে মারলো সে লোকটার নাক সই করে। 'থ্যাচ করে বিশ্রী একটা আওয়াজ উঠলো, মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো লোকটার, 'কড়াৎ' শব্দে ফুটলো ঘাড়ের হাড়। মগ ছেড়ে ঝপ্ করে বসে পড়লো সে হাঁটু মুড়ে, দু'হাতে চেপে ধরেছে নাক-মুখ। আজমের পাশেই ছিলো রেজা, মগটা ছুটে যেতেই হাত বাড়ালো সে, চট্ করে লুফে নিলো ওটা শূন্যে, নিখুঁত ক্যাচ।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থাকলো লোকটা, তারপর আছড়ে পড়লো ডেকে। কিন্তু আগেই হাত চালালো আজম, বাঁ হাতে কলার ধরে মাঝপথে ঠেকিয়ে দিলো তার পতন, শুইয়ে দিলো আস্তে করে। এগিয়ে এলো তুহিন। পকেট থেকে একখণ্ড নাইলনের রশি নিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো লোকটার দু'হাত। এরপর সঙ্গে আনা খানিকটা ওয়েস্ট কটন মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে চওড়া টেপে মুড়ে দিলো ঠোঁট।

দেহটা টেনে আনা হলো ড্রামগুলোর আড়ালে। ঝুঁকে লোকটার মুখটা পরীক্ষা করে দেখলো রানা, বাড়ির চোটে মুখের সাথে সমান হয়ে গেছে নাক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডেক। কম করেও দু'ঘণ্টা ঘুমাবে এ লোক। এদিকে কোনও নজর নেই আজমের, স্প্যানারটা ব্যাগে ভরে ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে সে পরবর্তী শিকারের খোঁজে।

'কফিটা কিন্তু বেশ গরম, আজম ভাই,' বললো রেজা। 'খেলে...

'খাও তুমি।'

অনুমতি পাওয়ামাত্র ফড়াৎ ফড়াৎ চুমুক দিতে শুরু করলো সে মগে। 'ওফ্, দারুণ কফি!'

'দু'টো গেল,' বললো রানা। 'বাকি তিনজন কোথায়?'

'নিচে আছে,' লোকটাকে ছেড়ে সিধে হলো তুহিন।

'মাইক স্যাণ্ডার্স নেই নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে?'

'জ্বি না।'

'বা আজমের মতো...ওর চেয়েও হেভি কেউ, ন্যাট প্যাটেল?'

'না, তেমন কেউ নেই,' মাথা চুলকালো তুহিন। 'অবশ্য শিওর বলতে পারছি না, মাসুদ ভাই।'

'ফোরহ্যাচ বন্ধ করে দাও তাহলে,' একটু ভেবে নিয়ে বললো রানা। 'আগে ওপরের কাজ সেরে নিই। পরে দেখবো ওদের।'

'জ্বি।' পা বাড়ালো তুহিন। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে ভারি ফোরহ্যাচটা নামিয়ে দিলো সে, তুলে দিলো ল্যাচ।

আফটার ডেকে চলে এলো ওরা। অন্ধকার এক কোণে পড়ে আছে আরেকটা দেহ, হাত-মুখ বাঁধা। ভাটিয়ালী গায়ক। চারদিক ঘুরে ঘুরে নিশ্চিত হলো, আর কেউ নেই ওপরে। ফিরে এলো ফোর ডেকে। এখন আর লুকোছাপার ধার ধারছে

না রেজা বা তুহিন। খোলা জায়গায় হেঁটে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে। ভূষণও আছে সঙ্গে।

সতর্ক করলো রানা ওদের, 'খোলা জায়গায় না যাওয়াই ভালো। বলা যায় না, তীরে হয়তো ওয়াচ রেখেছে কার্লোস।'

'ঠিক,' চট করে সরে এলো তুহিন। 'আমি বরং ভেতরদিকে যাই।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালো আজম।

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললো সে। 'খুব খিদে পেয়েছে, স্কিপার। এতো পথ সাঁতরে আসতে হজম হয়ে গেছে পেটের ভাত। দেখি, গ্যালিতে কিছু পাই কি না।'

রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেললো আজম ওর হাত বোলানো দেখে। বললো, 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা হলো। দেরি হয় না যেন।'

'ইয়েস, স্কিপার,' তড়াক করে ঘুরে দাঁড়ালো কমাণ্ডো, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'চলো, কাজ সারি,' আজমকে বললো রানা। 'তুমি হুইল হাউস সামলাও। আমি যাচ্ছি কেবিনগুলো চেক করতে। রেজা থাকুক তোমার সাথে। ভূষণ, আমার সাথে এসো।'

'কাউকে দরকার নেই আমার, মাসুদ ভাই। দু'মিনিটের কাজ, একাই সারতে পারবো। আপনি নিয়ে যান ওদের।'

'না, গার্ডের দরকার আছে,' বলেই ঘুরে দাঁড়ালো রানা। ভূষণকে নিয়ে পা বাড়ালো অ্যালিওয়ের দিকে।

ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতে হুইল হাউসে এসে ঢুকলো আজম। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে হুইলের গোড়ায় বসলো হাঁটু গেড়ে। কিছু একটা দেখলো ঝুঁকে পড়ে। ব্রিজের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো রেজা—পাহারা দিচ্ছে।

আরও একটু এগিয়ে বসলো আজম কাজের সুবিধের জন্যে। ঝোলার ভেতর থেকে বের করলো অ্যাডজাস্টেবল্ স্প্যানারটা, ওটা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হুইল বেয়ারিঙের সেন্ট্রাল হোল্ডিং বোল্টটা খুলে আনলো। হাতে নিয়ে জিনিসটা নাচাতে লাগলো। 'এর অভাবে বন্ধুরা কিছুটা ভুগবে হুইল নিয়ে,' রেজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো সে।

বাইরে এসে বোল্টটা পানিতে ছুঁড়ে মারলো । 'টুপ্' করে হারবারের পানিতে ডুব দিল ওটা।

'কাজ শেষ?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'হ্যাঁ। চলো, অ্যালিওয়ের দিকে যাই।'

ওদিকে, প্রথম কেবিনটার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা আর ভূষণেন্দু। হাত বাড়িয়ে সাবধানে দরজাটা ভেতর দিকে ঠেলা দিলো রানা। খোলাই আছে কেবিন। ভেতরটা আলোকিত। ভেতরে এসে দাঁড়ালো ওরা। প্রথমেই এক কোণের বড়সড় একটা ডেস্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কোনও জাহাজে এরকম সৌখিন, দামী ডেস্ক সাধারণত থাকার কথা নয়।

'নিশ্চয়ই কার্লোস থাকে এটায়,' আনমনে বললো রানা। ফ্লোরে বিছানো পুরু, সুদৃশ্য পার্শিয়ান কার্পেটের দিকে চেয়ে আছে।

'বুঝলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলো ভূষণ।

উত্তর দিলো না ও। দু'পা এগিয়ে বাঁ দিকের দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা দরজা ধরে টান দিলো। এটা কাবার্ড-ভেতরে সার দিয়ে ঝুলছে অসংখ্য কমপ্লিট সুট, সবগুলোই দামী কাপড়ের। দরজাটা বন্ধ করে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা।

একটা একটা করে চেক্ করলো ড্রয়ারগুলো। প্রায় সবগুলোই ফাঁকা, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাওয়া গেল না। অবশ্য সেরকম কিছু পাওয়া যাবে, আশাও করেনি ও। সিধে হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো, কপাল কুঁচকে আছে। কি মনে হতে কার্পেটের কোণগুলো উঁচু করে তলাটা পরীক্ষা করে দেখার কাজে মন দিলো সে এবার। তৃতীয় কোণটা উঁচু করেই থমকে গেল, ঠোঁট গোল করে শিস্ দিয়ে উঠলো জোরে।

'কি ব্যাপার, মাসুদ ভাই?' ব্রিজের কাজ সেরে ফিরে এসেছে আজম আর রেজা।

হাসলো রানা। 'মনে হয় গুপ্তধন পেয়ে গেছি।'

ইস্পাতের ফ্লোর কেটে তৈরি করা হয়েছে একটা গোল খাঁজ। তার মাঝে শুয়ে আছে একটা পিতলের রিঙ বোল্ট। ওটা ধরে টান দিলো রানা, উঠে এলো চার ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া ফ্লোরের একটা অংশ। দরজার মতো একদিক হিঞ্জ দিয়ে আটকানো ফ্লোরের সাথে। ভেতরটা অন্ধকার। নিজের টর্চলাইটটা এগিয়ে দিলো তুহিন কাপড়ের হুড খুলে। গর্তটাকে ঘিরে বসে পড়লো ওরা।

'বাপ্রে!' সুইচ টিপেই বলে উঠলো রানা। হাত ঢুকিয়ে গর্ত থেকে বের করে আনলো একটা সাব-মেশিনগান, চক্চক্ করছে ওটার ঠাণ্ডা, ধাতব শরীর। পাঁচ মিনিট পর হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকলো ওরা তুলে আনা অস্ত্রশস্ত্রের ছোটখাটো পাহাড়টার দিকে। মোট চারটে সাব-মেশিনগান, পনেরোটা রাইফেল; নানান ধরনের ছয়টা পিস্তল এবং এক ডজন হ্যাণ্ড গ্রেনেড বেরিয়েছে কনসিলড্ কেবিনেট থেকে।

'এই যে, আপনারা এখানে?' বলতে বলতে কেবিনে এসে ঢুকলো তুহিন। 'আমি ওদিকে সারা জাহাজ... ও বাবা! ওসব কি?'

কেউ কোনও উত্তর দিলো না। রেজা নীরবতা ভাঙলো প্রথমে, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'সব পানিতে ফেলে দিলে কেমন হয়?'

'না। যেখানে ছিলো, সেখানেই থাকবে,' বলে আজমের দিকে ফিরলো রানা। 'রাইফেলগুলোর বোল্ট খুলে ফেলি। অন্যগুলোর ফায়ারিং পিন রেঁদা দিয়ে ঘষে সমান করে দাও। আছে না রেঁদা?'

'আছে।'

'তোমরা বাইরে থাকো,' অন্য তিন কমাণ্ডোর উদ্দেশে বললো রানা। 'লক্ষ্য রাখো।'

আধঘণ্টা পর বন্ধ ফোরহ্যাচের সামনে এসে দাঁড়ালো দলটা। আস্তে করে হ্যাচটা তুলে ফেললো আজম। পা টিপে টিপে কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায় এসে জড়ো হলো সবাই। মাত্র কয়েক হাত তফাতে ফো' ক্যাসলের খোলা দরজা,

ভেতরে অল্প পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে।

কাছে গিয়ে দরজার দু'পাশে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ওরা, সবার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা করে কমাণ্ডো ছুরি  কান পেতে ভেতর থেকে কোনও শব্দ পাওয়া যায় কিনা, শুনলো কিছুক্ষণ। কিন্তু না, সব চুপচাপ। চট্ করে ঢুকে পড়লো ওরা ভেতরে। টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিলো রানা, ছিটকিনি তুলে দিলো। সাবধানের মার নেই।

ভেতরটা সরু, লম্বাটে। ওদের দৈত্যাকার ছায়াগুলো নেচে বেড়াতে লাগলো চারদিকে। সামনে এগুলো রানা, দু'পাশে তিনটে করে লম্বালম্বি দুই সারি বাঙ্ক–প্রতিটি তেতলা, মাঝখানে রাস্তা। কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো রানা, সামলে নিলো শেষ মুহূর্তে। নাক ডাকছে কেউ কাছেই।

অন্য সবাইও শুনতে পেয়েছে আওয়াজটা, জমে গেছে যে যার জায়গায়। ঘাড় ঘুরিয়ে বাঙ্কগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগলো রানা, ঢিব্‌ঢিব্ আওয়াজ করছে হৃৎপিণ্ডটা, শুনতে পাচ্ছে ও পরিষ্কার। মুখের ভেতর শুকিয়ে কাঠ। ভাগ্য ভালো, লোকটা যে-ই হোক, গভীর ঘুমে অচেতন। নাক ডাকায় কোনও ছেদ পড়ছে না।

অপর্যাপ্ত আলোয় চোখটা আরও একটু সয়ে আসতেই তাকে দেখতে পেলো রানা। বাঁ দিকের মাঝের দোতলায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। অন্য বাঙ্কগুলো শূন্য। সন্তর্পণে লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। চেহারা দেখা না গেলেও নিমেষেই বুঝলো, প্যাটেল তো নয়-ই, স্যাণ্ডার্সও নয় এ লোক। সাধারণ কোনও ক্রু হবে হয়তো, ভাবলো ও। শেভ করেনি কতোদিন, কে জানে। সারা গালে এক ইঞ্চি লম্বা দাড়ি গজিয়েছে।

আজম এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে দেখছে। একেবারে আচমকা চোখ মেলে তাকালো এই সময় শশ্রুধারী, বারকয়েক চোখ পিটপিট করলো, তারপর একভাবে চেয়ে থাকলো রানার দিকে।

আরও এক পা এগুলো আজম, ভুরু নাচালো লোকটার উদ্দেশে। 'হ্যালো! স্লীপিং বিউটি,' বলেই ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলো শশ্রুধারীর চোয়ালে। ভারি স্লেজ হ্যামারের আঘাত যেন, বালিশে সেঁধিয়ে গেল লোকটার মাথাটা, নির্দ্বিধায় জ্ঞান হারালো সে।

হাতের গাঁট ডলতে ডলতে ঘুরে দাঁড়ালো আজম। বাঙ্কগুলো গুণে দেখলো। 'আঠারোটা!' সামান্য বিস্মিত হলো। 'বোর্ড অভ ট্রেড জানতে পারলে বারোটা বাজাবে হারামজাদা কার্লোসের।'

'তিনটে গেল,' বললো রানা।

'এ ব্যাটাকে বাদ দিয়েই গুনেছিলাম, মাসুদ ভাই।' শশ্রুধারীর হাত-পা, মুখ কষে বেঁধে ফেলেছে সে এরইমধ্যে। বললো, 'আরও তিনজন আছে অন্তত।'

'ঠিক আছে, চ...,' থেমে গেল রানা। খুব সামান্য হলেও, 'ছলাৎ' একটা শব্দ কানে গেছে ওর। একলাফে বাল্কহেড জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, উঁকি দিয়ে চেয়ে থাকলো হারবারের দিকে। দেখা গেল না কিছুই, অথচ 'ছলাৎ ছলাৎ' আওয়াজটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে ক্রমেই।

'মনে হয় নৌকা!' চাপা গলায় বললো ভূষণেন্দু, 'চলুন, ওপরে যাই।'

'চলো।'

অন্ধকারে ভূতের মতো ওপরের ডেকে চলে এলো সবাই। এ কার্লোস বা বারে বসা তার কোনও সঙ্গী নয় নিশ্চয়ই, ভাবলো রানা। ওরা হলে অবশ্যই শাহরিয়ারকে সঙ্কেত দিতো বিল হান্টার, এবং সাথে সাথে সে জাকারানডার হাইড্রলিক হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করতো ওদের। কে তাহলে?

ডেক হাউসের গাঢ় ছায়ায় আশ্রয় নিলো দলটা। এই সময় নৌকাটার ওপর চোখ পড়লো। টোপাজের একশো গজমতো তফাতে রয়েছে, এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। মাত্র একজন মানুষ ওটায়, আপনমনে বেয়ে আসছে। বৈঠার উত্থান-পতনের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, সতর্ক হওয়ার কোনও প্রয়োজন অনুভব করছে না।

মনে মনে আল্লাকে ডাকছে রানা, ওদের ডিঙ্গিটা ব্যাটার চোখে না পড়ে যায়। কিন্তু না, লক্ষ্যই নেই লোকটার কোনও দিকে। ওরা যেদিক থেকে উঠেছে, তার উল্টোদিকের জ্যাকব ল্যাডারের সাথে নৌকা বাঁধলো সে। ঘুরে এপাশে এসে দাঁড়ালো রানা, সঙ্গে আজম—বসে পড়লো দু'জনে বাল্কহেডের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে।

ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠছে ল্যাডারে। কয়েক মুহূর্ত পর আকাশের গায়ে লম্বা একটা ছায়া ফুটলো। ডেকে উঠে একটু দাঁড়ালো লোকটা, ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়ে পা বাড়ালো ফোরহ্যাচের দিকে। দেখামাত্রই তাকে চিনে ফেলেছে ওরা—মাইক স্যাণ্ডার্স! উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু বসে পড়তে বাধ্য হলো কাঁধে আজমের মস্ত থাবার চাপ খেয়ে। লোকটাকে দেখামাত্র রক্ত চড়ে গেছে আজমের মাথায়, কি করছে, খেয়ালই করেনি প্রথমে। যখন বুঝলো, আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়লো, ফিস ফিস করে বললো, 'মাফ-টাফ পরে চাওয়া যাবে, মাসুদ ভাই আগে ওর সাথে মোলাকাতটা সেরে নিই।'

তিন-চার কদম সরে গেছে তখন স্যাণ্ডার্স ওদের সামনে থেকে, লঘু পায়ে তার পিছনে পৌঁছে গেল আজম নিঃশব্দে, কখন যেন হাতে চলে এসেছে সেই ভারি স্প্যানারটা। স্যাণ্ডার্সের কাঁধে দুটো টোকা দিলো সে। বোঝা গেল প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ান, আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠলো তার, ঘুরে দাঁড়ালো ঝট্ করে। পরমুহূর্তে সশব্দে আঁতকে উঠলো বিশালদেহী আজমকে চিনতে পেরে।

'মেয়েদের কাছে আমার সুন্দর মুখটার আলাদা একটা কদর ছিলো,' যেন কথার কথা, এমনভাবে বললো আজম, উত্তেজনার ছিঁটেফোটাও নেই কণ্ঠে। 'আফসোস!' বাঁ হাত বোলালো সে গালে-কপালের স্টিচগুলোর ওপর, 'ওটাকে ওয়ারফিল্ডে পরিণত করেছো তুমি। তাই ঠিক করেছি, তোমার মুখটাকেও ওই ধরনের কিছু একটা বানাবো আমি নিজ হাতে।'

বিদ্যুৎ চমকের মতো তিনবার ডান হাতটা উঠলো আর নামলো আজমের। প্রথম আঘাতের সাথে সাথে ঘোঁৎ করে অপার্থিব একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো স্যাণ্ডার্সের গলা দিয়ে, দু'পা পিছিয়ে গেল সে আঘাতের ধাক্কায়। শেষ মারটা কপালের মাঝখানে মারলো আজম, 'ঠক্' করে আওয়াজ উঠলো। খাড়া অবস্থাতেই পিছনদিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলো লোকটা জ্ঞান হারিয়ে, কলার ধরে

দাঁড় করিয়ে রাখলো সে, স্প্যানার ঝোলায় পুরে অনায়াসে কাঁধে তুলে নিলে দেহটা এক ঝট্‌কায়।

আফটার ডেকে তুলে ফেলা হয়েছে ডিঙ্গি। জাকারানডার সব টো-লাইন খুলে ফেলা হয়েছে–বন্দর ত্যাগ করতে যাচ্ছে সে। নিজের কেবিনের ভেতর ছট্‌ফট করছেন বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াকার, শিষ্যের চ্যালা শাহরিয়ার বেরুতে দিচ্ছে না পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, নিষেধ আছে মাসুদ ভাইয়ের। সকালের আগে কাউকে বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।

জেসি আর ডেবোরার অবস্থাও তাই। টের পাচ্ছে ওরা, হঠাৎ করে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে জাকারানডার ডেক, থেকে থেকে ক্যাপ্টেনের হেঁড়ে গলার নির্দেশ ভেসে আসছে । কিন্তু কিসের জন্যে এতো হৈ চৈ, এতো ছোটাছুটি; বাইরে গিয়ে যে একটু খোঁজ নেবে, তার উপায় নেই। অ্যালিওয়ের মাথায় বসে আছে শাহরিয়ার, পাহারা দিচ্ছে। দু'বার বেরুবার চেষ্টা করে দেখেছে জেসি, বাধা পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। যেতে তো দিচ্ছেই না, কিছু প্রশ্ন করলে, সরি ম্যা'ম, জানি না, বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ছোকরা।

মৃদু গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিলো জাকারানডা। ফোরডেকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে রানা ও আজম। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক তোলার তোড়জোড় চলছে, সেদিকে নজর আজমের। রানা চেয়ে আছে তীরের দিকে। লম্বা, ঢ্যাঙা মতো এক লোক এগিয়ে আসছে এদিকেই, কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

আরও কয়েক পা এগুতে চেনা গেল লোকটাকে। যেমন লম্বা, তেমনি লিকলিকে স্বাস্থ্য। নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো। মিগুয়েল কার্লোস! কি ব্যাপার? ভাবলো রানা, ওদের টোপাজ অভিযানের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল নাকি? কিন্তু লোকটার সঙ্গে আর কেউ নেই দেখে সাথে সাথে সে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলো। সেক্ষেত্রে একা আসতো না ও।

কনুই দিয়ে আজমের পাঁজরে হালকা গুঁতো মারলো রানা। 'ওদিকে তাকাও।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো সে। খানিক চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললো 'কার্লোস, না?'

'হুঁম।'

গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায় পৌঁছে গেছে তখন স্প্যানিয়ার্ড। ওটা টেনে তোলার কাজে ব্যস্ত ক্রুদের উদ্দেশে কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বললো কিছু একটা, কাজ থামিয়ে দিলো লোকগুলো। আজমের দিকে মুখ তুলে চাইলো দ্বিধাগ্রস্তের মতো।

'কি বলে ছাগলটা?' বললো আজম।

'আহ্‌! ক্যাপ্টেন,' টিট্‌কিরির ঢঙে হাসলো স্প্যানিয়ার্ড, 'আমি মিগুয়েল কার্লোস, ছাগল নই। আপনি চোখে কম দেখেন, বিশ্বাস করি না আমি।'

রেগে উঠলো আজম, পা বাড়াতে যাচ্ছিলো। পিছন থেকে আস্তিন টেনে ধরলো রানা। 'কেন এসেছে আগে শুনতে দাও,' বলে কার্লোসের দিকে ফিরলো 'কেন আসা হয়েছে?'

হাসলো লোকটা। 'এমনিই, সেনর রানা। আপনারা তো পোর্ট লীভ করে

যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম, সেনর রিচার্ডকে ফেয়ারওয়েল জানিয়ে যাই। এই আর কি।' বলতে বলতে ডেকে উঠে এলো কার্লোস। সোজা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। পরনে ধপধপে সাদা ট্রপিক্যাল সুট। টাইয়ের রঙ টকটকে লাল। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে।

'ফেয়ারওয়েল না জানালেও চলবে তাঁর। তাছাড়া, যার-তার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন না তিনি।'

'তবুও, লৌকিকতা বলে একটা কথা আছে না?' দাঁত বের করে হাসছে স্প্যানিয়ার্ড।

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। একা, নির্ভয়ে এসে দাঁড়িয়েছে শত্রুর হাতের মুঠোয়, তারওপর আবার রসিকতাও করছে।

'লৌকিকতারও ধার ধারেন না তিনি। তাছাড়া কোনো খুনী যদি...'

'পার্ডন! ইউ সেইড, কিলার, সেনর?' বিস্মিত হবার ভান করলো কার্লোস।

'ইয়া। আই মিন দ্যাট।' মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠেছে রানার।

'দয়া করে বলবেন কি, কাকে খুন করেছি আমি?'

'ডেভিড ওয়াকার। নামটা মনে পড়ে?'

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মিগুয়েল কার্লোস। দুই কোমরে হাত রেখে উন্মাদের মতো হাসছে লোকটা, হাসির দমকে দু'কাঁধ, পিঠ ক্রমাগত নাচছে। একসময় নিজেকে সামলালো সে বহুকষ্টে। কোনও রকমে বললো, 'ডেভিড ওয়াকারকে খুন করেছি? আমি? প্রমাণ আছে, মাই ডিয়ার সেনর? নেই। কোনো প্রমাণ নেই। কি,' ভুরু নাচালো লোকটা। 'ঠিক বলিনি?' আবার হাসতে শুরু করলো, তবে এবার আস্তে।

'পেরুর নিরীহ ইণ্ডিয়ানদের কথাও অজানা নেই আমাদের।'

'এবারেও একই কথা বলতে হচ্ছে, সেনর মাসুদ রানা, একটা আঙুলও কেউ তুলতে পারবে না আমার বিরুদ্ধে। কোনো প্রমাণ নেই।'

'একেবারে কোনোই প্রমাণ নেই বলা যাবে না। আছে। আছে বলেই স্যাণ্ডার্স আর প্যাটেলের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন পুলিস চীফ ম্যাকব্রায়ান। কে ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে,তাও তাঁর জানা।'

কাজ হলো এবার। খানিকটা থমকে গেল যেন কার্লোস, চিড় ধরেছে আত্মবিশ্বাস মাখা হাসিতে। 'তাই নাকি?'

'মৃত্যুর আগে জবানবন্দী দিয়ে গেছেন ডক্টর ফ্রেডরিখ কাজম্যান। টানাকাবুবাসী সবাই জানে, কারা আগুন দিয়েছে হাসপাতালে।' পরেরটা সত্যি হলেও প্রথমটুকু বানিয়ে বললো রানা, কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে।

আবার হেসে উঠলো কার্লোস। 'খুব সুন্দর করে মিথ্যে বলতে পারেন আপনি, সেনর। ডাক্তার শালার জবানবন্দী দেবার প্রশ্নই আসে না। সময় পেলে তো দেবে! অবশ্য পরের কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে।'

ওরা দু'জন তর্কে ব্যস্ত, এই ফাঁকে পিছিয়ে এলো আজম। রেলিঙ ঘেঁষে রাখা দুটো মবিলের ড্রাম, ওগুলোর কাছে এসে পিছন ফিরে কিছু করতে লাগলো, দৃষ্টি কার্লোসের ওপর। ওকে লক্ষ্যই করছে না সে বা রানা। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই

আগের জায়গায় ফিরে এলো আজম। হাত দুটো দেহের পিছনে।

কার্লোস তখন বলছে, '...একটা বিশেষ প্রয়োজনে সেনর রিচার্ডের সাথে কথা বলা দরকার আমার।'

'দেখা হবে না, বলে দিয়েছি প্রথমেই,' কঠিন কণ্ঠে বল্লো রানা। 'যা বলার আমাকেই বলতে হবে।'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকালো স্প্যানিয়ার্ড। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো প্রচুর সময় নিয়ে। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রথমে আজম, পরে রানার চোখের দিকে চাইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'ডেভিড ওয়াকারের ডায়েরীটা আমার চাই।'

'হোয়াট!' হুঙ্কার ছাড়লো আজম, অজান্তে আরও এক পা এগিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ালো লোকটার।

'রাখো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো রানা বাংলায়, 'কিছু করে বসো না এখনই।' কার্লোসের দিকে ফিরলো রানা। ওদের চারপাশে ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। আজম, রেজা, তুহিন এবং ভূষণেন্দু আক্ষরিক অর্থেই ঘিরে ফেলেছে লোকটাকে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করছে না স্প্যানিয়ার্ড। নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে।

'কি চাই?' যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে বললো রানা।

'ডেভিড ওয়াকারের ডায়েরী। তার সুটকেসের ভেতর ছিলো ওটা। এতো প্রাণহানী, ঝুট্ ঝামেলা ঘটছে ওই ডায়েরীটার জন্যেই। ওটা পেলে চলে যাবো আমি।'

'যদি না দিই?' ভেতরে ভেতরে স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা লোকটার স্পর্ধা দেখে। ইচ্ছে করছে এক থাপ্পড়ে লম্বা নাকটা সমান করে দেয়, কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছে ও।

'লেট মি ক্ল্যারিফাই ওয়ান থিং, সেনর রানা, আমি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, যারা যা চায়, তা-ই পায়। একবার যখন ওটা চাই বলেছি, তখন অবশ্যই চাই। আমার এই চাওয়ার সাথে পরিচয় আছে ল্যারি ড্রেকের। পেরুর ঘটনা তো শুনেইছেন। সে যাক্, জিনিসটা দিয়ে দিলেই...'

'এর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার উপায় নেই, মাসুদ ভাই,' বিরক্ত হলো আজম। 'বলেন তো শালার কান ধরে পাছায় দুটো লাথি মেরে নামিয়ে দিই। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আহ্,' ঠোঁট বাঁকিয়ে ওর দিকে ফিরলো কার্লোস। 'একাধারে সাহসী এবং গর্দভ, সেনর আজম।'

'ঠিক বলেছো,' ধাম করে দু'হাতে দুটো চাপড় মারলো আজম কার্লোসের বুকে। পলকে বারো বেজে গেল তার ধপধপে সাদা কোটের। মবিলে মাখামাখি হয়ে গেছে বুকের কাছটা। হাসি চাপলো রানা। এবার আর বাধা দিলো না ওকে।

এ ধরনের আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না স্প্যানিয়ার্ড, চোখ নামিয়ে নোংরা কোটের দিকে চেয়ে থাকলো বিস্মিত হয়ে।

'তোমার চাওয়ার ক্যাঁথায় আগুন,' তীক্ষ্ণ গলায় বললো আজম। 'এখনও সময়

আছে, কেটে পড়ো মানে মানে।'

'থোঃ' করে সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকু হারবারে ছুঁড়ে মারলো কার্লোস। ঘুরে তাকালো আজমের দিকে। দু'চোখ জ্বলে উঠলো তার পলকের জন্যে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'এই দুর্ব্যবহারের জন্যে একদিন আফসোস করতে হবে তোমাকে।'

'সে হবে'খন,' তার কোটের আস্তিনে বাকি মবিলটুকু ডলে ডলে মুছতে লাগলো আজম। যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনা করছে, এমনভাবে বললো, 'জাহাজের ডেকে কোনো নোংরা আবর্জনা একদম সহ্য হয় না আমার, দেখলেই ঝ্যাঁটাতে ইচ্ছে করে।'

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না মিগুয়েল কার্লোস, সাপের মতো ছোবল দিলো তার ডান হাত, চোখের পলকে শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে আনলো একটা পিস্তল। কিন্তু ওটা তোলার সময় পেলো না সে। তৈরিই ছিলো আজম, ভয়ঙ্কর একটা জুডো চপ্ চালালো কার্লোসের অস্ত্র ধরা হাতের কব্জিতে। 'ঠক্' করে আছড়ে পড়লো পিস্তল, ব্যথার চোটে কাৎরে উঠলো সে।

এক সেকেণ্ড পর শূন্যে উঠে গেল স্প্যানিয়ার্ডের হালকা-পাতলা দেহটা, দু'হাতে এক হ্যাঁচকা টানে মাথার ওপর তুলে ফেলেছে তাকে ক্যাপ্টেন। বাতাসে কাঠি কাঠি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো সে অসহায়ের মতো।

'যাও, সেনর,' বললো আজম। 'এবারের মতো মাফ করে দিলাম। কোটটা ধুয়ে ফেলোগে,' রেলিঙের কাছে গিয়ে হারবারে ছুঁড়ে মারলো সে কার্লোসকে। উড়ে গিয়ে 'থপাস্' করে পানিতে আছড়ে পড়লো স্প্যানিয়ার্ড চার হাত-পা ছড়িয়ে, তলিয়ে গেল সাথে সাথে।

# পাঁচ

ছোট ছোট তিনটে হুইসল্ বাজালো জাকারানডা, পিছিয়ে যাচ্ছে ঘাট ছেড়ে। কার্লোসের পিস্তলটা তুলে নিলো আজম, নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে পকেটে পুরলো। ঘুরে ব্রিজের উইণ্ডশীল্ডের ওপাশে হুইলে দাঁড়ানো ভূষণেন্দুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো, 'স্লো অ্যাহেড!'

রানা চেয়ে আছে তীরের দিকে। সাঁতরে তীরে উঠেছে কার্লোস এইমাত্র। কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এদিকে। দেখা যাক, ভাবলো রানা, জাত কেউটের লেজ মাড়িয়ে দেয়া গেছে, কি করে এখন ব্যাটা। আশা করা যায়, আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে এবার। নিশ্চয়ই প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে ধাওয়া করবে জাকারানডাকে। ওটাই চাইছে রানা, খোলা সাগরে মোলাকাত করতে চাইছে প্যাটেলের সাথে।

হারবার ছেড়ে খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছে ওরা। রানার পাশে এসে দাঁড়ালো

আজম। 'এবার বুড়া মিয়া নিশ্চয়ই কৈফিয়ত তলব করবে আপনাকে, মাসুদ ভাই,' হাসতে হাসতে বললো সে।

'হ্যাঁ। তা করবে।' হাত ইশারায় তুহিনকে কাছে ডাকলো রানা। বললো, 'শাহরিয়ারকে বলো ওদের ছেড়ে দিতে। আর আটকে রাখার দরকার নেই।'

আজম পিছন ফিরে বেসুরো, হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করলো, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার..."। বেশ মুডে আছে লোকটা বোঝা যাচ্ছে। কার্লোসের পিস্তলটা বারবার শূন্যে ছুঁড়ে মারছে, লুফে নিচ্ছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রিচার্ড ওয়াকার। জেসি এবং ডেবোরাও রয়েছে সঙ্গে। ওদের দেখে লোফালুফি বন্ধ করলো আজম, গান থেমে গেছে আগেই। আড়চোখে রানার দিকে তাকালো সে, প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'সেরেচে!' বলেই সাঁৎ করে ব্রিজে ঢুকে পড়লো।

রানাকে ঘেরাও করে ফেললো ওরা। 'রানা,' হড়বড় করে বললেন বিজ্ঞানী, 'এ ...এসবের অর্থ কি?'

'কোন্ সব?' ঘুরে পিছনদিকে তাকালো ও। নুকু আলোফার আলোগুলো দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে, পূর্ণ গতিতে ছুটছে জাকারানডা।

'না...মানে,' খানিকটা বিব্রত মনে হলো রিচার্ড ওয়াকারকে, 'মাঝরাতে হোটেল থেকে তুলে এনে...'

মাঝখানে বলে উঠলো জেসি, 'কাকে হারবারে ছুঁড়ে ফেললো আজম?'

'তাছাড়া, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কোথায় রওনা হলাম আমরা?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত মাথার ওপর তুললো রানা। 'ওরে বাবা! এক সাথে এতোজনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে না। ধৈর্য ধরো। বলছি আমি।'

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো ওশেনোলজিস্টের। 'অন্য আরেকটা জাহাজ মানে?'

'ওই আর কি! নাম পাল্টালেও ওটা আসলে হামিং বার্ড।'

'ওটায় চড়েছিলে তুমি সবাইকে নিয়ে?'

'হ্যাঁ।' একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালো রানা। 'ভাবলাম, স্যাণ্ডার্স বা প্যাটেলকে যদি পাকড়াও করতে পারি, অনেক শ্রম বেঁচে যাবে।'

'গিয়ে কি দেখলে? ফক্কা?' বললো জেসি।

'স্বাভাবিক,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'মিগুয়েল কার্লোসের ঘিলু আছে। নিশ্চই ওদের দু'জনকে আর কোথাও রেখে এসেছে এর মধ্যে। সে যাক্, আজম কাকে ছুঁড়ে ফেললো তখন হারবারে?'

'কার্লোসকে।'

'অ্যাঁ?' চোখ কপালে উঠলো বৃদ্ধের। 'মিগুয়েল কার্লোসকে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন কেন? কেন এসেছিলো লোকটা?'

'আপনার সাথে দেখা করতে।'

'আমার সাথে... কেন?'

'ডেভিড ওয়াকারের ডায়েরীটা নাকি খুব দরকার ওর, তাই।'

'বলো কি!'

'আজম!' হাঁক ছাড়লো রানা, 'স্যাণ্ডার্সকে কোথায় রেখেছো?'

'আমার কেবিনে,' পাল্টা হাঁক ছাড়লো সে হুইল হাউসের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে।

অবাক হলো ওরা তিনজন। চোয়াল ঝুলে পড়লো বিজ্ঞানীর। 'তার মানে, স্যাণ্ডার্সকে ধরে এনেছো তোমরা? ওই জাহাজ থেকে?'

সিগারেটে লম্বা করে টান মারলো রানা। হাসলো একটু। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...কিন্তু এখন যদি কার্লোস পুলিস স্টেশনে গিয়ে নালিশ ঠুকে দেয় আমাদের বিরুদ্ধে? যদি...ধরো, ওই ভেজা কাপড়েই গিয়ে ওঠে সেখানে, বলে, তাকে মারধর করেছো তোমরা? অ্যাসল্ট বা পাইরেসির অভিযোগ করে যদি?'

'আর যা-ই করুক, পুলিস স্টেশনের ধারে কাছেও যাবে না ও। জাহাজে ফিরেই টের পাবে ও যে আমাদের পদধূলি পড়েছে ওতে, সেই সাথে যখন দেখবে স্যাণ্ডার্সের কোনো খবর নেই, তখন ঠিকই টনক নড়বে ব্যাটার। পুলিসকে কিছু না বলে ও বরং আমাদের পিছু নেবে। কারণ, ওই ডায়েরী হাতে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না ও কিছুতেই।'

চিন্তায় পড়ে গেলেন বিজ্ঞানী। বললেন, 'সরাসরি হামলা করে বসবে না তো আমাদের ওপর?'

'করতে পারে,' ইশারায় আজমকে কাছে ডাকলো রানা। 'তোমার কালেকশনগুলো বের করো। দেখাও এঁদের।'

কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে বসলো আজম ডেকে। ভেতরে হাত চালিয়ে একটা একটা করে বের করে আনলো হামিং বার্ডের রাইফেলের বোল্টগুলো. সাজিয়ে রাখলো পাশাপাশি।

ভুরু কুঁচকে উঠলো রিচার্ড ওয়াকারের। 'কি ওসব?'

'রাইফেলের বোল্ট। মিগুয়েল কার্লোসের কেবিনে পেয়েছি।'

'ওহ্, ক্রাইস্ট! এতো অস্ত্র? দশটা রাইফেল?'

'পনেরোটা,' রানা নির্বিকার। 'বাকিগুলোর বোল্ট ছিলো না, অটোমেটিক অ্যাকশন রাইফেল। সেই সাথে চারটে সাব-মেশিনগান, বেশ কয়েকটা পিস্তল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড।'

টাকের সীমানায় পৌঁছে গেছে বৃদ্ধের বিস্ফারিত ভুরুজোড়া। হতবাক হয়ে গেছে মেয়ে দুটিও, কথা সরছে না কারও মুখে।

'অবশ্য এখন সব খেলনায় পরিণত হয়েছে। ওর একটাও এখন আর কোনো কাজে আসবে না।'

'কেন?'

'ওগুলোর ফায়ারিঙ পিন ঘষে সমান করে রেখে এসেছি।'

'ডিমগুলো নিয়ে এসেছি আমরা,' উঠে দাঁড়ালো আজম। পকেট থেকে একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড বের করে দেখালো ওদের। বন্ বন্ করে পাক্ খেতে খেতে শূন্যে

উঠে গেল জিনিসটা। দশ গজ মতো উঠে নেমে আসতে লাগলো।

তীব্র আতঙ্কে ঘাড়ের পিছনের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেছে বিজ্ঞানীর। চেঁচিয়ে সতর্ক করতে চাইলেন ক্যাপ্টেনকে, কিন্তু স্বর ফুটলো না। মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিভ। হাঁ করে চেয়ে আছেন গোল, ধাতব বস্তুটির দিকে–নেমে এসেছে...এই পড়লো!

পেটের কাছে ডান হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে আজম, ঠিক হাতের তালুতে এসে আছড়ে পড়লো জিনিসটা, পরক্ষণেই আবার উঠে গেল ওপরে।

'থা...থা...থামো!' হঠাৎ স্বর ফুটলো বিজ্ঞানীর, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মা...মারবে তো স-সবাইকে!'

চট্ করে ভয়ঙ্কর ডিমটা পকেটে পুরলো আজম। সহজ ভঙ্গিতে বললো, 'আর কার্লোসের ক্রু-সংখ্যাও অনেক। প্রায় বিশ পঁচিশজন হবে। এতো ক্রু লাগার কথা নয় হামিং বার্ডে, থুক্কু, টোপাজে।'

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সিধে হলো রানা। বিজ্ঞানীকে বললো, 'আপনারা এবার কেবিনে যান, বিশ্রাম করুন।'

'তুমি যাবে না?'

'পরে। স্যাণ্ডার্সের সাথে কথা বলতে হবে এখন।'

'আমি আসি তোমাদের সাথে?' ভয়ে ভয়ে বললেন বৃদ্ধ।

কি ভেবে রাজি হয়ে গেল রানা। 'বেশ, আসুন। কিন্তু তোমরা দু'জন চলে যাও, সোজা কেবিনে।'

ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। বন্ধ দরজার বাইরে পাহারায় আছে রেজা ও তুহিন। আজমের বাঙ্কে শুয়ে ছিলো মাইক স্যাণ্ডার্স, দরজায় মানুষের সাড়া পেয়ে উঠে বসলো তটস্থ হয়ে। পরক্ষণে শুকিয়ে আমসি হয়ে উঠলো মুখটা প্রথমে রানা, এবং পিছন পিছন বিশালদেহী স্কিপারকে ঢুকতে দেখে। সরতে সরতে বাঙ্কের পায়ের দিকের বাল্কহেডে হেলান দিয়ে কুঁজো হয়ে বসলো, যেন দেয়ালের সাথে মিশে নেই হয়ে যেতে চাইছে।

চারজনেই ভরে গেছে খুদে কেবিনটা। দু'পা এগিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালো রানা। এক পলক ওর মুখের দিকে তাকিয়েই নজর নামিয়ে নিলো অস্ট্রেলিয়ান। মুখ, কপাল ফুলে আছে জায়গায় জায়গায়, আজমের অ্যাডজাস্টেবল্ স্প্যানারের কীর্তি। কপালের ওপরকার শেষ মারটাই সম্ভবত সবচেয়ে জোরে লেগেছিলো, ভীষণভাবে ফুলে আছে জায়গাটা–নীল হয়ে গেছে।

বদ্ধ কেবিনে গম গম করে উঠলো রানার কণ্ঠ। 'আমার দিকে তাকাও, স্যাণ্ডার্স।'

খুব ধীরে ধীরে মাথা তুললো লোকটা। একটা ঢোক গিললো কোনোরকমে। পিট্ পিট্ করছে দু'চোখ।

'কয়েকটা প্রশ্ন করবো আমি তোমাকে। এবং তুমি তার উত্তর দেবে। বুঝতে পেরেছো, স্যাণ্ডার্স?'

জিভ বের করে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো অস্ট্রেলিয়ান। আতঙ্কে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু

একটা বলতে চাইলো সে, কিন্তু গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরুলো না গলা দিয়ে।

দু'কাঁধ ধরে লোকটাকে আস্তে করে ঝাঁকি দিলো রানা। 'বুঝতে পারছো আমার কথা?'

অনেক চেষ্টার পর ফিসফিস করে বললো স্যাণ্ডার্স, 'হ্যাঁ, পারছি।' আবার জিভ বের করে ঠোঁট চাটতে লাগলো।

আজমের দিকে তাকালো রানা। 'খানিকটা হুইস্কি দাও।'

নিজের ওয়াল কেবিনেট থেকে বের করে পুরো এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দিলো আজম। কোঁৎ কোঁৎ শব্দে এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেললো সে পানীয়টুকু। অল্প অল্প করে মুখের রঙ ফিরে পেতে শুরু করলো এবার স্যাণ্ডার্স।

'শুরু করা যাক, একদম প্রথম থেকে। লণ্ডন গিয়ে ডায়ানা ওয়াকারের বাসা খুঁজে বের করেছো তুমি। কেন?'

'ন্যাট প্যাটেলের গাধামির জন্যে। ডেভিড ওয়াকারের সুটকেসটা হাতছাড়া হয়ে যায় ওর দোষে। ওটা ফিরে পাওয়ার জন্যে।' মাথা নিচু করে চাদর খুঁটতে লাগলো অস্ট্রেলিয়ান।

'কি ছিলো ওটায়?'

'একটা ডায়েরী আর কিছু পাথর।'

'কার দরকার ছিলো ওগুলো, তোমার, না মিগুয়েল কার্লোসের?'

রানার মুখে নামটা শোনামাত্র সামান্য চমকে উঠলো স্যাণ্ডার্স। একটু তাকিয়েই নজর নামিয়ে নিলো। 'কার্লোসের।'

'তোমার ভাড়াটে গুণ্ডারা ডায়েরীটা নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলে চাকরির অজুহাতে আমাদের পিছু লাগো তুমি, এই তো?'

'ইয়েস, মাই ওয়ার্ড।'

'ওয়াকি টকিটা কে দিয়েছিলো তোমাকে?' জানা কথা, তবুও পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ন্যাট প্যাটেল। আপনারা কখন কোথায় থাকেন, তা জানাবার জন্যে।'

'কখন, কোথায় বসে দিয়েছিলো?'

'পাপীটি।'

'পাপীটি পুলিসকে আমরা টানাকাবু হাসপাতালে আগুন দিয়েছি কে বলেছে?'

খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবার অস্ট্রেলিয়ান। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'প্যাটেল, ব্লাডি হেল! ওকে নিষেধ করেছিলাম আমি।'

আজম বললো, 'মিস জেসির নোটবুকের ড্রইংগুলোর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় তোমার?'

'নাহ্। কিসের বৈশিষ্ট্য?'

'তাহলে ঈগলকে ফ্যালকন বলেছিলে কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো লোকটা। ভাবছে। তারপর অনেকটা আপনমনে, নিচু গলায় বললো, 'আমার কাছে ওটা ফ্যালকনই মনে হয়েছিলো, তাই।'

চোখাচোখি হলো রানা আর আজমের। 'তুমি আসলে ফ্যালকন আইল্যাণ্ড মিন করেছিলে, ঠিক না?' প্রশ্ন করলো রানা।

উত্তর দিলো না স্যাণ্ডার্স।

'বলো!' এতো জোরে হাঁক ছাড়লো আজম, অন্য সবার সাথে রানা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। 'কি জানো ফ্যালকন আইল্যাণ্ড সম্পর্কে?'

'তেমন কিছু না। কার্লোসের মুখে শুনেছি, টোঙ্গার আশেপাশেই আছে ওটা কোথাও। ব্যস্।'

'বেশ,' বললো রানা, 'এবার বলো, ডেভিড ওয়াকারকে হত্যা করেছে কে? তুমি, না প্যাটেল?'

'না, না, আমি নই। প্যাটেল, আর... আর কার্লোস।' নিমেষে মুখের রঙ সরে গেছে অস্ট্রেলিয়ানের, অসুস্থ লাগছে দেখতে।

'তুমি তাদের সাহায্য করেছো।'

জোরে জোরে মাথা দোলাতে লাগলো মাইক স্যাণ্ডার্স, 'না! আমি ওই হত্যার সাথে কোনোভাবেই জড়িত নই।'

'কিন্তু ওদের সাথে ছিলে তুমি।' চোয়ালের পেশী কঠিন হয়ে উঠলো রানার।

'ছিলাম। তবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না।'

'তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা শুনতে চেয়েছিলাম আমি, স্যাণ্ডার্স,' যেন হতাশ হয়েছে, এমনভাবে বললো রানা। 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে এখনও সময় আছে, সত্যি কথা বলো। প্যাটেলের সাথে তুমিও গিয়েছিলে ডক্টর কাজম্যানের ওখানে, ডেভিডের ডেথ সার্টিফিকেট আনতে, গিয়েছিলে না?'

মাথা দোলালো স্যাণ্ডার্স অনিচ্ছা সত্ত্বেও। 'হ্যাঁ। কিন্তু সত্যিই ডেভিড ওয়াকারকে খুন করিনি আমি। প্যাটেল...প্যাটেল খুন করেছে তাকে। কার্লোসের নির্দেশে।'

'আর ফ্রেডরিখ কাজম্যানকে?'

'প্যাটেল।'

'এবারও সঙ্গে ছিলে তুমি।'

'ছিলাম।'

'হাসপাতালে আগুন দিয়েছে কে?'

'আমি নই।'

'কে?'

'প্যাটেল। একটা আস্ত উন্মাদ ও। ঠাণ্ডা মাথার খুনী। আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম।'

'আর র‍্যাঙ্গার? কে হত্যা করেছে তাকে?'

সামান্য দ্বিধান্বিত মনে হলো এবার লোকটাকে। আমতা আমতা করতে লাগলো।

'কি হলো?'

'ঠিক জানি না। ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। হয় প্যাটেল, নয়তো ডেভিড ওয়াকার।'

'ডেভিড!' এক পা এগুলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আমার ভাই?'

'তাকে খুঁজছিলো পুলিস, তাই না?' ঝাঁঝালো গলায় বললো মাইক স্যাণ্ডার্স,

'সে যে র‍্যাঙ্গারকে হত্যা করেনি, কেউ কি শিওর হয়ে বলতে পারে? আবার প্যাটেলও হতে পারে। আই টোল্ড ইউ, আমি শিওর নই।'

'কি অপরাধ ছিলো তার? কেন খুন করা হলো তাকে?'

'বলতে পারি না। কেউ কিছু বলেনি আমাকে।'

'বেশি স্মার্টনেস দেখিও না, স্যাণ্ডার্স,' চোখ পাকালো আজম। 'প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'আমি শুনেছি, ডেভিডের কাছে এমন কিছু ছিলো, যার ওপর নজর ছিলো কার্লোসের। আমার ধারণা, আপনাদের নডিউলের সঙ্গে এর কোনো লিঙ্ক আছে। এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে আমি জড়িত ছিলাম না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' টিটকারির ভঙ্গিতে মাথা দোলালো আজম, 'তা আমি আগেই বুঝেছি। স্যাণ্ডার্স ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র। আমার লিলিহোয়াইট বন্ধু, তোমার জন্যে গিলোটিনের ব্যবস্থা হচ্ছে, রাখো।'

'আর কোনো প্রশ্ন আছে কারও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা দোলালেন রিচার্ড ওয়াকার। 'মনে পড়ছে না।'

'আজম?'

'না।'

'ঠিক আছে। এখন যাচ্ছি। তবে নতুন কিছু মনে পড়লেই আবার আসবো, স্যাণ্ডার্স,' বললো রানা।

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাল্কহেডের গায়ে আনমনে বৃত্ত আঁকছে লোকটা। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে।

'এখনও ভেবে দেখো, মিথ্যেগুলো সংশোধন করবে কি না।'

'আমি মিথ্যে কিছুই বলিনি।'

কয়েক মুহূর্ত পলকহীন চোখে লোকটার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকলো ও। তারপর পিছিয়ে এলো। 'একটা কথা খেয়াল রেখো, স্যাণ্ডার্স, এই কেবিনের বাইরে তোমার নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। জানের ওপর দরদ থাকলে বাইরে আসার চেষ্টা করো না। ক্রু-রা সবাই খেপে আছে। বাগে পেলে আস্ত রাখবে না তোমাকে।'

বাইরে এসে কেবিনে তালা লাগিয়ে দিলো আজম। ওখান থেকে সেলুনে এসে বসলো তিনজন। সবাই ক্লান্ত। চিন্তিত মনে পর পর দুটো সিগারেট ধ্বংস করলো রানা। কপালের দু'পাশের শিরা দপ্ দপ্ করছে, মাথাটা ধরে আছে। একটু ঘুম দরকার।

পুব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। আগমন ঘটছে নতুন দিনের। কি আছে সামনে, কে জানে। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

# ছয়

সামনে সীমাহীন দিগন্ত। বহুদূরে পানির বুক ছুঁয়েছে নীল আকাশ। পায়ের নিচে ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্ করছে জাকারানডার হৃৎপিণ্ড। গ্রীবা উঁচিয়ে বিরামহীন ছুটে চলেছে সে অজানা গন্তব্যের দিকে। সন্ধে হয়ে আসছে। খোলা ডেকে একা বসে আছে মাসুদ রানা।

মনটা হঠাৎ করে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। ভালো লাগছে না কিছুই। বারবার দেশের কথা মনে পড়ছে। কোথা দিয়ে দেড়টি মাস পেরিয়ে গেছে, ভাবতে অবাক লাগছে রানার। অথচ, মনে হচ্ছে এইতো সেদিনকার কথা।

কি আশ্চর্য! দেড় মাস? এই-ই হয়, ভাবলো ও, এভাবেই মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায় সময়। দেখতে দেখতে দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনটিও ফুরিয়ে যাবে একদিন, কিছু টের পাবার আগেই। ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে এলে শেষ জীবনেও হয়তো এমনিই অবাক হতে হবে, পিছনে তাকিয়ে তখনও মনে হবে, এতো পথ পেরিয়ে এসেছি? এতো বছর কেটে গেছে কখন? কই, টের পাইনি তো!

আরও খারাপ হয়ে গেল মনটা। ঘুরে ফিরে মনে পড়তে লাগলো প্রিয় জন্মভূমির কথা। কেমন আছে ঢাকা? সেই আগের মতোই কি আছে? এই যে এতোদিন বিদেশে পড়ে আছে ও, এ জন্যে কি কোথাও ব্যাঘাত ঘটছে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়? না কি ওকে ছাড়াই চলছে সব আগের মতো? করুণ এক টুকরো হাসি ফুটলো রানার ঠোঁটের কোণে, কেন চলবে না? নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, কারও অভাবে ঠেকে থাকে না কোনও কিছুই। সময়ের কাঁটা ঠিকই ঘোরে, আপন গতিতে এগিয়ে চলে প্রকৃতি–কে থাকলো, কে গেল, তা নিয়ে ভাববার সময় কোথায় তার?

আচমকা একটা মুখ ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন এক বৃদ্ধ, মাথায় চুল প্রায় নেই। মুখটা লম্বাটে। বাঁ গালে গভীর কাটা দাগ। শিশুর মতো ডুকরে কাঁদছেন বৃদ্ধ, তাঁর প্রতিটি কথা পরিষ্কার কানে ভাসছে এখনও, 'কুকুরের মতো ব্যবহার করেছে ওরা আমার সাথে। বুড়ো মানুষ, গায়ে জোর নেই...'

চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরলো রানা। বুকের ভেতর প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা এক সাথে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। গরম রক্তের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে, শিরায় আগুন ধরে গেছে যেন। উন্মত্ত আক্রোশ অস্থির করে তুললো ওকে।

চাইলে কাল রাতেই মিগুয়েল কার্লোসের সাথে দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলতে পারতো ও। কিন্তু শুধু তাকেই নয়, সঙ্গে প্যাটেলকেও চাই ওর। রানা নিশ্চিত, এবার আলোয় আসবে ম্যানিয়াকটা, আসতেই হবে। এবং ওটাই চাইছে সে মনে মনে। ওর রক্তের পিপাসা চিরতরে মিটিয়ে দেবে এবার রানা।

'কি এতো ভাবছো, রানা?' অনেকক্ষণ থেকে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো জেসি ওর ধ্যান ভঙ্গ হবার আশায়। কিন্তু তেমন কোনও লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কথা বলে উঠলো।

প্রায় চমকে উঠলো রানা, 'অ্যাঁ?'

'বলছি, কি এতো ভাবছো?' ঘুরে সামনের একটা চেয়ারে বসলো এসে জেসি। ঘুম থেকে উঠেছে মনে হয় এইমাত্র। মুখটা ফোলাফোলা। অস্তগামী সূর্যের লালচে আভায় সোনালী চুলগুলো জ্বলজ্বল করছে। সুন্দর মুখটা অদ্ভুতরকম মোহনীয় লাগছে। সব ভুলে চেয়ে আছে রানা। কি বুঝলো কে জানে, আরক্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি।

ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল রানা। সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসলো। বললো, 'তেমন কিছু ভাবছি না। এমনিই, একা একা কি আর করবো! বসে আছি,' হাসলো সে।

'কথা ঘুরিও না। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি গভীর চিন্তায় আছো তুমি। রেগেমেগে কার সঙ্গে কথা বলছো।'

'কি!' চোখ কপালে উঠলো ওর, 'কথা বলছি? একা একা?'

'ইয়েস, স্যার,' ফিক্ করে হেসে ফেললো জেসি, 'ঝগড়া করছিলে ফিয়াঁসের সাথে?'

'হ্যাঁ,' রানাও হাসলো। 'ফিয়াঁসেই বটে।'

'কি নাম তার, রানা?' মেয়েসুলভ কৌতূহল ঝিলিক মেরে উঠলো তার দু'চোখে।

'নাম?'

উৎসাহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে বসলো মেয়েটি। 'হ্যাঁ!'

'ন্যাট প্যাটেল।'

'কি!' মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল জেসির উৎসাহ, পাল্টে গেল চেহারা।

'হ্যাঁ!' কঠিন কণ্ঠে বললো রানা, 'ওর কথাই ভাবছিলাম।'

একটু পর স্বাভাবিক হয়ে এলো জেসি। আনমনে বললো, 'সত্যি, লোকটার কথা ভাবলে অবাক লাগে। অসুস্থ রোগীদের পুড়িয়ে মারার সময় একটুও কি কাঁপেনি ওর হাত?'

কথা বললো না রানা। ওরই অসতর্কতার কারণে আরও চোদ্দটি প্রাণ অসময়ে ঝরে গেছে, কিছুই করতে পারেনি ও। এ ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে ফিরবে রানাকে যতোদিন না এর প্রতিশোধ নিতে পারে সে। যখনই হোক, জাকারানডা টানাকাবু লেগুনে ঢোকার পরই ঢুকেছিলো হামিং বার্ড, আগে নয়। হয়তো ওরা যখন কিরোর গাড়িতে ছিলো, তখনই। চারদিকে একটু সতর্ক নজর রাখলে সম্ভবত বাধা দেয়া যেতো ওদের। অন্তত চেষ্টা করা যেতো।

ওর মুখ দেখে টের পেয়ে গেছে জেসি কি ভাবছে রানা। বললো, 'তুমি শুধু শুধু নিজেকে দোষী ভাবছো, রানা। আমার মনে হয়, এ নিয়ে ভেবে ভেবে নিজেকে কষ্ট দেবার কোনো অর্থ হয় না। ব্যাপারটা ঘটেছে তোমার অনুপস্থিতিতে, তাছাড়া...'

'জানি। তবুও, এতোগুলো মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলো মেয়েটি। 'স্যাণ্ডার্সের কাছে জানতে পেরেছো তেমন কিছু?'

'হ্যাঁ। যা যা জানার ছিলো, জেনে নিয়েছি।'

সন্ধে হয়ে গেছে। জাকারানডার পোর্ট আর স্টার সাইডে জ্বেলে দেয়া হয়েছে লাল-নীল নেভিগেশন লাইট। একটু পর একে একে এসে হাজির হলো ডেবোরা, রিচার্ড ওয়াকার এবং আজম। চুপচাপ বসে থাকলো সবাই। অন্যান্য দিনের মতো আসর জমছে না আজ।

কিছু একটা চিন্তা করছিলো রানা। নড়েচড়ে বসলো, আজমকে লক্ষ্য করে বললো, 'পাইলট বুকটা দেখে এসো। আশেপাশে কোনো দ্বীপ আছে কি না, জানা দরকার।'

'জ্বি,' চট্ করে চেয়ার ছাড়লো ক্যাপ্টেন।

'কেন, রানা?' প্রশ্ন করলেন রিচার্ড।

'স্যাণ্ডার্সকে নামিয়ে রেখে যাবো।'

'বুঝলাম না।'

'ওকে আমাদের আর দরকার নেই। ও সঙ্গে থাকলে বরং সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে কখন কি করে বসে ভেবে। আমাদের জন্যে লোকটা একটা লায়্যাবিলিটি। ওর কাছ থেকে একটা লিখিত জবানবন্দী রেখে নামিয়ে দিয়ে যাই, ঝামেলা বিদেয় হোক।'

'আমি আপনার সাথে একমত।' ফিরে এসেছে আজম, রানার সিদ্ধান্ত শুনে ফেলেছে।

'পেয়েছো?'

'জ্বি। নাম ম'উঙ্গা'ওয়ান, টোঙ্গান গ্রুপের উত্তর প্রান্তের দ্বীপগুলোর একটা। একশো মাইল উত্তরে। কাল ভোর নাগাদ পৌঁছে যাবো আমরা।'

'ধারেকাছে আর কিছু নেই?'

'নাহ্।'

'বেশ। চলো তাহলে, স্যাণ্ডার্সের সাথে শেষ মিটিংটা সেরে আসি। আপনারা থাকুন এখানেই,' অন্যদের বললো রানা।

শুয়ে ছিলো লোকটা, তালা খোলার শব্দে উঠে বসলো। ওদের দুজনকে দেখে কিছু একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে ভেবে শুকিয়ে গেল মুখ। এক কোণে সরে গিয়ে বাল্কহেডে হেলান দিয়ে বসলো দু'হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে।

'তোমাকে আমরা সামনের একটা আইল্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে যাবো, স্যাণ্ডার্স,' বললো রানা। লক্ষ্য করলো, কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝামাত্র মুখের রঙ ফিরে এলো লোকটার, কুঁজো পিঠটা সিধে হলো। 'বুঝতে পেরেছো?'

'বুঝেছি।'

'কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। ডেভিড ওয়াকারের হত্যা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতো কিছু ঘটেছে–ইনক্লুডিং এভরি মারডার, এভরি ক্রাইম, কমিটেড বাই প্যাটেল, কার্লোস অ্যাণ্ড ইউ, ইউ হ্যাভ টু রাইট

ডাউন ইন ডিটেলস্। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

'ইয়েস, ইয়েস,' ঘন ঘন মাথা দোলালো স্যাণ্ডার্স। 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, স্যার।'

'দাঁড়াও! আগেই সব বুঝে বসে থেকো না। ওতে একটা অক্ষর মিথ্যে লেখা হয় না যেন। প্রয়োজনে তোমার ওই জবানবন্দী পুলিস চীফ ম্যাকব্রায়ানকে দেখাবো আমি, আমাদের ইনোসেন্সের সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে। অল রাইট?'

'নো প্রবলেম, স্যার। গড নোজ, একটাও মিথ্যে কথা বলিনি আমি এ পর্যন্ত। লেখার বেলায়ও সত্যি কথাই লিখবো।'

আজমের দিকে ফিরলো রানা। 'কাগজ-কলম এনে দাও ওকে।'

'জ্বি।' ঘুরে দাঁড়ালো আজম।

'তাড়াতাড়ি শেষ করো লেখা,' অস্ট্রেলিয়ানকে বললো ও, 'সকালে ম'উঙ্গা'ওয়ানে নামিয়ে দিয়ে যাবো তোমাকে।'

'শিওর, স্যার।' বিনয়ের অবতার বনে গেছে স্যাণ্ডার্স। অনুগত ভৃত্যের মতো হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন।

'ম'উঙ্গা'ওয়ান চেনো তুমি?'

'চিনি। এদিকের সব দ্বীপেই আসা-যাওয়া আছে আমাদের।'

'এ ধরনের অনিশ্চিত যাত্রায় তোমার মতো চরিত্র সঙ্গে থাকলে স্বস্তি পাই না আমি। তাছাড়া আমাদের ক্রু-রা একেবারেই সহ্য করতে পারছে না তোমাকে, যে কোনো সময় যা তা ঘটিয়ে বসতে পারে ওরা। সবদিক চিন্তা করে তোমাকে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভেবো না, তোমাদের মতো অমানুষ, নরপশু নই আমরা। কাজ সেরে ফেরার পথে তুলে নিয়ে যাবো তোমাকে। পৌঁছে দেবো পাপীটি। অবশ্য এর মধ্যে যদি না...।' কাঁধ ঝাঁকালো রানা, ইচ্ছে করেই শেষ করলো না বক্তব্য। ফিরতে কতদিন লাগবে, কে জানে। কতো কিছুই তো ঘটতে পারে এর মধ্যে–হামিং বার্ড তুলে নিতে পারে এসে, মৃত্যু হতে পারে লোকটির, কিংবা খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হতে পারে তাহিতিয়ান পুলিস।

আপনাআপনি মাথা নত হয়ে এলো অস্ট্রেলিয়ানের, বাঙ্কের চাদরের কোণ খুঁটতে লাগলো। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার আগে শুনতে পেলো রানা, নিচু গলায় বলছে সে, 'বুঝতে পেরেছি, স্যার। ভেরি কাইণ্ড অভ ইউ, স্যার।'

পরদিন এগারোটার দিকে ম'উঙ্গা'ওয়ান উপকূলে নোঙর ফেললো জাকারানডা। বেশ ঢেউ সাগরে, বেশি কিনারায় যাওয়া গেল না। লাইফবোট নিয়ে স্যাণ্ডার্সসহ রওনা হয়ে গেল আজম আর তুহিন। দ্বীপটা বেশ ছোটো–দূর থেকে নেটিভদের নারকেল পাতার চালা দেয়া অসংখ্য কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে। জাহাজের সাড়া পেয়ে তীর জুড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে এসে আধা উলঙ্গ নারী-পুরুষ, শিশুর দল।

দু'ঘণ্টা পর ফিরে এলো লাইফবোট। জানা গেল, স্যাণ্ডার্স কয়েক মাস এখানে থাকবে জেনেও তেমন কোনো আপত্তি করেনি স্থানীয়রা। বরং সাদরেই গ্রহণ করেছে তাকে। স্বস্তি ফিরে এলো জাহাজে। রওনা হলো আবার। নুকু আলোফা ছেড়ে আসার পর এ পর্যন্ত কাউকে গন্তব্য সম্পর্কে কিছু জানায়নি রানা, এমন কি

আজমকেও নয়। অবশ্য, কেউ জানতেও চায়নি। একমাত্র ডেভিড ওয়াকারের মনেই বারকয়েক উদয় হয়েছিলো প্রশ্নটা। যদিও, সাহস করে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। রানাকে উত্তরে কোর্স সেট করতে দেখে এবার আর নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না বৃদ্ধ। 'কোনদিকে চলেছি আমরা, রানা?'

হাতে ধরা পকেট পাইলট চার্টটা চোখের সামনে তুলে ধরলো ও। মৃদু, দৃঢ়স্বরে বললো, 'ফ্যালকন আইল্যাণ্ড।'

মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন ওশেনোলজিস্ট। 'সত্যি!' পরক্ষণে অন্য ভাবনা ঢুকলো মাথায়। 'কিন্তু, ন্যাট প্যাটেলকে ধরা হলো না তো।'

'হবে। আমাদের পিছন পিছন আসছে ও, নো ডাউট। চার্ট অনুয়ায়ী, আগামীকাল দুপুর নাগাদ ফ'নুয়া ফ'উ আর মিনারভা আইল্যাণ্ডের মাঝামাঝি পৌঁছুবো আমরা, যদি মিনিমাম আট নট গতি বজায় রাখা যায়। ওখানটায় ড্রেজিং করতে চাই। পাবো না কিছু, জানি। খানিকটা সময় কাটানো আর কি।'

'আই সী।' সমুদ্রের দিকে ফিরে কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন রিচার্ড। একসময় ধ্যান ভাঙলো তাঁর। বললেন, 'কিন্তু, ধরো যদি বলা নেই, কওয়া নেই, এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা আমাদের ওপর? ওই ডায়েরীটার জন্যে আমাদের সবাইকে যদি খুনও করে কার্লোস, কি করে ঠেকাবো আমরা? অথবা, তা না করে হয়তো আমাদের বাধ্য করবে তাকে নডিউল ডিপোজিট দেখিয়ে দিতে, তারপর জায়গামতো পৌঁছে...ব্যস্?' হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করলেন তিনি।

হেসে ফেললো রানা বৃদ্ধের ভেতরকার অস্থিরতা দেখে। বললো, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার বন্ধুরা,' চোখ ইশারায় পাশে দাঁড়ানো আজমকে দেখালো, 'হাওয়া খেতে আসেনি।'

'জানি। এরা প্রত্যেকেই খুব টাফ, জানি। কিন্তু কার্লোসের ক্রু নাকি অনেক বেশি।'

'সরাসরি লড়াই যদি বাধেই, আই মীন, সশস্ত্র সংঘর্ষ হলে এদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না ওরা, সে যে ক'জনই হোক। আর হাতাহাতি যুদ্ধ হলে,' থামলো রানা, একটু ভেবে নিয়ে দৃঢ় গলায় বললো, 'পুরোটা সামলে নিতে সময় হয়তো কিছু বেশি লাগবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হবো আমরাই।'

অবাক হয়ে প্রথমে রানা, পরে আজমের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ ওশেনোলজিস্ট। তারপর অবিশ্বাসমাখা সুরে বললেন, 'তোমরা মোটে ছয়জন, আর...'

'এখানে 'জন'টা বড় কথা নয়, স্যার, আসল হলো টেকনিক। টেকনিকই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। সবচে' বড় কথা, আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি, ওদের থেকে আমাদের মনোবল অনেক বেশি। ধৈর্য ধরুন, সময়ে দেখতে পাবেন।'

হঠাৎ গলা খাদে নামালেন রিচার্ড ওয়াকার। 'তোমার বন্ধুদের জন্যে একটা বোনাস ঘোষণা করলে কেমন হয়?'

'কিসের বোনাস?' ভুরু কোঁচকালো রানা।

'না, মানে, আমাদের ড্রেজিং সফল হোক, আর না হোক, ওরা এতো কষ্ট করছে, তাই ওদের জন্যে কিছু সম্মানী ঘোষণা করবো ভাবছিলাম।'

একটু ভাবলো রানা। রাজী হয়ে গেল। 'ঠিক আছে। কিন্তু এখন থাক। পরে জানালেও চলবে।'

'ওকে।'

# সাত

অফ করে দেয়া হয়েছে এনজিন। সাগরের মৃদু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে একটু একটু দুলছে নোঙরে বাঁধা জাকারানডা, ওশেনোলজিক্যাল রিসার্চ শিপ। বাতাসের শোঁ শোঁ আর পানির ছলাৎ ছল্ ছাড়া সব চুপচাপ। অকস্মাৎ এই নীরবতা সবারই কেমন কেমন লাগছে।

দুটোর সময় শুরু হলো ড্রেজিং। প্রথমবার তেরো হাজার ফুট নিচে সী-বেড স্পর্শ করলো মোটা উইঞ্চ কেবল। নরম প্যাচপেচে কাদামাটির সাথে উঠে এলো মাঝারিগোছের এক বালতি ম্যাঙ্গানিজ নডিউল। সাথে সাথে কাজে লেগে পড়লেন রিচার্ড ওয়াকার, ওর মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়েকটা তুলে নিয়ে ছুটলেন ল্যাবরেটরির দিকে।

পিছন পিছন গেল জেসি ও ডেবোরা। 'আমরা আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?' প্রশ্ন করলো ডেবোরা।

স্পেকট্রোস্কোপ অ্যাডজাস্ট করতে মহাব্যস্ত ওশেনোলজিস্ট। 'হ্যাঁ, তা পারো,' বললেন তিনি। হাত তুলে টেবিলের এক প্রান্তে রাখা বড় বড় কয়েকটা কাঁচের গামলা দেখিয়ে বললেন, 'ওগুলো নিয়ে যাও। প্রতিবার ড্রেজিং কমপ্লিট হবার সাথে সাথে ওগুলো ভরে নডিউল তুলবে। তারপর কাদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

'ও আমি একাই পারবো,' বললো ডেবোরা।

'আমি তাহলে কি করি?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো জেসি।

তার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নেই রিচার্ডের, ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অ্যানালাইসিসের কাজে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কাজ দেখলো রানা। জাকারানডার দুলুনী সুস্থির হতে দিচ্ছে না বৃদ্ধকে, ফলে ব্যাহত হচ্ছে কাজ। কিন্তু সেদিকে খুব একটা লক্ষ্য নেই তাঁর, মুখে বিরক্তিসূচক নানান ধ্বনি করছেন ব্লটে থেকে থেকে, তবে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না কোনও দিকে। মুচকে হেসে সরে এলো ও, আপন জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন কাজপাগল, আত্মভোলা বিজ্ঞানী।

প্রথম ড্রেজিঙের ফলাফল মোটামুটি আই. জি. ওয়াইয়ের সার্ভে রিপোর্টের প্রতিফলন ঘটালো। যদিও এর চেয়ে বেশি কিছু কেউ-ই আশা করেনি। কোবাল্ট পাওয়া গেল মাত্র ১.০৪%। ওখান থেকে সরে এলো জাকারানডা। ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের দিকে মাইলখানেক এগিয়ে এসে নোঙর ফেললো আবার। দ্বিতীয়বার

ড্রেজিং করা হবে এখানে।

ফোরডেকে বসলো এসে রানা ও জেসি। মাথার ওপর গনগনে আগুন ঢালছে প্রকাণ্ড সূর্যটা। এ মুহূর্তে আজম রয়েছে উইঞ্চ কন্ট্রোলিঙে, তার হেঁড়ে গলার এটা ওটা নির্দেশ্ পালনে ব্যস্ত সবাই, সরগরম হয়ে আছে ডেক। ওদের ওপর চোখ পড়তে হাসলো আজম। 'এনি লাক?'

মাথা দোলালো রানা। 'নট ইয়েট। চালিয়ে যাও।'

ঘুরে বসে কন্ট্রোল লিভার ধরে টানাটানি করতে লাগলো লোকটা, 'হড়াস' করে পানিতে লাফিয়ে পড়লো গিয়ে মোটা কেবলের মাথায় বাঁধা বাকেট, ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় বিরতিহীন শব্দে নেমে চলেছে পাতালপুরীর সন্ধানে।

একটু পর সেদিক থেকে নজর ফেরালো জেসি। বললো, 'রানা, স্যাণ্ডার্সের জবানবন্দী কতোটুকু সত্যি বলে মনে করো তুমি?'

'আর কিছু না হোক, ও যে কাউকে খুন করেনি, এটুকু বিশ্বাস করি।'

'করে থাকলেও নিশ্চয়ই স্বীকার করার মতো বোকামি করতো না সে, তাই না?'

'উঁহুঁ। ও কাউকে খুন করেনি, অন্তত নিজ হাতে। আ'য়্যাম মোর দেন শিওর। প্যাটেলই খুনগুলো করেছে। ল্যারি ড্রেকের মুখে ওর আর কার্লোস সম্পর্কে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি, তাতে তা-ই মনে হয়। নিজহাতে মানুষ খুন করার মতো হিম্মত নেই স্যাণ্ডার্সের, দেখলেই বোঝা যায়।'

'দেখলেই বোঝা যায়?'

'হ্যাঁ,' হাসলো রানা। 'আমি বুঝি। তবে...'

'কি?'

'ডেভিড ওয়াকার সম্পর্কে যখন স্যাণ্ডার্সকে প্রশ্ন করি, কেন যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো লোকটা। ওর চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক দেখতে পেয়েছি তখন। আমার তখনকার অনুভূতিটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না তোমাকে, অনেকটা অতীন্দ্রিয় গোছের কিছু একটা ক্ষমতা। যা আমাকে অনেক কিছুই আগেভাগে টের পেতে সাহায্য করে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, অন্য কোথাও, অন্য কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটছে আমাদের অজান্তে। যে-জন্যে কোনো ঝুঁকি নিতে সায় দেয়নি মনটা, নামিয়ে দিলাম ওকে জাহাজ থেকে।'

মুখ ঘুরিয়ে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো জেসি। কি ভেবে শিউরে উঠলো খানিকটা। 'বড্ডো দুঃখ হয় চাচার জন্যে, রানা। কি করুণ পরিণতি একজন সহজ সরল মানুষের।'

'ও নিয়ে ভেবে মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই,' গলায় ঝোলানো দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দিগন্তে নজর বোলাতে লাগলো মাসুদ রানা। মনে মনে প্রার্থনা করছে, যেন দিনের আলো থাকতে থাকতে আসে হামিং বার্ড। রাতে এলে তার ক্রু-দের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিপাকে পড়তে হতে পারে ওদের।

তৃতীয় দফা ড্রেজিং শেষ হতে সন্ধে হয়ে গেল, ফলে সেদিনকার মতো ছেদ পড়লো কাজে। ডিনারের আগে শেষবার তুলে আনা নডিউলের অ্যানালাইসিস

রিপোর্ট পড়ে শোনালেন ওশেনোলজিস্ট। কোবাল্টের মাত্রা ২% -এ এসে ঠেকেছে।

'আমি শিওর, রানা,' চাপা গলায় বললেন তিনি, 'খুব শীঘ্রি ১০ পারসেন্ট কোবাল্টের দেখা পাবো।'

উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে হাসলো রানা কেবল। মুখে কিছু বললো না। মনে মনে ভাবছে, রাতে কোথায় ক'টা ওয়াচ বসাবে। আজম এবং অন্য চার কম্যাণ্ডোকে রাত জাগালে চলবে না, প্রচুর খাটছে ওরা। রাতে পূর্ণ বিশ্রাম না পেলে ঠিকমতো সার্ভিস দিতে পারবে না সময়মতো। কার্লোস হাজির হলে ওদেরকেই বেশি দরকার হবে। ভেবেচিন্তে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলো না রানা, যে কিনা একটা কুটো ভেঙেও দু'টো করেনি সারাদিনে।

মাঝরাতের পর চাঁদ উঠলো। আধখানা। একমাত্র নেভিগেশন লাইট ছাড়া আর সমস্ত বাতি নিভে গেছে জাকারানডার। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। রানা দাঁড়িয়ে ফোরডেকে, চোখে নাইট গ্লাস। মনে মনে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে কার্লোসকে। ওই জাত পিছিয়ে যেতে জানে না, ব্যাপারটা খুব ভালো করেই জানে রানা—ছোবল সে দেবেই। তবে কখন, কিভাবে, সেটাই দেখার বিষয়।

গ্লাস নামিয়ে গ্যালির দিকে চললো ও। খানিক পর ফিরে এলো ধূমায়িত এক মগ কফি নিয়ে। ঘড়ি দেখলো, দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। ধীরেসুস্থে কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো রানা। স্যাণ্ডার্সের কথা মনে পড়লো। ডেভিড ওয়াকারের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই কেন অমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো লোকটা, তা নিয়ে অনেক মাথা খাটিয়েছে ও, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি। কেন? আবার ভাবলো রানা, কেন ঘাবড়ে গিয়েছিলো লোকটা? কি রহস্য লুকিয়ে আছে এর মধ্যে?

এ ব্যাপারে লোকটাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ছিলো, নিজেকে বললো রানা, তাহলে হয়তো পরিষ্কার হতো সব। যাক্‌গে, লম্বা করে একটা টান দিলো সিগারেটে। এখন আর ও নিয়ে ভেবে ফায়দা নেই। উঠলো রানা। ডেকের এ মাথা ও মাথা পায়চারি করছে। হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তির ওপর চোখ পড়লো। এদিকেই আসছে পায়ে পায়ে—আবছা আলোয় চেনা যাচ্ছে না চেহারা।

'কে?' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা।

'আমি,' নিচু গলায় বললো ছায়ামূর্তি।

বিস্মিত হলো রানা, 'জেসি, তুমি!'

ওর সামনে এসে দাঁড়ালো জেসি। 'হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। অনেক চেষ্টা করলাম, হতচ্ছাড়া ঘুম আর এলোই না।'

হালকা মিষ্টি একটা সুগন্ধ এসে ঝাপ্‌টা মারলো রানার নাকে। মাথার ওপর আধখাওয়া চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, সেই সাথে ফুরফুরে হাওয়া আর সাগরের মৃদু ছল্ ছল্, এবং নাগালের মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী নারী, মনটা আনচান করে উঠলো রানার।

অজান্তেই শুকিয়ে উঠলো মুখের ভেতরটা।

আরও এক পা এগিয়ে এলো মেয়েটি। 'একা একা কি করছো, দেখতে এলাম।'

'কেউ দেখেনি তোমাকে আসতে?' আহাম্মকের মতো জিজ্ঞেস করে বসলো রানা।

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটলো জেসির মুখে। চাপা গলায় বললো, 'দেখলোই বা, আমি কি কচি খুকি নাকি?' একেবারে কাছে থেকে অস্থির দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে সে ওর মুখে।

আলতো করে মানবীর কাঁধে হাত রাখলো মানব। মানবীর ওই চঞ্চল চাউনির অর্থ জানা আছে তার, কাছে টেনে নিলো সে তাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলো সিগারেট। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। দু'হাতে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো জেসি। চুম্বকের মতো জোড়া লেগে গেল দু'জোড়া ঠোঁট।

মিনিট খানেকের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলো জেসি। ঝড়ের বেগে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। প্রায় জোর করেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলো সে রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটের কঠিন কবল থেকে। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে, ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন। চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করছে ওর দু'চোখ। রানার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বললো জেসি, 'তোমার কেবিনে নিয়ে চলো আমাকে, রানা।'

কথাটা কানে যেতেই সচকিত হলো রানা, মুহূর্তে কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো ও জেসির বাহুবন্ধন থেকে। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে ভেতরের উত্তেজনা দমন করতে। কোনও রকমে বললো, 'না, জেসি, এখন নয়। এক মিনিটের অসাবধানতাও অনেক বড় বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে এখন।'

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো জেসি। চাউনি স্বচ্ছ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে।

পিছিয়ে এলো মাসুদ রানা, ঘুরে দাঁড়ালো। রাত এখনও অনেক বাকি–ভুলে গেলে চলবে না।

*

# আট

দিনের আলো ঠিকমতো ফোটার আগেই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো ডেক। ঠিক ছ'টায় ড্রেজিং শুরু হলো। পাঁচ মাইল পর পর ড্রেজিং চালাতে লাগলো ওরা, সেই সাথে এগিয়ে চললো মিনারভা আইল্যাণ্ডের দিকে। অসংখ্য নডিউল উঠে আসছে প্রতিটি ড্রেজিঙে। একা ওগুলো পরিষ্কার করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ডেবোরা শিলটন

তাই দেখে জেসিকে লাগিয়ে দিলো রানা তাকে সাহায্য করতে।

পাঁচবার ড্রেজিং করলো ওরা প্রথম দিনে। সন্ধের আগে জাকারানডার স্টোরেজ স্পেসে ছোটখাটো একটা পাহাড় গড়ে উঠলো ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো না একটাও। সব লো-কোয়ালিটির, কোবাল্টের মাত্রা দুই পারসেন্টের অনেক নিচে।

রাত দশটার দিকে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লান্ত, শ্রান্ত রিচার্ড ওয়াকার। আগেরদিনের উৎসাহের লেশমাত্রও নেই চেহারায়। সব নডিউল ফেলে দিতে বললেন তিনি। ধমক খাবার ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলো না রানা তাঁকে, নীরব ইশারায় আজমকে নির্দেশটা পালন করতে বললো।

এগারোটার সময় দল বেঁধে গ্যালিতে এলো সবাই লেট নাইট ডিনার সারতে। মাথা নিচু করে বসে আছেন ওশেনোলজিস্ট, কোনওদিকে খেয়াল নেই। ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একটানা কাজ করেছেন, শারীরিক ক্লান্তি তো আছেই, সেই সাথে যোগ হয়েছে ড্রেজিঙের হতাশাজনক ফলাফল। কপালের গভীর ভাঁজ দেখলেই বোঝা যায়, ভীষণ খিঁচড়ে আছে মেজাজ।

এক সময় খেয়াল হলো রানার, জেসি নেই টেবিলে। ওর নির্দিষ্ট চেয়ারটা খালি। 'জেসি কোথায়, মিস শিলটন?' জিজ্ঞেস কারলো ও।

'ওর মাথা ধরেছে খুব,' বললো ডেবোরা। 'রাতে কিছু খাবে না বলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আর কিছু বললো না রানা। খাওয়া শেষ হতে একে একে বেরিয়ে গেল সবাই। ও নিজেও উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাত ইশারায় বসতে বললেন রিচার্ড ওয়াকার। 'রানা, থাকো। কথা আছে।'

বসলো রানা। ইশারায় চীফ-কুককে ডেকে আরেক কাপ কফি দিতে বললো।

'রানা, আমার মনে হয় কার্লোস আমাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বোধহয় নুকু আলোফা ফিরে গেলে ভালো করতাম।'

'হঠাৎ এরকম মনে হলো কেন আপনার?'

'নইলে আসছে না কেন হামিং বার্ড? চার-পাঁচদিন হয়ে গেল, এটুকু পথ আসতে এতোদিন লাগার কথা নয়।'

'ও, এই কথা?' মুচকে হাসলো ও. 'আসলে, ওর যাতে খানিকটা দেরি হয় আমাদের পাকড়াও করতে, সেজন্যেই হামিং বার্ডে গিয়েছিলাম আমরা সেদিন।'

'বুঝলাম না।'

'ওর জাহাজে কিছু টেকনিক্যাল ভজকট বাধিয়ে রেখে এসেছি আমরা। ব্যাপারটা প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে কার্লোসকে, তারপর তা ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে...'

'ভজকট!' ভুরু কোঁচকালেন বৃদ্ধ।

'মানে গণ্ডগোল আর কি!'

'কোথায়, এনজিনে?'

'হুইল হাউসে। গণ্ডগোলটা ঠিক কোথায়, জানি না আমি। ও-কাজ আজম

করেছে জাকারানডার ফুয়েল ট্যাঙ্কে চিনি ছাড়ার প্রতিশোধ হিসেবে।'

আপনমনে মাথা দোলালেন রিচার্ড। 'দ্যাট'স হোয়াই! আমি আরও ভাবছিলাম...।'

'ওখানে বসে কিছু করতে গেলে পুলিসের কুনজরে পড়তে হতো আমাদের, কার্লোসকে ছেড়ে উল্টে আমাদেরই তাড়া করতো ওরা। তাই এই বিশেষ আয়োজন। নিশ্চিন্ত থাকুন, কার্লোস আসছে। সঙ্গে এবার ন্যাট প্যাটেলও থাকবে। যে কোনও মুহূর্তে ওদের আশা করছি আমি। অবশ্য...অস্ত্রের গোলমালটা যদি এরমধ্যে চোখে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আরও এক-আধদিন দেরি হতে পারে হয়তো। সে যাক, আজকের ড্রেজিঙের রেজাল্ট খুব একটা সুবিধের মনে হলো না, তাই না?'

আমতা আমতা করতে লাগলেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, রানা। ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক । এ অঞ্চলে হাই কোবাল্টের নডিউল থাকার কথা। অথচ ঘটলো উল্টোটা।'

'ওগুলো এ অঞ্চলেই পাওয়া যাবে, আপনি শিওর?'

'গতকাল পর্যন্ত শিওর ছিলাম। আশা ছিলো, আজ দুইয়ের বেশি উঠবে কোবাল্টের পারসেন্টেজ। কিন্ত...টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, খুব হতাশ হয়েছি। ওশেন সাইন্স বলে একরকম, ফল পেলাম অন্যরকম।'

'ঠিক আছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হামিং বার্ড না আসা পর্যন্ত এই এলাকা ছেড়ে নড়ছি না আমি। কাজেই ড্রেজিং অব্যাহত থাকবে। দেখা যাক, কি হয়। কোনো কাজেই এতো সহজে হতাশ হতে নেই, হাল ছেড়ে দিতে নেই।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন বৃদ্ধ, তারপর মাথা দোলালেন। 'ঠিক আছে। দেখি, শিকে ছেঁড়ে কি না।'

উঠে দাঁড়ালো রানা। 'চলুন, রেস্ট দরকার।'

তাঁকে কেবিনে পাঠিয়ে দিয়ে ডেকে এলো রানা। তুহিনের ওপর ডেক ওয়াচের দায়িত্ব পড়েছে আজ। ওর সাথে জরুরী কিছু আলাপ সেরে নিজের কেবিনের দিকে চললো। বন্ধ দরজার সামনে এসে মহূর্তখানেক থামলো রানা, ঘুরে তাকালো জেসির কেবিনের দিকে। কি মনে করে হাসলো, নিঃশব্দে দরজা খুলে পা রাখলো নিজের কেবিনে।

সাথে সাথে মিষ্টি একটা গন্ধ এলো নাকে। গন্ধটা পরিচিত ওর। আন্দাজে সুইচের দিকে হাত বাড়ালো রানা, কিন্তু মাঝপথে বাধা পেলো হাতটা। গরম একটা হাত চেপে ধরেছে কব্জি। পরক্ষণে আর একটা হাত সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরলো গলা। বুকে নরম কিছু একটার চাপ অনুভব করলো রানা।

'লেসনটা আজ শেষ করতে হবে, মিস্টার,' কানের সাথে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো জেসি।

হাসলো রানা। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো তার ক্ষীণ কটি। 'কিসের লেসন?'

'ওই যে, কাল যেটা শুরু করেছিলে!'

'আমি শুরু করেছিলাম বুঝি?' শব্দ করে হেসে উঠলো ও।

'ওসব বুঝি না!' ঝাঁঝিয়ে উঠলো জেসি, 'মাথা ব্যথার ভান করে সবার চোখ বাঁচিয়ে সেই তখন থেকে...কই, এসো!'

হ্যাঁচকা টান খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো রানা, এলোমেলো পায়ে দু'পা এগিয়ে গেল বাঙ্কের দিকে, তারপর জেসিকে নিয়ে আছড়ে পড়লো নরম, পুরু ফোমের বিছানায়।

'মিনারভা ব্যাঙ্ক।' সূর্য উঠতে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করলো আজম। অন্ধকার থাকতে জাহাজ ছেড়েছে সে। নিয়মমাফিক গতকালকের সর্বশেষ অবস্থান থেকে সরে এসেছে পাঁচ মাইল।

'তাই?' খুশি হয়ে উঠলেন রিচার্ড ওয়াকার।

'উনি যদি ঠিক জায়গায় উঠে থাকেন,' সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করলো সে, তারপর হাতে ধরা পাইলট চার্টটা দোলালো, 'আর ইনি যদি সত্যি বলে থাকেন, তাহলে আমার হিসেবে ভুল হবার কোনো চান্স নেই, স্যার।'

'শুরু করে দিই তাহলে,' বললো রানা। উইঞ্চের কন্ট্রোল সীটে বসে আছে ও।

'অল রাইট, বয়। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক্।' এগিয়ে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

কন্ট্রোল লিভারটা নিজের দিকে টেনে আনলো রানা, প্রচণ্ড ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠলো প্রথমে। পরমুহূর্তে পাল্টে গেল তা, কপিকলের মধ্যে দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে নেমে যেতে শুরু করলো কেবল। চার হাজার ফুট নামার পর থেমে গেল। সী বেডে গিয়ে ঠেকেছে।

আগের মতো আজও পাঁচ মাইল পর পর ড্রেজিং চালিয়ে গেল রানা। এভাবে মিনারভা আইল্যাণ্ডকে পুরো এক চক্কর ঘুরে আসার ইচ্ছে। সন্ধের আগে ছ'বার ড্রেজিং করলো ও, নডিউলের পাহাড়টা গতদিনের প্রায় দ্বিগুণ বড় হলো। কিন্তু ফলাফল একই, কোবাল্টের পরিমাণ ১.০৮।

পরদিন দুপুরের পর চক্কর পুরো হলো জাকারানডার। অথচ পাওয়া যায়নি কিছুই। পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছেন রিচার্ড ওয়াকার। দশ পারসেন্ট কোবাল্টের নডিউল, ব্যাপারটা আজ অলীক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে তাঁর। তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে মেজাজ।

রানা ভাবছে কার্লোসের কথা। তাড়াতাড়ি আসছে না কেন হারামজাদা? এতোদিন লাগে নাকি এইটুকু পথ পাড়ি দিতে? না কি আর্মসগুলো সব অকেজো, তা আবিষ্কার করে ফেলেছে? তাই হবে, নিজেকে বোঝালো ও। নতুন করে অস্ত্র যোগাড় করে আনতে হচ্ছে বলে সময় বেশি লাগছে।

'কোথায় গু খেকো কার্লোস?' ওর চিন্তার প্রতিধ্বনি ঘটলো রিচার্ড ওয়াকারের ঝাঁঝালো কণ্ঠে। 'আর কদ্দিন ওর অপেক্ষায় থাকতে হবে, রানা?'

'যদ্দিন না ওর দেখা পাই,' দৃঢ় স্বরে বললো ও।

'সে না হয় হলো, কিন্তু এখন কি করি? মিনারভা আইল্যাণ্ডের আশা তো শেষ।'

'তবু প্ল্যান অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদের,' গম্ভীর মুখে বললো রানা। 'এবার ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের দিকে যাবো ভাবছি।'

'ফনুয়া ফ'উ?' বললো আজম, 'তাহলে এক কাজ করা যাক, সোজাসুজি না গিয়ে, এঁকেবেঁকে ড্রেজিং করতে করতে চলুন। আমার মনে হয় কাজ হবে তাতে।'

উৎসাহিত হয়ে উঠলো রানা, 'ভালো বুদ্ধি বের করেছো।'

ফেলে আসা পথ ধরে ফিরতি যাত্রা শুরু হলো ওদের পরদিন। প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর শুরু হয় উইঞ্চের কুঁই কুঁই, কেবলের মাথায় জোড়া বড়সড় বালতিটা ঝপাৎ করে আছড়ে পড়ে পানিতে, তলিয়ে যায়। তারপর একসময় উঠে আসে পেটভর্তি ম্যাঙ্গানিজ নডিউল আর কাদা পানি নিয়ে। একটু পরই অবশ্য পুরান আস্তানায় ফিরে যায় ওগুলো।

এক এক করে যতো দিন যাচ্ছে, ততোই হতাশ হয়ে পড়ছে রানা। হাল প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিলো, এমন সময় ঘটলো ব্যাপারটা। ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে ও। সঙ্গে আজম, জেসি আর ডেবোরা শিলটন। পরবর্তী ড্রেজিং শুরু করার আগে জিরিয়ে নিচ্ছে, সেই সাথে অপেক্ষা করছে শেষ ড্রেজিঙের পরীক্ষার ফলাফলের জন্যে।

সশব্দে বিস্ফোরিত হলো ল্যাবরেটরির দরজা। তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন বিজ্ঞানী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, 'ইউ হিট ইট্, রানা! ইউ, ইউ হিট্ ইট...কো-কোবাল্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি টু পারসেন্ট। ও মাই গড! ও মাই গড!'

কয়েক মুহূর্ত নড়তে চড়তেও ভুলে গেল ওরা। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সবার আগে রানাই কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলো। ইতস্তত ভঙ্গিতে বললো, 'কতো! ফোর পয়েন্ট থ্রি টু?'

'হেল্, ইয়েস, রানা,' গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের। মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি।

ঝট্ করে চেয়ার ছাড়লো রানা। এখনও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ব্যস্ত গলায় মেয়েদের বললো, 'আবার যাও। খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এসো আরও কয়েকটা নডিউল। আরেকবার টেস্ট করতে হবে।'

পর পর আরও তিনটে টেস্ট করলেন রিচার্ড এক বসায়। প্রথমটার রেজাল্ট ঘোষণা করলেন, ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট। দ্বিতীয়টার ফোর পয়েন্ট টু নাইন, এবং শেষেরটার ফোর পয়েন্ট থ্রি নাইন অ্যাণ্ড হাফ।

'অল রাইট, আজম,' ঘুরে দাঁড়ালো রানা। 'চলো, ফিরে যাই লাস্ট হল্টেজে।'

একসাথে চার্টরুমে এসে ঢুকলো ওরা। টেবিলে আজমের আঁকা একটা চার্ট বিছানো রয়েছে, ইকোমিটারের রেকর্ডিঙের সূত্র ধরে তৈরি। ওতে সাগরের ফ্লোরের ওপর বেশ উঁচু, লম্বা সাপের মতো একটা রিজ জেগে আছে দেখা যাচ্ছে।

রিজটার ওপর আঙুল রাখলো আজম। 'উত্তর থেকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ থেকে

উত্তরে গেছে এই রিজ, সারফেসের নয় থেকে এগারো হাজার ফুটের মধ্যে রয়েছে এর চূড়ো। আগেরবার এখানটায় ড্রেজিং করেছি আমরা,' রিজের উত্তর প্রান্তের পুবদিকের ঢাল নির্দেশ করলো সে। 'এখান থেকে ওগুলো তুলেছেন আপনি, এগারো হাজার ফুট গভীর থেকে।'

'ঠিক আছে, ঘোরাও জাহাজ। এটা দেখাই আগে রিচার্ড ওয়াকারকে। উনি কি বলেন, শুনি।'

ডেকে এনে বৃদ্ধকে চার্টটা দেখালো রানা। 'রিজের দু'দিকে সী বেডের ডেপথ্ কতো?' আজমকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা নাড়লো ক্যাপ্টেন। 'জানি না, স্যার। আসলে, অতো মন দিয়ে লক্ষ্য করিনি।'

'ও. কে। চলো, রানা। আগে দু'দিকের ডেপথ্ জানতে হবে।'

'সী বেড যতো ডীপ হবে, নডিউলের সংখ্যাও ততো বেশি হবে ভাবছেন?'

'ঠিক। শুধু বেশি নয়, রানা, নডিউলের পাহাড় আছে ওখানে। আই প্রমিজ, মাত্র একটা লেয়ারও যদি হয়, তা-ও বিলিয়ন বিলিয়ন টন ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের ঘাঁটি ওটা।'

ঘুরে গেল জাকারানডার প্রাউ। ছুটলো আগের অবস্থানের দিকে। বিকেল পড়ে আসছে দেখে গতি আরও বাড়াবার জন্যে বারবার তাড়া লাগাতে থাকলেন বিজ্ঞানী, তর সইছে না। সন্ধে নামার আগেই কাজটা সারতে চান তিনি।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো একসময়। ডেপথ্মিটার জানালো, দু'দিকের সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় একইরকম–তেরো হাজার ফুট।

'ঠিক আছে, রানা,' বললেন ওশেনোলজিস্ট। 'আজ থাক। সময় নেই। কাল সকালে শুরু করা যাবে ড্রেজিং।'

পশ্চিম আকাশে তাকালো রানা। সূর্য ডুবে গেলেও পুরোপুরি আঁধার নামতে যথেষ্ট দেরি আছে এখনও। বললো, 'কাল কেন? অন্তত একবার ড্রেজ করার সময় আছে এখনও,' বলে আর দাঁড়ালো না রানা। বেরিয়ে এলো ব্রিজ থেকে। সোজা এসে চড়ে বসলো উইঞ্চের অপারেটিং চেয়ারে। একমুহূর্ত দেরি না করে 'কেবল রিলিজ' বাটনটা টিপে দিয়ে লিভার টেনে ধরলো।

ফোরডেকে ভীড় জমে গেছে। রেলিঙে ভর দিয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে সবাই কালো পানির দিকে। ধীরে, খুব ধীরে ধীরে টান টান হয়ে উঠছে কেবল লাইন, তার টানে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে খুদে ওশেনোগ্রাফিক্যাল রিসার্চ শিপ। প্রায় আড়াই মাইল পথ পেরিয়ে তলদেশ স্পর্শ করলো বালতি একসময়।

ভরপেট নডিউল নিয়ে ওটা যখন পানির ওপর মুখ জাগালো, হুল্লোড় পড়ে গেল ডেকে। বোর্ডিং ডেরিক দিয়ে টেনে তুলে আনা হলো বালতিটা। ঘড়ি দেখলো রানা, সাড়ে সাতটা বাজে। খাবলা মেরে দুটো নডিউল তুলে নিয়েই ল্যাবরেটরির দিকে ছুট দিলেন বিজ্ঞানী। 'কেউ এক জগ পানি নিয়ে এসো,' ছুটতে ছুটতে বললেন তিনি।

পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললো রানা, 'কতোক্ষণ লাগবে?'

'এক ঘণ্টা।' দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ল্যাবরেটরির দরজা।

অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলো রানা প্যাসেজওয়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। বারবার তাকাচ্ছে বন্ধ দরজার দিকে। রানা আর জেসি ছাড়া একমাত্র আজম জানে কোবাল্ট কি জিনিস, কি তার মূল্য। অন্যরা কিছুই জানে না এর, কোবাল্টের নামই শোনেনি হয়তো কেউ। তবে অনুমান করে নিয়েছে, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা হবে, নইলে অমন হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে কেন। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা পাকাচ্ছে তারা ডেকে, গুজ গুজ ফুস ফুস করছে।

এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর খুলে গেল ল্যাবরেটরির দরজা। টাকে হাত বোলাচ্ছেন বিজ্ঞানী। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো রানা, কে জানে কি শুনতে হয়। 'কি দেখলেন?'

'চাঁদমুখ,' নাকের ডগা চুলকাতে লাগলেন বৃদ্ধ। হাসছেন মিটিমিটি।

হাসতে ভরসা পেলো না ও। 'কি?'

আড়াল ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। হাত তুলে পিছনের টেবিলের ওপর রাখা দুটো নডিউলের বাকি অংশটুকু দেখালেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারছে রানা, ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেও পুরোপুরি সফল হতে পারছেন না রিচার্ড ওয়াকার।

'কোবাল্ট...কতো?' থেমে থেমে বললো রানা।

'নাইন পয়েন্ট সেভেন।'

গলায় বাতাস আটকে গেল, খক্ খক্ করে কেশে উঠলো রানা। কপালে উঠে গেছে চোখ। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'কি বললেন?'

'ভুল শোনোনি তুমি, মাই বয়, নাইন পয়েন্ট সেভেন।'

পরমুহূর্তে যা ঘটলো, তার জন্যে রানা বা বিজ্ঞানী, কেউই প্রস্তুত ছিলো না। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আজম, টেরই পায়নি ওরা। সংখ্যাটা কানে যাওয়া মাত্র পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো সে ছোটখাটো রিচার্ড ওয়াকারকে, একছুটে খোলা ডেকে গিয়ে তাঁকে মাথার ওপর তুলে ধরে নাচতে শুরু করলো ধেই ধেই করে। হেঁড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে সেইসাথে।

সভয়ে কাতরে উঠলেন বৃদ্ধ, 'হারামজাদা গরিলা মেরে ফেললে আমাকে। রক্ষে কর বাবা, নামিয়ে দে। তোকে আমি বাংলাদেশের সেরা ধনীদের একজন বানিয়ে দেবো, বাপ্। কোটিপতি বানিয়ে দেবো। ছেড়ে দে বাবা, ও, রানা!'

বহু কষ্টে ক্যাপ্টেনকে নিবৃত্ত করলো রানা। বিজ্ঞানীকে নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো আজম, 'কি বানিয়ে দেবেন বললেন, স্যার?'

'কোটিপতি, বাবা। কোটিপতি।'

রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছে রিচার্ড ওয়াকারের ল্যাবরেটরিতে। উপস্থিত মাত্র দু'জন-বিজ্ঞানী স্বয়ং এবং মাসুদ রানা। আসন্ন এক্সপিডিশনের ব্যাপারে জরুরী একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বৃদ্ধ, প্রিয় শিষ্যকে তা জানানোর জন্যেই আয়োজন এই

বিশেষ বৈঠকটির।

কিন্তু মিনিট দুয়েক বিজ্ঞানীর বক্তব্য শুনেই ধৈর্য হারিয়ে ফেললো রানা। মৃদু গলায় বললো, 'এসব ভাগাভাগির ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না, স্যার। কিভাবে কি করবেন তা আপনিই ঠিক করুন। আমি আজ আছি, কাল নেই...' ব্রেক কষলো রানা। চোখমুখ কুঁচকে চেয়ে আছেন রিচার্ড ওয়াকার।

'ঠিক আমি করেই রেখেছি, রানা। লাভের চল্লিশ পারসেন্ট বিক্রি করে দেবো ল্যারি ড্রেকের কাছে। তোমাকে ডেকেছি, বাকি ষাট পারসেন্ট কিভাবে ডিভাইড করলাম, তা শোনাবো বলে।'

'আচ্ছা বেশ,' তাড়াতাড়ি বললো ও। বুঝতে পেরেছে, চটে উঠছেন বৃদ্ধ। 'বলুন।'

'গুড। এবার ধৈর্য ধরে শোনো। বাগড়া দিও না।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। হাসলো ঠোঁট টিপে। 'দেবো না।'

'তোমাকে না পেলে এ অভিযানে আসাই হতো না আমার। তাই ঠিক করেছি, বাকি ষাট পারসেন্টের অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার। আমার ভাগের,' রানাকে মুখ খুলতে দেখে চোখ পাকালেন রিচার্ড ওয়াকার, 'ফের?'

'একটা প্রশ্ন।'

'কি?'

'অর্ধেক আমার মানে? আপনি জানেন, টাকার আমার প্রয়োজন নেই।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বিজ্ঞানীর মুখ। 'আমি জানতাম, তুমি ঠিক এই কথাই বলবে। কিন্তু আমি যখন দিচ্ছি, ভরসা আছে, নিশ্চয়ই নেবে তুমি।' একটু বিরতি দিলেন, ভাবলেন রানা কিছু বলবে। কিন্তু বললো না দেখে আবার শুরু করলেন। 'ওয়েল, তোমার টাকার প্রয়োজন না থাকতে পারে, তোমার দেশের আছে। ওই টাকায় বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক অনেক কিছুই করতে পারবে তুমি। তাছাড়া, আজমরা আছে, ওদেরকেও কিছু কিছু দিতে পারো।'

আনমনে ভাবলো কিছুক্ষণ রানা ব্যাপারটা নিয়ে। মন্দ বলেননি রিচার্ড, এ টাকায় অনেক কিছুই করা যাবে দেশে। দেশের শিক্ষিত তরুণ বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে হঠাৎ করেই একটা আইডিয়া এলো মাথায়। যদি তাদের অন্তত একশো জনেরও ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে ও পরিকল্পিত কোনও পন্থায়, তা-ই বা কম কিসে?

'ঠিক আছে,' বললো ও। 'আমি রাজী।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' যেন যুদ্ধজয় করলেন বিজ্ঞানী। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুশি হলাম। এবার আমি কি করতে চাই, শোনো। আমার ভাগের অর্ধেক ডেভিডের দুই ছেলেমেয়ে পাবে। বাকি অংশের পাঁচ পারসেন্ট জেসি, পাঁচ ডেবোরা। আর যা থাকবে, তা থেকে টানাকাবুতে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ নতুন লেপ্রসি হসপিটাল তৈরি হবে। এছাড়া সে রাতের অগ্নিকাণ্ডে যারা মারা গেছে, তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ কিছু দেবো ঠিক করেছি। আর,' হাসলেন বৃদ্ধ, 'ওখানকার বেস্ট কারমালিককেও দেয়া হবে কিছু।

সবশেষে যা থাকবে, তা আমার। হিসেবটা কেমন করলাম, বলো।'

'ভালো না।'

'মানে?'

'সব পুণ্য আপনি একা কামাবেন, তা হবে না। টানাকাবুতে যা খরচ হবে, তার অর্ধেক আমার।'

হাসলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'আমি তো বটেই, জেসিও বলেছিলো এই সম্ভাবনার কথা। সব বাহাদুরী একা আমাকে নিতে দেবে না তুমি। আমার পরিকল্পনা আগেই জানিয়েছিলাম ওকে।'

আরও মিনিট দশেক আলোচনা হলো গুরু শিষ্যের।

ওইদিনই আবার একটা জরুরী সভা বসলো। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা এবার নয়জন। রানা এবং পাঁচ কম্যাণ্ডো, রিচার্ড, জেসি এবং ডেবোরা।

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রফেসরী ঢঙে শুরু করলেন বিজ্ঞানী, 'বেশ অনেকদিন যাবৎ সাগরে আছি আমরা, বিশেষ এক অভিযানে। কিসের অভিযান, পুরোটা জানো না তোমরা। তবে ওটা যে বিপজ্জনক, তা এরমধ্যে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছো। ঠিক করেছি, কেন, কি হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা এখন জানাবো আমি তোমাদের।'

একটা নডিউল মাথার ওপর তুলে ধরলেন তিনি। 'এর নাম ম্যাঙ্গানিজ নডিউল, সী বেডে জন্ম এর। খুঁজলে লক্ষ-কোটি নডিউল পাওয়া যাবে পৃথিবীর সমস্ত সাগর-মহাসাগরে। দু'ধরনের হয় এগুলো। কিছু কিছু একেবারে মূল্যহীন, অন্যগুলো খুবই দামী। কাল এখান থেকে যেগুলো আমরা লিফট করেছি, সেগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের, দামী নডিউল।

'আমার ছোট ভাই, ডেভিড ওয়াকার, আমার মতোই সমুদ্রবিজ্ঞানী ছিলেন। এগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, সে-সব জায়গা খুঁজে বের করার কাজে জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন তিনি সাগরে। শেষ সময় মূল্যবান নডিউলের কয়েকটা ডিপোজিট লোকেটও করে যেতে পারেন তিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর যারা ছিলো, তারা লোভী, বিশ্বাসঘাতক, আর অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলো। তাদের ইচ্ছে ছিলো, আমার ভাইকে হত্যা করে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীটা হস্তগত করবে, যাতে ডিপোজিটগুলোর পজিশন নোট করে রেখেছিলো তিনি। তারপর নিজেরা নডিউল লিফটিং শুরু করবে। কয়েক মাস আগে এই প্যাসিফিকেই হত্যা করেছে তারা আমার ভাইকে । যদিও, দুর্ভাগ্য ওদের, তাঁর ডায়েরীটা ওরা হাতাতে পারেনি।'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো চার কম্যাণ্ডোর মধ্যে। অর্থহীন দৃষ্টিতে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। আজম প্রথম থেকেই জানে সব। রানা জানিয়েছে।

'তাঁর খুনীদের ধরার জন্যেই মূলত: ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেছি আমি। আশা ছিলো, প্রথমে ওদের পুলিসের হাতে তুলে দেবো, যাতে শান্তি পায় আমার মৃত ভাইয়ের আত্মা। এরপর তাঁর লোকেট করে যাওয়া স্পটগুলোতে ড্রেজিং চালাবো,

মূল্যবান ম্যাঙ্গানিজ নডিউল লিফ্‌ট করবো। কিন্তু দ্বিতীয়টায় সফল হলেও, আসল কাজে সফল হতে পারিনি আমি। টানাকাবুতে অল্পের জন্যে আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে খুনীর দল। এই জাহাজে মাইক স্যাণ্ডার্স নামে কিছুদিন আগে যে ক্রু-টি ছিলো, সে-ও ওই দলেরই।'

আর কিছু না হোক, লোকটা যে মিত্র নয়, এ ওরা জানতো। কাজেই, তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না এবার তাদের মধ্যে।

'নুকু আলোফা লীভ করার আগে যে লোকটি আমাদের জাহাজে উঠেছিলো, তোমরা দেখেছো তাকে। নাম তার মিগুয়েল কার্লোস, স্প্যানিশ। এই কার্লোসই আমার ভাঁইয়ের খুনী। আই মীন, তাঁকে খুন করার পরিকল্পনাটা সে-ই করেছে। আবার এর ইঙ্গিতেই টানাকাবুর হাসপাতালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো তার লোকেরা। ওর জাহাজটাকে ওখানে হয়তো দেখে থাকবে কেউ কেউ।

'একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমার এই ইয়ং ফ্রেণ্ডকে,' রানার পিঠে চাপড় মারলেন রিচার্ড ওয়াকার, 'সময়মতো না পেলে হয়তো এ অভিযানে আসা হতো না আমার। ওর ধারণা, আমাদের পিছন পিছন আসছে এখন কার্লোস। উদ্দেশ্য, নডিউল লিফট করতে দেবে না আমাদের। সোজা কথায়, আমাদেরকে ও খুন করতে আসছে।

'যদিও, আমি মনে করি না আমাদের কারও কোনো ক্ষতি হবে। লড়াই যদি বাধেই, তাতে কে হারবে, এখনই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি আমি, হারবে কার্লোস, মিগুয়েল কার্লোস।

'এবার আসল কথায় আসা যাক্। এই নডিউল লিফটিঙে তোমাদের সবার সহায়তা পেয়েছি আমি কোনও না কোনওভাবে। কাজেই, নডিউল বিক্রি থেকে যা আয় হবে, সেখান থেকে একটা অংশ ভাগ করে দেয়া হবে তোমাদের মধ্যে।'

এক এক করে সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এলো ওশেনোলজিস্টের দৃষ্টি। এমন একটা গরম খবরেও কারও মধ্যে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে বিস্মিত হলেন।

'এগুলো তুলতে লার্জ স্কেলের অপারেশন চালাতে হবে আমাকে। তাতে প্রচুর খরচ, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই ঠিক করেছি, কারও সাথে শেয়ারে কাজ করবো। এমন কেউ, যে এর পুরো খরচ যোগাতে পারবে। লাভের চল্লিশ পারসেন্ট শেয়ার বিক্রি করে দেবো তার কাছে। বাকি ষাট ভাগের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক মাসুদ রানার।'

এদিকে খেয়াল নেই রানার। আপনমনে একটা নডিউল নাড়াচাড়া করছে সে।

'তবে,' নাটুকে ভঙ্গিতে বললেন বিজ্ঞানী, 'এ ব্যাপারে রানার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তার অংশের টাকা সমান ছয় ভাগে ভাগ হবে। পাঁচ ভাগ তোমাদের পাঁচজনের, বাকিটা ওর নিজের। নিজের বলতে, ব্যক্তিগত কাজে খরচ করবে না ও টাকাটা, খরচ করবে দেশের কাজে। সে যাক, মনে হতে পারে, এতে আর কতো টাকাই বা আসবে। আমি শুধু এটুকু বলবো, তোমরা সবাই নিজেদেরকে এক একজন

বিলিওনেয়ার ভাবতে পারো।'

নাহ্, পুরোপুরি হতাশ হলেন এবার বিজ্ঞানী, কি দিয়ে গড়া মানুষগুলো? একেবারে কোনই প্রতিক্রিয়া নেই, কি করে সম্ভব তা? অপ্রস্তুতের মতো খুক্ খুক্ করে কাশলেন বৃদ্ধ। তারপর গুছিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার ভাগের অর্ধেক পাবে আমার ভাইয়ের দুই ছেলেমেয়ে। পাঁচ পারসেন্ট আমার মেয়ে, জেসি। এবং পাঁচ পারসেন্ট ডেবোরা শিলটন।'

নিজের নামটা কানে যাওয়ামাত্র থতমত খেয়ে গেল ডেবোরা। হাঁ করে চেয়ে আছে বৃদ্ধের দিকে, চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছে। কোনমতে একটা ঢোক গিলে বললো সে, 'কিন্তু আমি তো...আমি কেন...'

'ইয়েস, ডেবোরা,' হাসছেন ওশেনোলজিস্ট, ওর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছেন, 'তুমিই আসল। জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে তুমিই তো ডেভিডের ডায়েরী লণ্ডন পাঠিয়েছিলে। ওটা না পেলে কোথায় থাকতো আমাদের অভিযান, কোথায় পেতাম এসব?'

নিজেকে আর ঠেকাতে পারলো না ডেবোরা। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দে কেঁদে ফেললো ঝরঝর করে। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, অন্ধের মতো ছুটলো সেলুনের দিকে। তাকে সামাল দিতে পিছন পিছন দৌড়ে গেল জেসি।

# নয়

'এতো বড় সাফল্য সত্যিই আমি আশা করিনি, রানা।' ব্রিজের পোর্ট উইঙের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওশেনোলজিস্ট, দৃষ্টি দূরে কোথাও নিবদ্ধ। 'অবশ্য আমার নয়, এ সাফল্য ডেভিডের।'

দুপুর হয়ে এসেছে। জাহাজে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কারও কোনো কাজ নেই আজ—খাও যতো পারো, আনন্দ করো যতো খুশি, নিষেধ নেই। থেকে থেকে হুল্লোড় করছে ক্রু-রা। সামনের ডেকে তাস খেলছে তাদের বেশিরভাগ। তুহিন, রেজা, ভূষণ আর শাহরিয়ারও আছে ওদের মধ্যে। জেসি আর ডেবোরা চুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

'ডেনসিটি কতো ?' প্রশ্ন করলো রানা।

'পার স্কয়ার ফুটে গড়ে দশ পাউণ্ড।'

'দৈর্ঘ্য প্রস্থ?'

'চেক্ না করে বলা সম্ভব নয়। তবে, বিশ পঞ্চাশ, কি একশো স্কয়ার মাইলও হতে পারে।'

'ওরে বাবা! এক স্কয়ার ফুটে দশ পাউণ্ড নডিউল...অর্থাৎ, প্রতি স্কয়ার মাইলে...'

'মোটামুটি খসড়া হিসেব একটা করে রেখেছি আমি,' ওর মুখের কথা কেড়ে

নিলেন বিজ্ঞানী, 'এক স্কয়ার মাইলের নডিউলের দাম আসবে কম করেও ফিফটি সিক্স মিলিয়ন ডলার।'

মহাবিস্ময়ে চোখ কপালে উঠেছে রানার। 'কতো টন নডিউল পাওয়া যাবে এক মাইলে?'

'তা, কম করেও...

'থাক থাক,' বাধা দিয়ে বলে উঠলো আজম, 'আর হিসেব করতে হবে না। মাথা ঘুরছে আমার।'

'এখনই?' হাসলেন রিচার্ড ওয়াকার, 'ভাগের টাকা হাতে পেলে কি অবস্থা হবে তোমার?'

'আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম কি?' জিজ্ঞেস করলো আজম।

'কালকের দিনটা এখানেই ড্রেজিং করবো আমরা,' বললেন বৃদ্ধ। একদিনে যতোটা সম্ভব নডিউল লিফট করে একবার ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের দিকে যাবো। স্পট যতোগুলো পারা যায় লোকেট করে রাখি। রানা কি বলো?'

ও মুখ খোলার আগেই নিচ থেকে ডিং ডিং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো–লাঞ্চ তৈরি। আলোচনা স্থগিত রেখে বেরিয়ে এলো ওরা।

খাওয়ার পর ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠলো মাসুদ রানা। কেবিন থেকে বেরুতেই ডেবোরার ওপর চোখ পড়লো, একা অ্যালিওয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদাস চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে, মৃদু হাওয়ায় উড়ছে এলোচুল। জেসির কেবিনের দিকে তাকালো রানা, দরজা বন্ধ। ঘুমুচ্ছে হয়তো।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?' মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালো রানা, 'মন খারাপ?'

'না,' হেসে উঠলো ডেবোরা। 'এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।' হঠাৎ আগের দিনের কথা মনে পড়ে গেল তার, হাসি মুছে গেল। বললো, 'আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। কাল ওভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়াটা উচিত হয়নি আমার। কিন্তু ইচ্ছে করে...'

'আমরা কেউ কিছু মনে করিনি, মিস ডেবোরা। আপনি যা করেছেন তা খুবই স্বাভাবিক। আপনার জায়গায় আমি হলেও ঠিক ওই কাজই করতাম।'

'ধন্যবাদ,' রানার কণ্ঠে অকৃত্রিম আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে সহজ হয়ে এলো মেয়েটি। 'এভাবে হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে যাবো, কল্পনাও করিনি কখনও।'

'টাকা হাতে পেয়ে কি করবেন ঠিক করেছেন? তাহিতি ফিরে যাবেন, না পানামা?'

'না, ও দুটোর কোথাও নয়। ভাবছি, দেশেই ফিরে যাবো।'

'কোথায় আপনার দেশ?'

'অরেগন। মেডফোর্ড শহরে। তেমন নামকরা নয়, খুব ছোট্ট শহর,' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো ডেবোরা। 'অনেক বছর হলো দেশে যাইনি। কচু পাতার পানির মতো মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, তাহিতি, হাওয়াই, পানামা ঘুরে বেড়িয়েছি। বিদেশের মাটিতে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আর নয়।'

'আপনার বিদেশে আসার কারণ কি?'

হেসে উঠলো মেয়েটি। 'সে এক ইতিহাস, মিস্টার রানা। অল্পবয়সে আমি ছিলাম সিনেমার পোকা। হলিউডের এমন কোনও ছবি ছিলো না, যেটা মেডফোর্ডে প্রদর্শিত হয়েছে অথচ আমি দেখিনি। ওই দেখাই আসলে কাল হলো। ষোলো বছর বয়সে লোকাল বিউটি কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন হই আমি। অমনি মাথা ঘুরে গেল আমার, দেমাগে মাটিতে পা পড়ে না, ঘোলা হয়ে গেল বুদ্ধি। ভাবলাম, হলিউডে যাই, ওখানকার বাঘা বাঘা সুন্দরী নায়িকাদের কাত করে দিতে পারবো আমি গেলেই।

'কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টোটা। হলিউড গিয়ে আমি নিজেই কাত হয়ে গেলাম। দেখলাম, আমার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েরা সামান্য একটা সাইড রোল পাওয়ার আশায় ডিরেকটরদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে ফিরছে, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ স্টুডিও ও স্টুডিও।'

'তারপর?' ডেবোরার দিকে চেয়ে আছে রানা। অতীতের কষ্টের, দুঃখের কথা বলতে গিয়ে মুখটা কালো হয়ে গেছে।

'ইচ্ছে থাকলেও লোক লজ্জার ভয়ে আর দেশে ফিরে যেতে পারিনি। এখানে ওখানে সস্তা সমস্ত নাইট স্পটে গান গেয়ে পেট চালাতে শুরু করি। এভাবেই একদিন তাহিতি গেলাম ঘুরতে ঘুরতে। সেখান থেকে পানামা। তবে এখন আর দেশে ফিরে যেতে লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই, বুঝলেন? দেশ ছেড়ে আসার সময় সবাইকে গর্ব করে বলে এসেছিলাম, প্রতিষ্ঠা না পাওয়া পর্যন্ত আর ফিরবো না। এখন আফটার অল, প্রতিষ্ঠা তো পেয়েছি। হলিউডে না হয় না-ই বা হলো, কি বলেন?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো রানা, 'অফকোর্স!'

'থ্যাঙ্কস।'

ঘড়ি দেখলো রানা–চারটে বাজে প্রায়। 'চলি, মিস্ ডেবোরা,' ব্রিজের উদ্দেশে পা বাড়ালো ও, 'পরে কথা হবে।'

'একটা কথা, মিস্টার রানা।'

'বলুন?'

'আমাকে দয়া করে আর মিস্ বা আপনি করে বলবেন না। খুব খুশি হবো তাহলে।'

'আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাকেও একটু কষ্ট করতে হবে সে ক্ষেত্রে। প্রিয় পাত্রপাত্রীদের মুখে মিস্টার বা আপনি একদম সহ্য হয় না আমার। আপনাকেও ও দুটো উইথড্র করতে হবে। রাজি?'

মাথা দুলিয়ে সুন্দর করে হাসলো মেয়েটি। 'রাজি।'

'ভেরি গুড।'

আজমকে পাওয়া গেল চার্টরুমে। চার্ট টেবিলের ওপর ব্যস্ত ডিভাইডার রুল নিয়ে। রানার পায়ের আওয়াজে মুখ তুললো। 'মনে মনে আপনাকে খুঁজছিলাম, মাসুদ ভাই।'

'কোনো সমস্যা?'

'ফুয়েল প্রায় শেষ। পোর্ট ট্যাঙ্ক পুরো খালি। স্টার ট্যাঙ্কের ফুয়েল ইউজ হচ্ছে এখন। তাও প্রায় শেষের পথে। খুব তাড়াতাড়ি ফুয়েল নিতে হবে।'

'আর কতোদিন চলবে?'

'দশ বারোদিন, বড়জোর।'

'হুঁম! ওদিকে রিচার্ড ওয়াকারের কেমিকেলও প্রায় সবই ফুরিয়ে এসেছে শুনলাম।'

'ফ্যালকন আইল্যাণ্ডে ক'দিন থাকতে হবে?'

'একদিন। কিছু স্যাম্পল সংগ্রহ করতে চান তিনি ওখানকার নডিউলের।'

'তারপর? ওখান থেকে?'

'নুকু আলোফা।

'ফ্যালকন আইল্যাণ্ডে ড্রেজিং করতে হবে?'

'দেখা যাক। ডেপথ্ যদি বেশি না হয় ড্রেজিং করার প্রয়োজন হবে না। রেজা বা তুহিনকে নামিয়ে দেবো। হাতে হাতে তুলে আনবে কিছু স্যাম্পল নডিউল।'

একটু ভেবে নিয়ে মাথা দোলালো ক্যাপ্টেন। 'ঠিক আছে।'

পরদিন ড্রেজিং সেরেই ফুনুয়া ফ'উ-র উদ্দেশে যাত্রা করলো জাকারানডা। ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের ভারে পানির নিচে অনেকটা দেবে গেছে খোল। ডিনারের পর বৈঠক বসলো ল্যাবরেটরিতে। রিচার্ড ওয়াকার, রানা, ডেবোরা, জেসি এবং আজম, গোল হয়ে বসেছে ল্যাব-টেবিল ঘিরে।

এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এখানকার স্টক কতো বড়?'

'অনেক বড়,' চোখ মটকালেন বিজ্ঞানী। 'বিশ মাইল চওড়া, একশো মাইল লম্বা, রানা। ডেনসিটি ভেরিয়াস–মিনিমাম আধ পাউণ্ড থেকে নিয়ে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যন্ত।'

'অবাস্তব,' বলে উঠলো আজম, 'গাঁজাখুরী মনে হচ্ছে।'

হাসলেন রিচার্ড। 'লাভের অংশ যখন পকেটে ঢুকবে, তখন আর মনে হবে না।'

'মোট কতো স্কয়ার মাইল?' বললো রানা।

চেষ্টাকৃত শান্ত স্বরে বললেন বৃদ্ধ, 'দুই হাজার স্কয়ার মাইল।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো সবার। 'বলেন কি!' হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে আজম।

'এবং কোবাল্টের পরিমাণ গড়ে দশ পারসেন্ট। অর্থাৎ এক স্কয়ার মাইলে এভারেজে আসবে কোয়ার্টার বিলিয়ন ডলার। মাইণ্ড ইট, বিলিয়ন!'

ছোট্ট রুমটার মধ্যে বাজ পড়েছে যেন আচমকা। মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছে সবাই, রিচার্ড বাদে, একচুল নড়ছে না।

'রিজের দক্ষিণ দিকের মজুতই সবচেয়ে রিচ, পঞ্চাশ পাউণ্ড পার স্কয়ার ফুট। পরেরবার ওখান থেকেই শুরু করবো ড্রেজিং। তবে এখানে কথা আছে, সব নডিউল আমরা তুলবো না। এর মূল কারণ, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে তাতে। এ

অঞ্চলের প্রকৃতির মতিগতি পাল্টে যাবে, ভীষণ রুদ্র হয়ে উঠবে। তোমরা জানো, প্রকৃতির কাছ থেকে যা পাই, যতোটুকুই পাই, তার ষোলো আনাই চেটেপুটে খেয়ে নিই আমরা, ফিরেও একবার তাকাই না প্রকৃতির দিকে। তার কি ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে সামান্যতম মাথাও ঘামাই না–পুরো মানবজাতিটাই এমনি লোভী। অথচ মাথা ঘামানো উচিত। আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে। তাই নতুন একটা পন্থা আবিষ্কার করেছি আমি। প্যাসিফিকে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল যেমন আছে, তেমনি আছে ফসফরাইট নডিউল। যা দিয়ে অত্যন্ত উন্নতমানের ফার্টিলাইজার তৈরি হতে পারে। এ পর্যন্ত ফসফরাইট নডিউলের এই কমার্শিয়াল দিকটা নিয়ে কেউই কিন্তু মাথা ঘামায়নি। এতে পয়সা হয়তো কিছু কম আসবে, কিন্তু যা আসবে, তাও প্রচুর।

'তাই ঠিক করেছি, প্রত্যেকটা ডিপোজিট থেকে ফিফটি পারসেন্ট করে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল তুলবো আমরা আপাতত, বাকি ফিফটি পারসেন্ট রেখে দেবো প্রকৃতির স্বার্থে। তার বদলে ফসফরাইট নডিউল তুলে ফার্টিলাইজার উৎপাদন করবো, রফতানী করবো কৃষিক্ষেত্রে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে, অল্প দামে। কোনও সমস্যা হবে না সে ক্ষেত্রে। টাকা হাতে এলে এখানকার যে কোনও একটা দ্বীপে অত্যাধুনিক ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট স্থাপন করবো আমি। দ্বীপবাসীরাই কাজ করবে সেখানে, আয়-উন্নতি করবে। অবশ্য, সময় লাগবে তাতে। এ তো মুখের কথা নয়।'

'কি ব্যাপার?' হুইলে দাঁড়ানো আজমকে উসখুস করতে দেখে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'অমন করছো কেন?'

'কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে, মাসুদ ভাই।' উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে সে। উত্তর আকাশে মেঘ করেছে, অদ্ভুত হলদে সে মেঘের রঙ। সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'ওই রঙটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। ঝড় উঠতে পারে।'

ব্যারোমিটারের দিকে তাকালো রানা। 'কই, না। ওয়েদার একদম স্বাভাবিক।'

'তা জানি, কিন্তু তবুও ভালো লাগছে না।'

ভোর হয়েছে সবে। সূর্য উঠি উঠি করছে। বাতাস স্বাভাবিক, তেমন ঢেউও দিচ্ছে না সাগর। শুধু ওই হলুদ মেঘ ছাড়া আর সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইকো সাউণ্ডারে চোখ রাখলো রানা, মাত্র একশো ফ্যাদম পানি এখানে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা পঞ্চাশ ফ্যাদমে উঠে এলো।

ব্যাপারটা আজমেরও চোখে পড়েছে, চট্ করে পিছিয়ে আনলো সে থ্রটল্। গভীরতা কমেছে ঠিকই, অথচ সামনে কিছুই নেই। সামান্য একটা টিলা পর্যন্ত না।

সামনের ডেকে কথায় ব্যস্ত রিচার্ড ওয়াকার, আর মেয়ে দুটি। নিচু স্বরে আলাপ করছে ওরা, কিন্তু ভোরের অস্বাভাবিক নীরবতার মাঝে মনে হচ্ছে যেন চেঁচাচ্ছে। এনজিনের আওয়াজ পাল্টে যেতে ব্রিজের দিকে তাকালো জেসি।

'ফ্যালকন আইল্যাণ্ড?' প্রশ্ন করলো সে।

'ওরফে ফনুয়া ফ' উ,' মাথা ঝাঁকালো রানা, 'ইয়েস।'

থ্রটল পিছিয়ে আনার পরও একটু একটু করে এগিয়েই চলেছে এখনও জাকারানডা। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে শক্তিশালী রোলস রয়েস, চাইছে পিছিয়ে আনতে।

'টোয়েন্টি ফ্যাদম।' উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে রানা। চোখ সেঁটে আছে ফ্যাদোমিটারের ডায়ালে।

আরও খানিকটা থ্রটল টানলো আজম। বিড়বিড় করে বললো, 'কি রে, ছুঁড়ি, কথা কানে যায় না?'

'কি হলো তোমার?'

'এ বেটি কথা শুনছে না, মাসুদ ভাই।' চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ক্যাপ্টেনের চওড়া কপালে।

দু'হাতে রেলিঙ আঁকড়ে ধরে পানির দিকে চেয়ে আছেন রিচার্ড কপাল কুঁচকে। তেলতেলে, কালচে পানি, ভীষণ রকম শান্ত। ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক। এই সময় জিনিসটা চোখে পড়লো তাঁর। এখানে ওখানে খুব ছোট ছোট কয়েকটা ঘূর্ণি, পাক খাচ্ছে পানি তীব্রবেগে।

ওদিকে রানা আর আজম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ব্রিজে। টের পাচ্ছে ওরা, সামনে বা পিছনে চলছে না এখন আর জাকারানডা। পানির ওপর যেন পিছলে যাচ্ছে খোল, একটু একটু করে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে সে আড়াআড়িভাবে।

'টেন ফ্যাদম,' হাঁক ছাড়লো রানা।

বাঁ তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিলো আজম। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড বাড়ি খাচ্ছে ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্।

দু' সেকেণ্ড পরই চেঁচিয়ে উঠলো আবার রানা, 'নাইন ফ্যাদম!' সাত ফ্যাদমে উঠে স্থির হয়ে গেল কাঁটা, থেমে পড়েছে জাকারানডা। ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়লো আজম, চট্ করে গীয়ার স্টিক নিউট্রাল পজিশনে নিয়ে এলো। ওদিকে আশ্বস্ত হলেন রিচার্ড ওয়াকার, পানির ঘূর্ণনগুলো বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করেই। সারফেস এখন একেবারে শান্ত।

ডিঙ্গি নামানো হয়েছে পানিতে। রানা বেরিয়ে এলো ব্রিজ থেকে। জ্যাকব ল্যাডারের গোড়ায় জড়ো হয়েছে সবাই, সেদিকে এগিয়ে গেল। ওয়েট সুট আর অ্যাকুয়ালাঙ পরে ডাইভিঙের জন্যে তৈরি তুহিন। ফ্লিপার দুটো বগলের নিচে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাডারে পা রেখে। ডিঙ্গিতে রেজা আর ভূষণ বসে আছে বৈঠা হাতে।

চল্লিশ ফুট নিচে নামতে হবে ছেলেটাকে, ভাবলো রানা। অবশ্য ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এটুকু দূরত্ব তুহিনের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।

'গুড লাক্, বয়,' তুহিনের পিঠ চাপড়ে দিলেন রিচার্ড ওয়াকার।

খেয়াল করলো না সে, নাক কুঁচকে ঘন ঘন বাতাস শুঁকছে। 'বিচ্ছিরি গন্ধ!' বললো তুহিন, 'কেউ নিশ্চয়ই নোংরা মোজা পরে আছে।'

সত্যিই তাই। সবার নাকেই যাচ্ছে গন্ধটা অনেকক্ষণ থেকে, কিন্তু কেউই

তেমন পাত্তা দেয়নি। অনেকটা যেন গন্ধকের গন্ধ, ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। রিচার্ড ওয়াকারের দিকে চাইলো রানা, তিনিও ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখ দেখে মনে হয়, কিছু একটা ভাবছেন।

'সালফারের গন্ধ না?' বললো রানা।

'তাই হবে। আশেপাশে ডুবো আগ্নেয়গিরি আছে অনেক। হ্যাঁ, জোরে জোরে শ্বাস টানলেন বিজ্ঞানী, 'সালফার।'

হাত তুলে পুব আকাশ দেখালো শাহরিয়ার পাশ থেকে। আরও উজ্জ্বল হলুদ রঙ পেয়েছে পুরো আকাশ। অনভ্যস্ত চোখে খুব অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা সবার। 'মনে হয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সালফার,' বললো সে, 'ভাসছে হাওয়ায় ভর করে।'

ততোক্ষণে তুহিনকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ডিঙ্গি। জাকারানডার কয়েক গজ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওটাকে রেজা-ভূষণ। থেমে দাঁড়ালো স্থির হয়ে। গানওয়েলে বসে আছে তুহিন পিছন ফিরে। ফেস মাস্ক আর ফ্লিপার ঠিক করে নিলো শেষবারের মতো। তারপর জাহাজের দিকে ফিরে হাত নাড়লো সবার উদ্দেশে। মুখ ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকটা একবার দেখে নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পানিতে পড়লো তুহিন 'ঝপাৎ' করে। কয়েক ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল তাকে, ধীরে সুস্থে নেমে যাচ্ছে।

যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তুহিনের দেহটা, ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো আজম ব্রিজ থেকে, 'মাসুদ ভাই! ওকে থামান! ওকে...ওকে যেতে দেবেন না, থামান তুহিনকে!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। সব ক'টা মুখ একযোগে ঘুরে গেল ব্রিজের দিকে। রোদের আলো সরাসরি পড়েছে গিয়ে ব্রিজে, পরিষ্কার দেখতে পেলো সবাই, দরদর করে ঘামছে ক্যাপ্টেন। দু'চোখ বিস্ফারিত, ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে মুখ, রীতিমতো যুদ্ধ করছে লোকটা হুইলের সাথে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো আজম, 'জাহাজ সোজা রাখতে পারছি না! ঘুরে যাচ্ছে!'

হঠাৎ করে বেসামাল হয়ে উঠলো সবাই, আছড়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিলো একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে। চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করেছে দিগন্ত, দেখতে দেখতে পুরো এক চক্কর ঘুরে এলো জাকারানডা–প্রকাণ্ড এক ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে সে। রেলিঙ ধরে ধরে ব্রিজের দিকে ছুটলো রানা পড়িমরি করে।

কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে। জাকারানডার তিন চার শো গজ সামনে, যেন যাদুমন্ত্রবলে, আচমকা সাগর থেকে শূন্যে ভেসে উঠলো ঘন কুয়াশার এক দৈত্যাকার কুণ্ডলী–গাঢ় গোলাপী তার রঙ। ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে ডেকের সবার, আতঙ্কে চেঁচিয়েও উঠলো কেউ কেউ।

যেমন উঠেছিলো, তেমনি হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল কুণ্ডলীটা। মাতালের মতো ডানে-বাঁয়ে দুলতে শুরু করলো এবার জাকারানডা। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে

থেমে গেল দুলুনি অপ্রত্যাশিতভাবে, আরেকটা কুণ্ডলী ভেসে উঠতে শুরু করেছে, পাক্ খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। জাকারানডার অনেক কাছে, স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে ওটা। একই সাথে আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়লো রানার, শান্ত প্রায় কালচে সাগরের বুকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘূর্ণি দেখা দিয়েছে আবার।

আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে সালফারের গন্ধ, ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে খুব। ব্রিজ থেকে রানাকে চেঁচিয়ে বলছে কিছু আজম, কিন্তু তার এক অক্ষরও বুঝতে পারছে না ও। মনে হচ্ছে বহুদূরে আছে আজম, চেঁচাচ্ছে দুর্বল গলায়। হঠাৎ করেই মাথা ধরে গেছে কেন যেন, জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো রানা। ততোক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে দ্বিতীয় কুণ্ডলী।

শাহরিয়ারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো রানা, 'অ্যাঙ্কর ফেলো, জাহাজ সরে গেলে ওদের সবাইকে হারাতে হবে। ফর গড'স সেক্, ড্রপ্ দ্য অ্যাঙ্কর!'

দুই লাফে জায়গামতো পৌঁছে গেল শাহরিয়ার, পরক্ষণে বিকট ঘড় ঘড় শব্দে নেমে গেল নোঙর। রেলিঙ ঘেঁষে একটা দড়ির কুণ্ডলী পড়ে থাকতে দেখে ছুটলো রানা। ওটার এক প্রান্ত গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলো পিছনেব গলুইয়ে বসা হতভম্ব ভূষণকে লক্ষ্য করে। চট্ করে প্রান্তটা লুফে নিলো ভূষণ, দ্রুত বেঁধে ফেললো গলুইয়ের হুকের সাথে। ওদিকে রেলিঙের সাথে কষে বেঁধে ফেলেছে রানা অপর প্রান্ত।

এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো আজম। হুইল লক্ করে বেরিয়ে এলো ডেকে। কাছে এসে সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকলো রানার দিকে। 'আপনি সুস্থ আছেন, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি আমি। ধন্যবাদ।' আবার মাথা ঝাঁকালো ও।

ডিঙ্গির দিকে ফিরলো আজম। 'কি সব ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হলো? ওদের তুলে আনা দরকার, ভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।' ঘুরেই রানার পিছনে রিচার্ড ওয়াকারকে দেখতে পেলো সে, ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কি ঘটছে, স্যার?'

'এক মিনিট,' হাত ইশারায় ওকে চুপ করতে বললেন বৃদ্ধ। ওদের মাথার ওপর দিয়ে পিছনের আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। আরেকটা কুয়াশার কুণ্ডলী মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে জাকারানডার স্টার সাইডে, একশো গজের মধ্যে, নিঃশব্দে পাক্ খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরদিকে। তবে গোলাপী নয়, গাঢ় কালো রঙ ওটার নিখুঁত, গোলাকার একটা উজ্জ্বল সাদাটে চক্র ঘিরে রেখেছে কুণ্ডলীটাকে চারদিক থেকে।

রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো বিজ্ঞানীর চেহারা। বুঝতে পেরেছেন, উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে সাগর, দেখতে দেখতে কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যাবে তাপমাত্রা, এবং তাঁর চোখের সামনের কুয়াশার ওই অদ্ভুত মেঘটা আর কিছু নয়–ঠিক ওখানেই পানির নিচে রয়েছে একটা ডুবো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এখন থেকে যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর আগুনে দানবটা। পানির সাথে লেজটা ছুঁইয়ে ভেসে আছে কুণ্ডলী–উঠছেও না, নামছেও না, বরং

ক্রমেই বাড়ছে তার বেড়।

'ওদের তোলো!' আতঙ্কে ঠিকমতো স্বর ফুটলো না বিজ্ঞানীর, 'ওহ্ গড! জাহাজে তোলো ওদের, সর্বনাশ হয়ে যাবে নইলে!'

ওদিকে পানির দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে অন্য দুই কম্যাণ্ডো, কোনওদিকে লক্ষ নেই তাদের। অপেক্ষায় আছে, কখন উঠে আসে তুহিন। দড়ি টেনে ডিঙ্গিটাকে কাছে নিয়ে আসবে কি না, ভাবছে রানা, এমন সময় মাথা তুললো তুহিন।

'যাক্, বাবা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো আজম।

পরক্ষণে সবার কলজে কাঁপিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলো শাহরিয়ার, 'একটা জাহাজ! অন দ্য স্টারবোর্ড বীম!'

চর্কির মতো ঘুরে দাঁড়ালো ওরা। একই সাথে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং জাহাজটা দেখতে পেলো। প্রথম দর্শনেই বুঝলো, ওটা হামিং বার্ড, কুণ্ডলীটার ঠিক ওপাশেই রয়েছে সে, ছুটে আসছে পূর্ণ গতিতে। আহাম্মক বনে গেল দু'জনেই। কিভাবে এতো কাছে চলে এলো প্রকাণ্ড জাহাজটা, বুঝতে পারছে না। এক্ষেত্রে প্রকৃতিও ষোলো আনা সাহায্য করেছে মিগুয়েল কার্লোসকে, ওকে আড়াল দেবার জন্যে দশ মিনিট থেকে আকাশে তুলে রেখেছে কুয়াশার চাদর।

চাদরটা ছিঁড়েফুঁড়ে এপাশে এসে পড়লো হামিং বার্ড। তার বো-এ এখনও লেখা টোপাজ। ডেকে অনেকগুলো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। স্থির দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে জাকারানডার দিকে। অন্তত বারো থেকে পনেরোজন হবে সংখ্যায়। আরেকটু এগুতেই দুটো ছায়াকে সনাক্ত করলো রানা–গণ্ডারের মতো বিশাল ওটা ন্যাট প্যাটেল। তার ঠিক পাশেই হ্যাংলামতো মিগুয়েল কার্লোস, দু'কোমরে হাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেদিন যে ভাবে দাঁড়িয়েছিলো রানার সামনে, জাকারানডার ডেকে।

শিউরে উঠলো রানা হামিং বার্ডের উঁচু, ধারালো বো-র দিকে তাকিয়ে। যে ভাবে সরাসরি ছুটে আসছে, নির্ঘাত গুঁতো মারবে জাকারানডার পেটে। এ আশঙ্কার কথা ভুলেও ভাবেনি রানা আগে। সামনে থেকে সরে যাবে, সে উপায়ও নেই। অ্যাঙ্কর তুলতেও কমপক্ষে পাঁচটি মিনিট লাগবে, অথচ তার অর্ধেকের অর্ধেক সময়ও নেই হাতে।

'যে যা পারো, শক্ত করে ধরে দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে বললো রানা, 'সাবধান! ওরা ধাক্কা মারতে যাচ্ছে আমাদের!'

একেবারে শেষ মুহূর্তে গতি কমালো হামিং বার্ড, নাকটা সামান্য ঘুরে গেল জাকারানডার লেজের দিকে। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হলো না। ধারালো ছুরির ফলার মতো ছুটে এসে খুদে জাহাজটাকে আঘাত করলো তার বো। প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা ধাক্কা, এবং ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষের বর্ণনাতীত বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠলো আকাশ-বাতাস। পলকে কাত হয়ে গেল জাকারানডা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। আক্ষরিক অর্থেই গেঁথে ফেলেছে তাকে হামিং বার্ড।

আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে সময় মতো রেলিঙ আঁকড়ে ধরেছিলো রানা,

আজমসহ অন্য সবাই। কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না তাতে। ধাক্কার চোটে চিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন রিচার্ড, রানার পাশেই ছিলেন তিনি। রেলিঙ থেকে হাত ছুটে যেতে অন্ধের মতো রানাকে ধরতে গেলেন, ডান হাতটা সরাসরি এসে আঘাত করলো রানার পেটে।

'ভুশ' করে পুরো দম বেরিয়ে গেল ওর। পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে, ওর ওপর পড়লেন বিজ্ঞানী। ওই অবস্থাতেই চোখে পড়লো রানার, কোনও এক অলৌকিক উপায়ে হামিং বার্ডের ফোরমাস্টের মাথায় ঝোলানো মোটা এক গোছা ম্যানিলা রোপের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে জাকারানডার ইয়ার্ডআর্ম।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো রানা। একছুটে এসে ঢুকলো ব্রিজে। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের নিচে বিশেষভাবে তৈরি একটা চেম্বার থেকে খাব্‌লা মেরে বের করে নিলো একটা তীক্ষ্ণধার বড়সড় ছোরা। পিস্তলটা রয়ে গেছে কেবিনে, আনতে গেলে এদিকে দেরি হয়ে যেতে পারে। শুধু ওই নিরস্ত্র নয়, কম্যাণ্ডোদের কারও সঙ্গেই সম্ভবত কোনও ফায়ার আর্মস নেই। থাকলে বড়জোর কমাণ্ডো নাইফ থাকতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে এখন আর আফসোস করার সময় নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। বিশেষ করে এরকম সময়ে কেউই ভুলেও আশা করেনি ওরা হামিং বার্ডকে। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে ওদেরকে কার্লোস।

খেয়াল হলো রানার, এখন আর ঘুরছে না জাকারানডা। স্থির হয়ে গেছে কখন যেন। ছোট-বড় ঘূর্ণিগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে সারফেস থেকে। স্প্যানিশ ভাষায় তীক্ষ্ণ, চড়া পর্দার কয়েকটা হুঙ্কার ভেসে এলো। পরমুহূর্তে হামিং বার্ডের ডেক থেকে আট-দশজন স্প্যানিয়ার্ড লাফিয়ে পড়লো ঝপাঝপ।

পলকের জন্যে আজমের ওপর চোখ পড়লো রানার। পেশীবহুল ডান হাতটা বিদ্যুৎ চমকের মতো ওপরদিকে উঠেই নেমে এলো তার, মুঠোয় ধরা কমাণ্ডো নাইফ। মাঝপথে ঝিলিক মেরে উঠলো ওটা আকাশের অদ্ভুত হলদেটে আভায়, পরক্ষণে আমূল বিঁধে গেল এক তামাটে শত্রুর বুকে। এক সেকেণ্ড মাত্র, ঝট্‌কা মেরে ছুরিটা বের করেই ঘুরে দাঁড়ালো বিশালদেহী শার্দূল, রক্তমাখা ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আরেকজনের ওপর।

দরজার বাইরে পা রেখেই থমকে গেল রানা। ওকে বেরুতে দেখেই বেঁটেমতো এক তাগড়া স্প্যানিয়ার্ড চেঁচিয়ে কি যেন বলে উঠলো পিছন থেকে। তারপর ছুটে আসতে লাগলো ওর দিকে, হাতে রামদা'র একটা খুদে সংস্করণ। ওটা মাথার ওপর তুলে ধরে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে বাঁটকু।

লোকটার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা মূর্তির মতো। একেবারে ওর চার হাতের মধ্যে এসে পৌঁছুলো স্প্যানিয়ার্ড, দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ধরেছে রামদা। কোপটা মারার ঠিক আগমুহূর্তে নিচু হয়ে সাঁৎ করে এগিয়ে গেল রানা সামনের দিকে, সেঁটে গেল তার গায়ের সাথে। পরক্ষণেই হাত পা ছড়িয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়লো লোকটা চিৎ হয়ে। কেন, কিভাবে আছাড়টা খেলো, কিছুই মাথায় আসছে না স্প্যানিয়ার্ডের। আছাড়ে ব্যথা যতোটুকু না পেলো, তারচেয়ে বহুগুণ বিস্মিত মনে হলো তাকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো রানা লোকটার ওপর।

# দশ

একটা নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কানে যেতে সচকিত হলো রানা, ঝট করে ব্রিজের দিকে তাকালো। বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে ডেবোরা শিলটনকে ডেকের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে আনছে ন্যাট প্যাটেল। তীব্র আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে অসহায় মেয়েটি, কাঁদছে প্রাণের ভয়ে। প্যাটেলের ডান হাতে একটা পিস্তল, দাঁত বের করে রানার দিকে চেয়ে আছে দানবটা–হাসছে।

টান দিয়ে ছুরিটা বের করে নিলো রানা লোকটার বুক থেকে। আরও আগেই নিথর হয়ে গেছে বেঁটে স্প্যানিশ। উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। ওদিকে দ্বিতীয় শত্রুর পেটের ওপর বসে আছে আজম বাঁ হাঁটু দিয়ে। ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। দু' ফাঁক হয়ে আছে লোকটার গলা; স্রেফ জবাই করেছে তাকে ক্যাপ্টেন।

চারদিকে হৈ চৈ, চেঁচামেচি, ছোটাছুটি, সবমিলিয়ে এক মহা হুলস্থুল কারবার। দশ কি পনেরো সেকেণ্ড, এর মধ্যে যেন মহাপ্রলয় ঘটে গেছে জাকারানডার ডেকে। তিনটে মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে ওখানে। আরও একজন কাৎরাচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে। লোকটা বিল হান্টার, ডান বাহুতে বিঁধে আছে একটা ছোরা।

এই সময় হামিং বার্ডের ডেক থেকে লাউড হেইলারে বলে উঠলো কার্লোস, 'পরাজয় মেনে নিন, সেনর মাসুদ রানা। হেরে গেছেন আপনারা। আপনার গর্দভ ক্যাপ্টেনকে থামতে বলুন, নইলে গণহত্যার নির্দেশ দিতে বাধ্য হবো আমি। এদিকে তাকিয়ে দেখুন, সেনর, ওপরে তাকান!'

মুখ তুললো রানা। চারজন স্প্যানিশ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, প্রত্যেকের হাতে একটা করে কারবাইন–জাকারানডার দিকে তাক্ করে ধরে রেখেছে। কাউকে কিছু বলতে হলো না, ডেবোরার চিৎকার কানে যেতেই বুঝে গেছে সবাই, হেরে গেছে ওরা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে। যে যেখানে ছিলো, স্থির হয়ে গেছে।

'মনে করবেন না যেন এগুলো অকেজো অস্ত্র,' হাসলো কার্লোস, 'সব নতুন, আনকোরা নতুন, সেনর রানা। আমি নামছি। যার হাতে যা আছে, ফেলে দিতে বলুন সবাইকে,' শেষের বাক্যটা ধমকের সুরে বললো সে।

'স্টপ ফাইটিং!' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললো রানা, 'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!'

'ভেরি ওয়াইজ, সেনর রানা।'

একটা গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ফেলা হলো হামিং বার্ড থেকে, জাকারানডার রেলিঙের সাথে কষে বাঁধা হলো তার এক প্রান্ত। পিছনে দু'জন সশস্ত্র বডিগার্ড নিয়ে নেমে এলো স্প্যানিয়ার্ড। হাসিতে উদ্ভাসিত চোখমুখ। ছাই রঙের সুন্দর ছাঁটের কমপ্লিট সুট পরে আছে লোকটা। দেখতে লাগছে যেন নিতান্তই ভদ্রলোক, ভেতরে

কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই।

ভারিক্কি চালে হেলেদুলে রানার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো কার্লোস। 'আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের, তাই না, সেনর মাসুদ রানা? অবশ্য ভিন্ন পরিস্থিতিতে, এই যা একটু তফাত, কি বলেন?'

পাত্তা দিলো না ও কার্লোসকে। আজমের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লো, 'তোমরা ঠিক আছো সবাই?' ভূষণ, তুহিন আর রেজার কথা মনে পড়লো রানার। কোথায় ওরা?

মুখ বিকৃত করে বাঁ কনুই ডলছেন রিচার্ড ওয়াকার। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। নিচু গলায় বললেন, 'বিলকে ছুরি মেরেছে ওরা।'

হিড় হিড় করে ওদের সামনে টেনে নিয়ে এলো প্যাটেল ডেবোরাকে। চুল ছেড়ে বাঁ হাত পিছন দিকে টেনে নিয়ে মুচড়ে ধরেছে সে তার, পিস্তল চেপে ধরে আছে ঘাড়ের ওপর। প্যাটেলের দিকে চেয়ে আছে রানা, দৃষ্টিতে শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা।

'মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বলুন,' কার্লোসকে বললো রানা।

'একটু অপেক্ষা করতে হবে,' বলেই ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। মৃত তিন স্প্যানিয়ার্ডের দিকে তাকালো এক পলক। তারপর এক পা দু'পা করে আজমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে, কেবল বুকের বিশাল ছাতি উঠছে নামছে। সেদিকে খানিক চেয়ে থাকলো কার্লোস, তারপর চোখ তুললো। ঠোঁটের কোণ বেঁকে আছে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে।

'আহ্,' মাথা ঝাঁকালো স্প্যানিয়ার্ড, 'দ্য ব্রেভ সেনর আজম। সেদিন বলেছিলাম, আমার সাথে দুর্ব্যবহারের জন্যে একদিন পস্তাতে হবে, মনে আছে নিশ্চয়ই?' বিদ্যুৎবেগে ডান হাত চালালো কার্লোস, উল্টো হাতের চড়টা তীক্ষ্ণ 'চটাস' শব্দে আছড়ে পড়লো আজমের গালে। ধারালো আংটির খোঁচা লেগে গাল কেটে গেল, বেরিয়ে এলো রক্ত। গড়িয়ে থুতনির দিকে নামছে। একচুল নড়লো না আজম, দাঁড়িয়ে থাকলো শক্ত হয়ে। ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অদম্য ক্রোধ, বহুকষ্টে ওটাকে ঠেকালো। পিছিয়ে গেল কার্লোস। রানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সেনর রানা, আপনার লোকদের নিয়ে সেলুনে চলুন। আমি কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাই না। ওখানে নিরাপদ থাকবেন আপনারা, আমিও নিশ্চিন্ত থাকবো। চলুন।' নিজের দুই বডিগার্ডের উদ্দেশে কিছু একটা বললো সে দ্রুত, স্প্যানিশে। বুঝলো না রানা।

এগিয়ে এলো লোক দুটো। কারবাইন ঠেসে ধরলো রানার পিঠে, ঠেলা দিলো সামনের দিকে।

'যান, সেনর,' আজমকে বললো কার্লোস, 'দয়া করে মাথা গরম করবেন না।'

ওদিকে বিল হান্টারের ওপর ঝুঁকে বসে ছিলো এতোক্ষণ শাহরিয়ার। ছুরি বের করে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিয়েছে তার ক্ষতটা এর মধ্যে। তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো সে। 'হ্যালো, ডক্টর,' বললো কার্লোস, 'আপনার রুগী নিয়ে সেলুনে চলে

যান। ওখানে ভালো করে নার্সিং করতে পারবেন।'

সবাইকে প্রায় ঠেলে গুঁতিয়ে নিয়ে চললো কার্লোসের লোকেরা। কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় পৌঁছে ফিরে তাকালো রানা, পিছনের ভিড়টার ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখতে পেলো, ডেবোরাকে নিয়ে ন্যাট প্যাটেলও আসছে ওদের সাথে।

'জাস্ট ওয়ান থিং, সেনর রানা,' বলে উঠলো কার্লোস পিছন থেকে। 'আপনাদের যারা নিয়ে যাচ্ছে, ওদের ভালোমন্দ জ্ঞান নেই। একমাত্র হুকুম পালন করা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু বোঝে না ওরা, মাথামোটা গর্দভ এক একটা। আমার অনুপস্থিতিতে ওদের ঘাঁটাতে যাবেন না যেন। ওরা যা বলে, শুনে যান চুপচাপ। আমি আসছি একটু পর।'

জেসির কি হলো? ভাবলো রানা, গেল কোথায় মেয়েটা। সেলুনে ঢোকানোর আগে সার্চ করা হলো সবাইকে। জাকারানডার সব রেগুলার অফিসার-ক্রুদেরও ধরে আনা হয়েছে। শুধু তিন কম্যাণ্ডো নেই ওদের মধ্যে। জেসি ওয়াকারও নেই।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ডেবোরাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলো প্যাটেল। উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়লো সে আজমের প্রশস্ত বুকে, চট্ করে বাঁ হাতে ধরে ফেললো আজম মেয়েটিকে। এখনও কাঁদছে ডেবোরা, আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে দরজার দিকে। পাছে প্যাটেল আবার ধরতে আসে, সেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে তার চোখের পানি মুছে দিলো আজম। নিচু গলায়, গভীর মমতার সাথে বললো, 'শান্ত হোন। আর ভয় নেই।'

প্রকাণ্ডদেহী ক্যাপ্টেনের বলার মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া রয়েছে টের পেয়ে মুখ তুলে চাইলো ডেবোরা। অস্থির দৃষ্টিতে কিছু একটা খুঁজলো আজমের চোখের তারায়। কি দেখলো, কে জানে, প্রায় সাথে সাথেই দেহের কাঁপুনি কমে এলো তার। রুমালটা নিয়ে নিজেই চোখমুখ মুছতে লাগলো।

এই সময় বাইরে একজোড়া পায়ের আওয়াজ উঠলো। এক মুহূর্ত পর জেসিকে দেখা গেল দোরগোড়ায়, উদভ্রান্ত চোখে চেয়ে আছে। পিছনেই ন্যাট প্যাটেল। কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলো হয়তো, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, ধরা পড়ে গেছে।

সবাইকে ভেতরে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো জেসি। ভেতরে এসে দাঁড়ালো। পিছন থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলো প্যাটেল। তার ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, ফিরে যাচ্ছে। দরজার এপাশে বাল্কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কার্লোসের দুই দেহরক্ষী, কারবাইন ধরে রেখেছে কোমরের কাছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রানা, এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি প্যাটেল কারও সাথে। যা করার মুখ বুজেই করে চলেছে।

রানা এগিয়ে এলো। 'জেসি, তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস। ড্যাড কোথায়?'

'এখানেই আছেন। চিন্তা নেই, ঠিকই আছেন উনি।'

'রানা, রেজা আর ভূষণ ধরা পড়ে গেছে ওদের হাতে। ওদের কেবল হোল্ডে আটকে রেখেছে কার্লোস,' চাপা গলায় বললো জেসি।

মনের ভেতর ওই দু'জনের সাহায্য পাওয়ার যেটুকু আশা ছিলো, মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে গেল। হতাশ কণ্ঠে বললো রানা, 'যাহ্!'

'তুহিন কোথায়?' প্রশ্ন করলো আজম।

মাথা নাড়লো জেসি। 'জানি না। দেখিনি। মনে হয় ওকে ধরতে পারেনি।'

'তাই?' আবার খানিকটা আলো দেখতে পেলো রানা। আজমের সাথে চোখাচোখি হলো ওর।

দরজার কাছ থেকে ধমকে উঠলো অস্ত্রধারীদের একজন। স্প্যানিশে বলে উঠলো লোকটা, 'চুপ্ করো! কেউ কথা বলবে না।'

লোকটার দিকে চাইলো রানা। ভাব করলো, কি বলছে সে বুঝতে পারেনি। আবার মুখ খুললো কিছু বলার জন্যে, সাথে সাথে দাবড়ি লাগালো গার্ড, কারবাইন তুলে গুলি করার হুমকি দিলো।

স্প্যানিশ জ্ঞানের ভাণ্ডার হাতড়ে থেমে থেমে বললো রানা, 'কিছু হবে না কথা বললে। সেনর কার্লোস কিছু মনে করবেন না তাতে।'

খানিকটা বিস্মিত হলো গার্ড দুটো, একে অপরের দিকে তাকালো। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো প্রথমজন, নামিয়ে নিলো অস্ত্র। মনে মনে হাসলো রানা, ঠিকই বলেছিলো কার্লোস। সত্যিই মাথামোটা গর্দভ ব্যাটারা, হুকুম ছাড়া কিছুই বোঝে না। হুকুম হলেই হলো, কে করছে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

'কি করা যায়, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করলো আজম।

'এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই। কার্লোস আসুক আগে, দেখি কি ইচ্ছে ওর। ওদের তিনজনের ওপর খানিকটা ভরসা ছিলো,' বিড় বিড় করে বললো ও, 'কিন্তু...তুহিন গেল কোথায়?'

হঠাৎ করে জোরে দুলে উঠলো জাকারানডা। বাইরে কোথাও কড়কড় মড়মড় আওয়াজ উঠলো, বন্ধ দরজার ভেতর থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল সে আওয়াজ। ধুপ্ ধাপ্ কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠলো মাথার ওপর।

'মনে হয় মাস্টহেডের সমস্যা নিয়ে পড়েছে শালারা,' বললো আজম।

তাও মন্দের ভালো, ভাবলো রানা। যতো বেশি সময় লাগবে জাহাজ দুটো বিচ্ছিন্ন করতে, পরিত্রাণের উপায় নিয়ে চিন্তা ভাবনার ততোই লম্বা সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরো একটি ঘণ্টা মাথা ঘামিয়েও কোনও পথ খুঁজে পেলো না ও। অবশ্য একটা লাভ হলো এতে, কার্লোসের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে একটু একটু করে আস্থা আর আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো সবার মধ্যে। ভয় ভীতি অনেকটা কাটিয়ে উঠলো তারা।

নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করলো আজম। 'আমারই দোষ। ডেকে ওয়াচ রাখা উচিত ছিলো আমার। গাধার মতো...'

চাপা গলায় ধমকে উঠলো রানা, 'চুপ করো। এখন ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই।'

দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠলো। সেদিকে ফিরে তাকালো সবাই। চোখের কোণ দিয়ে দেখলো রানা, সেলুনের এক প্রান্তে, সাইডবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো এতোক্ষণ শাহরিয়ার, সবাই দরজার দিকে ঘুরতেই চট্ করে বসে পড়লো সে। গুড়ি মেরে সাইডবোর্ড আর বাল্কহেডের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ ফাঁকে ঢুকে পড়লো। আবার চোখাচোখি হলো ওর আজমের সাথে, সে-ও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা।

সেলুনে ঢুকলো মিগুয়েল কার্লোস। হাসছে মুখ টিপে। কি এক অজানা উত্তেজনায় চক্ চক্ করছে দু' চোখ। সবার ওপর থেকে ঘুরে এলো তার অচঞ্চল দৃষ্টি, স্থির হলো এসে রানার মুখে।

'আরাম আয়েশে কোনো ত্রুটি ঘটেনি নিশ্চয়ই, সেনর?'

পাল্টা প্রশ্ন করলো ও, 'আমাদের আটকে রাখা হয়েছে কেন?'

হাসিটা আরও একটু প্রসারিত হলো কার্লোসের। বললো, 'একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি আপনাদের। দেখুন তো, চেনেন কি না ভদ্রলোককে?'

চোখ কুঁচকে কার্লোসের দিকে চেয়ে থাকলো রানা। পিছন ফিরে প্যাসেজের দিকে তাকালো লোকটা, হাত তুলে অদৃশ্য কাউকে কিছু ইঙ্গিত করলো। দু'জোড়া পায়ের শব্দ উঠলো প্যাসেজে। প্রথমে ছোটখাটো একজন লোক ঢুকলো ভেতরে।

পরনের শার্ট প্যান্ট মলিন, নোংরা। গাল ভর্তি ঘন কুচকুচে কালো দাড়ি। এক মাথা এলোমেলো চুল—কাঁচাপাকা। এক হাতে লোকটার কলার মুঠো করে ধরে রেখেছে ন্যাট প্যাটেল। পা কাঁপছে তার, সম্ভবত দুর্বলতার জন্যে, সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কলার ধরে খাড়া রেখেছে তাকে অস্ট্রেলিয়ান ম্যানিয়াকটা।

'আশ্চর্য!' বিস্মিত হবার ভান করলো মিগুয়েল কার্লোস। রিচার্ড, জেসি, ডেবোরা এবং রানার মুখের দিকে তাকালো বারকয়েক পালা করে। হাসি ঠেকেছে গিয়ে দু'কানে। 'কেউ চিনতে পারছেন না আপনারা ডেভিড ওয়াকারকে?'

# এগারো

সেলুনে উপস্থিত সবাই একযোগে হার্টফেল করেছে যেন, একচুল নড়ছে না কেউ, জোড়া জোড়া পাথরের চোখ সেঁটে আছে বিধ্বস্ত ডাকসেঁটে ওশেনোলজিস্ট ডেভিড ওয়াকারের মুখে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন তিনিও। কয়েক মুহূর্ত পর চোখের মণি নড়ে উঠলো ডেভিডের, মনে হলো চিনতে পেরেছেন ওদের চারজনকেই।

সশব্দে আটকে রাখা দম ছাড়লেন রিচার্ড ওয়াকার। প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'ডেভিড!'

'একেই বলে রক্তের টান,' ব্যঙ্গের সুরে বললো কার্লোস। 'কি হলো, দূরে

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! কাছে আসুন, স্নেহের ছোটভাইকে জড়িয়ে ধরুন বুকে। কতোদিন পর দেখা।' হা হা করে হেসে উঠলো লোকটা।

'কুত্তার বাচ্চা!' মস্ত দুই থাবা মুঠো করছে আর খুলছে আজম, মাড়ির পেষণে মড়মড় আওয়াজ উঠছে। রাগে কাঁপছে অল্প অল্প।

'দেখুন তো, কেমন মৃত মানুষ জীবিত করে দিলাম,' হাসি থামিয়ে বলে উঠলো স্প্যানিয়ার্ড, 'এ জন্যে আমাকে ধন্যবাদ জ়ানানো উচিত আপনার, সেনর রিচার্ড।'

এতোক্ষণে অন্যরাও সামলে উঠেছে, নড়েচড়ে বসলো সবাই। জেসিকে বিচলিত মনে হচ্ছে, সম্ভবত ডেভিডের কাছে যেতে চাইছে। ডেবোরার অবস্থাও অনেকটা একই রকম। ওদিকে পুরো পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে বেশি সময় লাগলো না রানার। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে, সম্পূর্ণ মুঠোয় পুরে নিয়েছে ওদের হারামির হাড় কার্লোস। ওদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন তার ইচ্ছের ওপর। ডেভিড ওয়াকার ওর ট্রাম্প কার্ড।

মনে পড়ে গেল রানার, হামিং বার্ডের ফো'ক্যাসলে সেদিন ডেভিড ওয়াকারকেই আঘাত করেছিলো আজম। দাড়ির জন্যে ও নিজেও তখন চিনতে ব্যর্থ হয়েছিলো তাঁকে। অবশ্য চেনার চেষ্টাও করেনি, ওরকম পরিস্থিতিতে যেটা খুবই স্বাভাবিক।

'কাজের কথায় আসা যাক,' মুহূর্তে স্বরূপ ধরলো কার্লোস, চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে উঠলো তার কণ্ঠ। 'সেনর রিচার্ড, ডেভিডের ডায়েরীটা দিয়ে দিন। ওটা পেলে আপনাদের ছেড়ে দেবো আমি। কোথায় সেটা?'

'যদি না দিই?' অপ্রত্যাশিতভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ওশেনোলজিস্ট।

বৃদ্ধের নিষ্ফল আস্ফালন দেখে হেসে উঠলো কার্লোস। পকেট থেকে একগোছা কাগজ বের করলো। 'এর মধ্যে আপনার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সুযোগ হয়েছে আমার। ওখানে কিছু প্রিলিমিনারি সার্ভে রিপোর্ট এবং কিছু ম্যাপের ফটোকপি পাওয়া গেছে,' কাগজগুলো দোলালো সে। 'খুব সম্ভব আপনার কাজ, তাই না? চমৎকার! অনেক কাজে আসবে আমার।'

'আফসোস!' কার্লোসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো আজম, 'সেদিন পানিতে না ফেলে ডেকের ওপর যদি আছাড়টা দিতাম তোমাকে...।' বক্তব্য শেষ না করেই থেমে গেল আজম।

শুনেও না শোনার ভান করলো কার্লোস। আপনমনে পাতাগুলো উল্টে চলেছে। 'ধৈর্যের ফল প্রায় সময়ই শুভ হয়। মনে হচ্ছে এই চান্সেই পৃথিবীর সেরা ধনীদের তালিকায় উঠে যাবো আমি এক লাফে,' রিচার্ড ওয়াকারের দিকে চাইলো সে। 'এই রিপোর্টগুলো আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। নেভার মাইণ্ড, সবার কপালে সবকিছু সয় না। এগুলো আমার ভাগ্যে ছিলো, পেয়েও গেলাম শেষ পর্যন্ত। কি বলেন, সেনর রানা, পরাজিত সেনাপতি?'

আবার রিচার্ড ওয়াকারের দিকে ফিরলো সে। 'ডায়েরীটার ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন, সেনর? দেবেন না? কিন্তু ওটা যে আমার চাই। সেনর রানাকে সেদিন

একটা বিখ্যাত কোটেশন শুনিয়েছিলাম, মিগুয়েল কার্লোস যা চায়, তা-ই পায়। আপনি শোনেননি?'

একটা চেয়ার টেনে আস্তে করে ডেভিড ওয়াকারকে বসিয়ে দিলো ন্যাট প্যাটেল। নিচু গলায় কার্লোসকে কিছু বলে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। আর নিজেকে ঠেকাতে পারলো না জেসি, ছুটে গেল চাচার দিকে। ক্রুদ্ধ গলায় কিছু একটা নির্দেশ দিলো কার্লোস, সাথে সাথে নড়ে উঠলো দুই গার্ড, কারবাইন তুলে ধরেছে। সাপের মতো পলকহীন সম্মোহনী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

অস্ফুট একটা শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো জেসি। চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকলো। দেখতে দেখতে নাকের ডগা এবং চোখের নিচে টকটকে লাল হয়ে উঠলো, পরমুহূর্তে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। হাত ধরে পিছিয়ে নিয়ে এলো তাকে ডেবোরা, জোর করে বসিয়ে দিলো একটা চেয়ারে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেই চলেছে সে।

গলা শান্ত রাখার জন্যে নিজের ওপর রীতিমতো জোর খাটাতে হলো রানাকে। বললো, 'ডেভিড মারা গেছেন, এই নাটক সাজাবার কি দরকার পড়েছিলো?'

'ডায়েরীটা যদি প্রথমেই আমার হাতছাড়া না হতো, তাহলে এ নাটকের প্রয়োজন পড়তো না। আসলে, এ জন্যে উনিই দায়ী, আমি নই। জেনেশুনে হীরের খনি হাতছাড়া করবে কোন পাগল, আপনিই বলুন? তখনই যদি ওটা পেয়ে যেতাম, তাহলে আমাকে এতো ঝামেলা করতে হতো না। আপনাদেরও বেগার খাটতে হতো না।'

চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে এলো রানার। 'অর্থাৎ র‍্যাঙ্গারকেও...'

'ঠিক ধরেছেন,' একটা চোখ টিপলো কার্লোস। 'মাথায় ঘিলু আছে আপনার। তবে পুলিস জানে, খুনটা ডেভিড ওয়াকার করেছেন। হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করে তারা এঁকে। ভেবে দেখলাম, বন্ধু মানুষ, বিপদে পড়েছেন, সাহায্য তো করতেই হয়। তাই স্ক্রিপ্টটা একটু অদল বদল করে ...এই আর কি!'

'কিন্তু তখন মাথায় খেলেনি কি গাধামি করে ফেলেছেন, না?' ঠোঁট বেঁকে গেল রানার, 'যার অ্যাপেণ্ডিসাইটিসই নেই, সার্টিফিকেটের জোরে তাকে পেরিটনাইটিসে মৃত বানিয়ে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন বসে বসে? একবারও মনে হয়নি, ওই মারাত্মক ভুলটা বুমেরাঙ হয়ে দেখা দেবে?'

'ভুল?' ভুরু জোড়া সামান্য উঁচু হলো কার্লোসের, 'মারাত্মক?' আরও একটু উঁচু হলো ভুরু, 'হেঁ হেঁ! আপনার মতো বোকা পাঁঠা পেয়েছেন নাকি আমাকে, সেনর? ওটা তো জেনেবুঝে, ইচ্ছে করেই করেছি। তা না করলে কি রিচার্ড ওয়াকারের মতো স্বনামধন্য ওশেনোলজিস্টের পদধূলি পড়তো কোনোদিন প্যাসিফিকের এই ফার এণ্ডে, আপনিই বলুন? না আপনাদের হাতের মুঠোয় পেতাম আমি?'

একটু থমকালো রানা। তাইতো! ভাবলো ও। 'কিন্তু শেষ রক্ষা বোধহয় হলো না। পুলিস চীফ ম্যাকব্রায়ান...'

আবার বাধা দিলো লোকটা। 'ছোঁঃ! প্রয়োজনে পুরো ফরাসী পুলিস বাহিনী কিনে নেবো আমি পয়সা দিয়ে,' তর্জনীর সাথে বুড়ো আঙুল বাধিয়ে বার দুয়েক নাচালো সে আঙুলটা। 'অবশ্য, একেবারে সহজ হবে না যদিও। কি বলবো, দলের কারও কারও আহাম্মকির জন্যেই এই ভোগান্তি সইতে হচ্ছে আমাকে।'

'ডেভিড, ইউ অল রাইট?' ব্যাপারটা এতোক্ষণে খেয়াল হলো রিচার্ডের।

অস্ফুটে বললেন ডেভিড, 'ইয়েস।'

'এবার বলুন, সেনর, ডায়েরীটা কোথায়? আপনাদের মূল্যবান সময় আর নষ্ট করতে চাই না। দিয়ে দিন ওটা, চলে যাই আমি।'

আসলে জাহাজ দুটো বিচ্ছিন্ন করতে সময় লাগছে বলেই এতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোশগল্প চালিয়ে যাচ্ছে ও, ভাবলো রানা, নইলে শুধু ডায়েরীটার জন্যে এতো সময় কিছুতেই নষ্ট করতো না শয়তানটা। ওপরে ব্যস্ত রয়েছে হামিংবার্ডের ক্রু-রা। কাজটা সম্পন্ন হয়েছে, খবর পাওয়ার সাথে সাথেই ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে কার্লোস। একটা ঢোক গিললো রানা।

'ডক্টর কাজম্যানকে খুন করেছে কে?' ধীর গলায় প্রশ্ন করলো ও। 'কে আগুন দিয়েছিলো হাসপাতালে?'

'এসব ব্যাপারে প্যাটেল মাস্টার। সব কৃতিত্ব ওর একার। সঙ্গে অবশ্য আরও একজন ছিলো।'

'তুমি অনুমতি দিয়েছো,' যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এমন ভাবে বললেন রিচার্ড।

'না। এসব ব্যাপারে প্যাটেলের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আসলে, নিষেধ করলেও শোনে না। খুন করে অদ্ভুত আনন্দ পায় লোকটা, বুঝলেন না?'

তার মানে দানবটাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না স্প্যানিয়ার্ড, ভাবলো রানা।

'সেনর রানা, স্যাণ্ডার্স কোথায় আছে, জানেন? নুকু আলোফায় আমার সাথে ওর দেখা করার কথা ছিলো, অথচ...জানেন কিছু এ ব্যাপারে?'

লোকটার চোখমুখই বলছে, স্যাণ্ডার্সের গায়েব হয়ে যাবার পিছনে যে ওদের হাত আছে, তা ঠিকই টের পেয়ে গেছে সে। 'জানি,' বিন্দুমাত্র ভাবনাচিন্তা না করেই বললো রানা। 'পাপীটি আছে সে এখন, দুঃখের গান গাইছে ম্যাকব্রায়ানের সামনে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে রানার দিকে চেয়ে থাকলো কার্লোস নীরবে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। আচমকা থর থর করে কেঁপে উঠলো জাকারানডা, আর্তনাদ জুড়ে দিলো তার প্রতিটি জয়েন্ট। টেবিল-চেয়ার আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকলো সবাই। চোখ তুলে সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক দোল খেলো খুদে জাহাজটা। তারপর একসময় আস্তে আস্তে কমে এলো দুলুনি।

ঘুরে তাকালো কার্লোস। 'সেনর রিচার্ড, ডায়েরীটা দিন,' বাঁ হাতে ধরা কাগজগুলো কোটের ভেতরের পকেটে পুরলো। বোঝা গেল, রানার ধাপ্পায় কাজ

হয়নি। হয় বিশ্বাস করেনি, নয়তো গুরুত্ব দেবার দরকার মনে করছে না।

পাত্তা দিলেন না বিজ্ঞানী। 'আমাদের নিয়ে কি করতে চাও তুমি?'

উত্তর দেবার কোনও গরজ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে।

'ঠিক আছে,' আবার বললেন বৃদ্ধ। 'তবে শুনে রাখো, নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা অনেক আগেই ভেবে রেখেছি আমি। কিছুদিন আগে আমার এজেন্টের কাছে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট পাঠিয়েছি আমি। ওতে তোমার পেরু থেকে শুরু করে টানাকাবু পর্যন্ত সব মহান কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে। অল্পদিনের মধ্যে আমি পানামা না পৌঁছুলে ওটাও যাবে আশপাশের সবগুলো দ্বীপের এবং দেশের অথরিটির কাছে।'

বুড়োকে নাকেমুখে মিথ্যে কথা বলতে দেখে অবাক হলো রানা। অন্যরাও অবাক হয়েছে, কিন্তু মুখের ভাব সযত্নে গোপন করে রাখলো সবাই।

দাঁত বের করে হাসলো কার্লোস। 'গত এক ঘণ্টায় তিন পয়েন্ট নেমে গেছে ব্যারোমিটার। এর অর্থ কি, নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো বোঝেন আপনি? জাহাজসহ আপনারা সবাই স্রেফ গায়েব হয়ে যাবেন সারফেস থেকে। আপনাদের ত্রিসীমানার মধ্যেও থাকবো না আমি তখন। সেক্ষেত্রে কি করে প্রমাণ করবে আপনার এজেন্ট যে আমিই দায়ী আপনাদের মৃত্যুর জন্যে?'

লোকটির একটা কথাও কানে যাচ্ছে না রানার। কার্লোসের পিছনের একটা পোর্ট উইণ্ডোর দিকে চেয়ে আছে ও। একটা ছায়া নড়াচড়া করছে ওটার বাইরে। চট্ করে দৃষ্টি ঘুরে এলো সাইডবোর্ডের ওপর দিয়ে, পলকের জন্যে শাহরিয়ারের মাথাটা দেখা গেল, আঙুল তুলে পুরু গোলাকার কাঁচের ওপাশটা দেখালো সে রানাকে। অর্থাৎ ওখানে ওদেরই কেউ একজন আছে, ওর মতো সে-ও দেখতে পেয়েছে। বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো এক ঝলক রক্ত, তুহিন!

'তুমি একটা কসাই!' খেপে উঠেছেন রিচার্ড।

'শুধু হত্যার জন্যে হত্যা করি না আমি প্যাটেলের মতো। প্রয়োজনে হত্যা করি। এবং যখন করি, বিশ তিরিশ কি পঞ্চাশ,' কাঁধ ঝাঁকালো কার্লোস, 'তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই না।'

কাঁচের সাথে মুখ ঠেকালো ছায়াটা। সত্যিই ও তুহিন। রানার উদ্দেশে একটা চোখ টিপলো কম্যাণ্ডো। মুখের সামনে হাত তুলে খুক খুক করে দু'বার কাশলো রানা। সেকেণ্ডের জন্যে ঝকঝকে দু'সারি দাঁত দেখা দিলো তুহিনের, চট্ করে সরে গেল সে।

কি যেন বলছেন বৃদ্ধ, ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না রানা। কানের ভেতর কেমন যেন করছে। কড়ে আঙুল পুরে একে একে দু'কান চুলকে নিলো ও। কিন্তু লাভ হলো না। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে কোনও গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে কানের পর্দায়। কথা শুনতে পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কণ্ঠস্বরগুলো অস্বাভাবিক–ঠিক যেন লম্বা কোনও টানেলের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন রিচার্ড ওয়াকার। বাতাসে কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনি হয়ে তা ভেসে আসছে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরই আবার ঠিক হয়ে গেল। এখন স্বাভাবিক ভাবে শুনতে পাচ্ছে ও।

কার্লোস তখন বলছে, '...পুলিসকে? আমার ক্রু-রা? এইসব জড়বুদ্ধির স্বাধীন চিন্তাশক্তিহীন দু'পেয়েরা তাদের জানিয়ে দেবে যে আমি হত্যা করেছি আপনাদের? হাসালেন। আমার হুকুমের বাইরে একটা পা-ও ফেলে না ওরা, জানেন? মাথায় কিস্‌সু নেই। আমার ব্রেন-ই ওদের ব্রেন। যা বলি, পাপেটের মতো তাই করে শালারা। অবশ্য...' একটু থেমে কি যেন ভাবলো কার্লোস চোখমুখ কুঁচকে, তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চেহারা। 'সম্ভাবনাটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আরেকটা উপকার করলেন আমার, সেনর। ধন্যবাদ। ঠিকই বলেছেন, ঘিলু নেই তো, হয়তো সত্যিই ফাঁস করে দেবে সব। সে দেখা যাবে। এই ঝামেলা আগে মিটুক, তারপর ওদের মুখ বন্ধ করার উপায় নিয়ে ভাববো।'

'তার মানে আরও কিছু দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু?' সন্দেহের সুরে বললেন রিচার্ড।

মুখটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো স্প্যানিয়ার্ডের। ওপর নিচে মাথা দোলালো। 'হ্যাঁ। খুব দুঃখজনক হবে ব্যাপারটা, কি বলেন?'

আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এলো রানার। ওদের দু'জনের কথাবার্তা অস্বাভাবিকভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওরই মাঝে, খুব হালকা একটা শিস জাতীয় শব্দ কানে এলো, যেন বহুদূরে কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, শোনা যায় কি যায় না।

হঠাৎ করে আবার ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো জাকারানডা, মাথার ওপরে অনেকগুলো বুট পরা পায়ের ছোটাছুটি এবং চেঁচামেচির শব্দ পাওয়া গেল।

'বাইরের দানবটা আপনাদের ব্যবস্থা করবে,' শান্ত স্বরে বললো কার্লোস। 'আমার লোকেরা জাহাজ দুটো সেপারেট করতে পারলেই চলে যাবো আমি। এবং যাবার আগে এক্সপ্লোসিভ চার্জ বসিয়ে দিয়ে যাবো এটার এনজিনে, বাকি কাজ সারবে মারাম্মু।'

মাথার ওপর দিয়ে অত্যন্ত ভারি পায়ে দৌড়ে গেল কেউ। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে বললো কিছু। কান খাড়া করে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলো কার্লোস। 'মনে হয় ওদের কাজ শেষ,' বললো সে।

কম্প্যানিয়নওয়েতে পায়ের আওয়াজ উঠলো। এর কয়েক সেকেণ্ড পর নক্ হলো বন্ধ দরজায়। কার্লোসের ইঙ্গিত পেয়ে দরজাটা খুলে দিলো গার্ডদের একজন। প্যাটেল ঢুকলো ভেতরে। ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে হাসলো দানবটা দাঁত বের করে, কিন্তু চোখ স্পর্শ করলো না তার সে হাসি। ঝুঁকে স্প্যানিয়ার্ডের কানে কানে কিছু বললো সে, প্রায় সাথে সাথে পোর্টহোলটার দিকে ফিরলো কার্লোস, যেখানে একটু আগে দেখা গিয়েছিলো তুহিনকে। ধড়াশ্ করে লাফিয়ে উঠলো রানার কলজেটা, ধরা পড়ে গেছে ও?

ওর দিকে ফিরে হাসলো কার্লোস, তাই দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

'কোথায় বসে মারাম্মুকে স্বাগত জানাতে চান, সেনর রানা? এখানেই, নাকি গভীর সাগরে কোথাও? আপনি বলুন, সেনর রিচার্ড। বছরের এই অসময়ে কোনো রিসার্চ শিপ যদি ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের বেশি কাছে এসে পড়ে এবং হঠাৎ করে মারাম্মুর কবলে পড়ে, তো সেটা ঠিক কোন্ জায়গায় ধ্বংস হলে স্বাভাবিক মনে হবে? ব্যারোমিটার আরও দুই পয়েন্ট নেমে গেছে। সময় বেশি পাওয়া যাবে না।

তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করুন। আমি আসছি,' গার্ড দু'জনের উদ্দেশে কিছু বললো সে। তারপর বেরিয়ে গেল প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঠিক যেন এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলো আজম। চেয়ার ছেড়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো সে বিশাল দেহটা নিয়ে। অকথ্য অশ্রাব্য বাংলায় ক্রমাগত গাল পাড়ছে সে গার্ড দুটোকে লক্ষ্য করে। তাদের একজন কারবাইন তুললো দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে, যেন স্থির করতে পারছে না কি করবে।

'সাবধান, আজম,' চাপা গলায় বললো রানা। 'গুলি করে বসতে পারে।'

'একটা কিছু করা দরকার, মাসুদ ভাই,' জরুরী ভঙ্গিতে বললো সে। 'এভাবে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে মরতে হবে সবাইকে।'

'ধৈর্য ধরো। তুহিন আছে আমাদের আশেপাশেই।'

'কি বললেন?'

'ঠিকই শুনেছো।'

ঝপ্ করে বসে পড়লো আজম। প্রায় একই সাথে পোর্টহোলের ওপাশে দেখা দিলো তুহিন। ওকে দেখামাত্র মুখ ঘুরিয়ে নিলো রানা রিচার্ড ওয়াকারের দিকে। যেন তাঁর সাথে কথা বলছে এমনভাবে জোরে জোরে বলে উঠলো বাংলায়, 'কেবল হোল্ডে ভূষণ আর রেজাকে আটকে রেখেছে ওরা। জলদি কিছু করো।'

'হোয়াট!' টাকে হাত বোলাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী, থেমে গেলেন।

আড়চোখে পোর্ট হোলটার দিকে চাইলো রানা, সম্ভবত কাকে কি বলছে রানা, বুঝতে পারেনি তুহিন, কান প্রায় কাঁচের সাথে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও খানিকটা গলা চড়ালো রানা, একই কথা বললো আবার। এবার বুঝেছে তুহিন, দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কি বলছো তুমি, রানা?' কপাল কুঁচকে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন ওশেনোলজিস্ট। 'ইউ অল রাইট?'

মিষ্টি করে হাসলো রানা। 'নেভার মাইণ্ড।'

আজম ছাড়া প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বিস্মিত হয়েছে ওর আচরণে। 'নেভার মাইণ্ড' শুনে আশ্বস্ত হলেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলো না কেউই, থেকে থেকে ওর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। গার্ড দু'জনের লক্ষ্য নেই রানার দিকে, তারা লক্ষ্য রাখছে আজমের ওপর।

'ডেভিডের সঙ্গে কথা বলুন,' রিচার্ডকে বললো রানা। শাহরিয়ারের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে এতো দুঃখেও হাসি পেলো ওর। মাথা গুঁজে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না বেচারা। ওখান থেকে বেরুলেই ধরা পড়ে যাবে গার্ডদের হাতে।

নিচু গলায় ছোট ভাইকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছেন বিজ্ঞানী, কোনও রকমে 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করে উত্তর দিচ্ছেন ডেভিড দুর্বল গলায়। ভদ্রলোক অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। টেবিলের ওপরের ভারি একটা কাঁচের অ্যাশট্রের ওপর চোখ পড়লো রানার। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে ওটা নিজের দিকে টেনে আনলো ও গার্ড দুটোর নজর বাঁচিয়ে।

আলাপ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলেন রিচার্ড ওয়াকার। 'রানা, কোনো গন্ধ পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। সালফারের গন্ধ।'

'বুঝতে পারছো কিছু?'

'কিসের?'

'ফনুয়া ফ'উ বার্স্ট করতে যাচ্ছে।'

'এরাপশন?'

'হ্যাঁ। এতোক্ষণ ছিলো না গন্ধটা। ভেবেছিলাম বিপদ কেটে গেছে বুঝি। কিন্তু...' থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে উঠলো বাতাস বাইরে, ভীষণভাবে ঝাঁকি খেতে লাগলো জাকারানডা। এক মুহূর্ত পর মতি পাল্টালো বাতাস, বিকট শব্দে একের পর এক হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো, যেন ঢেকুর তুলছে কোনও দানব বিচ্ছিরি শব্দে। সালফারের গন্ধ তীব্র হয়ে উঠেছে আরও।

সোজা হয়ে বসলেন এবার ডেভিড ওয়াকার। আতঙ্কিত চোখে তাকালেন বড় ভাইয়ের দিকে, বুঝতে পেরেছেন তিনিও, কি ঘটতে যাচ্ছে।

'এসব কি?' আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে আজম, 'শুরু হয়ে...'

কথাটা শেষ না হতেই আবার দুলে উঠলো জাহাজ, পরক্ষণে সামনের দিকটা সাঁ করে উঠে গেল আকাশের দিকে। সড় সড় করে পিছলে গেল চেয়ার-টেবিল সব, সেলুনের পিছন দিকে ছুটে গেল আরোহীদের নিয়ে। ছিট্‌কে পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে নিলো রানা টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে।

অ্যাশট্রেটা ধরে রেখেছে এর মধ্যেও। রিচার্ড ওয়াকারের গোঙানি কানে এলেও সেদিকে তাকালো না। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে দুই গার্ড। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে অস্ত্র ফেলে দিয়ে কিছু একটা ধরার জন্যে শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে এদিকে। আরও একটু কাছে আসতেই ভারি অ্যাশট্রেটা ছুঁড়ে মারলো রানা একজনের নাকমুখ সই করে, উড়ে গিয়ে দড়াম করে লাগলো জিনিসটা তার নাকের নরম হাড়ের ওপর। বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠলো লোকটা প্রচণ্ড ব্যথায়।

এক হাতে নাক চেপে ধরলো সে, ততোক্ষণে সিধে হতে শুরু করেছে জাকারানডা, কাজেই পড়তে পড়তেও একেবারে শেষ সময় নিজেকে সামলে নিলো লোকটা। থামলো এসে রানার তিন হাতের মধ্যে। নির্দ্বিধায় পা চালালো রানা এবার, পায়ের পাতার মাঝামাঝি জায়গাটা ধাঁ করে ছুটে গিয়ে আঘাত করলো গার্ডটার দু'পায়ের ফাঁকে।

'কেঁউ' করে কুকুরের ডাক ছাড়লো স্প্যানিয়ার্ড। পরমুহূর্তে বাঁ কানের ওপর রানার হেভি ওয়েট পাঞ্চ খেয়ে আছড়ে পড়লো দড়াম করে। পড়ে আর নড়লো না-জ্ঞান হারিয়েছে। ওদিকে দ্বিতীয় গার্ডকে সামাল দিতে বেশি সময় নষ্ট করতে হয়নি আজমকে। নাগালের মধ্যে পাওয়ামাত্র দু'হাতে তাকে মাথার ওপর তুলে এক আছাড়েই ঠাণ্ডা করে দিয়েছে সে। চেয়ারে বসে এক পা অজ্ঞান লোকটার

বুকের ওপর তুলে দিয়েছে আজম, এক হাতে ধরা তার কারবাইনটা। হেসে ফেললো রানা তাকে শিকারীর পোজ নিয়ে বসে থাকতে দেখে।

ওপর থেকে উন্মত্ত ছোটাছুটির আওয়াজ আসছে। জাকারানডার দুলুনি প্রায় থেমে এসেছে তখন। পিছন ফিরে তাকালো রানা, একজনও চেয়ারে নেই, সবাই গড়াগড়ি খাচ্ছে ডেকে। অপর কারবাইনটা তুলে নিলো ও। ডেভিড ওয়াকারকে ধরে বসিয়ে দিলো চেয়ারে। হাঁটুতে চোট পেয়েছেন ভদ্রলোক।

শাহরিয়ারের সাহায্যে আগেই উঠে বসেছেন রিচার্ড। চারদিকে একপলক নজর বুলিয়ে পোর্ট হোলটার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। হালকা, ধোঁয়াটে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তার ওপাশে কুচকুচে কালো ধোঁয়ার সেই প্রকাণ্ড কুণ্ডলীটা এখনও রয়েছে, চারপাশের সাদাটে বৃত্তটাকেও দেখতে পেলো রানা। একটু একটু বাষ্প উঠছে সাগর থেকে। ছোট ছোট ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে, তীর বেগে পাক্ খাচ্ছে পানি। ভীষণরকম হলুদ হয়ে উঠেছে আকাশ। শিউরে উঠলো রানা অজানা আশঙ্কায়।

ঘুরে দাঁড়ালো রানা। দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটেছে মুখে। বললো, 'এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা উচিত।' বিল হান্টারের ওপর চোখ পড়লো। আহত জায়গাটা থেকে অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে, শাহরিয়ারের রুমাল ভিজে লেপ্টে আছে ক্ষতস্থানের সাথে। 'আপনি ঠিক আছেন?'

'ইয়েস, স্যার। ফীলিং মাচ বেটার।'

দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিলো রানা। কেউ নেই প্যাসেজে। কোনও সাড়া শব্দও নেই। ইশারায় আজমকে কাছে ডাকলো। বললো, 'চলো, বেরুবার চেষ্টা করি।'

'চলুন।'

বিনা বাধায় আফটার কম্প্যানিয়নওয়ের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পিছন ফিরে ইশারায় সবাইকে অপেক্ষা করতে বললো, তারপর পা টিপে টিপে উঠতে শুরু করলো। কিন্তু তিন-চার ধাপ উঠেই থেমে দাঁড়ালো সে, বসে পড়লো ঝট করে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কেউ এদিকে পিছন ফিরে, হলদে আলোয় তার পিছনটা দেখতে পেয়েছে সে। একটা রাইফেল রয়েছে হাতে।

কারবাইনটা আজমের হাতে দিয়ে ফিসফিস করে পরিস্থিতিটা জানালো সে। 'আমি যাচ্ছি। তৈরি থাকো।' বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে ডেকে উঠে গেল রানা। এদিকে তাকাচ্ছে না লোকটা। লম্বা লম্বা পায়ে একদম তার পিছনে পৌঁছে গেল সে, ঝট করে বাঁ হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরলো তার। ডান হাত বাড়িয়ে ঝট্কা মেরে কেড়ে নিলো রাইফেলটা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ওই অবস্থাতেই সামান্য উঁচু করে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে এলো নিচে। প্রথমে লোকটাকে হাত-পা বেঁধে কোথাও ফেলে রাখার ইচ্ছে ছিলো রানার, কিন্তু বহু খুঁজেও দড়ি যোগাড় করতে ব্যর্থ হওয়ায় রেগে উঠলো। দড়াম করে একটা জুডো চপ মেরে বসলো লোকটার ঘাড়ে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে আবার তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলো বাতাস। হলদেটে আভার তেজ অনেকটা কমে এসেছে এখন, কিন্তু সেই সাথে বেড়ে গেছে ধোঁয়াটে ভাবটা। ওপর থেকে বৃষ্টির মতো কি যেন টুপ্ টুপ্ করে পড়ছে সাগরে। কুণ্ডলীটার দিকে তাকালো ওরা। মনে হলো, ওটার ভেতরে টকটকে লাল কিছু একটা রয়েছে। শিস্টা ক্রমেই বাড়ছে। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে কানের পর্দায়।

'হাই প্রেশার স্টীমের হুইসল,' বললেন রিচার্ড ওয়াকার।

কেউ কোনও মন্তব্য করলো না। দ্রুত ওপরের ডেকে উঠে এলো সবাই। দুটো জাহাজের মাস্ট এখনও জোড়া লেগে আছে, ছাড়াতে পারেনি ওরা। উঁচু হামিং বার্ড সামান্য ঝুঁকে আছে জাকারানডার দিকে, তার ফোরমাস্টের ম্যানিলা রোপের গোছা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে জাকারানডার ইয়ার্ডআর্মে। সারা ডেক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাস্তুলের ভেঙে পড়া ছোট ছোট অংশ।

চারদিকে ভালো করে নজর বুলিয়ে নিলো ওরা। ফাঁকা! একজন স্প্যানিয়ার্ডও নেই জাকারানডায়। এমনকি মৃত তিন স্প্যানিয়ার্ডের লাশগুলোও দেখতে পেলো না ওরা কোথাও। নিয়ে গেছে হয়তো কার্লোসের লোকেরা। নাকি ফেলে দিয়েছে সাগরে? মেয়েদের এবং দুই বিজ্ঞানীকে জোর করে কেবিনে পাঠিয়ে দিলো রানা। নিজেরাও গেল সাথে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়ে এলো আবার যার যার অস্ত্র নিয়ে। সেই সাথে হামিং বার্ড থেকে উদ্ধার করা কয়েকটা গ্রেনেড।

'আমাদের কথা ভুলে গেছে শালারা,' বললো আজম। 'নিজেদের জান নিয়ে ব্যস্ত।'

'তাই তো দেখছি,' বলে শাহরিয়ারের দিকে ফিরলো রানা। 'তুমি যাও। কেবল হোলড থেকে নিয়ে এসো ওদের। সাবধানে যেও।'

'জ্বি।' দেখতে দেখতে আবছা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল ছেলেটা।

এমন সময় কথাবার্তার আওয়াজ এলো হামিং বার্ডের ডেক থেকে। ধমকের সুরে কে কাকে বলছে, 'তাড়াতাড়ি করো! নইলে মরতে হবে সবাইকে।'

কয়েকটা ছায়া দেখা গেল, র‍্যাট লাইন বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে হামিং বার্ডের মাস্টের দিকে। মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রানা। মেঘ ডাকার মতোই, কিন্তু তার চেয়ে কয়েকশো গুণ জোরালো গুড় গুড় আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। কালো কুণ্ডলীর ভেতরের লালচে আভাটা বেড়ে গেছে বহুগুণ। আচমকা পিলে চমকানো ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের সাথে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হলো আগুন, ঠিক কুণ্ডলীটার মাঝখান থেকে। একই সাথে সাঁ সাঁ করে তীরবেগে ছুটলো স্ফুলিঙ্গের লক্ষ কোটি কণা।

অনেকগুলো কণ্ঠের আর্ত চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এলো হামিং বার্ড থেকে। দুদ্দাড় শব্দে সন্ত্রস্ত শেয়ালের মতো ছোটাছুটি করছে স্প্যানিয়ার্ডরা। দু'মিনিট পর প্রথমে শাহরিয়ারকে ডেক হাউসের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখলো রানা। তার পিছনেই অন্য তিনজন। সবাই সশস্ত্র। আসার পথে ফো'ক্যাসল ঘুরে এসেছে।

'ঠিক আছো তোমরা সবাই?' প্রশ্ন করলো রানা।

'জ্বি,' মৃদু গলায় বললো ভূষণ। 'ঠিক আছি।'

'টাশ্‌শ্‌!'

তীক্ষ্ণ শব্দে ফুটলো রাইফেলের গুলি। রানার পায়ের সামনের ডেকে এসে বিদ্ধ হলো গুলিটা, ছিট্‌কে উঠলো এক খাবলা কাঠ। ঝট্‌ করে হামিং বার্ডের দিকে ফিরলো সবাই। আবছামতো একটা ছায়া দেখা গেল ডেকে, রেলিঙের ওপর রাইফেল রেখে তাক্‌ করছে ওদের।

'কাভার নাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো রানা। ডান হাত দ্রুত ওপরে উঠে গেছে ছায়াটা চোখে পড়ামাত্র। গর্জে উঠলো ওয়ালথার পি. পি. কে। অস্ত্র ছেড়ে পেট চেপে ধরলো লোকটা, দু'পা পিছিয়ে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। রাইফেলটা পড়লো গিয়ে সোজা পানিতে।

ছুটে এসে আড়াল নিলো ওরা ডেক হাউসের এপাশে। পর পর আরও দুটো গুলির শব্দ উঠলো, তারপর সব চুপচাপ। কুয়াশা আরও গাঢ় হয়ে জেঁকে বসতে শুরু করেছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ অনেকটা কমে এসেছে এখন, কিন্তু সাগর অশান্ত হয়ে উঠছে। ডানে বাঁয়ে দুলতে শুরু করেছে জাকারানডা, দুটো জাহাজের ঘর্ষণে মড় মড় ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ উঠছে।

'ও ব্যাটা ভালো করে মাথা তোলার আগেই আমাদের সরে পড়া উচিত,' ডুবো আগ্নেয়গিরি ইঙ্গিত করলো আজম। 'আপনারা থাকুন। এনজিন রুম থেকে ঘুরে আসছি আমি। দেখে আসি, হারামির বাচ্চা সত্যিই এক্সপ্লোসিভ চার্জ বসিয়ে রেখে গেছে কি না। ভূষণ আমার সাথে এসো।'

'সাবধানে,' বললো রানা। ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতে হামিং বার্ডের মাস্তুলের দিকে তাকালো ও গলা বাড়িয়ে। কেউ নেই। নেমে গেছে সবাই। ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ঘুরে জাকারানডার ইয়ার্ডআর্মের দিকে চাইলো। দড়ির গোছাটা এমনভাবে পেঁচিয়ে ফেলেছে দুটো জাহাজকে যে ওই বন্ধন মুক্ত করতে হলে হয় হামিং বার্ডের নয় জাকারানডার মাস্টের খানিকটা অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। তাতে দ্রুত এবং নিশ্চিত ফল হবে।

মিনিট পাঁচেক পর ছায়া ছায়া তিন চারটে কাঠামোর ওপর চোখ পড়লো রানার, হামিং বার্ডের র‍্যাট লাইন বেয়ে থেমে থেমে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। কয়েক পা উঠে থেমে পড়েছে লোকগুলো। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে জাকারানডার দিকে, আবার উঠছে। নিচ থেকে কে যেন সমানে খিস্তি করে চলেছে তাদের, 'ভীতুর ডিম' 'মড়াখেকো' 'শকুনের বাচ্চা' ইত্যাদি বলে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে যেতে ফিরে এলো আজম। 'না,' হাসিমুখে বললো, 'বোমা নেই।'

তাকে নিজের আইডিয়াটা জানালো রানা। 'ওরা ওদেরটা নিয়ে থাকুক, আমরা আমাদেরটা সামলাই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে খানিক চেয়ে থাকলো আজম ইয়ার্ডআর্মের দিকে। তারপর বললো, 'কাজটা সারতে বেশ সময় লাগবে। সেটা অবশ্য সমস্যা নয়, কিন্তু খাড়া

মাস্তুলে দাঁড়িয়ে করাত চালাতে অসুবিধে হবে।'

'হবে না,' বললো রানা। 'পায়ের পাতা আর কোমরে দড়ি জড়িয়ে নিতে হবে। গাছ-কোমর বাঁধা যাকে বলে। আমাদের দেশে যে ভাবে নারকেল গাছে চড়ে লোকে।'

'বুঝেছি। কিন্তু খোলা জায়গায় পেলে ওরা যদি গুলি করে বসে?'

'তা করবে না,' কথাটা এমনভাবে বললো রানা, যেন আজমকে নয়, নিজেকেই শোনাচ্ছে। 'আমরা মুক্ত হলে ওরাও ছাড়া পাবে, কাজেই অমন কাজ কার্লোস করবে না। অপেক্ষা করো, আগে কথা বলে দেখি হারামজাদার সাথে।'

ক্রল করে হুইলহাউসে এসে ঢুকলো রানা। স্টার উইঙের দেয়ালে ঝোলানো লাউড হেইলারটা পেড়ে নিয়ে জানালা ঘেঁষে নিচু হয়ে বসলো।

'আহোয়, হামিং বার্ড!' চেঁচিয়ে বললো ও, 'আহোয়, কার্লোস–আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

একটা গুলির শব্দ উঠলো, পরক্ষণেই রানার মাথার ওপরের জানালার কাঁচ খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়লো। ঝট্ করে প্রায় শুয়ে পড়লো ও, ঘাড়ে পিঠে অসংখ্য টুকরো ঝরে পড়লো। কয়েকটা গলার চেঁচামেচির আওয়াজ, তারপর সব শান্ত। শুধু দুলুনির ফলে সৃষ্ট দুটো জাহাজের বিরক্তিকর ক্যাঁচ কোঁচ আর বাইরের অগ্নি দানবের গম্ভীর, মৃদু গুড় গুড় ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

'কার্লোস! তোমার সাথে আলাপ আছে আমার।' শক্ত করে হেইলার ধরে থাকার ফলে আঙুলের গাঁট সাদা হয়ে গেছে ওর রক্ত সরে গিয়ে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও ও-তরফের সাড়া না পেয়ে আবার হাঁক ছাড়তে যাচ্ছিলো রানা, এমন সময় কার্লোসের চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল। 'আগে বলুন, সেলুন থেকে বের হলেন কিভাবে আপনারা? আমার লোকদের খুন করেছেন?'

'অবান্তর প্রশ্ন। কিভাবে বেরিয়েছি ওটা বড় কথা নয়। প্রয়োজনে পরে এ নিয়ে আলোচনার জন্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক আহবান করা যাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে। কিন্তু এখন যা বলি, শোনো।'

আবার খানিক নীরবতার পর বললো স্প্যানিয়ার্ড, 'ওয়েল? কি বলার আছে?'

'রিচার্ড ওয়াকার বলছেন, ফ্যালকন আইল্যাণ্ডের সবগুলো ডুবো আগ্নেয়গিরি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একসাথে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। বাইরে এখন যা দেখছো, ওটা সূচনামাত্র।'

'হ্যাঁ, জানি।' পরিষ্কার হতাশার আভাস কার্লোসের কণ্ঠে।

'এ থেকে বাঁচার একটা উপায় আবিষ্কার করেছি আমরা।'

'কি উপায়?'

'আমাদের একজনকে ওপরে পাঠাতে চাই, আমাদের ফোরমাস্টে।'

'গিয়ে কি করবে সে?' আগ্রহী হয়ে উঠছে স্প্যানিয়ার্ড মনে হলো।

'দু'ঘণ্টা ধরেও তোমরা যা করতে পারোনি, তাই করবে। দশ মিনিটের মধ্যে মুক্ত করবে জাহাজ দুটো।'

সন্দিহান হয়ে উঠলো লোকটা। 'কিভাবে?'

'সে দেখতেই পাবে। তুমি যদি গ্যারান্টি দাও, তাকে তোমার লোকেরা গুলি করবে না, তাহলে কাজটা শুরু করা যেতে পারে। হাতে সময় বেশি নেই, বুঝতেই পারছো।'

লম্বা বিরতি। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা। পিছনে মৃদু খসখস আওয়াজ উঠতে ফিরে চাইলো। হুইল হাউসের দরজার ওপাশ থেকে উঁকি দিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছেন রিচার্ড ওয়াকার। মেজাজ খিঁচড়ে গেল রানার। 'কি ব্যাপার, আপনি?'

কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন বৃদ্ধ ওর মুখের ভঙ্গি দেখে। মিনমিনে সুরে বললেন, 'না, এমনিই। ছটফট করছে মনটা, কিছুতেই কেবিনে থাকতে পারলাম না।'

কড়া গলায় কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলো রানা। কি ভেবে বললো, 'ঢুকে পড়ুন। বসে থাকুন চুপ করে।'

বোঝা গেল খুশি হয়েছেন বিজ্ঞানী। দু'কাঁধ ছোট করে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। হামা দিয়ে এক কোণে সরে গিয়ে বসলেন সুবোধ বালকের মতো।

'অল রাইট, সেনর রানা,' নীরবতা ভাঙলো কার্লোস। 'আমরা গুলি ছুঁড়বো না।'

রানা বললো, 'গুড। কিন্তু মনে রেখো, যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো, এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হবে তোমার। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত টার্গেট হবে তুমি।'

'আর ভয় দেখাবেন না, প্লিজ, সেনর।' ব্যাটা হাসছে নাকি? ভাবলো রানা। 'ভলকানোর ভয়ে এমনিতেই আধমরা হয়ে আছি। সে যাক্, আপনার লোক পাঠাতে পারেন, এদিক আমি দেখবো।'

'অপেক্ষা করো।' পিছিয়ে এলো রানা। রিচার্ডকে 'আপনি থাকুন এখানে,' বলে বেরিয়ে এলো হুইল হাউস থেকে।

আজম এগিয়ে এলো। 'রেজা তৈরি। ও উঠবে,' বললো সে।

'ঠিক আছে। কোথায় ও?'

'আসছে।'

হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে হাজির হলো রেজা। হাতে বড়সড় একটা করাত এবং ছোট-বড় দু'টুকরো দড়ি। মুখের ভাব স্বাভাবিক, অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছে।

'কার্লোসের সাথে কথা হয়েছে আমার,' বললো রানা।

'আমি সব শুনেছি, মাসুদ ভাই,' হাসলো রেজা। 'কাউকে না কাউকে কাজটা করতে তো হবে। আজম ভাইকে আমি নিজেই যাবো বলে প্রস্তাব দিয়েছি।'

'তবু...কাজটায় ঝুঁকি আছে...' সঠিক শব্দ খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল রানা।

'জানি।' রানা ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি রেজা। বললো, 'কিন্তু সেই ভয়ে বসে থাকলে ঝুঁকি আরও বাড়বে। সবগুলো

ভলকানো যদি ইরাপ্ট করতে শুরু করে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ ওরাও বোঝে। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। দেখবেন, কিছু হবে না আমার।'

'চলো তাহলে, এগোনো যাক,' বললো আজম।

'গুড লাক,' বললো রানা, 'আমি কার্লোসকে তোমার কথা জানাচ্ছি। আজম, তোমরা কাভার দাও ওকে। আমি হুইল হাউসে আছি।'

ক্রল করে ফিরে এলো রানা। লাউড হেইলার নিয়ে বসলো আগের জায়গায়।

'কে উঠছে মাস্টে, রানা?' প্রশ্ন করলেন ওশেনোলজিস্ট।

'রেজা।'

অস্ফুটে বললেন তিনি, 'গড হেলপ্ হিম।'

হেইলারে মুখ লাগালো রানা। 'কার্লোস!'

'আমি শুনছি।'

'আমার লোক তৈরি। খোলা ডেকে যাচ্ছে সে। রিমেমবার, নো শূটিং!'

'প্রশ্নই আসে না। আমার লোকদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছি আমি।'

কারবাইনটা হাতের কাছেই রেখেছে রানা। ওয়াল্থারটাও বের করে নিলো। আস্তে করে মাথাটা সামান্য উঁচু করে বাইরে উঁকি দিলো। দৃঢ় পায়ে খোলা ডেকে গিয়ে দাঁড়ালো রেজা, কোনোদিকে লক্ষ্য নেই। করাতের হাতলটা প্যান্টের পিছন দিকে গুঁজে নিয়ে পায়ে ছোট রশিটা বাঁধলো, তারপর তর তর করে উঠতে শুরু করলো মাস্ট বেয়ে।

বিভিন্ন অবস্থান থেকে আজম, তুহিন, ভূষণ এবং শাহরিয়ার, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রেজার ওপর। অস্ত্র বাগিয়ে তৈরি সবাই। ইয়ার্ডআর্মের সামান্য নিচে পৌঁছে থামলো কম্যাণ্ডো। ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে বড় দড়িটা দিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেললো মাস্টের সাথে। আবার একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালো। চট্ করে হামিং বার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো রানা। কারও ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

খসড় খসড় আওয়াজে ঘুরে তাকালো ও। কাজ শুরু করে দিয়েছে রেজা। অর্ধেক পর্যন্ত কাটা হতে থামলো। সামান্য একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করতে গেল, এই সময় আচমকা জোরে দুলে উঠলো দুটো জাহাজ, ঘুরতে শুরু করলো একসাথে। নিশ্চয়ই বড় কোনও ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে, ভাবলো রানা।

বাধা পেয়ে থেমে গেছে রেজা, কি করবে, বুঝতে পারছে না। মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে আছে পানির দিকে।

হঠাৎ হামিং বার্ডের হুইল হাউস থেকে স্প্যানিশে চেঁচিয়ে উঠলো কেউ তীক্ষ্ণ গলায়। সেদিকে তাকালো রানা, এক সেকেণ্ড পরই প্যাটেলের ওপর দৃষ্টি পড়লো, হা হা করে হাসছে। হাতে একটা সাব-মেশিনগান  ছুটে বেরিয়ে এলো সে হুইল হাউস থেকে।

কট্ কট্ কট্ কট্ বিশ্রী শব্দে আঁতকে উঠলো সবাই। কি ঘটে গেল, টের পাবার আগেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ান। নিখুঁত লক্ষ্য, কোমর পেঁচিয়ে রাখা দড়িটা দু'টুকরো হয়ে গেছে, হাত-পা ছড়িয়ে সাঁ করে নেমে এলো রেজা, দড়াম করে আছড়ে পড়লো স্টারবোর্ড বাল্কহেডের পাশে। যে যার জায়গায়

জমে গেছে সবাই। গুলিতে যদি মৃত্যু না-ও হয়ে থাকে, ওই পতনটাই বাকি কাজ সেরে ফেলেছে। বুঝতে বাকি থাকলো না কারও, রেজা নামের অকুতোভয় যুবকটি আর নেই।

অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে রানা। চুপ করে বসে থাকলো কিছুক্ষণ চোখ বুজে। ভেতরে না রাগ, না দুঃখ, কিচ্ছু নেই। বাইরে থেকে একসাথে গর্জে উঠলো চারটে আগ্নেয়াস্ত্র, হামিং বার্ডের হুইল হাউস লক্ষ্য করে বিরতিহীন গুলি করে চলেছে চার কম্যাণ্ডো।

'গডড্যাম ম্যানিয়াক!' নিষ্ফল আক্রোশে দু'হাত মুঠো পাকালেন রিচার্ড।

কথাটা কানে যেতে সংবিৎ ফিরলো রানার। পিস্তলটা ধীরেসুস্থে হোলস্টারে পুরে রেখে তুলে নিলো কারবাইন। ইঙ্গিতে বিজ্ঞানীকে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে এলো হুইল হাউস থেকে। কি এক প্রতিজ্ঞার আগুন জ্বলছে ওর দু'চোখে।

সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো ফনুয়া ফ'উ।

আকাশ বাতাস কাঁপানো প্রচণ্ড হুঙ্কারের স্যাথে হাজার হাজার টন পানি তীব্র উত্তাপে বাষ্প হয়ে 'হুপ্' করে লাফিয়ে উঠলো আকাশে। মাথার ওপরে কোথাও সূর্যের চাইতে বহুগুণ উজ্জ্বল একটা আলো মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠেই নিভে গেল, আঁধার হয়ে গেল সবকিছু। বাষ্পের মেঘ পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে সূর্য।

পনেরো সেকেণ্ড পেরুবার আগেই পৌঁছে গেল প্রথম ঢেউটা। পরিষ্কার দেখলো রানা, প্রায় জাকারানডার ইয়ার্ডআর্ম সমান উঁচু, মাথায় নোংরা ধূসর গ্যাঁজলার মুকুট পরে তীরবেগে ছুটে আসছে ওটা ঠিক একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিতে।

চেঁচিয়ে রিচার্ড ওয়াকারকে সতর্ক করার সময়টুকু পেলো রানা, পরমুহূর্তে বিপুল বিক্রমে আছড়ে পড়লো ঢেউটা জাকারানডার ডেকে। আর্তনাদ করে উঠলো খুদে জাহাজটা, সজোরে গিয়ে আঘাত করলো হামিং বার্ডের খোলের সাথে। মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লো তার একপাশের অনেকখানি কাঠের রেলিং।

ডেকের ওপর দিয়ে কোমর সমান নোংরা পানির বন্যা বয়ে গেল। হুইল হাউসের দরজা আঁকড়ে ধরে অনেক কসরত করে নিজেকে ভেসে যাবার হাত থেকে রক্ষা করলো রানা। প্রথমটার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই এসে পড়লো দু'নম্বর ঢেউ, তবে আগেরটার মতো শক্তিশালী নয়। পর পর আরও চারটে ঢেউ ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল ওদের।

জাহাজের লাফ ঝাঁপ কমতে উঁকি দিয়ে হামিং বার্ডের দিকে তাকালো রানা। কোথায় হামিং বার্ড! অবাক হয়ে গেল ও, জাকারানডার গজ পঞ্চাশেক দূরে সরে গেছে ওটা, দুলছে মাতালের মতো। ফোরমাস্টের সাথে লটকে আছে জাকারানডার মাস্ট এবং ইয়ার্ডআর্ম। ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে নিয়েছে ওটা।

ধুপ ধাপ শব্দে ছুটে এলো আজম। 'লাশটা নেই, মাসুদ ভাই,' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'রেজার লাশটা ভেসে গেছে ঢেউয়ের পানিতে।'

'কেবিনে যাও!' কর্কশ গলায় বললো রানা, 'সবাই ঠিক আছে কি না,

দেখে এসো।'

রানার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে এক পা পিছিয়ে গেল আজম। কিছুক্ষণ বেকুবের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলো ওর দিকে। তারপর রুদ্ধস্বরে বললো, 'জ্বি, যাচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়ালো। চেয়ে আছে রানা। কয়েক পা গিয়ে বাঁ হাত তুলে চোখ মুছলো সে হাঁটতে হাঁটতে। কাঁদছে বিশালদেহী দানব।

হঠাৎ করে সামনেটা ঝাপসা হয়ে এলো। চোখের পাতা জোরে টিপে বন্ধ করলো রানা, টপ্ টপ্ দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়লো। ক'জন হলো রেজাকে নিয়ে?

মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ও। এসব সস্তা আবেগ ওকে মানায় না। কারবাইনটা শক্ত করে ধরে হামিং বার্ডের দিকে তাকালো মাসুদ রানা। এই সময় চোখে পড়লো আরেকটা ব্যাপার। মাথা তুলেছে ফ্যালকন। অনেকটা জায়গাজুড়ে টকটকে লাল এবং সোনালী কি যেন ধীরে ধীরে ওপরদিকে উঠে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

লাভা! অনেক বছর পর আবার পানির ওপর জেগে উঠতে যাচ্ছে ফ্যালকন আইল্যাণ্ড। আগন্তুকের সাথে লড়াই করলো পানি প্রাণপণে, বাধা দিতে চাইলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না ফ্যালকনকে–ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে লাগলো সে একটু একটু করে।

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানি আগুনের ওপর। অবর্ণনীয় হিশ্‌শ্ হিশ্‌শ্ শব্দে তালা লেগে গেছে কানে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত স্টীম এনজিন চালু করে দেয়া হয়েছে একসাথে। সেই সাথে বাষ্পের মেঘ গ্রাস করে নিলো ধরণী। টগবগ টগবগ করে ফুটছে চারদিকের লোনা পানি। নতুন এক ধরনের আওয়াজ পাওয়া গেল এতোকিছুর ভেতরেও। শব্দটা তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার। নবজাত ফনুয়া ফ'উ -কে মরিয়া হয়ে এতোক্ষণ বাধা দিচ্ছিলো যে সাগর, সে-ই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বাগত জানাচ্ছে তাকে নতজানু হয়ে। প্রকৃতির ইচ্ছেকে খুব সহজেই মেনে নিয়েছে সে।

পেটের ভেতর জমে থাকা লাভা, কালো ধোঁয়া, ছাই ইত্যাদি এখনও সমানে উগ্‌রে চলেছে ফ্যালকন। শোলার মতো উথাল পাতাল করছে জাকারানডা ও হামিং বার্ড। আগ্নেয়গিরির উজ্জ্বল কমলা লাল আগুনের পটভূমিতে কালো কালো অনেকগুলো ছায়া দেখা গেল, দুটো জাহাজের এ মাথা থেকে ও মাথা ছোটাছুটি করছে প্রাণভয়ে।

'রানা!' আতঙ্কে গলা চড়ে গেছে ওশেনোলজিস্টের, 'এখনই জাহাজ ছাড়তে বলো। পালাতে হবে এখান থেকে।'

সারা শরীর, চোখ মুখ, ভুরু–চোখের পাতা, সর্বত্র পুরু হয়ে ছাই জমে আছে বৃদ্ধের। ভূতের মতো হয়েছে চেহারা। একছুটে ব্রিজে এসে ঢুকলো আজম। রানা মুখ খোলার আগেই কেশে উঠলো রোলস রয়েস, একটু থমকালো, পরমুহূর্তে আবার কাশলো। এবার স্টার্ট নিলো। গিয়ার দিয়ে থ্রটল ওপেন করলো আজম নড়ে উঠলো জাকারানডা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঝপ্ করে নেমে গেল তাপমাত্রা। প্রায় সাথে সাথেই শুরু হলো তুষারপাত। হালকা পালকের মতো পেঁজা পেঁজা তুষার, তির্যক গতিতে নেমে আসছে আকাশ থেকে। বিষাক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে বাতাস সালফার এবং সালফারেটেড হাইড্রোজেনের তীব্র কটুগন্ধে।

পানির দিকে তাকালো রানা। নতুন করে আলোড়ন উঠতে শুরু করেছে। বড় বড় বুদ্‌বুদ্ উঠছে এখানে ওখানে। মৃদু 'ফট্' শব্দে ফেটে যাচ্ছে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বাষ্প।

পানির নিচে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রসারিত করছে ফ্যালকন। ঘাপ্‌টি মেরে থাকা তার অন্য সঙ্গীরাও তৈরি হয়ে নিয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে মাথাচাড়া দেবে।

# বারো

আবার বিস্ফোরিত হলো ফনুয়া ফ'উ। মুখব্যাদান করেছে অগ্নিগর্ভ দ্বিতীয় ভেন্ট–জাকারানডার একশো গজ পিছনে, হামিং বার্ডের বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে। আতঙ্কিত ঘোড়ার মতো ঝট্‌কা মেরে লাফিয়ে উঠলো ওটার পিছনদিক, পানি ছেড়ে প্রায় শূন্যে উঠে গেল। পরক্ষণে আছড়ে পড়লো হড়াশ্ করে, দু'ধারে অর্ধবৃত্তাকারে লাফিয়ে উঠলো টনকে টন কালচে নোংরা পানি।

ভাগ্যটা তার ভালোই বলতে হবে, প্রথমটার চাইতে অনেক ছোট ভেন্ট এটা, নইলে দফারফা হয়ে যেতো এবারই। উল্টে পড়তে পড়তেও প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল সে। চোখের পলকে দৈত্যাকার বাষ্পের মেঘ গ্রাস করে ফেললো হামিং বার্ডকে।

দু'পাশের দুই হ্যাণ্ডহোল্ড ধরে হুইল হাউসের ভেতরে ঝুলছে রানা আর আজম। একটু আগে বিজ্ঞানীকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কেবিনে। পর পর তিন চারটে ঢেউয়ের ধাক্কা কোনওরকমে হজম করলো জাকারানডা। বাষ্পের মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে। মিনিট দুয়েক পর চারদিক একটু পরিষ্কার হতে ব্যাপারটা চোখে পড়লো ওদের, হামিং বার্ডের ডেভিট থেকে হুড়োহুড়ি করে একটা লাইফবোট নামানো হলো পানিতে। ঠেলাঠেলি করে দশ-বারোজন লোক উঠলো তাতে, পাগলের মতো হাত নাড়ছে তারা জাকারানডার উদ্দেশে।

'তলা ফেটে গেল নাকি?' আনমনে বলতে বলতে চোখে দূরবীন লাগালো রানা।

গতি খানিকটা কমালো আজম। ঠিক সচেতন অবস্থায় নয়, আন্তর্জাতিক সী-ম্যানশিপ কাজটা করালো ওকে দিয়ে। বিপদে পড়লে প্রাণের শত্রুকেও উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, নৌ বাহিনীতে যোগদানের পর ট্রেনিঙের সময় শেখানো হয়েছে। ব্যাপারটা প্রায় মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার।

কিন্তু লাভ হলো না। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক উঠেছিলো বোটটায়।

অতিরিক্ত ভারে অনেকখানি দেবে গিয়েছিলো পানির নিচে। মাঝারি গোছের একটা ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল ওটা, মুহূর্তে তলিয়ে গেল। ঠিক ওখানটাতেই পানির একটা স্তম্ভ মাথা তুললো এই সময়, সাঁ করে রকেটের গতিতে উঠে গেল কয়েক শো ফুট পর্যন্ত। তারপর গতি হারিয়ে ঝর্না ধারার মতো ফিরে এলো একসময়।

এরপর শুরু হলো একের পর এক স্তম্ভের উত্থান আর পতন। একটা পুরোপুরি ঝরে পড়ার আগেই দেখা দেয় আরেকটা। হামিং বার্ডের মোটর চলছে পুরোদমে, সরে যেতে চাইছে সে দূরে। কিন্তু সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলো বিশাল এক ঘূর্ণি, অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বন্ বন্ করে পাক্ খেতে শুরু করলো হামিং বার্ড।

জানা হয়ে গেছে রানার, যেমন আচমকা দেখা দেয় ঘূর্ণি, তেমনি মিলিয়েও যায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। হলোও তাই। পাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল হামিং বার্ডের। কিন্তু সোজা নেই ওটা এখন আর। পোর্ট সাইডে অনেকটা কাত হয়ে আছে, ঘুরে জাকারানডার দিকেই আসছে।

নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়েছে তার, ভাবলো রানা। বিপদ টের পেয়ে ওদের সাহায্য নেবার জন্যে আসছে। 'কড়াৎ' করে প্রচণ্ড বজ্রপাতের মতো হুঙ্কার ছাড়লো তৃতীয় ভেন্ট—একেবারে হামিং বার্ডের নাকের সামনে। নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো আর জ্বলন্ত অঙ্গার প্রায় ঢেকে ফেললো জাহাজটিকে। মুহূর্তে আগুন ধরে গেছে পুরো উডওয়র্কে।

একের পর এক ঢেউয়ের আঘাতে নাভিশ্বাস উঠে গেল জাকারানডার। উন্মত্তের মতো লাফ ঝাঁপ করছে সে। চেঁচামেচির শব্দ শুনে ছুটে বেরিয়ে এলো রানা। গ্যালি রুফ হাঁ হয়ে আছে জাকারানডার। মণখানেক জ্বলন্ত অঙ্গার উড়ে এসে পড়েছে ওখানটায় রুফ ভেঙে। গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ভেতরের ডেক প্ল্যাঙ্কিঙের দিকে। আগুন ধরে গেছে এখানে ওখানে। তবে এখনই ভয় পাবার কিছু নেই, তিন কম্যাণ্ডোর নেতৃত্বে ক্রু-রা চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে।

সেই তীক্ষ্ণ, দূরাগত বাঁশীর আওয়াজটা এখন আবার শুনতে পাচ্ছে রানা। তীব্র কটুগন্ধে ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে না কেউ, হাঁ করে বাতাস টানছে মুখ দিয়ে। কিসের আওয়াজ ওটা? চারদিকের হৈচৈ প্রতিধ্বনি তুলছে কেন?

মাথা ঝাড়া দিতে দিতে ব্রিজে ফিরে এলো রানা। হামিং বার্ড পৌছে গেছে বিশ গজের মধ্যে।

'কি করি, মাসুদ ভাই?' বললো আজম, গীয়ার নিউট্রাল করে রেখেছে। 'সরে যাবো?'

'না, অপেক্ষা করো।' উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে জাহাজটার দিকে তাকালো রানা। আট দশজন ভীত সন্ত্রস্ত স্প্যানিয়ার্ডের ওপর চোখ পড়লো, অস্থিরচিত্তে রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তৈরি হয়ে। আরেকটু কাছে এলেই ঝাঁপ দেবে জাকারানডার ডেকে। কার্লোস বা প্যাটেলকে দেখা গেল না ওদের মধ্যে।

'স্লো অ্যাস্টার্ন,' আজমকে বললো রানা। 'তৈরি থাকো আর্মস নিয়ে।'

হঠাৎ করে হামিং বার্ডের পিছনদিকটা আরও অনেকখানি দেবে গেল। কাতর আর্তনাদ করে উঠলো তার পিছনের ডেক প্লেটিঙ। ঘাবড়ে গেল অপেক্ষমাণ ক্রু-রা, আর দেরি না করে ঝপাঝপ্ সাগরে লাফিয়ে পড়লো। দ্রুত সাঁতরে আসছে জাকারানডার দিকে। ওদিকে গ্যালির আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। বাকি কাজের ভার ক্রু-দের ওপর ছেড়ে দিয়ে ডেকে উঠে এসেছে তুহিন, ভূষণ এবং শাহরিয়ার।

'লাইন ফেলো!' নির্দেশ দিলো রানা। কারবাইন হাতে হুইল হাউসের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, সতর্ক চোখে চেয়ে আছে হামিং বার্ডের দিকে। হুইল লক্ করে আজমও চলে এলো বাইরে।

দু'তিনটে মোটা লাইন ফেলা হলো পানিতে। প্রথমে একজনকে তুলে আনলো শাহরিয়ার আর তুহিন। ওদিকে ভূষণ এবং আজম আরেকজনকে তোলার চেষ্টা করছে। এমন সময় মাথাচাড়া দিলো নতুন ভেন্ট, চার নম্বর। এতোই কাছে, মনে হলো পিঠের চামড়ায় আগুন ধরে গেছে।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। এবং সাথে সাথে উড়ে গেল পানির ধাক্কায়। কারবাইন পড়ে গেছে হাত থেকে। অন্ধের মতো হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে চলেছে ও। খালি হয়ে গেছে বুকের ভেতরটা, দম নেবার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। হঠাৎ হাতে শক্তমতো কিছু একটার স্পর্শ পেতেই প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরলো সে ওটাকে। কলজেটা ফেটে যাবার ঠিক আগমুহূর্তে মাথার ওপর থেকে সরে গেল পানি।

ফুঁপিয়ে উঠে দম নিলো রানা, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাউ দাউ করে জ্বলছে হামিং বার্ড। বিস্ফোরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের সিংহভাগই পড়েছে তার মাথায়। আকারে ছোট হওয়ায় এবং ওগুলো পৌঁছুবার আগেই পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিলো বলে জাকারানডা বেঁচে গেছে।

ফোর এবং আফটার ডেকের প্রায় সবখানেই আগুন ধরে গেছে হামিং বার্ডের। দ্রুত নিজের চারদিকে তাকালো রানা। তেলতেলে কালো পানিতে চুবানি খেয়ে দেখার মতো চেহারা হয়েছে এক একজনের। সবার ওপর চোখ বুলিয়ে স্বস্তির দম ছাড়লো রানা। খোয়া যায়নি কেউ।

'ঠিক আছো তোমরা?' কোলা ব্যাঙের মতো বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ বেরুলো রানার গলা দিয়ে।

মুখের তেলপানি মুছে থুথু ফেললো আজম। চওড়া বুকের ছাতি ঘন ঘন প্রসারিত হচ্ছে। বললো, 'ঠিক আছি।'

'ক'জন তুলেছো?'

'দু'জন।' কিনারার দিকে রেলিঙ ধরে বসে হাঁপাচ্ছে দুই স্প্যানিয়ার্ড, তাদের দেখালো সে ইঙ্গিতে।

মাথা ঝাঁকালো রানা। দুর্বল, কাঁপা কাঁপা পায়ে এসে ঢুকলো হুইল হাউসে। টেলিগ্রাফিক বেলের হাতলটা একটানে তুলে আনলো 'ফুল স্পীড' এর ওপর। এখানে বসে থাকা আর নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া, একই কথা।

হুইলের দায়িত্ব আজমের হাতে দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো রানা। কি মনে হতে

থমকে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। ঘুরলো। বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে আজম, ক্যানোপি ছুঁই ছুঁই করছে মাথা। গম্ভীর। পিছিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো রানা আলতো করে। 'আমি দুঃখিত,' বললো ও, 'তখনকার দুর্ব্যবহারের জন্যে। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'আমি জানি, মাসুদ ভাই,' গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়লো তার। 'পরে বুঝেছি, রাগটা আপনার কার ওপর ছিলো। মনে ভয় কিছুটা ছিলো ঠিকই, কিন্তু সত্যি সত্যি গুলি করবে ওরা রেজাকে ভুলেও ভাবিনি। বড় ভালো ছিলো ছেলেটা। আমাদের সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে...' গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো আজমের, মুখ ঘুরিয়ে হামিং বার্ডের দিকে তাকালো। পরক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে গেল তার চওড়া কাঁধ। বিশ ত্রিশ গজ দূরে রয়েছে ওটা, ক্রমেই আরও পিছিয়ে পড়ছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রানাও চাইলো। কার্লোসকে দেখা গেল ডেকে, পাগলের মতো ডেকের এ মাথা ও মাথা ছুটে বেড়াচ্ছে। হাতে একটা রাইফেল। পরনের দামী সুট ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। ওরই মধ্যে ধাবমান জাকারানডার চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালো স্প্যানিয়ার্ড, রাইফেল তুললো গুলি করার জন্যে।

ট্রিগার টানলো সে, কিন্তু গুলি বেরুলো না। শেষ হয়ে গেছে হয়তো, ভাবলো ওরা। হতভম্বের মতো কতোক্ষণ অস্ত্রটার দিকে চেয়ে থাকলো কার্লোস, তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে ফেললো ডেকের ওপর। দু'হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে পড়লো ধপ্ করে। জাহাজ ঘোরাবে কি না, ভাবছে রানা, এমন সময় মড়মড় আর্তনাদ করে উঠলো হামিং বার্ড। সাঁ করে তার মাথার দিকটা শূন্যে উঠে গেল।

ছিট্‌কে পড়লো মিগুয়েল কার্লোস, গড়াতে গড়াতে মুহূর্তের মধ্যে পিছনদিকে নেমে গেল তার হ্যাংলা পাতলা দেহটা, অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও একটু খাড়া হলো জাহাজটা, তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করলো।

তার ভেতরে জমে থাকা বাতাসের চাপে ভীষণরকম আলোড়ন সৃষ্টি হলো পানিতে। অনেকখানি জায়গাজুড়ে প্রচণ্ড ভুড়ভুড়ি ছাড়তে ছাড়তে টুপ্ করে ডুব দিলো হামিং বার্ড। এবং সেই সাথে ফাটলো পঞ্চম ভেন্ট, ওটা যেখানে ডুবেছে, ঠিক সেখানটায়। যেন ওটার ওপর খেপে গেছে ভেন্টগুলো। জাকারানডা তখন সরে এসেছে নিরাপদ দূরত্বে।

একসময় নীরবতা ভাঙলো আজম। বললো, 'আমি ভাবছি, প্যাটেল হারামজাদার গায়েব হয়ে যাবার রহস্য কি? রেজাকে গুলি করার পর সেই যে ঢুকলো গিয়ে ব্রিজে, তারপর আর একবারও দেখিনি ওকে।'

'আমিও,' বললো রানা। 'এতোক্ষণ কার্লোসের রক্তাক্ত হবার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে ওটা ন্যাট প্যাটেলেরই কাজ। খুব সম্ভব রেজাকে গুলি করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে মারামারি বেধে গিয়েছিলো। প্যাটেলের হাতে মার খেয়েই ওই অবস্থা ওর।'

'বুঝলাম। কিন্তু একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল দানবটা, এর তো কোনো...' আচমকা থেমে গেল আজম। বিড়বিড় করে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো,

'আই সী!'

ভুরু নাচালো রানা প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে।

'খুব সম্ভব লোকটাকে গুলি করে খুন করেছে কার্লোস। নইলে এরকম মুহূর্তে জান বাঁচানোর চিন্তা ছেড়ে রাইফেল নিয়ে কি করছিলো কার্লোস? আর, ওতে গুলি না থাকারই বা কি কারণ?'

একটু ভাবলো রানা। তারপর মাথা দোলালো। 'হয়তো তাই হবে।'

# তেরো

ব্যাপার কি? অ্যালিতে দাঁড়িয়ে ভাবছে রানা, সবাই গেল কোথায়? রিচার্ড ডেভিড জেসি বা ডেবোরা, কেউ নেই। তিনটে কেবিনই ফাঁকা। আশ্চর্য! পাঠিয়ে দেবার সময় পই পই করে সবাইকে বলে দিয়েছে ও, কোনও অবস্থাতেই যেন কেবিন ছেড়ে বেরোয় না কেউ। তারপরও...চিন্তিত মনে ল্যাবরেটরির দরজা খুললো রানা। নেই কেউ। ফাঁকা।

আশেপাশে নেই ওরা। থাকলে আসার পথে কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। ফিরে যাবার জন্যে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো ও, এই সময় মেয়ে কণ্ঠের 'খুক্' করে কাশির মতো একটা শব্দ এলো কানে। ওরই কেবিনের ভেতর থেকে এসেছে শব্দটা।

'জেসি!'

'রানা?' সর্দিতে বুজে এসেছে মনে হলো মেয়েটির গলা। 'তোমার কেবিনে আছি আমরা।'

তাড়াতাড়ি নব্ ঘুরিয়ে দরজাটা খুললো রানা। পরমুহূর্তে একটা পেশীবহুল লোমশ হাত এগিয়ে এলো ঝট্ করে, কলার ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ভেতরে নিয়ে গেল ওকে। এ ধরনের সম্বর্ধনার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলো না রানা, প্রায় উড়ে চলে গেল ছোট্ট কেবিনটার ও প্রান্তে। শুনতে পেলো, পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

পড়তে পড়তেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো ও, ঘুরে দাঁড়ালো চট্ করে। অভ্যাস বশে হাত চলে গেছে শোল্ডার হোলস্টারে।

'খবরদার!'

জমে গেল মাসুদ রানা। এক সেকেণ্ডও লাগলো না ঘরের পরিস্থিতি বুঝে নিতে। ওর বাঙ্কের পায়ের দিকে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ডেবোরা, ডেভিড এবং রিচার্ড। দরজার পাশে চেয়ারে বসা জেসি। দু'পা চেয়ারের সাথে বাঁধা। হাতও বাঁধা হয়েছে পিছমোড়া করে। পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে তার চুল মুঠো করে ধরে আছে ন্যাট প্যাটেল, ডান হাতে বড়সড় একটা মাংস কাটার ছুরি—জেসির ফর্সা গলায় চেপে বসে আছে ওটার ধারালো প্রান্ত। একচুল নড়াচড়ার উপায় নেই

মেয়েটির। সর্দি নয়, আসলে কাঁদছে জেসি।

জীবনে অনেকবার, অনেক বিস্ময় হজম করতে হয়েছে রানাকে। কিন্তু আজকের তুলনায় সেসব যেন কিছুই নয়। কিছুতেই মাথায় আসছে না রানার, সবার চোখ বাঁচিয়ে কখন, কোন্ ফাঁকে জাকারানডায় উঠলো লোকটা। নোংরা কালচে পানিতে নেয়ে ওঠা বিশালদেহী দানবটাকে ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। আতঙ্কে পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে জেসি। কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছে রানা, কি ঝড় বয়ে চলেছে ওর মনের মধ্যে। ডেভিড আর ডেবোরার অবস্থাও প্রায় এক। দু'জনেরই জানা আছে ন্যাট প্যাটেল কি চিজ।

'দুঃখিত, রানা,' প্রায় কান্নার মতো শোনালো রিচার্ডের গলা, 'লোকটা জেসিকে বাধ্য করেছে তোমাকে ডেকে আনতে।'

কিছু বললো না রানা। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। পলকহীন চোখে ম্যানিয়াকটার দিকে চেয়ে আছে। চোখের সামনে ভাসছে ডা. ফ্রেডরিখ কাজম্যানের কান্নাভেজা চেহারা–রেজার সদা হাসিমাখা মুখটা। বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠতে শুরু করলো ভয়ঙ্কর আক্রোশ আর ঘৃণা। জানোয়ারটার হাত-পা একটা একটা করে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে শান্তি পেতো। কিন্তু মনের ভাব চেপে রাখলো রানা।

এখনই কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ভুল ধারণা নেই ওর। চট্ করে ছোট্ট কেবিনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো একবার। মনে মনে ঠিক করলো, এখানে নয়, বাইরে মোকাবেলা করতে হবে ম্যানিয়াকটার। নইলে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে সবাই।

'ও জানে না, আমি ওর মৃত্যুদূত,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটলো রানার ভরাট কণ্ঠে। এমনভাবে কথাগুলো বললো ও, প্রায় চমকেই উঠলো সবাই। 'জানলে এ কাজ করতো না কিছুতেই।'

ন্যাট প্যাটেল পর্যন্ত থমকে গেছে। চোখ ছোট করে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। জেসি ছাড়া অন্য সবাই হাঁ করে দেখছে ওকে। কথাগুলো ঠিক শুনেছে কি না ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেছে। বিশালদেহী ন্যাট প্যাটেলের সামনে রানাকে লাগছে যেন পাহাড়ের পাদদেশে নেংটি ইঁদুর। ওর মুখে কথাটা হাস্যকর শোনালেও একেবারে উড়িয়েও দিতে পারলো না কেউ।

মাথা ঝাঁকালো রানা প্যাটেলের দিকে তাকিয়ে। 'বড় দুঃখ হচ্ছিলো এতোক্ষণ হামিং বার্ডের সঙ্গে তুমিও জাহান্নামে গেছো ভেবে। এখন দেখছি,' এক পা এগিয়ে এলো ও, 'বিলিভ মি, ভীষণ খুশি লাগছে এখনও তুমি বেঁচে আছো দেখে।'

'রিয়েলি?' হাসির ভঙ্গি করলো অস্ট্রেলিয়ান। কিন্তু চোখ স্পর্শ করলো না হাসিটা। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠলো তার। 'আর এক পা এগিয়ে দেখো, গলাটা দু'ফাঁক হয়ে যাবে এর। নিশ্চয়ই তা চাও না তুমি, মিস্টার? না কি চাও?'

চুলের মুঠি ধরে জেসির মাথাটা একটু একটু করে পিছনে টেনে নিতে লাগলো

প্যাটেল, হাঁটু তুলে চেয়ারের পিছনে বাধিয়ে রেখেছে, যাতে হেলে পড়তে না পারে চেয়ার। সেই সাথে ছোরাটার ওপর হাতের চাপ বাড়ালো সামান্য। আর একটু চাপ বাড়লেই মট্ করে ভেঙে যাবে জেসির ঘাড়। তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে মেয়েটা, গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। হাত-পা বাঁধা থাকায় নড়াচড়া করতে পারছে না একচুল।

'বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপলো রানা। 'স্টপ ইট!' গলার পর্দা অজান্তেই চড়ে গেছে অস্বাভাবিকরকম।

পাল্টা দাঁত খিঁচালো দানবটা। 'পিছিয়ে যাও!'

দ্রুত পালন করলো রানা নির্দেশটা। এক পা পিছিয়ে এলো।

'গুড বয়।' চুল ছেড়ে জেসির মাথাটা আস্তে করে সামনে ঠেলে দিলো প্যাটেল। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নড়বে না এক ইঞ্চি। আমি যা বলি, শোনো।'

শালার নার্ভ আছে, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। মেঝেয় বসা তিনজনের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলো দৃষ্টি। পরিস্থিতি ওর প্রতিকূলে, বুঝতে পেরে নিজের ওপরই রেগে উঠছে রানা। কিছু একটা করা দরকার, এবং দ্রুত। কিন্তু কি করবে, মাথায় খেলছে না। কতোক্ষণ হলো কেবিনে ঢুকেছে ও? দশ মিনিট? না, আরও বেশি? রানার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ওরা কেউ কি আসবে এদিকে?

'আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, সে ব্যাপারে মোটেই ভুল ধারণা নেই আমার,' বললো প্যাটেল। 'কিন্তু তাই বলে সিনেমার হীরোর মতো কোনো অ্যাকশন দেখাতে যেয়ো না, পস্তাবে।'

'মেয়েটা তোমার কোনো ক্ষতি করেনি, প্যাটেল। ছেড়ে দাও ওকে।' দেহের ভার এক পায়ের ওপর থেকে অন্য পায়ে চাপালো রানা। ওর আর প্যাটেলের মাঝখানের দূরত্ব বড়জোর পাঁচহাত। ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়? ভাবছে ও।

'দেবো। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা দাবি পূরণ করতে হবে তোমাকে।'

মুখে কিছু বললো না রানা। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতেই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো, ব্যাখ্যা চাইছে।

'একটা অস্ত্র চাই আমার।' প্যাটেল নির্বিকার।

প্রশ্নই আসে না, তৎক্ষণাৎ দাবিটা নাকচ করে দিলো রানা মনে মনে। মুখে বললো, 'আমাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। তোমাদের মতো পাইরেট নই আমরা যে...' থেমে গেল প্যাটেলকে দাঁত বের করতে দেখে।

'আছে,' মাথা দোলালো লোকটা। 'আস্তে করে তোমার কোটের বাঁ ল্যাপেলটা তোলো, ভেতরটা দেখবো আমি। সাবধান একবার করেছি অলরেডি, আর করবো না। ডু ইট!'

রানাকে ইতস্তত করতে দেখে খেপে উঠলো দানব। খপ্ করে মুঠো করে ধরলো আবার জেসির চুল, কিন্তু থেমে গেল রানার শীতল চ্যালেঞ্জটা কানে যেতে।

'আরেকবার ওকে কষ্ট দিয়ে দেখো,' বললো রানা, 'আর একটি বার!'

ওর চোখের জ্বলন্ত চাউনি থতমত খাইয়ে দিলো তাকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে কি করবে বুঝতে না পেরে।

'তুমি ভেবো না, অস্ত্র হাতে পেলেই বেঁচে যাবে,' আবার বললো ও। 'তোমার মতো অনেক নরকের শয়তান দেখেছি আমি। শেষ সময়ে প্রাণভিক্ষা চাইতেও দেখেছি তাদের হাত-পা ধরে। তোমারও হয়ে এসেছে সময়,' বলে আস্তে করে ল্যাপেলটা সরালো। রানার কথা ভাবভঙ্গি দেখে স্রেফ হাঁ হয়ে গেছে সবাই। মহাবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

শোল্ডার হোলস্টারে ঝোলানো ওয়ালথারটার দিকে কুঁত কুঁতে চোখে চেয়ে থাকলো প্যাটেল কিছুক্ষণ।

'পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে এটার মেকানিজম,' যেন পরামর্শ দিচ্ছে, এমনভাবে বললো রানা, 'গুলি হবে বলে মনে হয় না।'

'তবু, বের করো। চেক করে দেখবো। সাবধান! ব্যারেল নিচের দিকে...

ওয়ালথারটা বের করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলো রানা। ধীরে, খুব ধীরে এগিয়ে এলো এক পা। অস্ত্রটার ওপর সেঁটে আছে প্যাটেলের চোখ সম্মোহিতের মতো, ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি। বরং আগ্রহের আতিশয্যে সে-ও এক পা এগুলো। সরল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। ব্যারেল নিচু করে ধরে অস্ত্রটা এগিয়ে দিয়েছে সামনে, দেহের প্রতিটি পেশী কংক্রীটের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্যাটেলও পুরোমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠলো এবার। দ্রুত ছুরিটা হাত বদল করে ডান হাত বাড়িয়ে দিলো সামনে। সাগর কলার মতো মোটা, লম্বা আঙুলগুলো এগিয়ে আসছে। চাউনি রানার মুখের ওপর স্থির, অপলক। অস্ত্রটা প্যাটেল স্পর্শ করার ঠিক আগমুহূর্তে আঙুলগুলোয় ঢিল দিলো রানা, ছেড়ে দিলো পিস্তল—পরক্ষণে সাপের মতো ছোবল দিলো হাতটা, 'খপ' করে প্যাটেলের চারটে আঙুল চেপে ধরলো জুডো হোল্ডে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সেই সাথে, 'বেরিয়ে যাও সবাই!'

যতো শক্তিধরই হোক, গুঙিয়ে উঠলো প্যাটেল আঙুলগুলোর ওপর আচমকা উল্টো চাপ পড়ায়। সাঁই করে ছুরি চালালো সে রানার কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু একে বাঁ হাত, তারওপর কোপটাকে আসতে দেখে আঁতকে উঠেই লাফিয়ে নিজের বাঁ দিকে অনেকটা সরে গেল রানা, ফলে শূন্যে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ধারালো অস্ত্রটা। চাপটা আরও একটু বাড়াতেই চেঁচিয়ে উঠলো প্যাটেল যন্ত্রণায়, ছুরি ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরলো রানার হাত। টানা হ্যাঁচড়া করে মুক্ত করতে চাইছে নিজেকে।

কিন্তু মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে রানা আঙুলগুলো, ছাড়বে না কিছুতেই। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বুনো ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি করছে ওরা, জোর খাটাতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে দু'জনেরই।

ওদিকে একছুটে গিয়ে কেবিনের দরজা খুলে দিয়েছেন রিচার্ড ওয়াকার।

জেসিকে সহ চেয়ারটা ফ্লোরের ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে ছুটলো অন্য দু'জন। যাবার আগে এক লাথি মেরে রানার পিস্তলটা দরজার দিকে পাঠিয়ে দিলো ডেবোরা। রিচার্ড তখন অ্যালিওয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্যে চেঁচাচ্ছেন গলার রগ ফুলিয়ে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝাঁকিতে হাতটা মুক্ত করে নিলো প্যাটেল। পরক্ষণেই নাকেমুখে তার ভয়ঙ্কর একটা বাঁ হাতি পাঞ্চ খেয়ে দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা। এক পা এগিয়েই ঝট্ করে ডান পা তুললো প্যাটেল ওর নাকমুখ সই করে। দু'চোখ জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে, খুনের নেশা দেখতে পেলো রানা সেখানে।

লাথিটা লাগলে ফ্লোরের সাথে সমান হয়ে যেতো রানার নাকমুখ, কিন্তু তার আগেই ডান হাতে কারাতে কোপ চালালো রানা লোকটার অন্য পায়ের গোড়ালির সামান্য ওপরে। সড়াৎ করে পিছলে গেল পা-টা, বাঁ কনুই দিয়ে হুড়মুড় করে ধসে পড়লো প্যাটেলের প্রকাণ্ড ধড়, থরথর করে কেঁপে উঠলো পুরো কেবিন। লোকটার দ্রুত অঙ্গচালনা অবাক করলো রানাকে, আছড়ে পড়েই ডান পা শূন্যে তুলে ফেলেছে প্যাটেল, সাঁ করে গোড়ালিটা নামিয়ে আনলো সে এবার রানার পেট লক্ষ্য করে।

'হুশ্' করে বুকের ভেতরের সবটুকু বাতাস বেরিয়ে গেল রানার, ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখটা। ওরই মাঝে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসলো। দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না। পায়ে পা বাধিয়ে ল্যাঙ মেরেছে প্যাটেল। রানা পড়ে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো সে ওর ওপর। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই চেহারা পাল্টে গেল রানার, নাকমুখ ফেটে রক্ত পড়ছে দরদর করে, বাঁ চোখটা প্রায় বুজে এসেছে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে। ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দুই মত্ত দানব, যেন কার কতো শক্তি, বোঝাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

ওদিকে, রিচার্ডের চিৎকারে প্রায় সবাই-ই ছুটে এসেছে জাহাজের। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ভেতরের দৃশ্য দেখছে। কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। সবার শেষে এলো আজম। জাকারানডাকে অটো পাইলটের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সে। এক পলকেই ভেতরের অবস্থা বোঝা হয়ে গেল।

'মাসুদ ভাই!' চেঁচিয়ে বললো সে, 'বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে আসুন। ওকে আমি দেখছি!'

'সরে যাও!' কর্কশ গলায় দাবড়ি লাগালো রানা। গোল হয়ে ঘুরছে ওরা ওইটুকু জায়গার মধ্যে। এর মধ্যে পড়ে যাওয়া ছুরিটা তুলে নিয়েছে কিভাবে যেন প্যাটেল, ওটা নিয়ে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

রানার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলো আজম। 'মাসুদ ভাই!' গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ওর।

'এক পা-ও এগুবে না কেউ,' আগের চেয়ে শান্ত শোনালো রানার কণ্ঠ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'কারও সাহায্য লাগবে না আমার।' বলতে বলতে চট্ করে একটা নতুন সম্ভাবনার কথা খেলে গেল ওর মাথায়। প্যাটেল খুব সম্ভব

আটক করতে চাইবে ওকে। একবার কায়দামতো জড়িয়ে ধরতে পারলে ওকেই হয়তো জিম্মি করবে ও গলায় ছুরি ধরে, জেসির বদলে।

পিলে চমকানো এক টুকরো হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। 'একটা একটা করে তোর হাত-পা ভাঙবো আমি আজ, কুত্তার বাচ্চা!' যেন আলাপ করছে, এমনভাবে বললো রানা। চাইছে আরও রেগে উঠুক দানবটা। ঝাঁপিয়ে পড়ুক অন্ধের মতো। 'তোর পাপের শাস্তি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবো।' ধীরে ধীরে দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলো ও। বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। প্রচণ্ড রাগে সত্যিই অন্ধ হয়ে গেছে প্যাটেল। কোনওদিকে লক্ষ্য নেই। অজান্তেই বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়।

'সরে যাও সবাই,' আবার বললো রানা।

বাঁধন খুলে মুক্ত করা হয়েছে জেসিকে আগেই। অ্যালি ছেড়ে খোলা জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। অন্যদের তো বটেই, এমনকি আজমেরও চোখ কপালে উঠে গেছে রানার বোলচাল শুনে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো প্যাটেল। হুঙ্কার ছেড়েই সাঁই করে ছুরিটা চালালো রানার কাঁধ লক্ষ্য করে। সভয়ে চোখ বুজলো অনেকেই। কিন্তু যারা তাকিয়ে ছিলো, তারা দেখলো মাসুদ রানার বিদ্যুৎগতি। ক্ষিপ্র চিতার মতো এক লাফে বাঁ দিকে সরিয়ে নিলো ও নিজেকে সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লো প্যাটেল।

লাফ দিয়ে চকিতে শূন্যে উঠে গেল রানা, দেহটা অদ্ভুতভাবে মোচড় খেলো ওর কারাতের ভঙ্গিতে। ডান পা-টা উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়লো প্যাটেলের নাকেমুখে। 'ঘোঁৎ' করে একটা আওয়াজ বেরুলো তার গলা দিয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু আশ্চর্য! রানা ঠিক হয়ে দাঁড়াবার আগেই উঠে পড়লো তড়াক করে, ছুরিটা ধরে আছে এখনও। নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে গলগল করে।

সামনের দুটো দাঁত নেই হয়ে গেছে। বুনো শুয়োরের মতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আবার ছুটে এলো প্যাটেল। আবার চালালো অস্ত্র। মোক্ষম আঘাত! এবার আর সময়মতো নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিতে পারলো না রানা, বাঁ কাঁধে কেউ যেন গরম লোহার শিক চেপে ধরেছে মনে হলো, 'ছাঁৎ' করে জ্বলে উঠলো ওর আপাদমস্তক।

ফিনকি দিয়ে ছুটলো রক্ত। এক ইঞ্চি গভীর, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে কাঁধের পেশীতে। আঘাতটা আর একটু জোরে পড়লেই দু'খণ্ড হয়ে যেতো কলার বোন। তীব্র যন্ত্রণায় চোখেমুখে আঁধার দেখছে রানা, ঘামছে দরদর করে। মেয়েদের কেউ অস্ফুটে কেঁদে উঠলো, পরিষ্কার কানে এলো ওর।

ওকে আহত করতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছে প্যাটেল। নিজের ওপর আস্থার কোনও অভাব নেই তার, কাজেই আবার ছুরি চালালো সে। এবং জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসলো ওখানেই। চোখের পলকে সাঁৎ করে এগিয়ে গেল রানা, সেঁটে গেল দানবটার গায়ের সাথে। পরক্ষণেই চট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো

তার বুকে পিঠ ঠেকিয়ে। একই সাথে দু'হাত তুলে খপ্ করে চেপে ধরেছে ছোরাসহ প্যাটেলের ডানহাতের কব্জি। কনুইটা উল্টো করে ঠেসে ধরেছে কাঁধের ওপর।

এ ধরনের কিছু ঘটতে পারে, ভুলেও আশঙ্কা করেনি ন্যাট প্যাটেল। ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেছে, হাতটা ছাড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে লাগলো। কিন্তু একচুল শিথিল হলো না রানার বজ্রমুঠি। খটাশ্ করে ডেকে আছড়ে পড়লো ছুরিটা।

'প্যাটেল!' মাথা ঝাঁকি দিয়ে ভুরুর ওপর জমে থাকা ঘাম ঝরালো রানা। আহত কাঁধটা টনটন করছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই সেদিকে। অনুত্তেজিত গলায় বললো, 'তোমার এই হাতটা এখন ভাঙবো আমি। কেন জানো? ডেবোরা শিলটনের গায়ে হাত তোলার অপরাধে।' কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো রানা নিচের দিকে, 'মড়াৎ' করে কনুই ভেঙে গেল প্যাটেলের। উল্টোদিকের নরম চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এলো ধপধপে সাদা হাড়। হাতটা ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রানা।

ষাঁড়ের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে অস্ট্রেলিয়ান, বাঁ হাতে মুঠো করে চেপে ধরে আছে ভাঙা জায়গাটা। স্তম্ভিত হয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে সবাই বিস্ফারিত চোখে, জমে গেছে যে যার জায়গায়। চোখের সামনে দেখেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে বাধছে যেন। রানাকে শান্তভাবে এগিয়ে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো প্যাটেল, ককিয়ে উঠে দ্রুত পিছিয়ে যেতে লাগলো রেলিঙের দিকে। কুঁতকুঁতে দু'চোখে তার নগ্ন ভয়।

'প্যাটেল,' আবার বললো রানা, শুধু গলা শুনলে যে কেউ ভাববে গল্প করছে বুঝি ও কারও সাথে, 'এবার ডান হাত। ডক্টর কাজম্যানকে হত্যা করার অপরাধে ওটাও ভাঙা হবে এখন। আমাকে নিশ্চয়ই খুব হিংস্র মনে হচ্ছে তোমার, তাই না?' প্যাটেলের পিছু হটার সাথে তাল মিলিয়ে একটু একটু করে এগুচ্ছে রানা। 'তুমি কি জানো, নিজে তুমি কতোটা হিংস্র? জানো না। আমার হাতের কাজটা শেষ হোক আগে, তারপর তাকে একশো দিয়ে গুণ করে নিও, মিলে যাবে হিসেব।'

লাফ দিলো রানা, ভেসে পড়লো বাতাসে। মাথা নিচু করে সাঁ করে ডাইভ দিলো লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লো তাকে নিয়ে। একটু পর যখন উঠে দাঁড়ালো, সবাই দেখলো, প্যাটেলের অন্য হাতটা পিছনে মুচড়ে ধরে আছে রানা, ঠেলে তুলে এনেছে প্রায় শোল্ডার ব্লেড পর্যন্ত। ব্যথায় গোঙাচ্ছে লোকটা, ছট্ফট্ করছে ছাড়া পাবার জন্যে। কিন্তু করার নেই কিছুই—পুরোপুরি অসহায়। ভাঙা ডান হাতটা মরা সাপের মতো বিদ্‌ঘুটে ভঙ্গিতে দুলছে দেহের পাশে।

বাঁ হাত প্যাটেলের মুচড়ে ধরা হাতের কনুইয়ের নিচে বাধিয়ে ওপরদিকে চাড় দিলো রানা। 'কড়াৎ' আওয়াজ উঠলো—ছুটে গেছে কাঁধের জয়েন্ট। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো ম্যানিয়াকটা। এবার হাত ছেড়ে নিতম্বে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরে

ত্যাকে দূরে সরিয়ে দিলো রানা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে প্যাটেল, মাথা নিচু করে চেয়ে আছে নিজের ভাঙা দু'হাতের দিকে, গোঙাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললো রানা, 'আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুন করেছো তুমি, প্যাটেল। কোনো অপরাধ ছিলো না ওর। ওর মৃত্যুতে কঠিন আঘাত লেগেছে আমার বুকে। এ জন্যে তোমার বুকের অন্তত দুটো রিব্ ভাঙবো এবার,' বলেই চরকির মতো ঘুরে গেল রানা। এক পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে চরকির মতো পর পর তিনটে পাক্ খেলো ও; এতোই দ্রুত যে ধাঁধা লেগে গেল সবার চোখে। গোঙানি পুরোপুরি থামেনি তখনও লোকটার।

শেষ চক্করটা পুরো হবার আগেই ওর ডান কনুই সজোরে আছড়ে পড়লো প্যাটেলের পাঁজরে। ভোঁতা একটা 'মড়াৎ', সেই সঙ্গে প্যাটেলের করুণ আর্তি কানে এলো সবার। কাঁদছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যথায়, ফোঁপাচ্ছে, বিড় বিড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে রানার কাছে।

কিন্তু সে-সব শোনার মতো মানসিক অবস্থায় নেই রানা। পুরোপুরি হিংস্র পশু হয়ে গেছে। আবার এগুলোও। 'টানাকাবু হাসপাতালে আগুন দেবার জন্যে তোমার একটা পা ভাঙবো এখন আমি।' বাঁ হাতটার কোনও সাড়া পাচ্ছে না রানা এখন, অবশ হয়ে গেছে পুরোপুরি। মনে হচ্ছে ওটা নেই দেহের সাথে। প্রচুর রক্তক্ষরণে মাথা ঘুরতে শুরু করেছে একটু একটু, দুর্বল লাগছে খুব। ইচ্ছে করছে বসে পড়তে।

জোর করে নিজেকে খাড়া করে রাখলো কোনও রকমে। এক পা এক পা করে এগিয়ে চললো প্যাটেলের দিকে। পিছাচ্ছে প্যাটেল। আতঙ্কিত চোখে ঘন ঘন এদিক ওদিক চাইছে, যেন লুকাবার জায়গা খুঁজছে। বিকৃত মুখটা ঘামে জবজব করছে, সেই সাথে যোগ হয়েছে চোখের পানি। মুখের দুই কষা দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর লাগছে দানবটাকে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো রানা।

ওকে আবার এগুতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো প্যাটেল, পিছাতে পিছাতে একেবারে রেলিঙের ধারে চলে এলো। হাঁ হয়ে আছে মুখ, আতঙ্কে বিস্ফারিত দু'চোখ। কান্নার ভঙ্গিতে কুঁচকে আছে গাল। প্রাণ ভিক্ষা চাইছে না আর, বুঝতে পেরেছে–এর হাত থেকে নিস্তার নেই আজ ওর।

লাফিয়ে শূন্যে উঠে দানবটার ভাঙা রিবের ওপর প্রচণ্ড এক লাথি কষালো রানা। বিকট চিৎকার দিয়ে আরও দুই পা পিছিয়ে গেল ন্যাট প্যাটেল। টলছে মাতালের মতো।

এমনি সময়ে হঠাৎ দুলে উঠলো জাকারানডা। বড়সড় একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে আবার। তাল হারিয়ে ফেললো ন্যাট প্যাটেল, উরুর পিছনে রেলিং বেধে পা দুটো উঠে গেল শূন্যে–উল্টে পড়ে যাচ্ছে সাগরে। দৌড়ে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু পারলো না-বাইম মাছের মতো হাত ফসকে পিছলে বেরিয়ে গেল লোকটা। ওর রোমহর্ষক অন্তিম চিৎকারে কেঁপে

উঠলো জাকারানডার সবাই। ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বিশালদেহী অস্ট্রেলিয়ান।

মাথার ভেতরটা কেমন যেন লাগছে রানার। ফাঁকা হয়ে গেছে যেন, কিছু ভাবতে পারছে না। ধীরে ধীরে বসে পড়লো সে, তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো ডেকের ওপর।

## চোদ্দ

লণ্ডন। রানা এজেন্সি। রাত নেমেছে কসমোপলিটান মহানগরীতে। দোতলায় নিজের বেডরুম সংলগ্ন ঝুল বারান্দায় বসে আছে মাসুদ রানা আর জেসি ওয়াকার। দূরে কোথাও নিবদ্ধ রানার দৃষ্টি, অন্যমনস্ক। মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে, চোখের নিচে কালি।

নড়েচড়ে বসলো জেসি। রানার একটা হাত টেনে নিলো কোলে। বললো, 'রানা, ছুটি আর দু'টো দিন বাড়ানো যেতো না? কাঁধের ক্ষতটা এখনও শুকোয়নি ভালো করে, আরও ক'দিন রেস্ট পেলে ভালো হতো।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকালো রানা, 'কিন্তু উপায় নেই। অনেক কাজ জমে আছে দেশে।'

'তোমার কাজ মানে তো...।' থেমে গেল জেসি। হয়তো রানার ভয়ঙ্কর মারমুখী চেহারাটা ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। বললো, 'ওহ্ বড়ো নিষ্ঠুর মানুষ তুমি! যাকগে, আবার কবে আসবে, রানা?'

'ঠিক নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো জেসি। 'এবার আমাদের সাথে আসছো না প্যাসিফিকে?'

'না, জেসি, সম্ভব নয়। পরে হয়তো আসবো, সময় পেলে। ওরা সবাই থাকবে তোমাদের সাথে। কাজ চালাতে অসুবিধে হবে না। আর, শান্তির সময় নিষ্ঠুর লোক একটু দূরে থাকাই তো ভালো।'

প্রায় ফিসফিস করে বললো জেসি, 'আমি নিষ্ঠুর লোকটার অপেক্ষায় থাকবো, রানা।'

***